শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়-স্তোত্র-কল্পদ্রুমঃ

শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়-সংরক্ষক

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদানুকম্পিত

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজানুগৃহীত

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজানুকম্পিত

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ-কৃপাভিষিক্ত

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মাধব মহারাজ-

কর্ত্তৃক সম্পাদিত

[সেবানুকূল্য—

গৌড়ীয় বেদান্ত বুক্ ট্রাস্ট-এর পক্ষে

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত গোবিন্দ মহারাজ-কর্ত্তৃক

শ্রীবামন গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ

৩৯, রামানন্দ চ্যাটার্জ্জী স্ট্রীট্, কলকাতা-৭০০ ০০৯ হইতে প্রকাশিত।

—ঃ আদি সংস্করণ ঃ—

শ্রীশ্রীগৌর-জয়ন্তী-তিথি

৩০ গোবিন্দ, ৫৩১ শ্রীগৌরাব্দ

১৭ ফাল্গুন, ১৪২৪ (ইং ২।৩।২০১৮)

গ্রন্থ-প্রাপ্তিস্থান

১। **শ্রীশ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ**, কোলেরডাঙ্গা লেন, নবদ্বীপ (নদীয়া) পঃ বঃ।
২। **শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ**, পোঃ ও জেলা মথুরা (উঃ প্রঃ)।
৩। **শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়ীয় মঠ**, দানগলি, বৃন্দাবন, জেলা মথুরা (উঃ প্রঃ)।
৪। **শ্রীগিরিধারী গৌড়ীয় মঠ**, দশবিশা, রাধাকুণ্ড রোড, গোবর্দ্ধন, (মথুরা) উঃ প্রঃ।
৫। **শ্রীবামন গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ**, ৩৯, রামানন্দ চ্যাটার্জ্জী স্ট্রীট্, কলকাতা-৯।
৬। **শ্রীদুর্ব্বাসাঋষি গৌড়ীয় আশ্রম**, ঈশাপুর, (মথুরা) উঃ প্রঃ।
৭। **শ্রীরমণবিহারী গৌড়ীয় মঠ**, ব্লক বি/৩এ, জনকপুরী, নিউ দিল্লী—৫৮।
৮। **শ্রীদামোদর গৌড়ীয় মঠ, চক্রতীর্থ**, পোঃ ও জেলা পুরী (উড়িষ্যা)।
৯। **শ্রীনারায়ণ গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ**, দীনবন্ধু মিত্র সরণী, শিলিগুড়ি (দার্জ্জিলিং)।
১০। **শ্রীচক্রতীর্থ গৌড়ীয় মঠ**, কাশীনগর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা (পঃ বঃ)।
১১। **শ্রীমায়াপুর গৌড়ীয় মঠ**, বামনপুকুর, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া) পঃ বঃ।

মুদ্রাকর—
শ্যামল সাউ, দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৬

নিবেদন

জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের অহৈতুকী কৃপায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ট্রাস্ট হইতে শ্রীগৌড়ীয়-সিদ্ধান্ত-রত্নাকরের রত্নস্বরূপ **"শ্রীগৌড়ীয়-স্তোত্র-কল্পদ্রুমঃ"**-নামক বাণীময় ভগবদ্বিগ্রহ গ্রন্থকারে আদি-সংস্করণরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন। অস্মদীয় শ্রীগুরু-পাদপদ্ম শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি (রেজিঃ) হইতে 'শ্রীগৌড়ীয়-স্তোত্র-রত্নমালা' প্রকাশ করিয়াছিলেন। "শ্রীগৌড়ীয়-স্তোত্রকল্পদ্রুমঃ" তাহারই নবকলেবর-স্বরূপ।

এই গ্রন্থে মূলতঃ শ্রীগৌরপার্ষদ, গোস্বামিগণ তথা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণের রচিত স্তব-স্তোত্রাদি বিশেষরূপে স্থানলাভ করিলেও কতিপয় প্রাচীন মহাজনগণ-কৃত স্তব-স্তোত্র এবং অস্মদীয় শিক্ষাগুরুপাদপদ্ম জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজের অতিপ্রিয় শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত গীত-পঞ্চক—শ্রীবেণুগীত, শ্রীপ্রণয়গীত, শ্রীগোপীগীত, শ্রীযুগল-গীত ও শ্রীভ্রমরগীত স্থানলাভ করায় ইহা অধিকতর মাধুর্য্যমণ্ডিত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

স্তব-স্তোত্রাদির মূল উদ্দেশ্য স্তবনীয় বস্তুর সুখবিধান তথা তদীয় প্রীতি উৎপাদন করা। ইহাই শ্রীরূপানুগ গুরুবর্গের ভজনাদর্শ এবং ইহাই গ্রাম্যবার্ত্তাদি হইতে নিবৃত্ত করিবার একমাত্র উপায়স্বরূপ। কারণ শ্রীমদ্ভাগবত ১২।৩।১৫ বলেন,—

"যস্তূত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদঃ সঙ্গীয়তেঽভীক্ষ্ণমমঙ্গলঘ্নঃ।
তমেব নিত্যং শৃণুয়াদভীক্ষ্ণং কৃষ্ণেঽমলাং ভক্তিমভীপ্সমানঃ।।"

পুনরায় শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৭।৪৫ শ্লোকেও কীর্ত্তিত হইয়াছে যে,—

"স্তবৈরুচ্চাবচৈঃ স্তোত্রৈঃ পৌরাণৈঃ প্রাকৃতৈরপি।
স্তুত্বা প্রসীদ ভগবন্নিতি বন্দেত দণ্ডবৎ।।"

অর্থাৎ পুরাণোক্ত (আর্য) স্তোত্র ও স্বরচিত উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট (উৎকৃষ্ট অর্থাৎ ভগবন্মহিমাসূচক এবং অপকৃষ্ট অর্থাৎ স্বীয় দৈন্যাত্মক) স্তবসমূহদ্বারা স্তুতি করিয়া —"হে ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হউন্"—এইরূপ উচ্চারণপূর্ব্বক দণ্ডবৎ-প্রণাম করিবেন।"

স্তোত্র ও স্তবে বৈশিষ্ট্যগত ভেদ থাকিলেও স্কন্দপুরাণ বলেন,—

"শ্রীকৃষ্ণস্তব রত্নৌঘৈর্যেষাং জিহ্বা ত্বলঙ্কৃতা।
নমস্যা মুনিসিদ্ধানাং বন্দনীয়া দিবৌকসাম্।।"

অর্থাৎ "যাঁহাদের জিহ্বা শ্রীকৃষ্ণের স্তবরত্নমালায় অলঙ্কৃত, তাঁহারা মুনি ও সিদ্ধগণের নমস্য এবং দেবতাগণেরও বন্দনীয়।"

আবার শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধূদ্ধৃত নারসিংহ বচনে দেখিতে পাই,—

স্তোত্রৈ স্তবৈশ্চ দেবাগ্রে যঃ স্তৌতি মধুসূদনম্।
সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ।।

অর্থাৎ শ্রীমদর্চ্চাবিগ্রহের অগ্রভাগে পূর্ব্বমহাজনকৃত স্তোত্র এবং স্বকৃত স্তব পাঠপূর্ব্বক যিনি শ্রীমধুসূদনকে স্তুতি করেন, তিনি সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন। এস্থলে শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত টীকায়ও দেখিতে পাওয়া যায়,—"(দেবাগ্রে শ্রীমদর্চ্চায়াঃ) স্তোত্র-স্তবয়োভেদেঽপ্য-বান্তরভেদঃ পূর্ব্বপ্রসিদ্ধত্ব-স্বকৃতত্বাভ্যাং জ্ঞেয়ঃ।" অর্থাৎ (দেবাগ্রে অর্থাৎ অর্চ্চা-বিগ্রহের সম্মুখে) স্তোত্র ও স্তবে ভেদ না থাকিলেও 'স্তোত্র' পূর্ব্ব-মহাজনকৃতরূপে এবং 'স্তব' স্বকৃতরূপে ভেদ স্বীকার্য্য।

বর্ত্তমান গ্রন্থের এইরূপ নামকরণের হেতুমূলে আমাদের বক্তব্য এই যে, শ্রীগৌর-সুন্দরের নিত্যসিদ্ধ-পার্ষদপ্রবর এবং শুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনীধারার ভগীরথস্বরূপ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গোলোকের নিঃশ্রেয়স বন-রূপ চিন্ময়কানন হইতে যে কল্যাণকল্পতরু বদ্ধজীবের প্রতি আত্যন্তিক কৃপাপরবশ হইয়া ভৌমপ্রপঞ্চে আনয়ন করিয়াছিলেন, এই গ্রন্থ সেই কল্যাণকল্পতরুরই অভিন্ন কায়ব্যূহস্বরূপ বলিয়া ইহার নামকরণ যথাযথ হইয়াছে।

"শ্রীগৌড়ীয়-স্তোত্র-কল্পদ্রুমঃ" গ্রন্থে সর্ব্বপ্রথমেই গৌড়ীয়-আশ্রয়-বিগ্রহগণের স্তব এবং শেষাংশে বিষয়-বিগ্রহগণের স্তোত্রের শিষ্টাচার-সম্মত রীতি প্রকাশিত হইয়াছে। যাহা শ্রৌত-প্রণালীতে শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ গৌড়ীয়-গুরুবর্গের কীর্ত্তিত ও অনুমোদিত। আশ্রয় ও বিষয়ভেদে স্তব ও স্তোত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তজ্জন্য আমরা বর্ত্তমান গ্রন্থে শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাসূচক স্তোত্রের সহিত তৎপরিকর-বৈশিষ্ট্যেরও স্তুতিগান করিতে বিস্মৃত হই নাই। যাহারা নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদী, জীবব্রহ্মৈকবাদী, বহ্বীশ্বরবাদী, পঞ্চোপাসক, কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত, চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী, তাহাদের স্তব-স্তোত্রাদি আলোচনা শ্রীভগবানের সুখকর হয় না, কারণ রূপানুগ মহাজনগণ বলেন,—

"ভক্তির স্বরূপ আর বিষয়-আশ্রয়।
মায়াবাদী অনিত্য বলিয়া সব কয়।।
ধিক্ তার কৃষ্ণসেবা শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-অঙ্গে বজ্র হানে তাহার স্তবন।।"

সুতরাং গৌড়ীয় শুদ্ধবৈষ্ণবগণ কখনই এইরূপ বিচারের বহুমানন করেন না। শ্রৌত-পন্থানুযায়ী ব্রহ্মবিদ্যা-নামক আম্নায়-শিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়-গুরু-পরম্পরাক্রমে অনুমোদিত হইয়া শুদ্ধবৈষ্ণবগণের কল্যাণবিধান করেন। আমরা প্রাচীন পদকর্ত্তাগণ —শ্রীল জয়দেব গোস্বামী, শ্রীল শ্রীধরস্বামী, শ্রীল মুরারিগুপ্ত, শ্রীল সনাতন গোস্বামী, শ্রীল রূপ গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী, শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর, সম্রাট্ কুলশেখর, শ্রীমদ্ বল্লভাচার্য্য প্রভৃতি গোস্বামি-আচার্য্যবর্গের রচিত স্তব-স্তোত্রাদি আশ্রয়-বিষয়ের ক্রমানুসারে প্রকাশের প্রয়াস পাইয়াছি। এই প্রসঙ্গে শ্রীব্রহ্মসংহিতা, শ্রীগীতগোবিন্দ, শ্রীচৈতন্যচরিত মহা-কাব্য, শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তব, শ্রীস্তবমালা, শ্রীস্তবাবলী, শ্রীস্তবরত্নাবলী, শ্রীগোবিন্দ-লীলা-মৃত ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থসমূহ হইতে স্তোত্রাদি সংগৃহীত হইয়াছে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের নিত্য প্রয়োজনীয় 'শ্রীশিক্ষাষ্টকম্', 'শ্রীউপদেশামৃতম', 'শ্রীমনঃশিক্ষা', 'শ্রীস্বনিয়ম-দশকম্', 'শ্রীস্বনিয়মদ্বাদশকম্', 'শ্রীদশমূল-শ্লোকাঃ' একত্রে গুম্ফিত করিয়া প্রকাশিত হইল—ইহাতে সকল সজ্জনবৃন্দ নিঃসন্দেহে উপকৃত হইবেন। "পাণ্ডব-গীতা" নামে যাহা সর্ব্বসাধারণে প্রচলিত, তাহা 'পাণ্ডবাদি-কৃতম্ শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্রম্' নামে প্রকাশিত হইলেন।

বর্ত্তমান গ্রন্থে উদ্ধৃত প্রতিটি স্তবেরই সরল প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ব্যাকরণাদিতে অনভ্যস্ত, তাঁহাদের পক্ষে সংস্কৃত স্তব-স্তোত্রাদির বাস্তব অর্থ অনুধাবন করা সহজসাধ্য হইবে। শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত নির্ব্বিশেষে হরিভজন-পিপাসু সর্ব্বসাধারণ যাহাতে এই সকল মূল্যবান্ সংস্কৃত স্তব-স্তুতির তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন, তজ্জন্যই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৈষ্ণব মহাজন কবি ও পদকর্ত্তাগণের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শনের শ্রেষ্ঠ-রীতিই অনুসরণ এবং তাঁহাদের আবির্ভাব-তিরোভাব-তিথিতে তাঁহাদের স্বরচিত আশ্রয়-বিষয়-বিগ্রহের সম্বন্ধযুক্ত পদগুলি কীর্ত্তন, আবৃত্তি ও অনুশীলনের দ্বারা

আমরা সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে স্মৃতিপথে রক্ষা করিবার প্রয়াস করিয়াছি। আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস এই যে, তাঁহাদের অপ্রাকৃত বাণী ও দিব্য উপদেশ-শিক্ষাদি আলোচনাই ভক্তিলাভেচ্ছু সকলেরই একমাত্র ও বিশেষ কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করি। ইহাদ্বারাই বর্ত্তমান ও প্রাচীন গৌড়ীয়-গুরুবর্গের ও গোস্বামিবর্গের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা, ভক্তি অর্পণ ও তাঁহাদের মনোহভীষ্ট পরিপূরণ সম্ভবপর।

এই সংস্করণ-প্রকাশে প্রয়োজনীয় অক্ষর-বিন্যাস ও প্রুফ্-সংশোধনাদি কার্য্যে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত গোবিন্দ মহারাজ ও শ্রীঅচিন্ত্যমাধব দাস ব্রহ্মচারীর সেবাপ্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়া। শ্রীগুরুবর্গের পরমপ্রিয় 'বৃহৎমৃদঙ্গে'র সেবায় তাঁহাদের উত্তরোত্তর রুচি ও যত্নাগ্রহ বর্দ্ধিত হউক এবং শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী তাঁহাদের উপর প্রচুর কৃপাশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন, তাঁহাদের শ্রীচরণে এইমাত্র প্রার্থনা। অলমতি বিস্তরেণ।

শ্রীশ্রীগৌর-জয়ন্তী-তিথি
৩০ গোবিন্দ, ৫৩১ শ্রীগৌরাব্দ
১৭ ফাল্গুন, ১৪২৪ (ইং ২।৩।২০১৮)

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-কৃপালেশপ্রার্থী—
—শ্রীভক্তিবেদান্ত মাধব

সূচীপত্র

বিষয়	পত্রাঙ্ক

বিষয়	পত্রাঙ্ক

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়-স্তোত্র-কল্পদ্রুমঃ

মঙ্গলাচরণম্

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ-রঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্ ।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্য-দেবং
শ্রীরাধা-কৃষ্ণপাদান্ সহগণ-ললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥ ১ ॥

শ্রীগুরু-প্রণামঃ

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া ।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ২ ॥
নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপম্ ।
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্ ॥
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো ! রাধিকামাধবাশাং ।
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি ॥ ৩ ॥

মঙ্গলাচরণ ঃ—আমি শ্রীগুরুর পদকমল এবং গুরুবর্গ, বৈষ্ণববৃন্দ, রূপ-গোস্বামী, সনাতন-গোস্বামী, সগণ রঘুনাথ ও জীব-গোস্বামী, অদ্বৈতপ্রভু, নিত্যা-নন্দ প্রভু এবং পরিকরসহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, গণসহিত ললিতা-বিশাখাদিযুক্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণকে বন্দনা করি ॥ ১ ॥ **শ্রীগুরু-প্রণাম—**অজ্ঞানরূপ তিমিরে অন্ধীভূত আমার চক্ষুকে যিনি কৃপাপূর্ব্বক দিব্যজ্ঞানরূপ অঞ্জন-শলাকাদ্বারা উন্মীলন করিয়াছেন, সেই পরম-করুণাময় শ্রীগুরুদেবকে আমি প্রণাম করি ॥ ২ ॥ অহো ! যাঁহার সুপ্রসিদ্ধ কৃপাবলে আমি এই জগতে নামশ্রেষ্ঠ-মহামন্ত্র ও ইষ্টমন্ত্র, শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি, শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভু, শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভু, তদাগ্রজ শ্রীসনাতন গোস্বামি-প্রভু, মথুরাখ্যা শ্রেষ্ঠপুরী, গোষ্ঠবাটী শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীরাধাকুণ্ড, গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধন ও শ্রীশ্রীরাধামাধবের প্রাপ্তির আশা তথা বিপ্রলম্ভময়ী চিত্ত-বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে আমি প্রণত হইতেছি ॥ ৩ ॥

শ্রীগুরু-বন্দনা

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় ভক্তিসিদ্ধান্ত-স্থাপিনে ।
শ্রীমতে ভক্তিবেদান্ত-বামন-ইতি-নামিনে ॥
শ্রীঠাকুরাণী-প্রিয় দয়িতায় কৃপালব্ধয়ে ।
তত্ত্বত্রয়-প্রদানায় বামনায় নমো নমঃ ॥
শ্রীনিত্যানন্দাভিন্নায় গৌরকামৈক-চারিণে ।
রূপানুগ-প্রবরায় 'শ্রীরাগেতি'-স্বরূপিণে ॥
নামকৃপৈকনিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠাশা-বিবর্জ্জিনে ।
সেবক-তাপ-দগ্ধায় বরদাভয়দায়িনে ॥
নমো শ্রীগুরুদেবায় সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়িনে ।
গৌরশক্তি-স্বরূপায় চৈতন্য-প্রেমদায়িনে ॥ ৪ ॥

শ্রীল-নারায়ণ-বন্দনা

নারায়ণং প্রভুং বন্দে করুণাঘন-বিগ্রহম্ ।
রাগমার্গ-ভক্তিং দত্বা তারয়তি ত্রিভুবনম্ ॥
যুগাচার্য্য প্রভুং বন্দে নারায়ণ-করুণালয়ম্ ।
রাধাদাস্যে লোভং দত্বা তারয়তি ভুবনত্রয়ম্ ॥

শ্রীগুরুদেব-বন্দনা—এই জগতে ভক্তিসিদ্ধান্ত স্থাপনকারী গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণু-পাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামীর শ্রীচরণে প্রণতি নিবেদন করি । শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণীর অত্যন্ত প্রিয়, কৃপার সমুদ্র, সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন—তত্ত্বত্রয়-প্রদানকারী শ্রীবামন গোস্বামীকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি । শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু হইতে অভিন্ন শ্রীগৌরহরির অভীষ্ট স্থাপনকারী, রূপানুগ বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীমতী রাধিকার রাগ-মঞ্জরীকে প্রণাম করি । যিনি নামের প্রতি একনিষ্ঠ, প্রতিষ্ঠা বর্জ্জনকারী, সেবকগণের ত্রিতাপদগ্ধকারী, কৃপা আশীর্ব্বাদ এবং অভয় প্রদানকারী, সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদানকারী, গৌরশক্তিস্বরূপ, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর চরণে প্রেমপ্রদানকারী সেই শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করি ॥ ৪ ॥ **শ্রীল-নারায়ণ-বন্দনা**—করুণার ঘনীভূত বিগ্রহ, রাগমার্গ-ভক্তি দান করিয়া ত্রিভুবনের ত্রাণকারী শ্রীনারায়ণ প্রভু-(গুরুদেবে)র বন্দনা করি । 'যুগাচার্য্য'-উপাধিতে বিভূষিত, করুণার সাগর, শ্রীরাধার পাল্যদাসী ভাবে

গোবিন্দাশ্রয়-বিগ্রহায় গৌরকামৈক-চারিণে ।
রূপানুগ-প্রবরায় শ্রীরমণেতি-স্বরূপিণে ॥
শ্রীকৃষ্ণলীলা-কথনে সুদক্ষম্ ঔদার্য্য-মাধুর্য্য গুণৈশ্চ যুক্তম্ ।
বরং বরেণ্যং পুরুষং মহান্তং নারায়ণং ত্বং শিরসা নমামি ॥ ৫ ॥

শ্রীগুরুদ্বয়-বন্দনা

আবির্ভূতৌ সকারুণ্যৌ শ্রীবামন-নারায়ণৌ ।
রূপানুগ-প্রবরৌ দ্বৌ শ্রীকেশবপ্রিয়ৌ ভজে ॥ ৬ ॥

সাধারণ-বন্দনা

শ্রীগুরবে শ্রীগৌরচন্দ্রায় সপরিকর যুগলকিশোরায় চ ।
ব্রজধামায় পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রায় রাধাবনায় চ নমো নমঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীল-কেশব-বন্দনা

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে ।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব-ইতি-নামিনে ॥
অতিমর্ত্ত্যচরিত্রায় স্বাশ্রিতানাঞ্চ-পালিনে ।
জীবদুঃখে সদার্ত্তায় শ্রীনামপ্রেম-দায়িনে ॥

লোভপ্রদাতা, ত্রিভুবনের ত্রাতা শ্রীনারায়ণ প্রভু-(গুরুদেব)কে বন্দনা করি। শ্রীগোবিন্দদেবের আশ্রয়-বিগ্রহ, শ্রীগৌরহরির মনোহভীষ্ট সংস্থাপক, রূপানুগ বৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ব্রজে শ্রীমতী রাধিকার রমণ-মঞ্জরীকে প্রণাম করি। শ্রীকৃষ্ণ-লীলাকথা বর্ণনে অত্যন্ত পটু (দক্ষ), ঔদার্য্য-মাধুর্য্য গুণের দ্বারা পরিমণ্ডিত, বরেণ্যগণেরও বরণীয়, মহান অন্তঃকরণবিশিষ্ট সেই শ্রীল নারায়ণ গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণে বারম্বার প্রণাম করি ॥ ৫ ॥ **শ্রীগুরুদ্বয়-বন্দনা**—শ্রীকেশব গোস্বামীর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র, রূপানুগ বৈষ্ণবগণের অগ্রগণ্য শ্রীবামন গোস্বামী মহারাজ এবং শ্রীনারায়ণ গোস্বামী মহারাজ—যাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক এই জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের শ্রীচরণে বারম্বার প্রণাম করি ॥ ৬ ॥ **সাধারণ বন্দনা**—সপরিকর সহিত শ্রীগুরুদেব, শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীশ্রীযুগলকিশোর এবং ব্রজধাম, পুরুষোত্তম ধাম, শ্রীরাধাবন (নবদ্বীপ) ধামকে প্রণাম করি ॥ ৭ ॥ **শ্রীল-কেশব-বন্দনা**—আচার্য্য-সিংহ, অতিমর্ত্ত্য-চরিত্র, স্বীয় আশ্রিতজন-পালক, জীব-

গৌরাশ্রয়-বিগ্রহায় কৃষ্ণকামৈক-চারিণে ।
রূপানুগ-প্রবরায় বিনোদেতি-স্বরূপিণে ॥
প্রভুপাদান্তরঙ্গায় সর্ব্বসদ্গুণশালিনে ।
মায়াবাদ-তমোঘ্নায় বেদান্তার্থবিদে নমঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীল-প্রভুপাদ-বন্দনা

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে ।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতি-নামিনে ॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবী-দয়িতায় কৃপাব্ধয়ে ।
কৃষ্ণসম্বন্ধ-বিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বল-প্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তি-বিগ্রহায় নমোঽস্তু তে ॥
নমস্তে গৌরবাণী শ্রীমূর্ত্তয়ে দীন-তারিণে ।
শ্রীরূপানুগ-বিরুদ্ধাপসিদ্ধান্ত ধ্বান্ত-হারিণে ॥ ৯ ॥

শ্রীল-গৌরকিশোর-বন্দনা

নমো গৌরকিশোরায় সাক্ষাদ্বৈরাগ্যমূর্ত্তয়ে ।
বিপ্রলম্ভরসাম্ভোধে পাদাম্বুজায় তে নমঃ ॥ ১০ ॥

দুঃখে সদা দুঃখী, শ্রীনাম-প্রেম-প্রদাতা, গৌরাশ্রয়-বিগ্রহ, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণকারী, রূপানুগ-প্রবর, স্বরূপতঃ শ্রীবিনোদমঞ্জরী, জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ-জন, নিখিল সদ্গুণাধার, মায়াবাদ-তমোনাশক, গৌড়ীয়-বেদান্তবেত্তা শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণ কমলে অশেষ প্রণতি ॥ ৮ ॥ **শ্রীল-প্রভুপাদ-বন্দনা**—ভূলোকে অবতীর্ণ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিনামা শ্রীমুকুন্দপ্রেষ্ঠকে নমস্কার। কৃপাসিন্ধু, কৃষ্ণসম্বন্ধ-বিজ্ঞানপ্রদাতা শ্রীবৃষভানুনন্দিনী-দয়িতদাস প্রভুকে নমস্কার। হে মধুরসাশ্রিত-উজ্জ্বল-প্রেমালঙ্কৃত শ্রীরূপানুগ-ভক্তিপ্রদাতা! শ্রীগৌর-কৃপাশক্তির বিগ্রহ-স্বরূপ আপনাকে প্রণাম। আপনি মূর্ত্তিমদ্গৌরবাণী, পতিতোদ্ধর্ত্তা, রূপানুগ ভক্তিবিরোধী-অপসিদ্ধান্তরূপ অন্ধকার-নাশক—আপনাকে অসংখ্য প্রণতি ॥৯॥

শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-বন্দনা

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে ।
গৌরশক্তি-স্বরূপায় রূপানুগবরায় তে ॥ ১১ ॥

শ্রীল-জগন্নাথ-বন্দনা

গৌরাবির্ভাবভূমেস্ত্বং নির্দ্দেষ্টা সজ্জন-প্রিয়ঃ ।
বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম-শ্রীজগন্নাথায় তে নমঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীপঞ্চতত্ত্ব-প্রণামঃ

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ-স্বরূপকম্ ।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্ ॥ ১৪ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রণামঃ

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী ।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু ॥ ১৫ ॥

শ্রীল-গৌরকিশোর-বন্দনা—সাক্ষাৎ বৈরাগ্যমূর্ত্তি শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুবরকে নমস্কার। হে বিপ্রলম্ভরসসিন্ধো! আপনার পাদপদ্মদ্বন্দ্বে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥১০॥ **শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-বন্দনা**—শ্রীসচ্চিদানন্দ-নামা গৌরশক্তি-স্বরূপ, রূপানুগবর্য্য শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভুকে অনন্ত নমস্কার ॥ ১১ ॥ **শ্রীল-জগন্নাথ-বন্দনা**—আপনি শ্রীগৌরজন্মভূমির নির্দ্দেশকারী, সজ্জন অর্থাৎ বৈষ্ণবগণের প্রিয়, 'শ্রীবৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম'-নামে খ্যাত শ্রীল জগন্নাথ প্রভুবর, আপনাকে নমস্কার ॥ ১২ ॥ **শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা**—বাঞ্ছাকল্পতরু, কৃপাসমুদ্র, পতিতগণের পাবন-স্বরূপ বৈষ্ণব-গণকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ১৩ ॥ **শ্রীপঞ্চতত্ত্ব-প্রণাম**—কৃষ্ণের ভক্তরূপ (শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র), ভক্তস্বরূপ (শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু) ভক্তাবতার (শ্রীঅদ্বৈত প্রভু), ভক্ত (শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ), ভক্তশক্তি (শ্রীগদাধর প্রভু)—এই পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীকৃষ্ণ তথা শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রকে প্রণাম করি ॥ ১৪ ॥ **শ্রীনিত্যানন্দ-প্রণাম**—সঙ্কর্ষণ,

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রণামঃ

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায় তে ।
কৃষ্ণায় 'কৃষ্ণচৈতন্য'-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ-প্রণামঃ

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে ।
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত! নমোঽস্তু তে ॥ ১৭ ॥

শ্রীরাধা-প্রণামঃ

তপ্ত-কাঞ্চন গৌরাঙ্গি রাধে বৃন্দাবনেশ্বরি!
বৃষভানুসুতে দেবি প্রণমামি হরিপ্রিয়ে ॥ ১৮ ॥

সম্বন্ধাদ্যধিদেব-প্রণামঃ

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্ম্মম মন্দ-মতের্গতী ।
মৎসর্ব্বস্ব-পদাম্ভোজৌ রাধা-মদনমোহনৌ ॥ ১৯ ॥

দীব্যদ্ বৃন্দারণ্য-কল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্রত্নাগার-সিংহাসনস্থৌ ।
শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীল-গোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥ ২০ ॥

কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদশায়ী, পয়োব্ধিশায়ী ও শেষ যাঁহার অংশ ও কলা, সেই নিত্যানন্দরাম আমার শরণস্বরূপ হউন্ ॥ ১৫ ॥ **শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রণাম**—মহাবদান্য, কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামা গৌরাঙ্গ-রূপধারী শ্রীকৃষ্ণ, আপনাকে নমস্কার ॥ ১৬ ॥ **শ্রীকৃষ্ণ-প্রণাম**—হে কৃষ্ণ, আপনি করুণাসিন্ধু, দীনবন্ধু, জগৎপতি, গোপেশ, গোপিকাকান্ত, রাধাকান্ত, আপনাকে নমস্কার ॥ ১৭ ॥ **শ্রীরাধা-প্রণাম**—হে শ্রীমতি রাধারাণী! আপনি তপ্তকাঞ্চন-গৌরাঙ্গী, বৃন্দা-বনেশ্বরী, শ্রীবৃষভানুনন্দিনী, হরিপ্রিয়া, আপনাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করি ॥ ১৮ ॥ **সম্বন্ধাদ্যধিদেব-প্রণাম** —আমি পঙ্গু এবং মন্দমতি; যাঁহারা আমার একমাত্র গতি, যাঁহাদের পাদপদ্ম আমার সর্ব্বস্বধন, সেই পরম কৃপালু (সম্বন্ধ-অধিদেব) শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন অশেষ জয়যুক্ত হউন্ ॥ ১৯ ॥ অভিধেয়-অধিদেবের

শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবট-তটস্থিতঃ ।
কর্ষণ বেণু-স্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েহস্তু নঃ ॥ ২১ ॥

শ্রীবৃন্দাদেবী-প্রণামঃ

বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ ।
কৃষ্ণভক্তি-প্রদে দেবি সত্যবত্যৈ নমো নমঃ ॥ ২২ ॥

শ্রীপঞ্চতত্ত্ব

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি-গৌরভক্তবৃন্দ ॥

মহামন্ত্র

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

প্রণাম—জ্যোতির্ম্ময়-শোভাবিশিষ্ট বৃন্দাবনের কল্পবৃক্ষতলে রত্নমন্দিরস্থ সিংহাসনের উপরে অবস্থিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দকে প্রিয়সখীগণ সেবা করিতেছেন। আমি তাঁহাদিগকে স্মরণ করি ॥ ২০ ॥ প্রয়োজন-অধিদেবের প্রণাম—রাসরস-প্রবর্ত্তক বংশীবট-তটস্থিত শ্রীমদ্গোপীনাথ বেণুধ্বনিদ্বারা গোপীগণকে আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন্ ॥ ২১ ॥ **শ্রীবৃন্দাদেবী-প্রণাম**—কৃষ্ণভক্তি-প্রদায়িনী, কেশব-প্রিয়া, তুলসীদেবী, সত্যবতী, শ্রীবৃন্দাদেবীকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ২২ ॥

শ্রীগুরু-পরম্পরা

[শ্রীল-কর্কিণপুরানুমোদিতা ; শ্রীল-গোপালভট্ট-গোস্বামিনা, শ্রীল-বলদেব-বিদ্যাভূষণেন চোদ্ধৃতা]

শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্ ।
শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমন্নৃহরি-মাধবান্ ॥ ১ ॥
অক্ষোভ্য-জয়তীর্থ-শ্রীজ্ঞানসিন্ধু-দয়ানিধীন্ ।
শ্রীবিদ্যানিধি-রাজেন্দ্র-জয়ধর্ম্মান্-ক্রমাদ্বয়ম্ ॥ ২ ॥
পুরুষোত্তম-ব্রহ্মণ্য-ব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ ।
ততো লক্ষ্মীপতিং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ ॥ ৩ ॥
তচ্ছিষ্যান্ শ্রীশ্বরাদ্বৈত-নিত্যানন্দান্ জগদ্গুরূন্ ।
দেবমীশ্বর-শিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে ॥ ৪ ॥
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ ।
কলি-কলুষ-সন্তপ্তং করুণাসিন্ধুনা স্বয়ম্ ॥ ৫ ॥
মহাপ্রভোঃ স্বরূপ-শ্রীদামোদরঃ প্রিয়ঙ্করঃ ।★
রূপ-সনাতনৌ দ্বৌ চ গোস্বামি-প্রবরৌ প্রভূ ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীব্রহ্মা, শ্রীনারদ, শ্রীবেদব্যাস, শ্রীমধ্ব, শ্রীপদ্মনাভ, শ্রীনৃহরি, শ্রীমাধব, শ্রীঅক্ষোভ্য, শ্রীজয়তীর্থ, শ্রীজ্ঞানসিন্ধু, শ্রীদয়ানিধি, শ্রীবিদ্যানিধি, শ্রীরাজেন্দ্র, শ্রীজয়ধর্ম্ম, শ্রীপুরুষোত্তম, শ্রীব্রহ্মণ্য, শ্রীব্যাসতীর্থ, অনন্তর শ্রীলক্ষ্মীপতি এবং শ্রীমাধবেন্দ্রপ্রভুকে আমরা ক্রমান্বয়ে ভক্তির সহিত সম্যক্রূপে স্তুতি করি ॥ ১-৩ ॥ তচ্ছিষ্যগণ অর্থাৎ শ্রীমন্মাধবেন্দ্র-পুরীপাদের শিষ্য জগদ্গুরু শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুকে এবং শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ-লীলা প্রদর্শনকারী যিনি স্বয়ং করুণাসিন্ধু-বিস্তারপূর্ব্বক কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করিয়া কলিপাপসন্তপ্ত জগৎ নিস্তার করিয়াছেন, সেই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে আমরা ভজনা করি ॥ ৪-৫ ॥ শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট-সংস্থাপক। গোস্বামিপ্রবর শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন-প্রভুদ্বয়ও তদ্রূপ মহাপ্রভুর মনোভিলাষ-সম্পূরক। মহামতি শ্রীজীবগোস্বামী এবং শ্রীরঘুনাথ-

★ অত্রতঃ জগদ্গুরু-শ্রীল-ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-ঠক্কুর-বিরচিতা।

শ্রীজীবো রঘুনাথশ্চ রূপ-প্রিয়ো মহামতিঃ ।
তৎপ্রিয়ঃ কবিরাজঃ শ্রীকৃষ্ণদাস-প্রভুর্মতঃ ॥ ৭ ॥
তস্য প্রিয়োত্তমঃ শ্রীল সেবাপরো নরোত্তমঃ ।
তদনুগত-ভক্তঃ শ্রীবিশ্বনাথঃ সদুত্তমঃ ॥ ৮ ॥
তদাসক্তশ্চ গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য-ভূষণম্ ।
বিদ্যাভূষণপাদ-শ্রীবলদেবঃ সদাশ্রয়ঃ ॥ ৯ ॥
বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌমঃ শ্রীজগন্নাথ-প্রভুস্তথা ।
শ্রীমায়াপুর-ধাম্নস্তু নির্দ্দেষ্টা সজ্জনপ্রিয়ঃ ॥ ১০ ॥
শুদ্ধভক্তি-প্রচারস্য মূলীভূত ইহোত্তমঃ ।
শ্রীভক্তিবিনোদো দেবস্তৎপ্রিয়ত্বেন বিশ্রুতঃ ॥ ১১ ॥
তদভিন্ন-সুহৃদ্বর্য্যো মহাভাগবতোত্তমঃ ।
শ্রীগৌরকিশোরঃ সাক্ষাদ্বৈরাগ্যং বিগ্রহাশ্রিতম্ ॥ ১২ ॥
মায়াবাদি-কুসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তরাশি-নিরাসকঃ ।★
বিশুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তৈঃ স্বান্তপদ্ম-বিকাশকঃ ॥ ১৩ ॥
দেবোঽসৌ পরমোহংসো মত্তঃ শ্রীগৌর-কীর্ত্তনে ।
প্রচারাচার-কার্য্যেষু নিরন্তরং মহোৎসুকঃ ॥ ১৪ ॥

দাস গোস্বামী শ্রীল রূপপাদের অত্যন্ত প্রিয়জন । শ্রীকৃষ্ণদাস-কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর প্রিয়রূপে সম্মত । শ্রীকৃষ্ণদাসপ্রভুর সেবা-পরায়ণ ও পরমপ্রিয়জন শ্রীনরোত্তম প্রভু । তাঁহার অনুগত ভক্ত রসিকশেখর শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ॥ ৬-৮ ॥ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-প্রভুর শ্রীচরণানুরক্ত শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু বেদান্তের গৌড়ীয়-আচার্য্যভূষণ এবং বৈষ্ণবগণের আশ্রয়স্বরূপ ॥ ৯ ॥ বৈষ্ণবসম্রাট্ শ্রীল জগন্নাথদাস গোস্বামি-প্রভু শ্রীমায়াপুর-ধামের নির্দ্দেশকারী ও সজ্জনপ্রিয় ॥ ১০ ॥ তাঁহার প্রিয়রূপে বিখ্যাত বৈষ্ণবোত্তম শ্রীভক্তিবিনোদদেব ভূলোকে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূলপুরুষ ॥ ১১ ॥ তাঁহার অভিন্ন-স্বরূপ মহাভাগবতবর শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামি-প্রভু বৈরাগ্যের আশ্রয়স্বরূপ সাক্ষাৎ বিগ্রহ ॥ ১২ ॥ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহোদয় বিশুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্তরশ্মি বিস্তারদ্বারা মায়াবাদ-কুসিদ্ধান্তরূপ

★ অত্রতঃ কেনচিচ্ছুদ্ধ-গৌড়ীয়েন সংযোজিতা।

হরিপ্রিয়-জনৈর্গম্য ওঁ বিষ্ণুপাদ-পূর্ব্বকঃ ।
শ্রীপাদো ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-মহোদয়ঃ ॥ ১৫ ॥
তদন্তরঙ্গবর্য্যঃ শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশবঃ ।
গৌরবাণী-বিনোদে যঃ কৃতিরত্নেতি-সংজ্ঞকঃ ॥ ১৬ ॥
তদন্তরঙ্গবর্য্যৌঃ দ্বৌ মত্তৌ শ্রীগৌর-কীর্ত্তনে ।
বামন-নারায়ণৌ চ গোস্বামি-প্রবরৌ প্রভূ ॥ ১৭ ॥
সর্ব্বে তে গৌর-বংশ্যাশ্চ পরমহংস-বিগ্রহাঃ ।
বয়ঞ্চ প্রণতা দাসাস্তদুচ্ছিষ্ট-গ্রহাগ্রহাঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীগুর্ব্বষ্টকম্

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতম্]

সংসার-দাবানল-লীঢ়-লোকত্রাণায় কারুণ্যঘনাঘনত্বম্ ।
প্রাপ্তস্য কল্যাণ-গুণার্ণবস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ১ ॥
মহাপ্রভোঃ কীর্ত্তন-নৃত্য-গীত-বাদিত্রমাদ্যন্মনসো রসেন ।
রোমাঞ্চ-কম্পাশ্রু-তরঙ্গ-ভাজো বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ২ ॥

অন্ধকার নাশকারী এবং ভক্তের হৃদয়পদ্ম-বিকাশক । হরিভক্তবৃন্দ-পূজ্য সেই পরমহংস-ঠাকুর সদা শ্রীগৌরকীর্ত্তন-মত্ত ও প্রচারাচার কার্য্যাদিতে নিরন্তর মহাউদ্যোগযুক্ত ॥ ১৩-১৫ ॥ তাঁহার অন্তরঙ্গ-প্রধান শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামি-প্রভু শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর-সরস্বতী ধারায় 'কৃতিরত্ন'-নামে খ্যাত ॥ ১৬ ॥ তাঁহার অন্তরঙ্গ প্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ নিরন্তর শ্রীগৌরবাণী-প্রচারেই প্রমত্ত ॥ ১৭ ॥ তাঁহারা সকলেই শ্রীগৌরপরিবার-অন্তর্ভুক্ত পরমহংসস্বরূপ । আমরাও সেই শ্রীগুরুবর্গের উচ্ছিষ্ট গ্রহণে আগ্রহান্বিত প্রণত-ভৃত্যবৃন্দ ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—সংসাররূপ দাবানলসন্তপ্ত জীবসমূহের পরিত্রাণের জন্য যিনি কারুণ্য-বারিবাহরূপ প্রাপ্ত হইয়া কৃপাবারি বর্ষণ করেন, আমি সেই কল্যাণ-গুণনিধি শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করি ॥ ১ ॥ সঙ্কীর্ত্তন, নৃত্য, গীত ও বাদ্যাদি-দ্বারা উন্মত্তচিত্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমরসে যাঁহার রোমাঞ্চ, কম্প, অশ্রুতরঙ্গ উদ্গাত

শ্রীবিগ্রহারাধন-নিত্য-নানা-শৃঙ্গার-তন্মন্দির-মার্জ্জনাদৌ ।
যুক্তস্য-ভক্তাংশ্চ নিযুঞ্জতোঽপি বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৩ ॥
চতুর্ব্বিধ-শ্রীভগবৎপ্রসাদ-স্বাদ্বন্ন-তৃপ্তান্ হরিভক্ত-সঙ্ঘান্ ।
কৃত্বৈব তৃপ্তিং ভজতঃ সদৈব বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৪ ॥
শ্রীরাধিকা-মাধবয়োরপার-মাধুর্য্যলীলা-গুণ-রূপ-নাম্নাম্ ।
প্রতিক্ষণাস্বাদন-লোলুপস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৫ ॥
নিকুঞ্জ-যূনো-রতি-কেলি-সিদ্ধ্যৈ যা যালিভির্যুক্তিরপেক্ষণীয়া ।
তত্রাতিদাক্ষাদতিবল্লভস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৬ ॥
সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত শাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৭ ॥
যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ-প্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি ।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রি-সন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৮ ॥

হয়, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি ॥ ২ ॥ যিনি শ্রীবিগ্রহের নিত্যসেবা, আদ্যরসোদ্দীপক নানাবিধ বেশ-রচনা ও শ্রীমন্দির-মার্জ্জন প্রভৃতি সেবায় স্বয়ং নিযুক্ত থাকেন এবং (অনুগত) ভক্তগণকে নিযুক্ত করেন, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি ॥ ৩ ॥ যিনি শ্রীকৃষ্ণভক্তবৃন্দকে চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য ও পেয়—এই চতুর্ব্বিধ রসসমন্বিত সুস্বাদু প্রসাদান্ন-দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া (অর্থাৎ প্রসাদ সেবন-জনিত প্রপঞ্চ-নাশ ও প্রেমানন্দের উদয় করাইয়া) স্বয়ং তৃপ্তি লাভ করেন, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি ॥ ৪ ॥ যিনি শ্রীরাধামাধবের অনন্ত-মাধুর্য্যময় নাম, রূপ, গুণ ও লীলাসমূহ আস্বাদন করিবার জন্য সর্ব্বদা লুব্ধচিত্ত, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি ॥ ৫ ॥ নিকুঞ্জবিহারী 'ব্রজযুবদ্বন্দ্বের' রতিক্রীড়া-সাধনের নিমিত্ত সখীগণ যে যে যুক্তি অবলম্বন করিয়া থাকেন, তদ্বিষয়ে অতিনিপুণতাপ্রযুক্ত যিনি তাঁহাদের অতিশয় প্রিয়, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি ॥ ৬ ॥ নিখিলশাস্ত্র যাঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীহরির অভিন্ন-বিগ্রহরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং সাধুগণও যাঁহাকে সেইরূপেই চিন্তা করিয়া থাকেন, তথাপি যিনি প্রভু শ্রীভগবানের একান্ত প্রেষ্ঠ, সেই (ভগবানের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ প্রকাশ-বিগ্রহ) শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করি ॥ ৭ ॥ একমাত্র যাঁহার কৃপাতেই ভগবদনুগ্রহ-লাভ হয়, যিনি অপ্রসন্ন

শ্রীমদ্‌গুরোরষ্টকমেতদুচ্চৈর্ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে পঠতি প্রযত্নাৎ ।
যস্তেন বৃন্দাবননাথ-সাক্ষাৎ সেবৈব লভ্যা জনুষোঽন্ত এব ॥ ৯ ॥

শ্রীল-ভক্তিবেদান্ত-বামনাষ্টকম্

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব-গোবিন্দ-মহারাজেন-বিরচিতম্]

যতিকেশরিকেশবশিষ্যবরং, যতিধর্ম্মধুরন্ধরমুক্তকরম্ ।
বরসৌম্যবপুর্বিনয়াদিবিদং, প্রণমামি চ বামনদেবপদম্ ॥ ১ ॥
স্মৃতিপণ্ডিতনৈগমযুক্তিপরং, সততঞ্চ সতাং শুচিমার্গচরম্ ।
প্রণতেম্বতিবৎসলসদ্বরদং, প্রণমামি চ বামনদেবপদম্ ॥ ২ ॥
প্রভুপাদকৃপাশিষধন্যকুলং, সুধিবৃন্দসুকীর্ত্তিতশীলদলম্ ।
উপধর্ম্মতমস্তপনং বিশদং, প্রণমামি চ বামনদেবপদম্ ॥ ৩ ॥
খলু সজ্জনসেবকনামগতং, সহজাদ্ভুতবৈষ্ণবতাভিরতম্ ।
পরমার্থসতীর্থসুসখ্যসদং, প্রণমামি চ বামনদেবপদম্ ॥ ৪ ॥
গুরুগৌরকথামৃতবারিধরং, গুণধর্ম্মবিমুক্তবিরক্তিভরম্ ।
গুরুদেবপরাত্মপরার্থবদং, প্রণমামি চ বামনদেবপদম্ ॥ ৫ ॥

হইলে জীবের কোথাও গতি নাই, আমি ত্রিসন্ধ্যা সেই শ্রীগুরুদেবের কীর্ত্তিসমূহ স্তব ও ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করি ॥ ৮ ॥ যে ব্যক্তি এই শ্রীগুরুদেবাষ্টক ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে (অরুণোদয়ের চারিদণ্ড পূর্ব্বকালে) অতিশয় যত্নের সহিত উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করেন, তিনি বস্তুসিদ্ধিকালে বৃন্দাবনচন্দ্রের সেবাধিকার প্রাপ্ত হন ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—যতিসিংহ শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শিষ্যপ্রধান, যতিধর্ম্মধুরন্ধর, মুক্তহস্ত, অতি সৌম্য কলেবর, বিনয়াদিগুণবিৎ শ্রীল ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজকে প্রণাম করি ॥ ১ ॥ স্মৃতিবিদ্ শ্রুতি-যুক্তি-পরায়ণ, সর্ব্বদা সাধুমার্গে বিচরণকারী, প্রণতজনের প্রতি বাৎসল্যপরায়ণ, সাধু বরদাতা শ্রীল ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজকে প্রণাম করি ॥ ২ ॥ শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদে যাঁহার কুল ধন্য, যিনি সুধীবৃন্দ-কীর্ত্তিত শীলমাঙ্গল্যাদি-পূর্ণ চরিত্রবান্, যিনি উপধর্ম্মরূপ তম বিনাশে সূর্য্যতুল্য, সেই শ্রীল ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজকে প্রণাম করি ॥ ৩ ॥ সজ্জনসেবক-নামধারী, সহজ

গুরুসেবকসত্তমদিব্যগুণং, গুরুকীর্ত্তিবিমণ্ডিতকাব্যধনম্ ।
প্রতিমান্যজনাদৃতশান্তমদং, প্রণমামি চ বামনদেবপদম্ ॥ ৬ ॥
ভগবদ্গতিবিৎপ্রতিপাদ্যকৃতং, ভবসাগরকর্ণধরং সুহিতম্ ।
বৃষভানুকিশোরিবিনোদহৃদং, প্রণমামি চ বামনদেবপদম্ ॥ ৭ ॥
বিমলীকৃতদুর্গতিদুষ্টজনং বিপুলীকৃতবৈষ্ণবভাবধনম্ ।
নিরুপাধিদয়াশ্রয়সেব্যপদং প্রণমামি চ বামনদেবপদম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীল-ভক্তিবেদান্ত-নারায়ণাষ্টকম্

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব-গোবিন্দ-মহারাজেন-বিরচিতম্]

ওঁ বিষ্ণুপাদং বরদং বরেণ্যং, শাব্দে পরে চাতিবুধং প্রশান্তম্ ।
রূপানুগত্যোজ্জ্বলধর্ম্মধূর্য্যং, নারায়ণাখ্যং গুরুমানতোঽস্মি ॥ ১ ॥
সৌম্যং সুবর্ণং দ্বিজবংশদীপং, সুহাস্যভাষ্যাঞ্চিতরম্যবক্ত্রম্ ।
নরোত্তমং ন্যাসিকুলাবতংসং, নারায়ণাখ্যং গুরুমানতোঽস্মি ॥ ২ ॥

অদ্ভুত বৈষ্ণবতায় সম্পূর্ণ, পরমার্থ-বিষয়ে সতীর্থজনের প্রতি সুসখ্যভাবে ধন্য শ্রীল ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজকে প্রণাম করি ॥ ৪ ॥ শ্রীশ্রীগুরু ও গৌরসুন্দরের দিব্যকথামৃত বর্ষণকারী মেঘতুল্য, প্রাকৃতগুণধর্ম্ম বিমুক্ত, বৈরাগ্য-পূর্ণ, গুরুদেবতাত্মা, পরমার্থের বক্তা শ্রীল ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজকে প্রণাম করি ॥ ৫ ॥ গুরুসেবকগণের মধ্যে অন্যতম, সদ্গুণবান্, গুরু কীর্ত্তিমণ্ডিত কাব্যধনে ধন্য, প্রতিমান্যজনের দ্বারা সমাদৃত, অভিমানমুক্ত শ্রীল ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজকে প্রণাম করি ॥৬॥ ভগবদ্ভক্তি-গতিবিদ্-জনের প্রতিপাদ্য-কৃত্যপরায়ণ, ভবসাগরের কর্ণধারস্বরূপ, সুমঙ্গলের আলয়, শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদ-বিহারীগতপ্রাণ শ্রীল ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজকে প্রণাম করি ॥ ৭ ॥ দুর্গতিগ্রস্ত দুর্জ্জনদিগের চিত্ত বিমলকারী, জগতে রূপানুগ-বৈষ্ণব-ভাবধারা-বিস্তারকারী, নিরুপাধিক দয়ার আশ্রয় সেব্যপাদ শ্রীল ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজকে প্রণাম করি ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—ওঁ বিষ্ণুপাদ, শুভাশীষদাতা, বরেণ্য, শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে পারঙ্গত তথা প্রশান্তাত্মা, রূপানুগত্যময় উজ্জ্বল ধর্ম্মধুরন্ধর শ্রীল ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ-নামা গুরুদেবকে প্রণাম করি ॥ ১ ॥ মধুর দর্শন, সুবর্ণকান্তি, দ্বিজবংশ প্রদীপ, শোভন হাস্য ও ভাষ্যপূর্ণ মনোহরবদন, নরোত্তম সন্ন্যাসিকুলের অবতংস-

শ্রীকেশবাধস্তনকীর্ত্তিকন্দং, সারস্বতানামতিমান্যপাত্রম্ ।
অনিন্দ্যগর্ব্বাশয়মুক্তসঙ্গং, নারায়ণাখ্যং গুরুমানতোঽস্মি ॥ ৩ ॥
প্রচারকেন্দ্রং সুবিচারবিজ্ঞ-, মাচার্য্যরত্নং প্রণয়ীষু পূজ্যম্ ।
সদ্গ্রন্থসম্পাদনমিষ্টচেষ্টং, নারায়ণাখ্যং গুরুমানতোঽস্মি ॥ ৪ ॥
মাধুর্য্যলীলামৃতপানমুগ্ধ, মৌদার্য্যলীলামৃতদানদক্ষম্ ।
রাগানুগাভক্তিবিধানবীর্য্যং, নারায়ণাখ্যং গুরুমানতোঽস্মি ॥ ৫ ॥
গুর্ব্বাত্মদৈবং গুরুনিষ্কৃতার্থং, কৃতজ্ঞবর্য্যং করুণৈকসিন্ধুম্ ।
প্রজ্ঞানবিত্তং প্রণতৈকসেব্যং, নারায়ণাখ্যং গুরুমানতোঽস্মি ॥ ৬ ॥
দেশে বিদেশে গুরুগৌরবাণী, তন্মূর্ত্তিসেবাদিবিকাশধন্যম্ ।
আদর্শগোস্বামিচরিত্রবন্তং, নারায়ণাখ্যং গুরুমানতোঽস্মি ॥ ৭ ॥
নিকুঞ্জযূনো রমণাখ্যদাসী, তয়ানুসেবাদিরতং মহান্তম্ ।
রাধারমণেশ্বরমত্যুদারং, নারায়ণাখ্যং গুরুমানতোঽস্মি ॥ ৮ ॥

স্বরূপ শ্রীল ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ-নামা গুরুদেবকে প্রণাম করি ॥ ২ ॥ শ্রীল ভক্তি-প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের অধস্তনাচার্য্যরূপে কীর্ত্তির আশ্রয়, শ্রীসারস্বত-গণের অতিমান্যপাত্র, নিন্দা-গর্ব্বশূন্যচিত্ত, মুক্তসঙ্গ শ্রীল ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ-নামা গুরুদেবকে প্রণাম করি ॥ ৩ ॥ প্রচারকগণের অন্যতম, শাস্ত্রবিচারে সুবিজ্ঞ, আচার্য্যরত্ন, প্রেমিকদিগের পূজ্য, গোস্বামী গ্রন্থাদি সম্পাদনরূপ ইষ্ট-চেষ্টান্বিত শ্রীল ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ-নামা গুরুদেবকে প্রণাম করি ॥ ৪ ॥ শ্রীরাধাগোবিন্দের মাধুর্য্যলীলামৃতপানে মুগ্ধহৃদয় তথা শ্রীগৌরহরির ঔদার্য্য-লীলামৃতদানে বিচক্ষণ, রাগানুগাভক্তি বিধানে বীর্য্যবান্ শ্রীল ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ-নামা গুরুদেবকে প্রণাম করি ॥ ৫ ॥ শ্রীগুরুদেব যাঁহার আত্মা ও দেবতা, যিনি গুরুদেবের মনোঽভীষ্টকারী, কৃতজ্ঞপ্রবর, করুণাসিন্ধু, প্রজ্ঞান অর্থাৎ প্রেমভক্তি বিত্তবান্, প্রণতমাত্রেরই প্রিয়তম, সেই শ্রীল ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ-নামা গুরুদেবকে প্রণাম করি ॥ ৬ ॥ স্বদেশে ও বিদেশে সর্ব্বত্র শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বাণী, তাঁহাদের মূর্ত্তি ও সেবাপূজাদি প্রকাশনে ধন্য, আদর্শ গোস্বামী-চরিত্রবান্ শ্রীল ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ-নামা গুরুদেবকে প্রণাম করি ॥ ৭ ॥ রমণমঞ্জরী-নামে অনুক্ষণ নিকুঞ্জ-বিলাসী যুগলকিশোরের প্রেম-সেবাদিরত, মহান্তপ্রবর, রাধারমণবিহারী যাঁহার আরাধ্যদেবতা, সেই মহোদারশীল শ্রীল ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ-নামা গুরুদেবকে প্রণাম করি ॥ ৮ ॥

শ্রীল-নারায়ণ-গোস্বামি-দশকম্

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত-মাধব-মহারাজেন-বিরচিতম্]

সদ্ভক্তসংরাধিতরাগমার্গ প্রবর্ত্তকং গৌরজনং মহান্তম্ ।
শ্রীকেশবেষ্টং বরদং বরেণ্যং নারায়ণং বিশ্বগুরুং নমামি ॥ ১ ॥
সঙ্কীর্ত্তিতং গৌরহরে বাণী ত্রিবিক্রমে বামনাপ্তসখ্যম্ ।
শ্রীমদ্‌যুগাচার্য্যপদেন যুক্তং নারায়ণং বিশ্বগুরুং নমামি ॥ ২ ॥
শ্রীগৌরকৃষ্ণৈকপ্রিয়ং ধরণ্যাং প্রসারিতং ভক্তিবিনোদধারাম্ ।
বিস্তারকং বিশ্বপতে হার্দ্দ্যং নারায়ণং বিশ্বগুরুং নমামি ॥ ৩ ॥
সদ্ভক্তিনির্দ্ধারণযুক্তিদক্ষং সন্দর্শিতং যেন চ মার্গমিষ্টম্ ।
নরোত্তমাজ্ঞাপিতভক্তিদর্শং নারায়ণং বিশ্বগুরুং নমামি ॥ ৪ ॥
অহর্নিশং কৃষ্ণকথাসু যুক্তং শ্রুত্যর্থসারাবহণং মহিষ্টম্ ।
গৌড়ীয়বেদান্তরসং প্রদিষ্টং নারায়ণং বিশ্বগুরুং নমামি ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—কলিযুগে সদ্ভক্তগণদ্বারা আরাধিত বা উপাসিত রাগমার্গের প্রবর্ত্তক, শ্রীশচীনন্দন গৌরহরির নিজজন, মহানতম, শ্রীকেশবদেব অর্থাৎ শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ যাঁহার ইষ্টদেব, সেই বরদাতা, বরেণ্য জগদ্-গুরু শ্রীল ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজকে আমি প্রণাম করি ॥ ১ ॥ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক বিশেষরূপে কীর্ত্তিত গৌর-বাণী দেশ-বিদেশে প্রচারকারী, স্বীয় সতীর্থ শ্রীল ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ এবং শ্রীল ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম গোস্বামী মহারাজের প্রতি সখ্যভাবযুক্ত, ব্রজবাসী বিদ্বজ্জন-কর্ত্তৃক প্রদত্ত 'যুগাচার্য্য'-উপাধিতে বিভূষিত, সেই জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজকে আমি প্রণাম করি ॥ ২ ॥ যুগপৎ শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের প্রেষ্ঠজন, ধরণীতলে শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারা প্রচার ও প্রসারকারী, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের হৃদয়স্থিত রসভাণ্ডার বিশ্বে বিস্তারকারী জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজকে আমি প্রণাম করি ॥ ৩ ॥ সদ্ভক্তি-পথ-নির্দ্ধারণে সুদক্ষ, স্বীয় চরণাশ্রিত সেবকগণকে অভীষ্টপথ-প্রদর্শনকারী, শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর-প্রদর্শিত ভজনাদর্শ-স্বরূপ জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজকে আমি প্রণাম করি ॥ ৪ ॥ যিনি দিবারাত্র কৃষ্ণগুণগানে নিমগ্ন, শ্রুতির সারার্থ প্রদর্শনকারী, মহান মহিমাযুক্ত, বেদান্তের গৌড়ীয়-ভাষ্যরস

শ্রীকৃষ্ণনামামৃতপানমুগ্ধং রাধাবনে কৃষ্ণবনে বসন্তম্ ।
গঙ্গাতটে নিত্যসমাধিলব্ধং নারায়ণং বিশ্বগুরুং নমামি ॥ ৬ ॥
রূপাদিগোস্বামিজনৈককীর্ত্তি-সংস্থাপকং রক্ষণামিষ্টচেষ্টম্ ।
রসৈকনিষ্ঠং স্বদনে চ বিজ্ঞং নারায়ণং বিশ্বগুরুং নমামি ॥ ৭ ॥
শ্রীপাল্যদাস্যেন চ রাধিকায়াঃ স্নেহেন চাদ্যেন বিভাবিতান্তম্ ।
স্বসেবকৈঃ সেবিতপাদপদ্মং নারায়ণং বিশ্বগুরুং নমামি ॥ ৮ ॥
স্নিগ্ধং চ শিষ্যে নিপুণং চ শাস্ত্রে স্বরাষ্ট্রভাষানুদিতং চ শাস্ত্রম্ ।
গোস্বামিটীকার্থপরং প্রবন্ধং নারায়ণং বিশ্বগুরুং নমামি ॥ ৯ ॥
স্তোত্রং পঠেৎ যো দশকং সুরম্যং শ্রদ্ধান্বিতো ভক্তিভরেণ নিত্যম্ ।
গুরোঃ পদে শুদ্ধরতিং চ লব্ধা তদ্দাস্যসৌখ্যং পরমাপ্নুয়াৎ সঃ ॥ ১০ ॥

আস্বাদন করান, সেই জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজকে আমি প্রণাম করি ॥ ৫ ॥ শ্রীকৃষ্ণনামামৃত-পানে মুগ্ধ, শ্রীধাম নবদ্বীপে (রাধাবন) এবং শ্রীধাম বৃন্দাবনে (কৃষ্ণবন) বাসকারী, গঙ্গাতটে নিত্য সমাধিমগ্ন জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজকে আমি প্রণাম করি ॥ ৬ ॥ জগতে শ্রীল রূপ-সনাতনাদি গোস্বামিগণের কীর্ত্তি সংস্থাপনকারী, সর্ব্বদা স্বীয় ইষ্ট অর্থাৎ শ্রীগৌড়ীয়-সারস্বত-পরম্পরা রক্ষায় চেষ্টাযুক্ত, ভক্তিরসের একনিষ্ঠ তথা রসের নিত্যাস্বাদনে বিজ্ঞবর জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজকে আমি প্রণাম করি ॥ ৭ ॥ যিনি বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধারাণীর পাল্যদাসীভাবে এবং মধুস্নেহ ভাবে বিভাবিত চিত্তযুক্ত এবং যাঁহার চরণকমল নিজ সেবকগণের দ্বারা সেবিত, সেই জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজকে আমি প্রণাম করি ॥ ৮ ॥ স্বীয় শিষ্যগণের প্রতি যুগপৎ স্নেহশীল এবং শাসনে নিপুণ, রাষ্ট্রভাষা হিন্দীতে গোস্বামি-গ্রন্থসমূহের অনুবাদকারী, গোস্বামিগণ-কৃত টীকানুসারে প্রবন্ধাদির রচয়িতা জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজকে আমি প্রণাম করি ॥ ৯ ॥ যিনি এই স্তোত্র-দশক শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভক্তিভাবে নিত্য পাঠ করিবেন, তিনি অবশ্যই শ্রীগুরুদেব—শ্রীল ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজের চরণকমলে শুদ্ধরতি লাভ করত তাঁহার পরম দাস্যসুখ প্রাপ্ত হইবেন ॥ ১০ ॥

শ্রীশ্রীকেশবাচার্য্যাষ্টকম্ (১)

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত-ত্রিবিক্রম-মহারাজেন বিরচিতম্]

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে ।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব-ইতি-নামিনে ॥ ১ ॥
শ্রীসরস্বত্যভীপ্সিতং সর্ব্বথা সুষ্ঠু-পালিনে ।
শ্রীসরস্বত্যভিন্নায় পতিতোদ্ধার-কারিণে ॥ ২ ॥
বজ্রাদপি কঠোরায় চাপসিদ্ধান্ত-নাশিনে ।
সত্যস্যার্থে নির্ভীকায় কুসঙ্গ-পরিহারিণে ॥ ৩ ॥
অতিমর্ত্ত্য-চরিত্রায় স্বাশ্রিতানাঞ্চ-পালিনে ।
জীবদুঃখে সদার্ত্তায় শ্রীনাম-প্রেম-দায়িনে ॥ ৪ ॥
বিষ্ণুপাদ-প্রকাশায় কৃষ্ণ-কামৈক-চারিণে ।
গৌর-চিন্তা-নিমগ্নায় শ্রীগুরুং হৃদি-ধারিণে ॥ ৫ ॥
বিশ্বং বিশ্বময়মিতি স্নিগ্ধ-দর্শন-শালিনে ।
নমস্তে গুরু-দেবায় কৃষ্ণ-বৈভব-রূপিণে ॥ ৬ ॥
শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতেঃ স্থাপকায় চ ।
শ্রীশ্রীমায়াপুর-ধাম্নঃ সেবা-সমৃদ্ধি-কারিণে ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—আচার্য্য-সিংহ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামিপ্রভুকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণতি ॥ ১ ॥ জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট যিনি সর্ব্বপ্রকারে ও সুষ্ঠুভাবে স্থাপনে তৎপর, শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের অভিন্ন-বিগ্রহ যিনি পতিত-জীবগণের উদ্ধারকারী, বজ্র হইতেও কঠোর যিনি অপসিদ্ধান্তসমূহ-নাশে পারদর্শী, যিনি সত্যপ্রকাশে অত্যন্ত নির্ভীক ও সর্ব্বপ্রকারে ভক্তি-প্রতিকূল-সঙ্গ বিবর্জ্জিত, অতিমর্ত্ত্য-চরিত্র ও স্বচরণাশ্রিতগণের পরিপালক, সদা জীব-দুঃখে দুঃখী ও শ্রীনাম-প্রেম প্রদাতা, শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মের সেবা-প্রকাশকারী ও শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণপরায়ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সেবাচিন্তায় সদা নিমগ্ন ও স্বীয় গুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদ তথা সম্প্রদায়স্থ গুরুবর্গকে হৃদয়ে ধারণকারী এবং সমগ্র বিশ্ব যাঁহার স্নিগ্ধদৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের সেবোপকরণ, শ্রীকৃষ্ণের পরম-বৈভব সেই শ্রীল গুরুদেব শ্রীকেশব গোস্বামি-প্রভুকে অসংখ্য প্রণতি ॥ ২-৬ ॥ যিনি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা, শ্রীমায়াপুর ধামের

নবদ্বীপ-পরিক্রমা যেনৈব রক্ষিতা সদা ।
দীনং প্রতি দয়ালবে তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৮ ॥
দেহি মে তব শক্তিস্তু দীনেনেয়ং সুযাচিতা ।
তব পাদ-সরোজেভ্যো মতিরস্তু প্রধাবিতা ॥ ৯ ॥

শ্রীকেশবাচার্য্যাষ্টকম্ (২)

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত-উর্দ্ধমন্থী-মহারাজেন বিরচিতম্]

চিরমুক্তগণাদৃত-কাম্যধনং, ধনদেপ্সিত-বন্দিত-কল্পতরুম্ ।
তরুরাজিত-চিন্ময়-ধামচরং, প্রণমামি হ কেশবপূতপদম্ ॥ ১ ॥
কুলিয়ৈব-বরাহ-সুধামবরং, বরদায়ক-দেব-বিকাশকৃতম্ ।
কৃতদোষ-সমূহ-তমোহরণং, প্রণমামি হ কেশবপূতপদম্ ॥ ২ ॥
নটনপ্রিয়-ভাব-কলাদ্রুচিরং, চিরধাম-বিরাজিত-নিত্যপ্রভুম্ ।
প্রভুপাদ-রসাব্ধি-কৃতীরতনং, প্রণমামি হ কেশবপূতপদম্ ॥ ৩ ॥
রঘুনাথ-নিভৈব-বিরাগপরং, পরমোজ্জ্বল-রাগ-সুমূর্ত্তিসুরম্ ।
সুরনন্দিত-তর্পিত-দেববরং, প্রণমামি হ কেশবপূতপদম্ ॥ ৪ ॥

সেবা-সমৃদ্ধিকারী, শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-প্রবর্ত্তিত শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার সংরক্ষক, সেই দীনদয়াল শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীল কেশব গোস্বামি-প্রভুকে অনন্ত প্রণাম ॥ ৭-৮ ॥ হে প্রভো! এই দীনহীন আপনার নিকট কাকুস্বরে এই চিদ্বল প্রার্থনা করিতেছে, যাহাতে আমার মতি আপনার শ্রীচরণ-কমল-প্রতি নিরন্তর প্রধাবিত হয় অর্থাৎ তাঁহাতে একনিবিষ্ঠতা লাভ করে ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—যিনি চিরমুক্তগণ-কর্ত্তৃক আদৃত ও বাঞ্ছিত ধনস্বরূপ, ধনদ-গণেরও যিনি ঈপ্সিত ও বন্দিত কল্পতরু-বিশেষ, কল্পতরু-বিরাজিত চিন্ময়ধামে বিচরণকারী সেই শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামি-প্রভুর পূতপাদপদ্মে প্রণাম করি ॥ ১ ॥ যিনি কোলদ্বীপাধিপতি শ্রীবরাহদেবের শ্রেষ্ঠ কৃপামৃত-প্রাপ্ত, দেবতা-গণেরও বরদাতৃত্ব বিকাশে যিনি সমর্থ, কৃত-দোষরূপ অন্ধকার-বিনাশকারী সেই শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামি-প্রভুর পূতপাদপদ্মে প্রণাম করি ॥ ২ ॥ যিনি মনোজ্ঞ ভাবকলাযুক্ত নর্ত্তনপ্রিয়, যিনি নিত্যধামে বিরাজিত নিত্যপ্রভু, যিনি

প্রভুপাদ-মনোগত-ভাবধরং, ধরণী-জড়রঙ্গ-বিহীননরম্ ।
নররূপ-বিলাস-বিভাবময়ং, প্রণমামি হ কেশবপূতপদম্ ॥ ৫ ॥
প্রণতাভয়-দায়ক-তীর্থপদং, পদসংশ্রিত-দীন-সমুত্তরণম্ ।
তরণোন্মুখ-জীব-ভবাপগমং, প্রণমামি হ কেশবপূতপদম্ ॥ ৬ ॥
পিতৃভাব-পরায়ণ-শিষ্যগতিং, গতিমুক্তি-বিধায়ক-শান্তবরম্ ।
বরণাগত-দুর্ম্মতি-শন্দপদং, প্রণমামি হ কেশবপূতপদম্ ॥ ৭ ॥
নিগমান্ত-সভা-নবকীর্ত্তিধরং, ধরণীজন-তারক-গৌরপরম্ ।
পরসেব্য-পদাব্জ-রজস্তমহং, প্রণমামি হ কেশবপূতপদম্ ॥ ৮ ॥

জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের (ভক্তিরস) সমুদ্রোত্থ কৃতিরত্ন-স্বরূপ, সেই শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামি-প্রভুর পূতপাদপদ্মে প্রণাম করি ॥ ৩ ॥ যিনি শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর ন্যায় বৈরাগ্যপরায়ণ, পরমোজ্জ্বল-রাগের যিনি সুমূর্ত্তিস্বরূপ, সুরগণেরও বন্দিত যিনি দেবশ্রেষ্ঠ, সেই শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামি-প্রভুর পূতপাদপদ্মে প্রণাম করি ॥ ৪ ॥ প্রভুপাদের অত্যন্ত অন্তরঙ্গত্ব-নিবন্ধন তাঁহার মনোগত ভাবসকল ধারণে যিনি সমর্থ, যিনি জগতের সকলপ্রকার জড়ীয়রাগ-বিবর্জ্জিত ব্যক্তি, নররূপে লীলাভিনয়কারী এবং তৎপরিচয়-যুক্ত (বস্তুত যিনি বিনোদ-মঞ্জরী) সেই শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামি-প্রভুর পূতপাদপদ্মে প্রণাম করি ॥ ৫ ॥ অভয়দাতা তীর্থগণেরও যিনি প্রণম্যপদ, তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত দীনগণের যিনি সম্যক্ উদ্ধারকারী, তরণোন্মুখ জীবগণের বদ্ধাবস্থা-বিনাশকারী সেই শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামি-প্রভুর পূতপাদপদ্মে প্রণাম করি ॥ ৬ ॥ বাৎসল্য ভাবযুক্ত যিনি শিষ্যগণের একমাত্র গতি ও মুক্তিরূপ গতি-বিধানকারী, অত্যন্ত ধীর-স্থির যাঁহার পাদপদ্ম দুর্ম্মতিগণেরও মঙ্গলজনক সেই শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামি-প্রভুর পূতপাদপদ্মে প্রণাম করি ॥ ৭ ॥ যিনি "(শ্রীগৌড়ীয়) বেদান্ত সমিতি"-নামা নব-কীর্ত্তি-স্থাপনকারী, ধরণীর কৃষ্ণসেবাবিমুখ-জনত্রাতা—শ্রীগৌর-নাম, গৌর-ধাম ও গৌর-কাম-পরায়ণ সেই শ্রীশ্রীল কেশব গোস্বামি-প্রভুর পদকমল-রেণু আমার পরম সেবনীয়, তাঁহার পূতপাদপদ্মে আমি প্রণাম করি ॥ ৮ ॥

শ্রীশ্রীপ্রভুপাদপদ্ম-স্তবকঃ

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক-শ্রীধর-মহারাজ-কৃতঃ]

সুজনার্ব্বুদ-রাধিত-পাদযুগং যুগধর্ম্ম-ধুরন্ধর-পাত্রবরম্ ।
বরদাভয়-দায়ক পূজ্যপদং প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥ ১ ॥
ভজনোর্জ্জিত-সজ্জন-সঙ্ঘপতিং পতিতাধিক-কারুণিকৈকগতিম্ ।
গতিবঞ্চিত-বঞ্চকাচিন্ত্যপদং প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥ ২ ॥
অতিকোমল-কাঞ্চন-দীর্ঘতনুং তনুনিন্দিত-হেম-মৃণালমদম্ ।
মদনার্ব্বুদ-বন্দিত-চন্দ্রপদং প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥ ৩ ॥
নিজসেবক-তারক-রঞ্জিবিধুং বিধুতাহিত-হুঙ্কৃত-সিংহবরম্ ।
বরণাগত-বালিশ-শন্দপদং প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥ ৪ ॥
বিপুলীকৃত-বৈভব-গৌরভুবং ভুবনেষু বিকীর্ত্তিত-গৌরদয়ম্ ।
দয়নীয়গণার্পিত-গৌরপদং প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—কোটী কোটী সুজনকর্ত্তৃক আরাধিত শ্রীপাদপদ্মযুগ, (কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনরূপ) যুগধর্ম্মসংস্থাপক, (বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার) পাত্ররাজ, (নিখিল জীবের) ভয়হরণ-কারিগণের মনোভীষ্টপ্রদাতা সর্ব্বপূজ্য প্রভুর সেই পদনখ-জ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥ ১ ॥ ভজনসমৃদ্ধ সুজনগণের অধিপতি, পতিতজনের প্রতি অধিক করুণাময় ও তাঁহাদের একমাত্র গতি এবং বঞ্চকগণের বঞ্চনাকারী গতিবিশিষ্ট অচিন্ত্যচরণে আমি প্রণাম করি ॥ ২ ॥ অতি কোমল সুবর্ণবর্ণ দীর্ঘতনুকে আমি প্রণাম করি—যাঁহার তনুকর্ত্তৃক স্বর্ণময় মৃণালের মত্ততা নিন্দিত হইতেছে। কোটী কোটী মদনকর্ত্তৃক বন্দিত নখচন্দ্রসমূহ যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের শোভা বিস্তার করিতেছে, প্রভুর সেই পদনখজ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥ ৩ ॥ তারকরঞ্জন চন্দ্রের ন্যায় যিনি নিজ সেবকমণ্ডলে পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহাদের চিত্ত প্রফুল্লিত করিয়া থাকেন, ভক্তিদ্বেষিগণ যাঁহার হুঙ্কারে বিদ্রাবিত হয় এবং নিরীহ জনগণ যাঁহার পাদপদ্ম বরণ করিয়া পরম কল্যাণ লাভ করেন, তাঁহাকে প্রণাম করি ॥ ৪ ॥ যিনি শ্রীগৌরধামের বিপুল বৈভবশোভা প্রকাশ করিয়াছেন, শ্রীগৌরাঙ্গের মহাবদান্যতার কথা যিনি নিখিল ভুবনে বিঘোষিত করিয়াছেন এবং নিজ কৃপাভাজন-জনের হৃদয়ে যিনি শ্রীগৌরপাদপদ্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, প্রভুর সেই পদনখজ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি

চিরগৌর-জনাশ্রয়-বিশ্বগুরুং গুরু-গৌরকিশোরক-দাস্যপরম্ ।
পরমাদৃত-ভক্তিবিনোদপদং প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥ ৬ ॥
রঘু-রূপ-সনাতনকীর্ত্তিধরং ধরণীতল-কীর্ত্তিত-জীবকবিম্ ।
কবিরাজ-নরোত্তম-সখ্যপদং প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥ ৭ ॥
কৃপয়া হরিকীর্ত্তন-মূর্ত্তিধরং ধরণী-ভরহারক-গৌরজনম্ ।
জনকাধিক-বৎসল-স্নিগ্ধপদং প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥ ৮ ॥
শরণাগত-কিঙ্কর-কল্পতরুং তরুধিক্কৃত-ধীর-বদান্যবরম্ ।
বরদেন্দ্র-গণার্চ্চিত-দিব্যপদং প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥ ৯ ॥
পরহংসবরং পরমার্থপতিং পতিতোদ্ধরণে কৃতবেশযতিম্ ।
যতিরাজগণৈঃ পরিসেব্যপদং প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥ ১০ ॥
বৃষভানুসুতা-দয়িতানুচরং চরণাশ্রিত-রেণুধরস্তমহম্ ।
মহদদ্ভুত-পাবন-শক্তিপদং প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥ ১১ ॥

নিত্যকাল প্রণাম করি ॥ ৫ ॥ যিনি গৌরাশ্রিত জনগণের নিত্য আশ্রয়-স্থল ও জগদ্গুরু, যিনি নিজ গুরু শ্রীগৌরকিশোর-প্রভুর সেবাপরায়ণ এবং যিনি শ্রীভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের সম্বন্ধ-মাত্রে পরমাদরবিশিষ্ট, তাঁহাকে প্রণাম করি ॥ ৬ ॥ যিনি শ্রীরূপ-সনাতন ও রঘুনাথের কীর্ত্তিকেতন উত্তোলন করিয়া বিরাজমান, এই ধরণীতলে যাঁহাকে পাণ্ডিত্যপ্রতিভাময় শ্রীজীবের অভিন্নতনু বলিয়া অনেকে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন এবং যিনি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও ঠাকুর শ্রীনরোত্তমের সমপ্রাণ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, প্রভুর সেই পদনখজ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥ ৭ ॥ জীবের প্রতি কৃপা করিয়া যিনি মূর্ত্তিমান্ হরিকীর্ত্তনস্বরূপে প্রকাশিত, ধরণীর অপরাধভার-বিদূরণকারী শ্রীগৌরপার্ষদ এবং জীবের প্রতি জনকাপেক্ষাও অধিক বাৎসল্যের সুকোমল আকরকে আমি প্রণাম করি ॥ ৮ ॥ শরণাগত কিঙ্করগণের (অভীষ্টপ্রদানে) যিনি কল্পতরুসদৃশ, বৃক্ষকেও ধিক্কারকারী যাঁহার বদান্যতা ও সহিষ্ণুতা এবং বরদশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণও যাঁহার দিব্য শ্রীপাদপদ্মের পূজা করিয়া থাকেন, প্রভুর সেই পদনখজ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥ ৯ ॥ পরমহংস-কুলতিলক, পরমপুরুষার্থ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-সম্পত্তির যিনি অধিপতি, পতিতকুলের উদ্ধার নিমিত্ত যিনি যতিবেশ (ভিক্ষুবেশ) ধারণকারী এবং শ্রেষ্ঠ ত্রিদণ্ডী যতিগণ যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম সেবা করিতেছেন,

শ্রীল-গৌরকিশোরাষ্টকম্

শ্রীগৌরধামাশ্রিত-শুদ্ধভক্তং রূপানুগাদ্যং নিরবদ্যরূপম্ ।
বৈরাগ্যধর্ম্মোজ্জ্বল-বিগ্রহং তং বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্ ॥ ১ ॥
অসৎ-প্রসঙ্গং পরিহায় নিত্যং গৌরাঙ্গ-সেবাব্রত-মগ্নচিত্তম্ ।
গৌড়-ব্রজাভেদ-বিশিষ্ট-প্রজ্ঞং বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্ ॥ ২ ॥
শ্রীধাম-মায়াপুর-দিব্য-গূঢ়-মাহাত্ম্য-গীতোন্মুখরং বরেণ্যম্ ।
ধন্যং মহাভাগবতাগ্রগণ্যং বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্ ॥ ৩ ॥
পূতাবধূত-ব্রজ-শীর্ষরত্নং শ্রীরাধিকাকৃষ্ণ-নিগূঢ়-ভক্তম্ ।
সদা ব্রজাবেশ-সরাগ-চেষ্টং বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্ ॥ ৪ ॥
শোকাস্পদাতীত-প্রভাব-রম্যং মূঢ়ৈরবেদ্যং প্রণতাভিগম্যম্ ।
নিত্যানুভূতাচ্যুত-সদ্বিলাসং বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্ ॥ ৫ ॥
কাপট্য-ধর্ম্মান্বিত-চণ্ড-দণ্ড-বিধায়কং সজ্জন-সঙ্গ-রঙ্গম্ ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপদাব্জ-ভৃঙ্গং বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্ ॥ ৬ ॥

তাঁহাকে প্রণাম করি ॥ ১০ ॥ যিনি শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর পরম প্রিয় অনুচর, যাঁহার শ্রীচরণরেণু আমি মস্তকে ধারণ করিবার সৌভাগ্যের অভিমান করিতেছি, সেই অদ্ভুত পাবনীশক্তিসম্পন্ন শ্রীপ্রভুপাদপদ্মে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—যিনি শ্রীগৌরধামের আশ্রিত শুদ্ধভক্ত, রূপানুগপ্রবর, নিরবদ্য-রূপ অর্থাৎ মহাপুরুষের লক্ষণসম্পন্ন, বৈরাগ্যধর্ম্মের সমুজ্জ্বল-বিগ্রহ, সেই শ্রীগৌরকিশোর-সংজ্ঞক প্রসিদ্ধ প্রভুকে বন্দনা করি ॥ ১ ॥ যিনি অসৎসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিত্য শ্রীগৌরসেবাব্রতে মগ্নচিত্ত এবং শ্রীগৌড়মণ্ডল ও শ্রীব্রজ-মণ্ডলে অভিন্ন-জ্ঞানসম্পন্ন, সেই শ্রীগৌরকিশোর-নামক প্রভুকে বন্দনা করি ॥২॥ যিনি শ্রীধাম মায়াপুরের অপ্রাকৃত পরম-রহস্যময়-মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে পরম মুখর, সর্ব্বোত্তম, সর্ব্বত্র প্রশংসনীয়, মহাভাগবতাগ্রগণ্য, সেই শ্রীগৌরকিশোর-নামক প্রভুকে বন্দনা করি ॥ ৩ ॥ যিনি পরমশুদ্ধ অবধূতকুলশিরোমণি, ব্রজবাসী ভক্ত-গণের মুকুটমণিস্বরূপ, শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিগূঢ় সেবাপর, নিরন্তর ব্রজভাবের আবেশ লইয়া রাগানুগা ভক্তির অনুশীলনরত, সেই শ্রীগৌরকিশোর-নামক প্রভুকে বন্দনা করি ॥ ৪ ॥ যিনি শোকাস্পদাতীত অর্থাৎ শোকের বিষয়ীভূত বস্তুসমূহের অতীত রমণীয় প্রভাবযুক্ত, মূঢ়গণকর্ত্তৃক অজ্ঞেয় চরিত্র, শরণাগত জনগণকর্ত্তৃক সর্ব্বতো-

দামোদরোত্থান-দিনে-প্রধানে ক্ষেত্রে পবিত্রে কুলিয়াভিধানে ।
প্রপঞ্চলীলা-পরিহারবন্তং বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্ ॥ ৭ ॥

তব হি 'দয়িতদাসে' সত্যসূর্য্য-প্রকাশে
জগতি দুরিতনাশে প্রোদ্যতে চিদ্বিলাসে ।
বয়মনুগতভৃত্যাঃ পাদপদ্মং প্রপন্না
অনুদিনমনুকম্পাং প্রার্থয়ামো নগণ্যাঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-দশকম্

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদেশিক-আচার্য্য-মহারাজেন-বিরচিতম্]

অমন্দ-কারুণ্য-গুণাকর-শ্রীচৈতন্যদেবস্য দয়াবতারঃ ।
স গৌর-শক্তির্ভবিতা পুনঃ কিং, পদং দৃশোর্ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥ ১ ॥
শ্রীমজ্জগন্নাথ-প্রভুপ্রিয়ো য, একাত্মকো গৌরকিশোরকেন ।
শ্রীগৌর-কারুণ্যময়ো ভবেৎ কিং, নিত্যং স্মৃতৌ ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥২॥

ভাবে লভ্য, নিত্য শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলাবিলাস-অনুভবকারী, সেই শ্রীগৌর-কিশোর-নামক প্রভুকে বন্দনা করি ॥ ৫ ॥ যিনি কাপট্যধর্ম্মযুক্ত ব্যক্তিগণের প্রতি প্রচণ্ড দণ্ডবিধাতা, সজ্জনগণের সঙ্গেই হরিকথা কীর্ত্তনে আনন্দানুভব করেন এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর পাদপদ্মের মধুকর-স্বরূপ, সেই শ্রীগৌরকিশোর-নামক প্রভুকে বন্দনা করি ॥ ৬ ॥ যিনি কার্ত্তিক মাসে (দামোদর মাসে) প্রসিদ্ধ শ্রীহরির উত্থানৈকাদশী-তিথিতে কুলিয়া বা কোলদ্বীপ-নামক পবিত্র ক্ষেত্রে প্রপঞ্চলীলা পরিহার করিয়াছেন, সেই শ্রীগৌরকিশোর-নামক প্রভুকে বন্দনা করি ॥ ৭ ॥ (হে পরমহংসবাবাজী মহারাজ!) আপনারই দয়িতদাসে অর্থাৎ শ্রীবার্ষভানবী-দয়িতদাস—শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরে বাস্তবতত্ত্ব-প্রভাকররূপে প্রকাশিত থাকিয়া ইহজগতে জীবের কলুষ-বিনাশার্থ শ্রীভগবানের চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্য প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলে আমরা নগণ্য তদনুগতভৃত্যগণ ভবদীয় পাদপদ্মে প্রপন্ন হইয়া অনুক্ষণ করুণা প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—যিনি পরমকারুণ্য-গুণাকর শ্রীচৈতন্যদেবের দয়ার অবতার-স্বরূপ, সেই গৌরশক্তি শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব পুনরায় আমাদের নয়নগোচর হইবেন কি? ১ ॥ যিনি শ্রীজগন্নাথ প্রভুর পরমপ্রিয় অনুগত এবং শ্রীমদ্গৌরকিশোর-

শ্রীনামচিন্তামণি-সম্প্রচারৈরাদর্শমাচার-বিধৌ-দধৌ যঃ ।
স জাগরূকঃ স্মৃতিমন্দির কিং, নিত্যং ভবেদ্ ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥ ৩ ॥
নামাপরাধৈ রহিতস্য নাম্নো, মাহাত্ম্যজাতং প্রকটং বিধায় ।
জীবে দয়ালুর্ভবিতা স্মৃতৌ কিং, কৃতাসনো ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥ ৪ ॥
গৌরস্য গূঢ়প্রকটালয়স্য, সতোঽসতো হর্ষকুনাট্যয়োশ্চ ।
প্রকাশকো গৌরজনো ভবেৎ কিং, স্মৃত্যাস্পদং ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥৫॥
নিরস্য বিঘ্নানিহ ভক্তিগঙ্গা-প্রবাহনেনোদ্ধৃত-সর্ব্বলোকঃ ।
ভগীরথো নিত্যধিয়াং পদং কিং,ভবেদসৌ ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥ ৬ ॥
বিশ্বেষু চৈতন্য-কথাপ্রচারী, মাহাত্ম্যশংসী গুরুবৈষ্ণবানাম্ ।
নামগ্রহাদর্শ ইহ স্মৃতঃ কিং, চিত্তে ভবেদ্ ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥ ৭ ॥
প্রয়োজনং সন্নভিধেয়ভক্তি, সিদ্ধান্তবাণ্যা সমমত্র গৌর-
কিশোর-সম্বন্ধযুতো ভবেৎ কিং, চিত্তং গতো ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥ ৮ ॥

দেবের অভিন্নাত্ম-স্বরূপ, সেই শ্রীগৌরকারুণ্যশক্তি শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব নিত্য-কাল আমাদের স্মৃতি-গোচর হইবেন কি? ২ ॥ যিনি শ্রীনামচিন্তামণির প্রচারমুখে আচারবিধির আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, সেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব নিত্যকাল আমাদের স্মৃতি-মন্দিরে জাগরূক থাকিবেন কি? ৩ ॥ যিনি নামাপরাধ-রহিত শ্রীনামের মাহাত্ম্যসমূহ প্রকাশপূর্ব্বক পরম জীব-দয়ালুতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, সেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব আমাদের স্মৃতিসিংহাসনে সমারূঢ় থাকিবেন কি? ৪ ॥ যিনি গৌরাঙ্গদেবের গূঢ় আবির্ভাবক্ষেত্র প্রকাশ করিয়া সজ্জনগণের হর্ষ এবং দুর্জ্জনগণের কুনাট্যভা যুগপৎ জগতে প্রকাশিত করিয়াছেন, সেই গৌর-জন শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব আমাদের স্মৃতি-বিষয়ীভূত হইবেন কি? ৫ ॥ যিনি ভক্তিপথের কণ্টক-সমূহের নিরাসপূর্ব্বক ভক্তি-গঙ্গাপ্রবাহদ্বারা নিখিল লোকের উদ্ধারসাধন করিয়াছেন, সেই ভক্তি-ভাগীরথীর ভগীরথ-স্বরূপ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-দেব আমাদের নিত্যধারণার বিষয় হইবেন কি? ৬ ॥ যিনি জগতে সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যকথা প্রচার, গুরুবৈষ্ণব-মাহাত্ম্য প্রকাশ এবং নামগ্রহণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব আমাদের হৃদয়ে স্মৃত হইবেন কি? ৭ ॥ যিনি স্বয়ং প্রয়োজন-তত্ত্ব-স্বরূপ, সেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব, শ্রীগৌরকিশোরস্বরূপ সম্বন্ধ-তত্ত্বের সহিত মিলিত হইয়া অভিধেয়-তত্ত্ব শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর সহিত

শিক্ষামৃতং সজ্জনতোষণীঞ্চ, চিন্তামণিঞ্চাত্র সজ্জৈবধর্ম্মম্ ।
প্রকাশ্য চৈতন্যপ্রদো ভবেৎ কিং, চিত্তে ধৃতো ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥ ৯ ॥
আষাঢ়দর্শেঽহনি গৌরশক্তি-গদাধরাভিন্ন-তনুর্জহৌ যঃ ।
প্রপঞ্চলীলামিহ নো ভবেৎ কিং, দৃশ্যঃ পুনর্ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীল-জগন্নাথাষ্টকম্

রূপানুগানাং প্রবরং সুদান্তং, শ্রীগৌরচন্দ্র-প্রিয়ভক্তরাজম্ ।
শ্রীরাধিকা-মাধব-চিত্তরামং, বন্দে জগন্নাথবিভুং বরেণ্যম্ ॥ ১ ॥
শ্রীসূর্য্যকুণ্ডাশ্রয়িণঃ কৃপালো-, র্বিদ্বদ্বরং-শ্রীমধুসূদনস্য ।
প্রেষ্ঠস্বরূপেণ বিরাজমানং, বন্দে জগন্নাথবিভুং বরেণ্যম্ ॥ ২ ॥
শ্রীধাম-বৃন্দাবনবাসি-ভক্ত, নক্ষত্ররাজিস্থিত-সোমতুল্যম্ ।
একান্ত-নামাশ্রিত-সঙ্ঘপালং, বন্দে জগন্নাথবিভুং বরেণ্যম্ ॥ ৩ ॥
বৈরাগ্য-বিদ্যা-হরিভক্তিদীপ্তং, দৌর্জ্জন্য-কাপট্য-বিভেদবজ্রম্ ।
শ্রদ্ধাযুতেষ্বাদর-বৃত্তিমন্তং, বন্দে জগন্নাথবিভুং বরেণ্যম্ ॥ ৪ ॥

আমাদের চিত্তে উদিত হইবেন কি? ৮ ॥ যিনি শিক্ষামৃত, সজ্জনতোষণী, (হরিনাম)-চিন্তামণি ও জৈবধর্ম্মের প্রকাশদ্বারা জীবগণের মধ্যে চৈতন্য বিতরণ করিয়াছেন, সেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব আমাদের হৃদয়ে ধৃত হইবেন কি? ৯ ॥ যিনি আষাঢ়ী অমাবস্যা-তিথিতে গৌরশক্তি শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর অভিন্নবিগ্রহ-রূপে প্রপঞ্চলীলা পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব পুনরায় আমাদের দৃষ্টিগোচর হইবেন কি ? ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—শ্রীরূপানুগগণ-মধ্যে প্রবর, বিজিতেন্দ্রিয়, শ্রীগৌরপ্রিয়-ভক্তগণের রাজা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, শ্রীরাধা-মাধবের চিত্তবিনোদকারী, সকলের বরেণ্য শ্রীজগন্নাথবিভুকে বন্দনা করি ॥ ১ ॥ শ্রীসূর্য্যকুণ্ড-তটনিবাসী কৃপালু বিদ্বদ্বর শ্রীমধুসূদনের প্রেষ্ঠরূপে বিরাজমান, সকলের পূজনীয় শ্রীজগন্নাথবিভুকে বন্দনা করি ॥ ২ ॥ যিনি শ্রীধামবৃন্দাবনবাসি-ভক্তরূপ নক্ষত্রসমূহের মধ্যে অবস্থিত চন্দ্রসদৃশ, ঐকান্তিক নামাশ্রিত ভক্তগণের পালক, সকলের পূজনীয় সেই শ্রীজগন্নাথবিভুকে বন্দনা করি ॥ ৩ ॥ বৈরাগ্যবিদ্যা ও হরিভক্তিতে যিনি প্রদীপ্ত, পাষণ্ডতারূপ দৌর্জ্জন্য ও কপটতা-বিনাশে যিনি বজ্রস্বরূপ, শ্রদ্ধাযুক্ত জনের প্রতি

সংপ্রেরিতো গৌরসুধাংশুনা য-, শ্চক্রে হি তজ্জন্ম-গৃহ-প্রকাশম্ ।
দেবৈর্নুতং বৈষ্ণবসার্ব্বভৌমং, বন্দে জগন্নাথবিভুং বরেণ্যম্ ॥ ৫ ॥
সঞ্চার্য্য সর্ব্ব নিজশক্তিরাশিং, যো ভক্তিপূর্ব্বে চ বিনোদদেবে ।
তেনে জগত্যাং হরিনামবন্যাং, বন্দে জগন্নাথবিভুং বরেণ্যম্ ॥ ৬ ॥
শ্রীনামধাম্নোঃ প্রবলপ্রচারে, ঈহাপরং প্রেমরসাব্ধিমগ্নম্ ।
শ্রীযোগপীঠে কৃতনৃত্যভঙ্গং, বন্দে জগন্নাথবিভুং বরেণ্যম্ ॥ ৭ ॥
মায়াপুরে ধামনি সক্তচিত্তং, গৌরপ্রকাশেন চ মোদযুক্তম্ ।
শ্রীনামগানৈর্গলদশ্রুনেত্রং, বন্দে জগন্নাথবিভুং বরেণ্যম্ ॥ ৮ ॥
হে দেব! হে বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম! ভক্ত্যা পরাভূতমহেন্দ্রধিষ্ণ্য!
ত্বদ্গোত্রবিস্তারবতীং সুপুণ্যাং, বন্দে মুহুর্ভক্তিবিনোদধারাম্ ॥ ৯ ॥

শ্রীনরোত্তম-প্রভোরষ্টকম্

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতম্]

শ্রীকৃষ্ণনামামৃতবর্ষি-বক্ত্র-চন্দ্রপ্রভা-ধ্বস্ত-তমোভরায় ।
গৌরাঙ্গ-দেবানুচরায় তস্মৈ, নমো নমঃ শ্রীল নরোত্তমায় ॥ ১ ॥

যিনি আদরযুক্ত, সেই সকলের পূজনীয় শ্রীজগন্নাথবিভুকে বন্দনা করি ॥ ৪ ॥ যিনি শ্রীগৌরচন্দ্রের দ্বারা সম্যক্ প্রেরিত অর্থাৎ প্রণোদিত হইয়া তাঁহার জন্মগৃহ-প্রকাশ দৃঢ়রূপে করিয়াছিলেন, দেববন্দিত-বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম, সকলের পূজনীয় শ্রীজগন্নাথবিভুকে বন্দনা করি ॥ ৫ ॥ যিনি শ্রীভক্তিবিনোদদেবে সমস্ত নিজ-শক্তিরাশি সঞ্চারিত করিয়া জগতে হরিনামের বন্যা প্রবাহিত করিয়াছিলেন, সেই সকলের বরেণ্য শ্রীজগন্নাথবিভুকে বন্দনা করি ॥ ৬ ॥ যিনি শ্রীনাম ও শ্রীধামের প্রবল প্রচারে চেষ্টাপর, প্রেমরসসমুদ্রে নিমগ্ন, শ্রীমায়াপুর শ্রীযোগপীঠে যিনি নৃত্যপরায়ণ, সেই সকলের বরেণ্য শ্রীজগন্নাথবিভুকে বন্দনা করি ॥ ৭ ॥ যিনি শ্রীধাম মায়াপুরে আসক্তচিত্ত এবং শ্রীগৌরহরির মূর্ত্তি-প্রকাশে আনন্দযুক্ত, শ্রীনাম-কীর্ত্তনকালে যাঁহার নেত্রে অশ্রুধারা বিগলিত হয়, সেই সকলের বরেণ্য শ্রীজগন্নাথবিভুকে বন্দনা করি ॥ ৮ ॥ হে দেব! হে বৈষ্ণব-সার্বভৌম! ভক্তির দ্বারা মহেন্দ্রলোকের পরাভবকারিন্! আপনার গোত্র-বিস্তারকারিণী অতিশয় পবিত্রা ভক্তিবিনোদ-ধারাকে মুহুর্মুহুঃ বন্দনা করি ॥ ৯ ॥

সঙ্কীর্ত্তনানন্দজ-মন্দহাস্য, দন্তদ্যুতি-দ্যোতিত-দিঙ্মুখায় ।
স্বেদাশ্রুধারা-স্নপিতায় তস্মৈ, নমো নমঃ শ্রীল-নরোত্তমায় ৷৷ ২ ৷৷
মৃদঙ্গনাদ-শ্রুতিমাত্র-চঞ্চৎ-, পদাম্বুজামন্দ-মনোহরায় ।
সদ্যঃ সমুদ্যৎ-পুলকায় তস্মৈ, নমো নমঃ শ্রীল-নরোত্তমায় ৷৷ ৩ ৷৷
গন্ধর্ব্ব-গর্ব্ব-ক্ষপণ-স্বলাস্য, বিস্মাপিতাশেষ-কৃতিব্রজায় ।
স্বসৃষ্ট-গান-প্রথিতায় তস্মৈ, নমো নমঃ শ্রীল-নরোত্তমায় ৷৷ ৪ ৷৷
আনন্দ-মূর্চ্ছাবনিপাত-ভাত-, ধূলিভরালঙ্কৃত-বিগ্রহায় ।
যদ্দর্শনং ভাগ্যভরেণ তস্মৈ, নমো নমঃ শ্রীল-নরোত্তমায় ৷৷ ৫ ৷৷
স্থলে স্থলে যস্য কৃপা-প্রপাভিঃ, কৃষ্ণান্যতৃষ্ণা জনসংহতীনাম্ ।
নির্ম্মূলিতা এব ভবন্তি তস্মৈ, নমো নমঃ শ্রীল-নরোত্তমায় ৷৷ ৬ ৷৷
যদ্ভক্তিনিষ্ঠোপল-রেখিকেব, স্পর্শঃ পুনঃ স্পর্শমণীব যস্য ।
প্রামাণ্যমেবং শ্রুতিবদ্ যদীয়ং, তস্মৈ নমঃ শ্রীল-নরোত্তমায় ৷৷ ৭ ৷৷

বঙ্গানুবাদ ঃ—যিনি শ্রীকৃষ্ণনামামৃত উদ্গীরণকারী মুখচন্দ্রদ্বারা সকলের অজ্ঞান-রূপ অন্ধকার দূরীভূত করিয়া থাকেন, সেই গৌরাঙ্গদেবানুচর শ্রীমন্ নরোত্তম ঠাকুরকে আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ৷৷ ১ ৷৷ যিনি শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তনে মন্দ মন্দ আনন্দ হাস্য করিলে দন্তকিরণে দিগ্বধূগণের মুখমণ্ডল প্রোদ্ভাসিত হইতে থাকে এবং তৎকালে ঘর্ম্ম ও নয়ন-নীর-ধারায় যিনি স্নান করিয়া থাকেন, সেই শ্রীল নরোত্তম প্রভুবরকে আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ৷৷ ২ ৷৷ যিনি মৃদঙ্গধ্বনি শ্রবণ করিবামাত্র চঞ্চল পাদপদ্মদ্বারা সকলের মনোহরণ করেন, শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তনে প্রবেশ করিবামাত্রই যাঁহার গাত্রে পুলক সঞ্চার হয়, সেই শ্রীমন্ নরোত্তম ঠাকুরকে আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ৷৷ ৩ ৷৷ যিনি নৃত্য-নৈপুণ্যে গন্ধর্ব্বগণের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া অশেষ সুধীবর্গের বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছেন এবং স্বরচিত মধুর গীত-সকলদ্বারা সর্ব্বত্র খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, সেই শ্রীল নরোত্তম প্রভুবরকে আমি পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ৷৷ ৪ ৷৷ প্রেমানন্দভরে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূলুণ্ঠিত হইলে ধূলিরাশিতে যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কৃত হয় এবং বহুপুণ্যবলে যাঁহার সাক্ষাৎ দর্শনলাভ ঘটে, সেই শ্রীমন্ নরোত্তম ঠাকুরকে আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ৷৷ ৫ ৷৷ যিনি স্থানে স্থানে কৃপারূপ জলসত্র স্থাপন করিয়া লোকসমূহের শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অপর-তৃষ্ণা অর্থাৎ বিষয়-বাসনা সমূলে নির্ম্মূল করিয়া থাকেন, সেই শ্রীল নরোত্তম

মূর্ত্তৈব ভক্তিঃ কিময়ং কিমেষ, বৈরাগ্যসারস্তনুমান্নৃলোকে ।
সংভাব্যতে যঃ কৃতিভিঃ সদৈব, তস্মৈ নমঃ শ্রীল-নরোত্তমায় ৷৷ ৮ ৷৷
শ্রীরাধিকাকৃষ্ণ-বিলাস-সিন্ধৌ, নিমজ্জতঃ শ্রীল-নরোত্তমস্য ।
পঠেদ্ য এবাষ্টকমেতদুচ্চৈ-, রসৌ তদীয়াং পদবীং প্রযাতি ৷৷ ৯ ৷৷

কারুণ্যদৃষ্টি-শমিতাশ্রিত-মন্তুকোটি-
রম্যাধরোদ্যদতিসুন্দর-দন্তকান্তিঃ ।
শ্রীমন্নরোত্তম-মুখাম্বুজ-মন্দহাস্যং,
লাস্যং তনোতু হৃদি মে বিতরৎ-স্বদাস্যম্ ৷৷ ১০ ৷৷
রাজন্মৃদঙ্গ-করতাল-কলাভিরামং,
গৌরাঙ্গগান-মধুপান-ভরাভিরামম্ ।
শ্রীমন্নরোত্তম-পদাম্বুজ-মঞ্জুনৃত্যং,
ভৃত্যং কৃতার্থয়তু মাং ফলিতেষ্টকৃত্যম্ ৷৷ ১১ ৷৷

শ্রীলোকনাথ-প্রভুবরাষ্টকম্

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতম্]

যঃ কৃষ্ণচৈতন্য-কৃপৈকবিত্ত-, স্তৎপ্রেম-হেমাভরণাঢ্য-চিত্তঃ ।
নিপত্য ভূমৌ সততং নমাম-, স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ ৷৷ ১ ৷৷

প্রভুবরকে আমি পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ৷৷ ৬ ৷৷ যাঁহার ভক্তিনিষ্ঠা পাষাণরেখার ন্যায় প্রতীয়মান হয়, যাঁহার পাদস্পর্শ স্পর্শমণির ন্যায় অভীষ্টপ্রদ এবং যাঁহার বাক্য বেদবৎপ্রামাণ্য, সেই শ্রীমন্ নরোত্তম ঠাকুরকে আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ৷৷ ৭ ৷৷ এই মনুষ্যলোকে যাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বিচক্ষণগণ সর্ব্বদা 'এই পুরুষ কি মূর্ত্তিমতী ভক্তি, অথবা বৈরাগ্যের সারাংশ?'—এইরূপ জল্পনা করেন, সেই শ্রীল নরোত্তম প্রভুবরকে আমি নমস্কার করি ৷৷ ৮ ৷৷ শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস-সাগরে যিনি সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকেন, সেই ঠাকুর শ্রীল নরোত্তমের এই অষ্টক যিনি উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিবেন, তিনি অবশ্যই তৎপদবী লাভ করিবেন ৷৷ ৯ ৷৷ রম্য অধর হইতে নিঃসৃত অতিসুন্দর দশনকান্তিযুক্ত, আশ্রিতজনের কোটি-অপরাধ নাশকারী ও কৃপাদৃষ্টিবিশিষ্ট, সেই শ্রীমন্ নরোত্তম-মুখপদ্মের স্মিতহাস্য আমাকে স্ব-দাস্য প্রদান করিয়া হৃদয়ে নৃত্য করুন ৷৷ ১০ ৷৷ সুমধুর মৃদঙ্গ-করতাল-ধ্বনিতে

যো লব্ধ-বৃন্দাবন-নিত্যবাসঃ, পরিস্ফুরৎ-কৃষ্ণ-বিলাস-রাসঃ ।
স্বাচারচর্য্যা-সততাবিরাম-, স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ ॥ ২ ॥
সদোল্লসদ্-ভাগবতানুরক্ত্যা, যঃ কৃষ্ণরাধা-শ্রবণাদি-ভক্ত্যা ।
অযাতযামীকৃতঃ সর্ব্বযাম-, স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ ॥ ৩ ॥
বৃন্দাবনাধীশ-পদাব্জ-সেবা-, স্বাদেঽনুমজ্জন্তি ন হন্ত! কে বা ।
যস্তেষ্বপি শ্লাঘ্যতমোঽভিরাম-, স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ ॥ ৪ ॥
যঃ কৃষ্ণলীলা-রস এব লোকান্, অনুন্মুখান্ বীক্ষ্য বিভর্ত্তি শোকান্ ।
স্বয়ং তদাস্বাদনমাত্র কাম-, স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ ॥ ৫ ॥
কৃপাবলং যস্য বিবেদ কশ্চিৎ, নরোত্তমো নাম মহান্ বিপশ্চিৎ ।
যস্য প্রথীয়ান্ বিষয়োপরাম-, স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ ॥ ৬ ॥

অতিশয় উন্মত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ-গুণগানের মধুপানভরে অতি মনোরম শ্রীমন্ নরোত্তম-পাদপদ্মের মনোহর নৃত্য, এই ভৃত্যকে ইষ্টফল প্রদান করিয়া কৃতার্থ করুন ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপা যাঁহার একমাত্র ধন, গৌরপ্রেমরূপ হেমাভরণে যাঁহার চিত্ত অলঙ্কৃত, সেই শ্রীলোকনাথ-নামক প্রভুকে আমি ভূমিতে পতিত হইয়া আশ্রয় করিতেছি ॥ ১ ॥ যিনি শ্রীবৃন্দাবনে নিত্য বাস করেন, যাঁহার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস ও রাস স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকেন, যিনি সর্ব্বদাই স্বকর্ত্তব্যানুষ্ঠানেই ব্যাপৃত থাকেন, সেই শ্রীলোকনাথ-নামক প্রভুকে আমি আশ্রয় করিতেছি ॥ ২ ॥ যিনি শ্রীমদ্ভাগবতে এবং ভগবদ্ভক্তে সর্ব্বদা আসক্তি প্রকাশে এবং শ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রতি শ্রবণাদি নবধাভক্তি-প্রভাবে অষ্টপ্রহরকে অযাতযাম অর্থাৎ তরুণ করিয়া থাকেন, সেই শ্রীলোকনাথ-নামক প্রভুকে আমি আশ্রয় করিতেছি ॥ ৩ ॥ বৃন্দাবনাধীশ শ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদপদ্ম-সেবাস্বাদে কে না নিমগ্ন হন অর্থাৎ সকলেই সেই রসাস্বাদ করিয়া থাকেন ; যিনি সেইসকল মহানুভবগণের মধ্যেও শ্লাঘ্যতম ও চিত্তাকর্ষক, সেই শ্রীলোকনাথ-নামক প্রভুকে আমি আশ্রয় করিতেছি ॥ ৪ ॥ যিনি শ্রীকৃষ্ণ-লীলাস্বাদে বহির্ম্মুখ লোকসকলকে দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং স্বয়ং সেই রসাস্বাদেই অভিলাষ প্রকাশ করেন, সেই শ্রীলোকনাথ-নামক প্রভুকে আমি আশ্রয় করিতেছি ॥ ৫ ॥ মহান্ পণ্ডিত শ্রীনরোত্তম যাঁহার কৃপাবল অবগত ছিলেন, যাঁহার বিষয়-বৈরাগ্য সর্ব্বত্র খ্যাত,

রাগানুগা-বর্ত্মনি যৎপ্রসাদা-, দ্বিশন্ত্যবিজ্ঞা অপি নির্ব্বিষাদাঃ ।
জনে কৃতাগস্যপি যস্ত্ববাম-, স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ ॥ ৭ ॥
যদ্দাস-দাসানুগ-দাস-দাসাঃ, বয়ং ভবামঃ ফলিতাভিলাষাঃ ।
যদীয়তায়াং সহসা বিশাম-, স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ ॥ ৮ ॥
শ্রীলোকনাথাষ্টকমত্যুদারং, ভক্ত্যা পঠেৎ যঃ পুরুষার্থ-সারম্ ।
স মঞ্জুলালী-পদবীং প্রপদ্য, শ্রীরাধিকাং সেবত এব সদ্যঃ ॥ ৯ ॥
সোঽয়ং শ্রীলোকনাথঃ স্ফুরতু পুরু-কৃপা-রশ্মিভিঃ স্বৈঃ সমুদ্য-
নুদ্ধৃত্যোদ্ধৃত্য যো নঃ প্রচুরতম-তমঃ-কূপতো দীপিতাভিঃ ।
দৃগ্‌ভিঃ স্বপ্রেম-বীথ্যা দিশমদিশদহো যাং শ্রিতা দিব্যলীলা-
রত্নাঢ্যং বিন্দমানা বয়মপি নিভৃতং শ্রীল-গোবর্দ্ধনং স্মঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীমদ্‌গোপালভট্ট-গোস্বামি-স্তব-পঞ্চকম্

[শ্রীল-কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

নিরবধি-হরিভক্তি-খ্যাপনে যস্য শক্তিঃ
সতত-সদনুভূতির্নশ্বরার্থে বিরক্তিঃ ।

সেই শ্রীলোকনাথ-নামক প্রভুকে আমি আশ্রয় করিতেছি ॥ ৬ ॥ যাঁহার অনুগ্রহে অবিজ্ঞগণও রাগানুগ-ভক্তিমার্গে প্রবেশ করিয়া শোক-রহিত হইয়া থাকেন এবং যিনি অপরাধীর প্রতিও অনুকূল-ভাবাপন্ন, সেই শ্রীলোকনাথ-নামক প্রভুকে আমি আশ্রয় করিতেছি ॥ ৭ ॥ যাঁহার দাসের দাসানুগদাস তদ্দাস্যলাভ করিয়া আমরা কৃতার্থ হইয়াছি এবং অচিরেই যাঁহার ভক্তমণ্ডলী-মধ্যে প্রবেশ করিব, সেই শ্রীলোকনাথ-নামক প্রভুকে আমি আশ্রয় করিতেছি ॥ ৮ ॥ যে ব্যক্তি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই পুরুষার্থ-চতুষ্টয়ের সারভূত এই অতিমনোজ্ঞ শ্রীলোকনাথাষ্টক পাঠ করেন, তিনি শ্রীমঞ্জুলালী-নাম্নী মঞ্জরীর আশ্রয়ে সদ্য শ্রীমতী রাধিকার সেবা লাভ করিবেন ॥ ৯ ॥ যিনি আপন প্রদীপ্ত নয়নদ্বারা গাঢ়তম অন্ধকারকূপ হইতে সম্পূর্ণরূপে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া প্রেমমার্গের উপদেশ করিয়াছেন, আহা ! যাঁহার কৃপাবলেই আমরা অপ্রাকৃত লীলাভাণ্ডার অতি নির্জ্জন শ্রীগোবর্দ্ধন লাভ করিয়াছি, সেই শ্রীল লোকনাথ প্রভু স্বকীয় কৃপা-রশ্মিসহ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হউন ॥ ১০ ॥

প্রভুবর-গতি-সৌভাগ্যেন বিখ্যাত-পট্টঃ
স্ফুরতু স হৃদি মে গোস্বামি-গোপালভট্টঃ ॥ ১ ॥
ব্রজভুবি গুণমঞ্জর্য্যাখ্যয়া যঃ প্রসিদ্ধঃ
কলিজন-করুণাবির্ভাবকেন প্রযুক্তঃ ।
মধুর-রস-বিশেষাহ্লাদ-বিস্তারণায়
স্ফুরতু স হৃদি মে গোস্বামি-গোপালভট্ট ॥ ২ ॥
অবিরল-গলদশ্রু-স্বেদ-ধারাভিরামঃ
প্রচুর-পুলক-কম্প-স্তম্ভ উচ্চার্য্য নাম ।
হ হ হ হ হরিরিত্যাদ্যক্ষরাদ্‌ যোঽস্তচেতাঃ
স্ফুরতু স হৃদি মে গোস্বামি-গোপালভট্টঃ ॥ ৩ ॥
ব্রজগত-নিজ-ভাবাস্বাদমাসাদ্যমাদ্যন্‌
নটতি হসতি গায়ত্যুন্মদং বিভ্রমাঢ্যঃ ।
কলিত-কলিজনোদ্ধারাজ্ঞয়া বাহ্যদৃষ্টঃ
স্ফুরতু স হৃদি মে গোস্বামি-গোপালভট্টঃ ॥ ৪ ॥
বিদিত-পদ-পদার্থঃ প্রেমভক্তি-রসার্থ-
শ্রিত-রতি-রসভেদাস্বাদনে যঃ সমর্থঃ ।

শ্রীগোপালভট্ট এক শাখা মহোত্তম । রূপ-সনাতন সঙ্গে যা'র প্রেম-আলাপন ॥
ভট্ট-গোসাঞির স্তব গোস্বামী কৃষ্ণদাস । তাহাতেই এই সব করিলা প্রকাশ ॥
নিরন্তর হরিভক্তি-কথনে যা'র শক্তি । সদা সৎ অনুভব যিহোঁ বিষয়ে বিরক্তি ॥
মহাপ্রভুর আগমনে বিখ্যাত যা'র পাট । কে বুঝিতে পারে সেই চৈতন্যের নাট ॥
হেন সে সৌভাগ্য যা'র কহনে না যায় । যা'র গৃহে রহে প্রভু আনন্দে সদায় ॥
সেই সে গোপালভট্ট আমার হৃদয়ে । সদা স্ফূর্ত্তি হউ মোর এই বাঞ্ছা হয়ে ॥১॥
বৃন্দাবনে খ্যাতি যিহোঁ **শ্রীগুণমঞ্জরী** । সেই সে গোপালভট্ট সমান মাধুরী ॥
কলি-নরে কৃপা করি' হৈলা অবতীর্ণ । মধুর-রস আস্বাদিয়া করিলা বিস্তীর্ণ ॥২॥
অবিরত গলয়ে অশ্রু যাহার নয়নে । শ্রীঅঙ্গেতে স্বেদ-ধারা বহে অনুক্ষণে ॥
প্রচুর পুলক-কম্প সদা অনিবার । কণ্ঠ-ঘর্ঘর করে তা'তে নামের সঞ্চার ॥
'হরে কৃষ্ণ' নামমাত্র জিহ্বায় উচ্চারিতে । হহ হহ হহ শব্দ করে অবিরতে ॥
ইহা বলিতেই যিহোঁ হয় অচেতন । সেই গোপাল কর মোরে কৃপা-নিরীক্ষণ ॥৩

ইদমখিল-তমোঘ্নং স্তোত্র-রত্নং প্রধানং
পঠতি ভবতি সোঽয়ং মঞ্জরী-যূথ-লীনঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীশ্রীষড়্‌গোস্বাম্যষ্টকম্‌

[শ্রীল-শ্রীনিবাসাচার্য্য-বিরচিতম্‌]

কৃষ্ণোৎকীর্ত্তন-গান-নর্ত্তন-পরৌ প্রেমামৃতাম্ভোনিধী
ধীরাধীরজন-প্রিয়ৌ প্রিয়করৌ নির্ম্মৎসরৌ পূজিতৌ ।
শ্রীচৈতন্য-কৃপাভরৌ ভুবি ভুবো ভারাবহন্তারকৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ১ ॥
নানাশাস্ত্র-বিচারণৈক-নিপুণৌ সদ্ধর্ম্ম-সংস্থাপকৌ
লোকানাং হিতকারিণৌ ত্রিভুবনে মান্যৌ শরণ্যাকরৌ ।
রাধাকৃষ্ণ-পদারবিন্দ-ভজনানন্দেন মত্তালিকৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ২ ॥

হেন সে মধুর-রসে যাহার আস্বাদ । বিতরণ-হেতু জীবে করিলা প্রসাদ ॥৪॥
প্রেমভক্তি-রসে যিহোঁ রহে অনিবার । আস্বাদন কৈলা যিহোঁ অনেক প্রকার ॥
আশ্রয়-রতি-রস-ভেদে যিহোঁ হয় সমর্থ । তাহাতেই পুণ্য যিহোঁ কহিল যথার্থ ॥
এ-আদি করিয়া ভট্টগোস্বামি-গুণ-গান । কবিরাজ গোসাঞি তাহা করিলা বর্ণন ॥
এই স্তব অখিলের তম দূর করে । স্তোত্রগণ-মধ্যে এই প্রবীণ প্রচুরে ॥
যেই জন পড়ে ইহা করি' একচিত্তে । মঞ্জরীর যূথ-প্রাপ্তি হয় আচম্বিতে ॥৫॥

—**শ্রীযদুনন্দন দাস**
(শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রভুর প্রশিষ্য)

বঙ্গানুবাদ ঃ—আমি সেই শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথভট্ট, রঘুনাথদাস, শ্রীজীব এবং গোপালভট্ট-নামক ষড়্‌গোস্বামিদিগের বন্দনা করি,—যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির কীর্ত্তন, গান এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলারসে নৃত্যপরায়ণ থাকিতেন, প্রেমামৃতের সমুদ্রস্বরূপ ছিলেন ; বিদ্বান্‌-অবিদ্বান্‌ জনগণের প্রিয় ছিলেন এবং প্রত্যেকের প্রিয়কার্য্য করিতেন, যাঁহারা মাৎসর্য্যরহিত, সর্ব্বলোক-পূজিত ও শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অতিশয় কৃপাপাত্র ছিলেন এবং ভূতলে ভক্তিরস বিস্তার-পূর্ব্বক পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥ আমি সেই শ্রীরূপ-সনাতনাদি

**শ্রীগৌরাঙ্গ-গুণানুবর্ণন-বিধৌ শ্রদ্ধা-সমৃদ্ধ্যন্বিতৌ
পাপোত্তাপ-নিকৃন্তনৌ তনুভৃতাং গোবিন্দ-গানামৃতৈঃ ।
আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনৈক-নিপুণৌ কৈবল্য-নিস্তারকৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৩ ॥
ত্যক্ত্বা তূর্ণমশেষ-মণ্ডলপতি-শ্রেণীং সদা তুচ্ছবৎ
ভূত্বা দীনগণেশকৌ করুণয়া কৌপীন-কন্থাশ্রিতৌ ।
গোপীভাব-রসামৃতাব্ধি-লহরী-কল্লোল-মগ্নৌ মুহু-
র্বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৪ ॥
কূজৎ-কোকিল-হংস-সারস-গণাকীর্ণে ময়ূরাকুলে
নানারত্ন-নিবদ্ধ-মূল-বিটপ-শ্রীযুক্ত-বৃন্দাবনে ।
রাধাকৃষ্ণমহর্নিশং প্রভজতৌ জীবার্থদৌ যৌ মুদা
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৫ ॥**

ষড়্গোস্বামিদিগকে বন্দনা করিতেছি যাঁহারা বহুবিধ শাস্ত্রের গূঢ় তাৎপর্য্য বিচার করিতে সুনিপুণ ছিলেন, শুদ্ধভক্তিরূপ পরমধর্ম্মের সংস্থাপক, সর্ব্বজনের মঙ্গল-সাধক পরমহিতৈষী, ত্রিভুবনে বন্দ্যমান, শরণাগতবৎসল এবং শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের চরণারবিন্দের ভজনরূপ আনন্দরসে মত্ত মধুকরস্বরূপ ॥ ২ ॥ আমি সেই শ্রীরূপ-সনাতনাদি ষড়্গোস্বামিদিগকে বন্দনা করিতেছি, যাঁহারা ভগবান্ গৌরসুন্দরের বিবিধ গুণানুবর্ণনে প্রগাঢ় শ্রদ্ধাযুক্ত এবং শ্রীকৃষ্ণের গুণগানরূপ অমৃতবৃষ্টিদ্বারা প্রাণীমাত্রের পাপ-তাপ দূর করিয়াছিলেন, প্রতি পদে (জীবের) আনন্দসিন্ধু-বর্দ্ধনপূর্ব্বক জগন্মঙ্গলবিধান করিয়াছিলেন এবং ভক্তিরস-সিঞ্চন করিয়া জীবকে কৈবল্য-নামক মুক্তি হইতে উদ্ধারপরায়ণ ছিলেন ॥ ৩ ॥ আমি সেই শ্রীরূপ-সনাতনাদি ষড়্গোস্বামিদিগকে বন্দনা করিতেছি, যাঁহারা সমস্ত মণ্ডলাধি-পতিকে লোকোত্তর বৈরাগ্যের দ্বারা অতি তুচ্ছজ্ঞানে চিরতরে ত্যাগ করিয়া কৃপাপূর্ব্বক দীনভাব ধারণ করত কৌপীন-কন্থাশ্রিত হইয়া হার্দ্দ ও মধুরিমা-যুক্ত গোপীভাবরূপ রসামৃত-সমুদ্রের আনন্দতরঙ্গ-কল্লোলে নিবিড়ভাবে মগ্ন থাকিতেন ॥ ৪ ॥ আমি সেই শ্রীরূপ-সনাতনাদি ষড়্গোস্বামিদিগকে বন্দনা করিতেছি, যাঁহারা কলরব মুখরিত, কোকিল-হংস-সারসাদি-পক্ষিশ্রেণীদ্বারা

**সংখ্যাপূর্ব্বক-নাম-গান-নতিভিঃ কালাবসানীকৃতৌ
নিদ্রাহার-বিহারকাদি-বিজিতৌ চাত্যন্ত দীনৌ চ যৌ ।
রাধাকৃষ্ণ-গুণস্মৃতের্মধুরিমানন্দেন সম্মোহিতৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৬ ॥
রাধাকুণ্ড-তটে কলিন্দ-তনয়া-তীরে চ বংশীবটে
প্রেমোন্মাদ-বশাদশেষ-দশয়া-গ্রস্তৌ প্রমত্তৌ সদা ।
গায়ন্তৌ চ কদা হরের্গুণবরং ভাবাভিভূতৌ মুদা
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৭ ॥
হে রাধে ব্রজদেবিকে চ ললিতে হে নন্দসূনো কুতঃ
শ্রীগোবর্দ্ধন-কল্পপাদপতলে-কালিন্দীবন্যে কুতঃ ।
ঘোষন্তাবিতি সর্ব্বতো ব্রজপুরে খেদৈর্মহাবিহ্বলৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৮ ॥**

পরিবৃত, ময়ূরের কেকারবে আকুল ও বহুরত্ন-নিবদ্ধমূল বৃক্ষরাজিদ্বারা শোভিত শ্রীবৃন্দাবনে দিবারাত্রি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজন করিতেন এবং জীবমাত্রের আনন্দ-প্রদানকারী ভক্তিরূপ পরম পুরুষার্থ-প্রদাতা ছিলেন ॥ ৫ ॥ আমি সেই রূপ-সনাতনাদি ষড়্গোস্বামিদিগকে বন্দনা করিতেছি, যাঁহারা সংখ্যাপূর্ব্বক নাম-জপাদি, নাম-সঙ্কীর্ত্তন এবং প্রণামাদিদ্বারা কালযাপন করিতেন, নিদ্রা-আহার-বিহারাদিতে বিজিত হইয়াছিলেন এবং অত্যন্ত দৈন্যবিশিষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের গুণ-স্মরণের মাধুর্য্যজনিত পরমানন্দে বিভোর হইয়া থাকিতেন ॥ ৬ ॥ আমি সেই রূপ-সনাতনাদি ষড়্গোস্বামিদিগের চরণ বন্দনা করিতেছি, যাঁহারা প্রেমোন্মাদবশতঃ বিরহোত্থ অশেষদশাদিগ্রস্ত হইয়া প্রমত্তের ন্যায় কখনও রাধাকুণ্ড তটে, কখনও যমুনার তটে, কখনও বা বংশীবটে সর্ব্বদাই ভ্রমণ করিতেন এবং শ্রীহরির উন্নত গুণগাথা হর্ষভরে গান করিতে করিতে ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন ॥ ৭ ॥ আমি সেই শ্রীরূপ-সনাতনাদি ষড়্গোস্বামিদিগকে বন্দনা করিতেছি, যাঁহারা "হে ব্রজদেবি রাধিকে! হে ললিতে! হে নন্দনন্দন! তোমরা কোথায়? শ্রীগোবর্দ্ধনের কল্পবৃক্ষ-তলে অথবা কালিন্দীর কমনীয় কূলে অবস্থিত বনসমূহে ভ্রমণ করিতেছ কি?

শ্রীশ্রীবাসাষ্টকম্

আশ্রয়ামি শ্রীশ্রীবাসং তমাদ্য পণ্ডিতং মুদা ।
শুক্লাম্বর-ধরং গৌরং গৌরভক্তি-প্রদায়কম্ ॥ ১ ॥
শ্রীগৌরস্য নবদ্বীপ-লীলা-কীর্ত্তন-সম্পদি ।
যঃ প্রধানতয়া খ্যাতঃ স শ্রীবাসো গতির্মম ॥ ২ ॥
শ্রীগৌর-কীর্ত্তনানন্দে পুত্রশোকোঽপি নাস্পৃশৎ ।
যং শ্রীবাসং ভক্তরাজং তং নমামি পুনঃ পুনঃ ॥ ৩ ॥
আদৌ বাসস্তু শ্রীহট্টে ভাগীরথ্যাস্তটে ততঃ ।
কুমারহট্টে যস্যাসীৎ স মে গৌরগতির্গতিঃ ॥ ৪ ॥
শ্রীরামঃ শ্রীপতিশ্চৈব শ্রীনিধিশ্চেতি সত্তমাঃ ।
শ্রীবাস-ভ্রাতরো জ্ঞেয়াঃ শ্রীবাসং নৌমি সদ্বরম্ ॥ ৫ ॥
পুরা নারদ-রূপেণ হরিনাম-সুধা-ঝরৈঃ ।
যো জগৎ প্লাবয়ামাস স শ্রীবাসোঽধুনা গতিঃ ॥ ৬ ॥
যৎ-পত্নী মালিনীদেবী শ্রীগৌরাঙ্গমতোষয়ৎ ।
স্বহস্ত-পক্কৈরন্নাদ্যৈঃ স শ্রীবাসো গতির্মম ॥ ৭ ॥

—এইপ্রকার আর্ত্তনাদ-সহকারে বিরহ-পীড়ায় মহাবিহ্বল হইয়া শ্রীব্রজমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেন ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—শুক্লবস্ত্রধারী, গৌরবর্ণ, গৌরভক্তিপ্রদাতা, আদিপণ্ডিত শ্রীশ্রীবাস-প্রভুকে সানন্দে আশ্রয় করি ॥ ১ ॥ শ্রীগৌরহরির নবদ্বীপলীলায় সঙ্কীর্ত্তন-সম্পদে যিনি প্রধানরূপে খ্যাত সেই শ্রীবাসপ্রভু আমার গতি ॥ ২ ॥ শ্রীগৌর-কীর্ত্তনানন্দে যাঁহাকে পুত্র-শোকও স্পর্শ করিতে পারে নাই, এমন ভক্তরাজ শ্রীবাস-প্রভুকে আমি পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ৩ ॥ প্রথমে শ্রীহট্টে যাঁহার বাস ছিল এবং পশ্চাৎ ভাগীরথীর তীরে কুমারহট্টে বাস করত শ্রীগৌরসুন্দরকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, সেই শ্রীশ্রীবাস-প্রভুই আমার গতি ॥ ৪ ॥ শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি—এই সত্তমগণ যাঁহার ভ্রাতারূপে পরিচিত, সেই সাধূত্তম শ্রীশ্রীবাস-প্রভুকে নমস্কার করি ॥ ৫ ॥ পূর্ব্বে যিনি নারদরূপে হরিনাম-সুধাধারায় জগৎকে প্লাবিত করিয়াছিলেন, অধুনা সেই শ্রীশ্রীবাস-প্রভুই আমার গতি ॥ ৬ ॥ যাঁহার স্ত্রী মালিনী-দেবী স্বহস্ত-পক্ক অন্নাদিদ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন,

পতিবদ্ গৌরাঙ্গ-গতির্মালিনী গৌড়-বিশ্রুতা ।
তৎ-পাদপদ্মসবিধে প্রণতির্মে সহস্রশঃ ॥ ৮ ॥
শ্রীচৈতন্য-প্রিয়তমং বন্দে শ্রীবাস-পণ্ডিতম্ ।
যৎ কারুণ্য-কটাক্ষেণ শ্রীগৌরাঙ্গে রতির্ভবেৎ ॥ ৯ ॥

শ্রীশ্রীগদাধরাষ্টকম্

[শ্রীল-স্বরূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

স্বভক্তিযোগ-লাসিনং সদা ব্রজে বিহারিণং
হরি-প্রিয়া-গণাগ্রগং শচীসুত-প্রিয়েশ্বরম্ ।
সরাধা-কৃষ্ণসেবন-প্রকাশকং মহাশয়ং
ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুম্ ॥ ১ ॥
নবোজ্জ্বলাদি-ভাবনা-বিধান-কর্ম্ম-পারগং
বিচিত্র-গৌর-ভক্তি-সিন্ধু-রসভঙ্গ-লাসিনম্ ।
সুরাগ-মার্গ-দর্শকং ব্রজাদি-বাস-দায়কং
ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুম্ ॥ ২ ॥
শচীসুতাঙ্ঘ্রিসার-ভক্তবৃন্দ-বন্দ্য-গৌরবং
গৌরভাব-চিত্তপদ্ম-মধ্য-কৃষ্ণ-সুবল্লভম্ ।

সেই শ্রীশ্রীবাস-প্রভুই আমার গতি ॥ ৭ ॥ গৌড়দেশে মালিনী দেবীর গতিরূপে প্রসিদ্ধ শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুই যাঁহার পতিতুল্য গতি, সেই শ্রীশ্রীবাস-প্রভুর পাদপদ্মে আমার সহস্র প্রণতি ॥ ৮ ॥ শ্রীচৈতন্য-প্রিয়তম শ্রীশ্রীবাস-পণ্ডিতকে বন্দনা করি, যাঁহার করুণা কটাক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গে রতি হয় ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—যিনি নিজ-ভক্তিযোগে বিলাস করত সর্ব্বদা ব্রজে বিহার করেন, যিনি হরিপ্রিয়াগণের অগ্রগণ্য, শ্রীশচীসুত-প্রিয়গণের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সেবার প্রকাশক, সেই মহাত্মা, সুপণ্ডিত, গুরু শ্রীল গদাধর প্রভুকে আমি ভজনা করি ॥ ১ ॥ নিত্যনব-উজ্জ্বলাদি রস-ভাবনা বিধান-ক্রিয়ায় যিনি পারঙ্গত, বিচিত্র গৌরভক্তি-সিন্ধুর রসোর্ম্মিতে বিলাসরত, সর্ব্বোত্তম রাগমার্গের প্রদর্শক, ব্রজাদি ধাম-বাসে অধিকার প্রদানকারী, এরূপ সুপণ্ডিত ও গুরু শ্রীল গদাধর প্রভুকে আমি ভজনা করি ॥ ২ ॥ শ্রীশচীসুত-পাদপদ্মে ঐকান্তিক আশ্রিত

মুকুন্দ-গৌররূপিণং স্ব-ভাব-ধর্ম্ম-দায়কং
ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুম্ ॥ ৩ ॥
নিকুঞ্জ-সেবনাদিক-প্রকাশনৈক-কারণং
সদা সখীরতি-প্রদং মহারস-স্বরূপকম্ ।
সদাশ্রিতাঙ্ঘ্রি-পুণ্ডরীক-প্রদং সদ্গুরুং বরং
ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুম্ ॥ ৪ ॥
মহাপ্রভোর্মহারস-প্রকাশনাঙ্কুরং প্রিয়ং
সদা মহারসাঙ্কুর-প্রকাশনাদি-বাসনম্ ।
মহাপ্রভোর্ব্রজাঙ্গনাদি-ভাব-মোদ-কারকং
ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুম্ ॥ ৫ ॥
দ্বিজেন্দ্র-বৃন্দ-বন্দ্য-পাদযুগ্ম-ভক্তি-বর্দ্ধকং
নিজেষু রাধিকাত্মতা-বপুঃপ্রকাশনাগ্রহম্ ।
অশেষ-ভক্তিশাস্ত্র-শিক্ষয়োজ্জ্বলামৃত-প্রদং
ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুম্ ॥ ৬ ॥

ভক্তবৃন্দের যিনি বন্দ্য এবং গৌরবের বস্তু, শ্রীগৌরহরির ভাবরূপ-চিত্তপদ্ম মধ্যে বিরাজিত শ্রীকৃষ্ণই যাঁহার প্রাণবল্লভ, শ্রীগৌররূপী কৃষ্ণকে যিনি নিজের হৃদয়ের ভাবরূপ ধর্ম্ম প্রদানকারী, আমি এরূপ সুপণ্ডিত ও গুরু শ্রীল গদাধর প্রভুকে ভজনা করি ॥ ৩ ॥ যিনি নিকুঞ্জ-প্রেমসেবাদি প্রকাশের একমাত্র কারণ, সর্ব্বদা সখীরতি-প্রদাতা এবং মহারসস্বরূপ, সর্ব্বদা আশ্রিতগণকে যিনি স্বীয় চরণপদ্ম প্রদানকারী সদ্গুরুবর্য্য, আমি এরূপ সুপণ্ডিত ও গুরু শ্রীল গদাধর প্রভুকে বন্দনা করি ॥ ৪ ॥ শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহারস-প্রকাশের যিনি প্রিয় অঙ্কুর-স্বরূপ, মহারসাঙ্কুর-প্রকাশে সর্ব্বদা বাসনাযুক্ত এবং মহাপ্রভুর ব্রজাঙ্গনাদি-ভাবাস্বাদনে অনুমোদন-কারী, আমি এরূপ সুপণ্ডিত ও গুরু শ্রীল গদাধর প্রভুকে ভজনা করি ॥ ৫ ॥ দ্বিজেন্দ্রবৃন্দের নিত্য বন্দনীয় শ্রীহরির চরণযুগলে ভক্তি বর্দ্ধনে যিনি সমর্থ, নিজগণে স্বীয় রাধিকাত্মক বিগ্রহ-প্রকাশে আগ্রহবান্, অশেষ ভক্তিশাস্ত্র-শিক্ষায় উজ্জ্বল-রসামৃত প্রদানকারী, এরূপ সুপণ্ডিত ও গুরু শ্রীল গদাধর প্রভুকে আমি ভজনা করি ॥ ৬ ॥ সানন্দে নিজ-প্রিয়বর্গকে যিনি স্বীয় পাদপদ্মমকরন্দসহ মহা-রসসিন্ধুজ-অমৃত এবং স্বাভীষ্ট গৌরভক্তি প্রদান করেন, সর্ব্বদা অষ্টসাত্ত্বিক-ভাবান্বিত এবং

মুদা নিজ-প্রিয়াদিক-স্বপাদপদ্ম-সীধুভি-
র্মহারসার্ণবামৃত-প্রদেষ্ট-গৌরভক্তিদম্ ।
সদাষ্ট-সাত্ত্বিকান্বিতং নিজেষ্ট-ভক্তি-দায়কং
ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুম্ ॥ ৭ ॥
যদীয়-রীতিরাগ-রঙ্গভঙ্গ-দিগ্ধ-মানসো
নরোঽপি যাতি তূর্ণমেব নার্য্যভাব-ভাজনম্ ।
তমুজ্জ্বলাক্ত-চিত্তমেতু চিত্ত-মত্ত-ষট্‌পদো-
ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুম্ ॥ ৮ ॥
মহারসামৃত-প্রদং সদা গদাধরাষ্টকং
পঠেত্তু যঃ সুভক্তিতো ব্রজাঙ্গনা-গণোৎসবম্ ।
শচীতনূজ-পাদপদ্ম-ভক্তিরত্ন-যোগ্যতাং
লভেতরাধিকা-গদাধরাঙ্ঘ্রি-পদ্ম-সেবয়া ॥ ৯ ॥

শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাষ্টকম্

[শ্রীল-সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য-বিরচিতম্]

গঙ্গাতীরে তৎপয়োভিস্তুলস্যাঃ পত্রৈঃ পুষ্পৈঃ প্রেমহুঙ্কার-ঘোষৈঃ ।
প্রাকট্যার্থং গৌরমারাধয়দ্ যঃ শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে ॥ ১ ॥
যদ্ধুঙ্কারৈঃ প্রেমসিন্ধোর্বিকারৈরাকৃষ্টঃ সন্ গৌর-গোলোকনাথঃ ।
আবির্ভূতঃ শ্রীনবদ্বীপ-মধ্যে শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে ॥ ২ ॥

নিজ ইষ্ট-ভক্তিদাতা—এরূপ সুপণ্ডিত ও গুরু শ্রীল গদাধর প্রভুকে ভজনা করি ॥ ৭ ॥ যাঁহার রীতিরাগ-রঙ্গ-তরঙ্গে প্লাবিতমনা ব্যক্তি শীঘ্রই নারী অর্থাৎ ব্রজবধূ-ভাবভাজন হন ও তাঁহার চিত্তরূপ মত্ত-ভ্রমর সেই উজ্জ্বল-রসাত্মক চিত্ত প্রাপ্ত হয়, আমি এরূপ সুপণ্ডিত ও গুরু শ্রীল গদাধর প্রভুকে বন্দনা করি ॥ ৮ ॥ ব্রজাঙ্গনাগণের উৎসবরূপ মহারসামৃত-প্রদ এই গদাধরাষ্টক যিনি অত্যন্ত ভক্তি-সহকারে সর্ব্বদা পাঠ করেন, তিনি শ্রীমতী রাধিকাভিন্ন শ্রীগদাধর-পাদপদ্ম-সেবাদ্বারা শ্রীশচীনন্দন-পাদপদ্মে ভক্তিরত্ন লাভের যোগ্যতার্জ্জন করেন ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—শ্রীশ্রীগৌরহরিকে জগতে প্রকটার্থে যিনি গঙ্গাতীরে গঙ্গাবারি, তুলসীপত্র ও বিবিধ পুষ্পদ্বারা প্রেম-হুঙ্কারযোগে আরাধনা করিয়াছিলেন, আমি

ব্রহ্মাদীনাং দুর্ল্লভ-প্রেম-পূরৈরাদীনং যঃ প্লাবয়ামাস লোকম্ ।
আবির্ভাব্য শ্রীল-চৈতন্যচন্দ্রং শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে ॥ ৩ ॥
শ্রীচৈতন্যঃ সর্ব্বশক্তি-প্রপূর্ণো যস্যৈবাজ্ঞামাত্রতোঽন্তর্দ্ধধেঽপি ।
দুর্ব্বিজ্ঞেয়ং যস্য কারুণ্য-কৃত্যং শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে ॥ ৪ ॥
সৃষ্টি-স্থিত্যন্তং বিধাতুং প্রবৃত্তাঃ যস্যাংশাংশাঃ ব্রহ্ম-বিষ্ণীশ্বরাখ্যাঃ ।
যেনাভিন্নং তং মহাবিষ্ণু-রূপং শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে ॥ ৫ ॥
কস্মিংশ্চিদ্ যঃ শ্রূয়তে চাশ্রয়ত্বাৎ শম্ভোরিত্থং শাম্ভবন্নাম ধাম ।
সর্ব্বারাধ্যং ভক্তিমাত্রৈক-সাধ্যং শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে ॥ ৬ ॥
সীতা-নাম্নী প্রেয়সী প্রেমপূর্ণা পুত্রো যস্যাপ্যচ্যুতানন্দ-নামা
শ্রীচৈতন্য-প্রেমপূর-প্রপূর্ণঃ শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে ॥ ৭ ॥
নিত্যানন্দাদ্বৈততোঽদ্বৈত-নামা ভক্ত্যাখ্যানাদ্ যঃ সদাচার্য্য-নামা ।
শশ্বচ্চেতঃ সঞ্চরদ্ গৌরধামা শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে ॥ ৮ ॥

সেই শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যের শরণ গ্রহণ করি ॥ ১ ॥ যাঁহার প্রেমসিন্ধুর বিকারজনিত হুঙ্কারে আকৃষ্ট হইয়া গোলোকনাথ শ্রীগৌরচন্দ্র শ্রীনবদ্বীপ-মধ্যমণি অন্তর্দ্বীপ-মায়াপুরে আবির্ভূত হন, আমি সেই শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যের শরণ গ্রহণ করি ॥ ২ ॥ শ্রীল চৈতন্যচন্দ্রকে আবির্ভাব করাইয়া ব্রহ্মাদিরও দুর্ল্লভ প্রেমপ্রবাহে সমগ্র জগৎ প্লাবিত করিয়াছিলেন, আমি সেই শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যের শরণ গ্রহণ করি ॥ ৩ ॥ সর্ব্বশক্তিপরিপূর্ণ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু আবার যাঁহার আজ্ঞামাত্রে অন্তর্দ্ধান হইয়াছিলেন এবং যাঁহার করুণাজনিত কার্য্যসকল দুর্ব্বিজ্ঞেয় তথা রহস্যময় ছিল, আমি সেই শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যের শরণ গ্রহণ করি ॥ ৪ ॥ যাঁহার অংশের অংশসমূহ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-নামে খ্যাত হইয়া সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় বিধানে প্রবৃত্ত হন, আমি সেই মহাবিষ্ণু-অভিন্ন শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যের শরণ গ্রহণ করি ॥ ৫ ॥ শম্ভুর আশ্রয়তত্ত্ব অর্থাৎ আকরতত্ত্ব হেতু কোন কোন শাস্ত্রে যাঁহাকে শম্ভু-স্বরূপ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতে শুনা যায়, আমি এক কেবলা-ভক্তিদ্বারা সাধ্য ও আরাধ্য সেই শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যের শরণ গ্রহণ করি ॥ ৬ ॥ প্রেমপূর্ণা-সীতাদেবী যাঁহার প্রেয়সী এবং শ্রীগৌর-প্রেমপ্রবাহ-পূর্ণ শ্রীঅচ্যুতানন্দ যাঁহার পুত্র, আমি সেই শ্রীল অদ্বৈতচার্য্যের শরণ গ্রহণ করি ॥ ৭ ॥ শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু হইতে অভিন্নহেতু যিনি 'অদ্বৈত'-রূপে

প্রাতঃ প্রীতঃ প্রত্যহং সংপঠেদ্ যঃ সীতানাথস্যাষ্টকং শুদ্ধ-বুদ্ধিঃ ।
সোঽয়ং সম্যক্ তস্য পাদারবিন্দে বিন্দন্ ভক্তিং তৎ-প্রিয়ত্বং প্রযাতি ॥৯॥

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাষ্টকম্

[শ্রীমদ্-বৃন্দাবনদাস-ঠক্কুর-বিরচিতম্]

শরচ্চন্দ্র-ভ্রান্তিং স্ফুরদমল-কান্তিং গজগতিং
হরি-প্রেমোন্মত্তং ধৃত-পরম-সত্ত্বং স্মিতমুখম্ ।
সদা ঘূর্ণন্নেত্রং কর কলিত-বেত্রং কলিভিদং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥ ১ ॥
রসানামাধারং স্বজনগণ-সর্ব্বস্বমতুলং
তদীয়ৈক-প্রাণপ্রতিম-বসুধা-জাহ্নবী-পতিম্ ।
সদা প্রেমোন্মাদং পরমবিদিতং মন্দ-মনসাং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥ ২ ॥

খ্যাত এবং সর্ব্বদা ভক্তি-ব্যাখ্যানহেতু যিনি আচার্য্যরূপে পরিচিত এবং যাঁহার হৃদয়ে গৌর-তেজ নিত্যকাল সঞ্চারিত, আমি সেই শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যের শরণ গ্রহণ করি ॥ ৮ ॥ প্রত্যহ প্রাতঃকালে শুদ্ধবুদ্ধিযোগে যিনি প্রীতিসহকারে এই সীতানাথাষ্টক সম্যক্‌রূপে পাঠ করেন, তিনি তাঁহার পদকমলে ভক্তিলাভ করিয়া শ্রীগৌরচন্দ্রের প্রিয়তার্জ্জন করেন ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—যাঁহার শ্রীমুখমণ্ডল শরৎকালীন চন্দ্রের শোভাতিশয়কেও তিরস্কার করিতেছে, যাঁহার সুবিমল অঙ্গকান্তি পরম মনোহররূপে শোভা পাইতেছে, যিনি মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় মৃদু-মন্থর গতিতে গমন করেন, যিনি সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত, যাঁহার কলেবর বিশুদ্ধ-সত্ত্বময়, যিনি নিরন্তর সহাস্য-বদন, যাঁহার নয়ন-যুগল সদাই চঞ্চল, যাঁহার হস্তে বেত্র শোভা পাইতেছে, যিনি কলিকলুষসমূহ ধ্বংস করেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পতরুর মূল-স্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে আমি সর্ব্বদা ভজনা করি ॥ ১ ॥ যিনি নিখিল রসের আধার, যিনি ভক্তগণের প্রাণধন, ত্রিজগতে কুত্রাপি যাঁহার তুলনা নাই, যিনি প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর শ্রীবসুধা ও জাহ্নবা দেবীর প্রাণপতি, যিনি নিরন্তর প্রেমোন্মত্ত, যিনি সমুদ্ধর্ত্তারূপে পাষণ্ডগণের দলন-কর্ত্তা, সেই শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পবৃক্ষের মূল-স্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে আমি সর্ব্বদা

শচীসূনু-প্রেষ্ঠং নিখিল জগদিষ্টং সুখময়ং
কলৌ মজ্জজ্জীবোদ্ধরণ-করণোদ্দাম-করুণম্ ।
হরের্ব্যাখ্যানদ্বা ভব-জলধি-গর্ব্বোন্নতি-হরং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥ ৩ ॥
অয়ে ভ্রাতর্নৃণাং কলি-কলুষিণাং কিং নু ভবিতা
তথা প্রায়শ্চিত্তং রচয় যদনায়াসত ইমে ।
ব্রজন্তি ত্বামিত্থং সহ ভগবতা মন্ত্রয়তি যো
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥ ৪ ॥
যথেষ্টং রে ভ্রাতঃ! কুরু হরিহরি-ধ্বানমনিশং
ততো বঃ সংসারাম্বুধি-তরণ-দায়ো ময়ি লগেৎ ।
ইদং বাহু-স্ফোটৈরটতি রটয়ন্ যঃ প্রতিগৃহং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥ ৫ ॥
বলাৎ সংসারাম্ভোনিধি-হরণ-কুম্ভোদ্ভবমহো
সতাং শ্রেয়ঃ-সিন্ধূন্নতি-কুমুদ-বন্ধুং সমুদিতম্ ।

ভজনা করি ॥ ২ ॥ যিনি শ্রীগৌরাঙ্গের অতি প্রিয়, যিনি সর্ব্বজগতের মঙ্গল বিধান করেন, যিনি পরম সুখময়, কলিযুগে পাপহত জীবগণের উদ্ধারের নিমিত্ত যাঁহার করুণার অবধি নাই, যিনি শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রচারদ্বারা দুস্তর ভব-সমুদ্রের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছেন অর্থাৎ যিনি সংসার-সাগর অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ হইবার উপায় বিধান করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পলতিকার মূলস্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আমি সর্ব্বদা ভজনা করি ॥ ৩ ॥ "হে ভ্রাতঃ! কলি-পাপাচ্ছন্ন জীবগণের গতি কি হইবে? তুমি কৃপা করিয়া ঈদৃশ উপায় বিধান কর, যাহাতে তাহারা তোমার শ্রীচরণ লাভ করিতে পারে"—এইরূপে যিনি শ্রীগৌর-ভগবানের সহিত কথোপকথন ও যুক্তি পরামর্শ করিতেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পলতার মূলস্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে আমি ভজনা করি ॥ ৪ ॥ "হে ভাই-সকল! তোমরা নিরন্তর শ্রীহরিনাম যথেষ্টরূপে কীর্ত্তন কর, তাহা হইলে তোমাদের ভব-সমুদ্র পার হইবার জন্য আমি দায়ী রহিলাম"—এইরূপ বলিতে বলিতে যিনি বাহু আস্ফালনপূর্ব্বক গৃহে ভ্রমণ করিতেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পতরুর মূলস্বরূপ সেই নিত্যানন্দ-প্রভুকে আমি সর্ব্বদা ভজনা করি ॥ ৫ ॥ আহা মরি! সাধুগণের সংসার-সমুদ্র শোষণ করিতে

খলশ্রেণী-স্ফূর্জ্জত্তিমির-হর-সূর্য্য-প্রভমহং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥ ৬ ॥
নটন্তং গায়ন্তং হরিমনুবদন্তং পথি পথি
ব্রজন্তং পশ্যন্তং স্বমপি নদয়ন্তং জনগণম্ ।
প্রকুর্ব্বন্তং সন্তং সকরুণ-দৃগন্তং প্রকলনাদ্
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥ ৭ ॥
সুবিভ্রাণং ভ্রাতুঃ কর-সরসিজং কোমলতরং
মিথো বক্ত্রালোকোচ্ছ্বলিত-পরমানন্দ হৃদয়ম্ ।
ভ্রমন্তং মাধুর্য্যৈরহহ! মদয়ন্তং পুরজনান্
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥ ৮ ॥
রসানামাধানং রসিক-বর-সদ্বৈষ্ণব-ধনং
রসাগারং সারং পতিত-ততি-তারং স্মরণতঃ ।
পরং নিত্যানন্দাষ্টকমিদমপূর্ব্বং পঠতি য-
স্তদঙ্ঘ্রি-দ্বন্দ্বাব্জং স্ফুরতু নিতরাং তস্য হৃদয়ে ॥ ৯ ॥

যিনি কুম্ভ বা কলস-স্বরূপ অর্থাৎ যিনি অনায়াসে শ্রীভগবদ্ভক্তগণের উদ্ধার সাধন করেন, যিনি জীবগণের কল্যাণ-সমুদ্র উদ্বেলিত করিবার জন্য চন্দ্র-রূপে সমুদিত হইয়াছেন অর্থাৎ যিনি অশেষরূপে জীবের মঙ্গল সাধন করেন, যিনি দুর্জ্জনগণের পাপান্ধকার বিনাশ করিতে সূর্য্য-স্বরূপ অর্থাৎ যিনি পাপিগণের পাপরাশি বিধ্বংস করেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পলতার মূলস্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে আমি সর্ব্বদা ভজনা করি ॥ ৬ ॥ যিনি নৃত্য করিতে করিতে, কীর্ত্তন করিতে করিতে, হরিবোল বলিতে বলিতে ও শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনকারী নিজ ভক্তগণের প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে পথে পথে বিচরণ করিতেন এবং যিনি সজ্জনগণের প্রতি করুণ-নেত্রে ঈক্ষণ করিতেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পবৃক্ষের মূলস্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে আমি সর্ব্বদা ভজনা করি ॥ ৭ ॥ যিনি শ্রীগৌরাঙ্গের সুকোমল কর-কমল ধারণপূর্ব্বক পরস্পরের বদন-চন্দ্র সন্দর্শন-জনিত পরমানন্দে পরিপূর্ণ হইতেন এবং আহা মরি! যিনি নগরবাসিগণকে স্বীয় অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে উন্মত্ত করিয়া চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পলতার মূল-স্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে আমি সর্ব্বদা ভজনা করি ॥ ৮ ॥ যিনি ভক্তিরসসমূহ-প্রদানকারী, যিনি রসিক ভক্তগণের

শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্যদেব-স্তবঃ

[শ্রীল-সনাতন-গোস্বামি-বিরচিতঃ]

শ্রীমচ্চৈতন্যদেব ত্বাং বন্দে গৌরাঙ্গসুন্দর ।
শচীনন্দন মাং ত্রাহি যতিচূড়ামণে প্রভো ॥ ১ ॥
আজানুবাহো স্মেরাস্য নীলাচলবিভূষণ ।
জগৎপ্রবর্ত্তিত-স্বাদুভগবন্নামকীর্ত্তন ॥ ২ ॥
অদ্বৈতাচার্য্য-সংশ্লাঘিন্ সার্ব্বভৌমাভিনন্দক ।
রামানন্দ-কৃতপ্রীত সর্ব্ববৈষ্ণব-বান্ধব ॥ ৩ ॥
শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজ-প্রেমামৃত-মহাম্বুধে ।
নমস্তে দীনদীনং মাং কদাচিৎ কিং স্মরিষ্যসি? ৪ ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টকম্ (১)

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

সদোপাস্যঃ শ্রীমান্-ধৃত-মনুজ-কায়ৈঃ প্রণয়িতাং
বহদ্ভির্গীর্ব্বাণৈর্গিরিশ-পরমেষ্ঠি-প্রভৃতিভিঃ ।

সর্ব্বস্ব-ধন, যিনি নিখিল রসের আধার-ভূত, যিনি ত্রিজগতের সারবস্তু, যাঁহার স্মরণ করিলে পাপিগণের পরিত্রাণ লাভ হইয়া থাকে, সেই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর এই অত্যুত্তম ও অপূর্ব্ব অষ্টক যিনি পাঠ করেন, তাঁহার হৃদয়ে তদীয় সুদুর্ল্লভ শ্রীপাদপদ্ম সুচারু-রূপে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হউক ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—হে শ্রীমচ্চৈতন্যদেব, গৌরাঙ্গসুন্দর! তুমি ন্যাসিগণের মুকুট-মণি আজানুলম্বিত তোমার বাহুযুগল, মন্দ-মধুর হাস্যযুক্ত তোমার শ্রীমুখমণ্ডল, শ্রীপুরুষোত্তম-ধামের তুমি অলঙ্কার, জগতে তোমাকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত পরমাস্বাদু ভগবন্নাম-কীর্ত্তনবিগ্রহ হে শ্রীশচীনন্দন! পতিত আমাকে ত্রাণ কর ॥ ১-২ ॥ তুমি শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভুকে গুরুরূপে তাঁহার অশেষ গুণকীর্ত্তনকারী, শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌমের আনন্দবিধানকারী, শ্রীরামানন্দ রায়ের সহিত তোমার সখ্যতা নিবন্ধন প্রচুর প্রীতি, সর্ব্ববৈষ্ণবগণের তুমি বন্ধু, হে শ্রীকৃষ্ণচরণ-কমলোত্থ প্রেমামৃতের মহাসমুদ্র! তোমাকে নমস্কার। দীনাপেক্ষাও দীন আমাকে কখনও কি তুমি (তোমার কোন সেবার জন্য) স্মরণ করিবে? ৩-৪ ॥

স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজ-ভজন-মুদ্রামুপদিশন্
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ১ ॥
সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং
মুনীনাং সর্ব্বস্বং প্রণত-পটলীনাং মধুরিমা ।
বিনির্য্যাসঃ প্রেম্নো নিখিল-পশুপালাম্বুজ-দৃশাং
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ২ ॥
স্বরূপং বিভ্রাণো জগদতুলমদ্বৈত-দয়িতঃ
প্রপন্ন-শ্রীবাসো জনিত-পরমানন্দ-গরিমা ।
হরির্দীনোদ্ধারী গজপতি-কৃপোৎসেক-তরলঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৩ ॥
রসোদ্দামা-কামার্ব্বুদ-মধুর-ধামোজ্জ্বল-তনু-
র্যতীনামুত্তংসস্তরণি-কর-বিদ্যোতি-বসনঃ ।

বঙ্গানুবাদ ঃ—শিব, বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবগণ পার্ষদরূপে মানব-দেহ ধারণ করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক সতত যাঁহার উপাসনা করিতেন এবং যিনি স্বরূপ-দামোদরাদি প্রিয় ভক্তগণকে স্বীয় বিশুদ্ধ-ভজন-প্রণালী উপদেশ প্রদান করিতেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়ন-পথের পথিক হইবেন? ১ ॥ যিনি ইন্দ্রাদি দেবতাগণের অভয়-দাতা, যিনি নিখিল উপনিষদসমূহের লক্ষ্য স্থান অর্থাৎ বেদাদি সমস্ত শাস্ত্র যাঁহাকে উপাস্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যিনি মুনিগণের ঐহিক পারত্রিকের সর্ব্বস্ব-ধন, যিনি ভক্তবৃন্দের পক্ষে সাক্ষাৎ মাধুর্য্য-স্বরূপ এবং যিনি গোপ-সুন্দরীগণের প্রেমের সার, সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে পুনরায় আমি দেখিতে পাইব কি? ২ ॥ যিনি ইহজগতে অনুপম ভক্ত শ্রীস্বরূপ-দামোদর নামে প্রিয় পার্ষদকে কৃপামৃত-ধারায় প্লাবিত ও পুষ্ট করিয়াছেন, যিনি শ্রীঅদ্বৈতের অতি প্রিয়, যিনি শ্রীবাস পণ্ডিতের আশ্রয়-স্বরূপ, যিনি পরমানন্দ-নামক সন্ন্যাসীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, যিনি জগতে মায়ার প্রভাব ধ্বংস করিয়াছেন, যিনি ত্রিতাপদগ্ধ দীন-হীনগণকে উদ্ধার করিয়াছেন এবং যিনি উৎকলাধিপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্রের প্রতি করুণামৃত-বর্ষণে সমুৎসুক, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনর্ব্বার আমার দৃষ্টি-গোচর হইবেন? ৩ ॥ যিনি পরম মধুর ভক্তিরসাস্বাদনে উন্মত্ত, যাঁহার অবয়ব কোটি কোটি কন্দর্পের ন্যায় মনোহর ও সমুজ্জ্বল, যিনি সন্ন্যাসিগণের শিরোমণি,

হিরণ্যানাং লক্ষ্মীভরমভিভবন্নাঙ্গিক-রুচা
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৪ ॥
হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিত-রসনো নামগণনা-
কৃত-গ্রন্থিশ্রেণী-সুভগ-কটিসূত্রোজ্জ্বল-করঃ ।
বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গল-যুগল-খেলাঞ্চিত-ভুজঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৫ ॥
পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালী-কলনয়া
মুহুর্বৃন্দারণ্য-স্মরণ-জনিত-প্রেম-বিবশঃ ।
ক্বচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তি-প্রচল-রসনো ভক্তি-রসিকঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৬ ॥
রথারূঢ়স্যারাদধিপদবি নীলাচল-পতে-
রদভ্র-প্রেমোর্ম্মি-স্ফুরিত-নটনোল্লাস-বিবশঃ ।
সহর্ষং গায়দ্ভিঃ পরিবৃত-তনুর্বৈষ্ণব-জনৈঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৭ ॥
ভুবং সিঞ্চন্নশ্রু-শ্রুতিভিরভিতঃ সান্দ্র-পুলকৈঃ
পরীতাঙ্গো নীপ-স্তবক-নব-কিঞ্জল্ক-জয়িভিঃ ।

যাঁহার বসন প্রভাত-কালীন সূর্য্য-কিরণের ন্যায় অরুণ-বর্ণ এবং যাঁহার অঙ্গকান্তি সুবর্ণের অত্যুজ্জ্বল মনোহর কান্তিকেও পরাভব করিয়াছে, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়ন-পথে পতিত হইবেন? ৪ ॥ যাঁহার রসনায় "হরে কৃষ্ণ" নাম মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তিত হইতেছে ও সেই নামের সংখ্যা রাখিবার নিমিত্ত গ্রন্থীকৃত কটীসূত্রে যাঁহার বামহস্ত সুশোভিত, যাঁহার বিশাল নয়ন-যুগল আকর্ণ-বিস্তৃত এবং যাঁহার বাহু-যুগল আজানুলম্বিত, সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে কি পুনর্ব্বার আমি দেখিতে পাইব? ৫ ॥ সমুদ্রতীরে উপবন-সমূহ দর্শন করিয়া মুহুর্মুহুঃ শ্রীবৃন্দাবন-স্মরণ হওয়ায় যিনি প্রেমভরে একেবারে অধীর হইয়া পড়িতেন এবং কোথাও বা কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনে যাঁহার রসনা চঞ্চল হইত, সেই ভক্তিরস-রসিক শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়ন-পথে উদিত হইবেন? ৬ ॥ রথাধিষ্ঠিত শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে পথিমধ্যে বৈষ্ণবগণ পরমানন্দে নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতে থাকিলে, যিনি মহাপ্রেমে নৃত্য করিতে করিতে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন, সেই

ঘন-স্বেদ-স্তোম-স্তিমিত-তনুরুৎকীর্ত্তন-সুখী
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৮ ॥
অধীতে গৌরাঙ্গ-স্মরণ-পদবী-মঙ্গলতরং
কৃতী যো বিশ্রম্ভ-স্ফুরদমলধীরষ্টকমিদম্ ।
পরানন্দে সদ্যস্তদমল-পদাম্ভোজ-যুগলে
পরিস্ফারা তস্য স্ফুরতু নিতরাং প্রেম-লহরী ॥ ৯ ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টকম্ (২)

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

কলৌ যং বিদ্বাংসঃ স্ফুটমভিযজন্তে দ্যুতিভরা-
দকৃষ্ণাঙ্গং কৃষ্ণং মখবিধিভিরুৎকীর্ত্তনময়ৈঃ ।
উপাস্যঞ্চ প্রাহুর্যমখিল-চতুর্থাশ্রমজুষাং
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ১ ॥
চরিত্রং তন্বানঃ প্রিয়মঘবদাহ্লাদন-পদং
জয়োদ্‌ঘোষৈঃ সম্যগ্‌বিরচিত-শচী-শোকহরণঃ ।

শ্রীচৈতন্যদেব কি আমার নয়ন-গোচর হইবেন? ৭ ॥ সঙ্কীর্ত্তনানন্দে নিমগ্ন হইলে যাঁহার অশ্রুধারায় ধরাতল প্লাবিত হইয়া যাইত, যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কদম্ব-কেশর-বিজয়ী পুলক-মালায় রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত এবং যাঁহার সমস্ত শরীর প্রচুর ঘর্ম্মজলে অভিষিক্ত হইত, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়ন-গোচর হইবেন? ৮ ॥ যে বিদ্বান্ ব্যক্তি পবিত্র-চিত্তে শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীচৈতন্যদেবের স্মরণাত্মক এই মঙ্গলময় অষ্টক পাঠ করেন, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর পরমানন্দময় সুবিমল শ্রীপাদপদ্মে ঐ ব্যক্তির সুবিশাল প্রেম-লহরী উচ্ছলিত হউক ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—কলিযুগে পণ্ডিতগণ নাম-সঙ্কীর্ত্তনময় যজ্ঞদ্বারা যাঁহাকে উপাসনা করেন, যিনি কৃষ্ণবর্ণ হইলেও শ্রীমতী রাধিকার ভাব-কান্তি লইয়া গৌর-বর্ণ হইয়াছেন এবং চতুর্থাশ্রমিদিগেরও উপাস্য বলিয়া পণ্ডিতগণ যাঁহাকে কীর্ত্তন করেন, সেই চৈতন্যাকৃতি সঙ্কীর্ত্তন-পিতা শ্রীগৌরহরি আমাদিগকে সমধিক কৃপা করুন ॥ ১ ॥ যিনি শান্তিপুর-ধামের পথে পথে ও প্রতি ভক্তের গৃহে পাপী-জনের আনন্দকর নিজ চরিত্র অর্থাৎ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে 'প্রাণনাথ

উদঞ্চন্মার্ত্তণ্ড-দ্যুতিহর-দুকূলাঞ্চিত-কটিঃ
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ২ ॥
অপারং কস্যাপি প্রণয়ি-জনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ ।
রুচিং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৩ ॥
অনারাধ্যঃ প্রীত্যা চিরমসুর-ভাব-প্রণয়িনাং
প্রপন্নানাং দেবীং প্রকৃতিমধিদৈবং ত্রিজগতি ।
অজস্রং যঃ শ্রীমান্ জয়তি সহজানন্দ-মধুরঃ
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৪ ॥
গতির্যঃ পৌণ্ড্রাণাং প্রকটিত-নবদ্বীপ-মহিমা
ভবেনালং কুর্ব্বন্ ভুবন-মহিতং শ্রোত্রিয়কুলম্ ।
পুনাত্যঙ্গীকারাদ্ভুবি পরমহংসাশ্রম-পদং
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের জয় হউক' এইরূপ জয় ঘোষণাদ্বারা পুত্রশোকাতুরা শচীদেবীর শোক অপনোদন করিয়াছিলেন এবং নবোদিত অরুণ-বর্ণ বসনে যাঁহার কটিদেশ সুশোভিত, সেই চৈতন্যাকৃতি শ্রীশচীনন্দন আমাদিগকে সবিশেষ অনুগ্রহ করুন ॥ ২ ॥ যিনি উন্নতোজ্জ্বল মধুর-রস বা শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা ইত্যাদি আস্বাদন করিবার নিমিত্ত বৃষভানুনন্দিনীর অপার মাধুর্য্য-ভাব অপহরণপূর্ব্বক তদীয় কান্তি অঙ্গীকার করত স্বীয় রূপ গোপন করিয়াছেন, সেই চৈতন্যাকৃতি রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমাদিগকে সমধিক কৃপা করুন ॥ ৩ ॥ যিনি অসুর-ভাবাপন্ন তামসিক দেবোপাসক ব্রাহ্মণগণের অনুপাস্য হইলেও জগতে সত্ত্বগুণ-প্রধান দেবভাবাপন্ন ভূসুর-কুলের একমাত্র আরাধ্য হইয়াছেন এবং স্বাভাবিক আনন্দময় ও মধুর-মূর্ত্তিতে যিনি জগতে সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে বিরাজ করিতেছেন, সেই চৈতন্যাকৃতি ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীশচীনন্দন আমাদিগকে সাতিশয় দয়া করুন ॥৪॥ যিনি পুণ্ড্রদেশীয় অর্থাৎ নবদ্বীপের দক্ষিণস্থ কুলীনগ্রামবাসী ভক্তগণের নিস্তারকারী, যিনি নবদ্বীপের মহিমা বিশেষরূপে বিস্তার করিয়াছেন, যিনি নবদ্বীপে বৈদিক ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হইয়া ভুবনপূজ্য ঐ বংশ উজ্জ্বল করিয়াছেন এবং যিনি

মুখেনাগ্রে পীত্বা মধুরমিহ নামামৃতরসং
দৃশোর্দ্বারা যস্তং বমতি ঘন-বাষ্পাম্বু-মিষতঃ ।
ভুবি প্রেম্নস্তত্ত্বং প্রকটয়িতুমুল্লাসিত-তনুঃ
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৬ ॥
তনুমাবিষ্কুর্ব্বন্ নবপুরট-ভাসং কটি-লসৎ-
করঙ্কালঙ্কারস্তরুণ-গজরাজাঞ্চিত-গতিঃ ।
প্রিয়েভ্যো যঃ শিক্ষাং দিশতি নিজনির্ম্মাল্যরুচিভিঃ
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৭ ॥
স্মিতালোকঃ শোকং হরতি জগতাং যস্য পরিতো
গিরাস্তু প্রারম্ভঃ কুশলপটলীং পল্লবয়তি ।
পদালম্ভঃ কম্বা প্রণয়তি ন হি প্রেম-নিবহং
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৮ ॥
শচীসূনোঃ কীর্ত্তিস্তবক-নবসৌরভ্য-নিবিড়ং
পুমান্ যঃ প্রীতাত্মা পঠতি কিল পদ্যাষ্টকমিদম্ ।

পরমহংসাশ্রম সন্ন্যাস অঙ্গীকার করিয়া ভক্তিশিক্ষাদ্বারা ঐ আশ্রম পবিত্র করিয়াছেন, সেই চৈতন্যাকৃতি যতিরাজ-বন্দিতপদ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র আমাদিগকে প্রচুর কৃপা করুন ॥ ৫ ॥ যিনি প্রথমতঃ শ্রীমুখদ্বারা হরিনামরূপ অমৃত-রস পান করিয়া অনবরত অশ্রু বিসর্জ্জনচ্ছলে নয়নদ্বারা ঐ রস যেন উদ্গীরণ করিতেছেন এবং জগতে প্রেমতত্ত্ব শিক্ষা দিবার নিমিত্ত যাঁহার কলেবর সর্ব্বদা উল্লসিত, সেই চৈতন্যাকৃতি নাম-প্রেমপ্রদাতা শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে সবিশেষ দয়া করুন ॥৬॥ তপ্ত-কাঞ্চনের ন্যায় যাঁহার শ্রীঅঙ্গকান্তি, যাঁহার কটিদেশ করঙ্গ-রূপ অলঙ্কারে সুশোভিত, তরুণ গজরাজের ন্যায় যাঁহার প্রশস্ত গমন এবং যিনি স্বয়ং প্রীতিপূর্ব্বক ভগবৎপ্রসাদ-নির্ম্মাল্যাদি গ্রহণ করিয়া মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য ও প্রপঞ্চজয়ের বিষয় নিজ ভক্তগণকে শিক্ষা দিতেছেন, সেই চৈতন্যাকৃতি অখিল লোকশিক্ষক শ্রীগৌর-সুন্দর আমাদিগকে সাতিশয় অনুগ্রহ করুন ॥ ৭ ॥ যাঁহার ঈষদ্ হাস্য-সহকৃত কৃপাকটাক্ষ সকলের শোক হরণ করিয়া থাকে, যাঁহার মনোহর বাক্যাবলী জগতের কল্যাণ বিস্তার করে, যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিলে সর্ব্বজন কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্ত হয়, সেই চৈতন্যাকৃতি সর্ব্বলোক-দুঃখাপহারী মঙ্গলায়তন শ্রীগৌরহরি আমাদিগকে

স লক্ষ্মীবানেতং নিজপদ-সরোজে প্রণয়িতাং
দদানঃ কল্যাণীমনুপদমবাধং সুখয়তু ॥ ৯ ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টকম্ (৩)

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

উপাসিত-পদাম্বুজস্ত্বমনুরক্ত-রুদ্রাদিভিঃ
প্রপদ্য পুরুষোত্তমং পদমদভ্রমুদ্ভ্রাজিতঃ ।
সমস্ত-নত-মণ্ডলী-স্ফুরদভীষ্ট-কল্পদ্রুমঃ
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্ ॥ ১ ॥
নু বর্ণয়িতুমীশতে গুরুতরাবতারায়িতা
ভবন্তমুরুবুদ্ধয়ো ন খলু সার্ব্বভৌমাদয়ঃ ।
পরো ভবতু তত্র কঃ পটুরতো নমস্তে পরং
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্ ॥ ২ ॥
ন যৎ কথমপি শ্রুতাবুপনিষদ্ভিরপ্যাহিতং
স্বয়ঞ্চ বিবৃতং ন যদ্‌গুরুতরাবতারান্তরে ।

সমধিক কৃপা করুন ॥ ৮ ॥ শ্রীশচীনন্দনের কীর্ত্তি-কুসুমাবলীর মনোহর সৌরভ-পরিপূর্ণ এই পদ্যাষ্টক যিনি প্রীতমনে পাঠ করেন, লক্ষ্মীপতি শ্রীশচীসূনু কল্যাণময় নিজপাদপদ্মে আশ্রয় দিয়া তাঁহাকে সুখী করেন ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—ভক্তিরসতত্ত্বাচার্য্য শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবকে দর্শন করিয়া এইরূপ স্তব করিতেছেন ।—হে শচী-নন্দন! হে প্রভো! হে মুকুন্দ! তুমি আমাকে কৃপা কর । প্রকটস্বরূপ তোমাকে অন্যত্র অন্বেষণ করিতেছিলাম, অতএব আমি মন্দ । তোমার অনুরক্ত রুদ্রাদি দেবতা আচার্য্যাদিরূপে তোমার পাদপদ্ম উপাসনা করিতেছেন । পুরুষোত্তম স্থান প্রাপ্ত হইয়া তুমি অতি শ্রেষ্ঠরূপে বিদ্যোতমান্ হইয়াছ। তুমি সমস্ত প্রণত জীবের অভীষ্টদাতারূপ কল্পবৃক্ষ হইয়া স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছ । আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম ॥ ১ ॥ দত্তাত্রেয়, বাদরায়ণ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ মুনিগণের অবতারস্বরূপ যাঁহাদের আচরণ, সেই পরম বুদ্ধিশালী সার্ব্বভৌমাদি তোমার স্তব বর্ণনে শক্ত হন নাই, তখন অন্য কাহারই বা সেই কার্য্যে সামর্থ্য হইবে? অতএব হে শচীসুত! হে

ক্ষিপন্নসি রসাম্বুধে তদিহ ভক্তিরত্নং ক্ষিতৌ
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্ ॥ ৩ ॥
নিজ-প্রণয়বিস্ফুরন্নটনরঙ্গ-বিস্মাপিত-
ত্রিনেত্র! নতমণ্ডল-প্রকটিতানুরাগামৃত ।
অহঙ্কৃতি-কলঙ্কিতোদ্ধতজনাদি-দুর্ব্বোধ হে
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্ ॥ ৪ ॥
ভবন্তি ভুবি যে নরাঃ কলিত-দুষ্কুলোৎপত্তয়-
স্ত্বমুদ্ধরসি তানপি প্রচুর-চারু-কারুণ্যতঃ ।
ইতি প্রমুদিতান্তরঃ শরণমাশ্রিতস্ত্বামহং
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্ ॥ ৫ ॥
মুখাম্বুজ-পরিস্খলন্মৃদুলবাঙ্মধূলীরস-
প্রসঙ্গ-জনিতাখিল-প্রণত-ভৃঙ্গরঙ্গোৎকর ।
সমস্ত-জনমঙ্গল-প্রভব-নাম-রত্নাম্বুধে
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্ ॥ ৬ ॥

প্রভো! হে মুকুন্দ! আমি প্রণতিপূর্ব্বক তোমার শরণাপন্ন হইলাম, তুমি আমাকে কৃপা কর ॥ ২ ॥ বেদ শাস্ত্রে উপনিষদগণও যে বিশুদ্ধ ভক্তিরত্নের স্পষ্ট বর্ণন করেন নাই এবং স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্রও ব্যাসাদি গুরুতরাবতারে যাহার স্পষ্ট বিবরণ করেন নাই, সেই অতি গোপনীয় রসসমুদ্রের ভক্তিরত্ন তুমি পৃথিবীতে ধান্যরাশির ন্যায় নিক্ষেপ করিতেছ, অতএব তোমার তুল্য আর কৃপালু কেহই নাই । হে শচীসুত! হে প্রভো! হে মুকুন্দ! এই মন্দজীব যে আমি, আমাকে কৃপা কর ॥৩॥ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ যে তুমি, তোমার নিজ প্রণয়দ্বারা উদিত নৃত্যরঙ্গ দৃষ্টি করিয়া শিবাবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছেন। সমস্ত ভক্তমণ্ডলের নিকট অনুরাগামৃত-স্বরূপে প্রকট হইয়াছে । জাতিবিদ্যাদি অহঙ্কারজনিত লাঞ্ছনাদ্বারা যাহারা মোহিত তুমি তাহাদের বোধগম্য নও। এমন যে শচীনন্দন তুমি, হে প্রভো! হে মুকুন্দ! ক্ষুদ্রবুদ্ধিস্বরূপ আমাকে কৃপা কর ॥ ৪ ॥ জগতে যাহারা দুষ্কুলে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন তুমি প্রচুর কমনীয় কারুণ্যবশতঃ তাহাদিগকে উদ্ধার করিতেছ। এই সম্বাদদ্বারা অত্যন্ত আনন্দিত অন্তঃকরণে তোমার শরণাপন্ন হইলাম । হে শচীসুত! হে প্রভো! হে মুকুন্দ! অতি মন্দ যে আমি, আমাকে কৃপা কর ॥ ৫ ॥

মৃগাঙ্কমধুরানন-স্ফুরদনিদ্র-পদ্মেক্ষণ
স্মিতস্তবক-সুন্দরাধর বিশঙ্কটোরস্তট ।
ভুজোদ্ধত-ভুজঙ্গম-প্রভ মনোজ-কোটিদ্যুতে
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্ ॥ ৭ ॥
অহঙ্কনক-কেতকী-কুসুমগৌরদুষ্টঃ ক্ষিতৌ
ন দোষলবদর্শিতা বিবিধদোষ-পূর্ণেঽপি তে ।
অতঃ প্রবণয়া ধিয়া কৃপণবৎসল ত্বাং ভজে
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্ ॥ ৮ ॥
ইদং ধরণিমণ্ডলোৎসব ভবৎপদাঙ্কেষু যে
নিবিষ্ট-মনসো নরাঃ পরিপঠন্তি পদ্যাষ্টকম্ ।
শচীহৃদয়নন্দন প্রকটকীর্ত্তিচন্দ্রপ্রভো
নিজপ্রণয়নির্ভরং বিতর দেব তেভ্যঃ শুভম্ ॥ ৯ ॥

তোমার মুখাব্জ হইতে স্খলিত কোমল বাক্য-মকরন্দ দ্রব প্রসঙ্গদ্বারা অখিল ভক্ত-ভৃঙ্গদিগের বিস্ময়পদরূপে উদিত হইয়াছ। তুমি সমস্ত জনগণের মঙ্গলপ্রসূ নাম-রত্নের সমুদ্র স্বরূপ। হে শচীসুত! হে প্রভো! হে মুকুন্দ! অত্যন্ত মন্দ যে আমি, আমাকে কৃপা কর ॥ ৬ ॥ তোমার আনন্দ বিস্তারি মুখচন্দ্র হইতে প্রফুল্ল-কমল নেত্রদ্বয় স্ফূর্ত্তি লাভ করিতেছে। তোমার মন্দ মন্দ হাস্যযুক্ত সুন্দর অধর ও বিশাল বক্ষঃস্থল শোভা পাইতেছে। উদ্ধত ভুজঙ্গের ন্যায় ভুজদ্বয় নয়নানন্দ বর্দ্ধন করিতেছে। হে কোটিচন্দ্রদ্যুতিমান শচীসুত! হে প্রভো! হে মুকুন্দ! মন্দরূপ আমাকে কৃপা কর ॥ ৭ ॥ হে কনক কেতুকী কুসুম গৌর! পৃথিবীমধ্যে কাম-ক্রোধাদিদ্বারা আমি দুষ্ট। বিবিধদোষপূর্ণজনেও তুমি দোষ লব দর্শন কর নাই। সমস্ত দোষ ক্ষমাপূর্ব্বক তুমি দুষ্ট জীবকে উদ্ধার করিতে প্রস্তুত আছ। অতএব আমার সহিত তোমার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। নম্রবুদ্ধির দ্বারা আমি তোমাকে ভজনা করি। হে কৃপণ-বৎসল! হে শচীসুত! হে প্রভো! হে মুকুন্দ! এই মন্দজন স্বরূপ আমাকে কৃপা কর ॥ ৮ ॥ হে ধরণিমণ্ডলোৎসব! হে শচীনন্দন! হে প্রকট-কীর্ত্তিচন্দ্র! হে প্রভো! যে-সকল ব্যক্তি তোমার চরণচিহ্নে নিবিষ্টমনা হইয়া এই পদ্যাষ্টক পাঠ করেন তাঁহাদিগকে মঙ্গলাত্মক স্বপ্রেম প্রদান কর ॥ ৯ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-স্তবকল্পতরুঃ

[শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-প্রভুবরেণ বিরচিতঃ]

গতিং দৃষ্ট্বা যস্য প্রমদ-গজবর্য্যেঽখিল জনা
মুখঞ্চ শ্রীচন্দ্রোপরি দধতি থুৎকার-নিবহম্ ।
স্বকান্ত্যা যঃ স্বর্ণাচলমধরয়চ্ছীধু চ বচ
স্তরঙ্গৈ গৌরাঙ্গো হৃদয়ং উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ১ ॥
অলং কৃত্যাত্মনং নব-বিবিধ-রত্নৈরিব বল-
দ্বিবর্ণ-স্তম্ভাস্ফুট-বচন-কম্পাশ্রু-পুলকৈঃ ।
হসন্ স্বিদ্যন্নৃত্যন্ শিতি-গিরিপতের্নির্ভর-মুদে
পুরঃ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ২ ॥
রসোল্লাসৈ-স্তির্য্যগ্ গতিভিরভিতো বারিভিরলং
দৃশোঃ সিঞ্চল্লোকান্নরুণ-জলযন্ত্রত্বমিতয়োঃ ।
মুদা দন্তৈর্দষ্ট্বা মধুরমধরং কম্পচলিতৈ-
র্নটন্ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—জনসকল যাঁহার গমন ও শ্রীমুখচন্দ্র সন্দর্শন করিয়া মদ-মত্ত মতঙ্গজ-শ্রেষ্ঠ এবং পূর্ণচন্দ্রের উপরি ফেনতুল্য মুখবারিসমূহ পরিত্যাগ করিয়াছিল এবং যিনি স্বীয় কান্তিদ্বারা সুবর্ণ-গিরিকে স্ব-মাধুর্য্যে শোভিত করেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আপনার সুধাময় বাক্য-তরঙ্গদ্বারা আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে আমোদিত করিতেছেন ॥ ১ ॥ যেমন কোন ব্যক্তি নূতন বিবিধ রত্নদ্বারা আপনাকে অলঙ্কৃত করিয়া নৃত্য করে, তদ্রূপ যিনি মাথুর-বিরহিণী শ্রীরাধার হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণা-বির্ভাবজনিত আনন্দভরে ভাবিতান্তঃকরণ হইয়া নব বিবিধ রত্ন-স্বরূপ অতিশয় বিবর্ণত্ব, স্তম্ভ, অস্ফুটবচন, কম্প, অশ্রু ও পুলকসমূহদ্বারা আপনাকে অলঙ্কৃত করিয়া নীলাচলপতি শ্রীজগন্নাথদেবের অগ্রে অতিশয় আনন্দবশতঃ হাস্য করিতে করিতে ঘর্ম্মাম্বুলিপ্ত কলেবরে নৃত্য করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে হর্ষিত করিতেছেন ॥ ২ ॥ যিনি রসোল্লাস-জন্য আনন্দ হেতুক সর্ব্বতোভাবে ইতস্ততঃ চরণদ্বয়ের সঞ্চালনে তথা অরুণ-বর্ণ জলযন্ত্র-সদৃশ নয়ন সলিলসমূহে সংসার-সেচন করত কম্পিত দন্ত-পঙ্ক্তিদ্বারা সুমধুর অধর দংশিত করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে

ক্বচিন্মিশ্রাবাসে ব্রজপতি-সুতস্যোরু-বিরহাৎ
শ্লথচ্ছ্রী-সন্ধিত্বাদ্দধদধিক-দৈর্ঘ্যং ভুজ-পদোঃ ।
লুঠন্ ভূমৌ কাক্বা বিকল-বিকলং গদ্গদ-বচা
রুদন্ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৪ ॥
অনুদ্ঘাট্য দ্বার-ত্রয়মুরু চ ভিত্তি-ত্রয়মহো
বিলঙ্ঘ্যোচ্চৈঃ কালিঙ্গিক-সুরভিমধ্যে নিপতিতঃ ।
তনূদ্যৎ-সঙ্কোচাৎ কমঠ ইব কৃষ্ণোরু বিরহাদ্
বিরাজন্ গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৫ ॥
স্বকীয়স্য প্রাণার্ব্বুদ-সদৃশ-গোষ্ঠস্য বিরহাৎ
প্রলাপানুন্মাদাৎ সতত-মতি-কুর্ব্বন্ বিকলধীঃ ।
দধদ্ভিত্তৌ শশ্বদ্বদন-বিধু-ঘর্ষেণ রুধিরং
ক্ষতোত্থং গৌরাঙ্গঃ হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৬ ॥

আনন্দিত করিতেছেন ॥ ৩ ॥ কোন দিন কাশীমিশ্র গৃহে ব্রজপতি-সুত (শ্রীনন্দ-নন্দনের) অতিশয় বিরহ হেতুক যে ভুজ ও চরণদ্বয়ের শোভা এবং সন্ধিস্থানগুলি শ্লথ হইয়াছিল, সেই ভুজ ও চরণদ্বয়ের অতি দীর্ঘত্ব-ধারণ করত যিনি ভূমি-লুণ্ঠিত হইয়া বিকল হইতে বিকল, এতাদৃশ কাকু, গদ্গদ-বাক্যদ্বারা রোদন করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে আহ্লাদিত করিতেছেন ॥ ৪ ॥ শ্রীচৈতন্যদেব সঙ্কীর্ত্তনানন্তর শ্রমাপনোদন-নিমিত্ত ভক্তগণ-কর্ত্তৃক গৃহমধ্যে শায়িত হইয়াছিলেন, তিনি পরমোৎকণ্ঠা প্রযুক্ত গৃহমধ্যে অবস্থান করিতে অশক্ত হইয়া বহির্গমনদ্বার অপ্রাপ্তি-হেতুক দ্বারত্রয় উদ্ঘাটন না করিয়া গৃহোর্দ্ধ-গমনদ্বার দিয়া অতি উচ্চ প্রাচীরত্রয় উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক কলিঙ্গ-দেশোদ্ভব গো-সকলের মধ্যে গিয়া পতিত হইয়াছিলেন এবং অতিশয় শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-হেতুক শরীরে যে সঙ্কোচ (কুব্জত্ব) উদিত হইয়াছিল, তন্নিমিত্ত যিনি কূর্ম্মের ন্যায় বিরাজিত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে মোদিত করিতেছেন ॥ ৫ ॥ যিনি স্বীয় অসংখ্য প্রাণ-সদৃশ শ্রীবৃন্দাবনের বিরহ-জাত উন্মাদ-হেতুক নিরন্তর প্রলাপ করত ব্যাকুল-বুদ্ধি হইয়া অবিরত প্রাচীরে মুখচন্দ্র ঘর্ষণ করায়, ক্ষত হইতে উত্থিত রুধির সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ

ক্ব মে কান্তঃ কৃষ্ণস্ত্বরিতমিহ তং লোকয় সখে
ত্বমেবেতি দ্বারাধিপমভিদধন্নুন্মদ ইব ।
দ্রুতং গচ্ছ দ্রষ্টুং প্রিয়মিতি তদুক্তেন ধৃত-তদ্
ভুজান্তো গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৭ ॥
সমীপে নীলাদ্রেশ্চটক-গিরিরাজস্য কলনা-
দয়ে গোষ্ঠে গোবর্দ্ধন-গিরিপতিং লোকিতুমিতঃ ।
ব্রজন্নস্মীত্যুক্ত্বা প্রমদ ইব ধাবন্নবধৃতো
গণৈঃ স্বৈর্গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৮ ॥
অলং দোলা-খেলা-মহসি বরতন্মণ্ডপ-তলে
স্বরূপেন স্বেনাপর-নিজগণেনাপি মিলিতঃ ।
স্বয়ং কুর্ব্বন্নাম্নামতি মধুর-গানং মুরভিদঃ
সরঙ্গো গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৯ ॥
দয়াং যো গোবিন্দে গরুড় ইব লক্ষ্মীপতিরলং
পুরীদেবে ভক্তিং য ইব গুরুবর্য্যে যদুবরঃ ।

আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে আশ্চর্য্যান্বিত করিতেছেন ॥ ৬ ॥ কোন দিন শ্রীচৈতন্যদেব পুরীদ্বারে গমন করত উন্মাদের ন্যায় সখি-ভ্রমে দ্বারপালকে কহিয়া-ছিলেন—হে সখে! আমার সেই কান্ত শ্রীকৃষ্ণ কোথায়? তুমি তাঁহাকে শীঘ্র আনয়ন করিয়া দর্শন করাও—এইরূপ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্বারপাল তাঁহাকে কহিয়াছিল—"তুমি প্রিয় দর্শনার্থে শীঘ্র গমন কর"—এই প্রকার দ্বারপালকর্ত্তৃক উক্ত হইলে, যিনি দ্বারপালের হস্ত ধারণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে আনন্দে আপ্লুত করিতেছেন ॥ ৭ ॥ যিনি নীলাচল সমীপবর্ত্তী চটক-গিরিরাজের দর্শন-হেতুক কহিয়াছিলেন—"অয়ে স্বরূপাদি! আমি বৃন্দাবনস্থ গোবর্দ্ধন গিরিপতি দর্শন নিমিত্ত এই ক্ষেত্র হইতে গমন করি"—এই বলিয়া স্বীয় ভক্তবৃন্দের সহিত প্রমত্তের ন্যায় ধাবিত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে হর্ষান্বিত করিতেছেন ॥ ৮ ॥ যিনি দোলার খেলা অর্থাৎ লীলাকৌতুক-দ্বারা শোভাবিশিষ্ট মণ্ডপতলে স্বীয় স্বরূপের সহিত ও নিজগণের সহিত মিলিত হইয়া মুরারি শ্রীকৃষ্ণের নামদ্বারা স্বয়ং অতিশয় মধুর গান করত তদভিনয়-বিশিষ্ট হইয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ

স্বরূপে যঃ স্নেহং গিরিধর ইব শ্রীল-সুবলে
বিধত্তে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ১০ ॥
মহা-সম্পদ্দারাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুঞ্জনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ ।
উরোগুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধন-শিলাং
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ১১ ॥
ইতি শ্রীগৌরাঙ্গোদ্গত-বিবিধ-সদ্ভাব-কুসুম
প্রভা-ভ্রাজৎ-পদ্যাবলি-ললিতশাখং সুরতরুম্ ।
মুহুর্যোঽতি-শ্রদ্ধৌষধি-বরবলৎ-পাঠসলিলৈ-
রলং সিঞ্চেদ্বিন্দেৎ সরস-গুরুতল্লোকন-ফলম্ ॥ ১২ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-স্তোত্রম্

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদেশিক-আচার্য্য-মহারাজ-বিরচিতম্]

শ্রীরাধিকা-রূপ-গুণোর্ম্মি-চৌরঃ, প্রতপ্তকার্ত্তস্বরকান্ত-গৌরঃ ।
বেদান্ত-বেদাঙ্গ-পুরাণসারো, জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারঃ ॥ ১ ॥

আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে আমোদিত করিতেছেন ॥ ৯ ॥ লক্ষ্মীপতির গরুড়ে যাদৃশী দয়া, তাদৃশী দয়া যিনি ভক্ত-শ্রেষ্ঠ গোবিন্দের প্রতি বিধান করিয়াছিলেন, তথা সান্দীপনি মুনির প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যাদৃশী ভক্তি ছিল, তাদৃশী ভক্তি যিনি ঈশ্বরপুরী-দেবে বিধান করিয়াছিলেন এবং গিরিধর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীসুবলে যে-প্রকার স্নেহ ছিল, তদ্রূপ স্নেহ যিনি স্বরূপ-গোস্বামীর প্রতি ধারণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে পুলকিত করিতেছেন ॥১০॥ পতিত এবং কুৎসিত জন যে আমি, আমাকে যিনি কৃপাদ্বারা মহাসম্পৎ এবং কলত্রাদি হইতে উদ্ধার করত স্বীয় স্বরূপের নিকট স্থাপন করিয়া প্রমোদিত হইয়াছিলেন এবং যিনি প্রিয়ত্বরূপে স্বীকার করিয়া আমার বক্ষস্থলে গুঞ্জাহার এবং আমাকে গোবর্দ্ধন-শিলা দান করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে আনন্দিত করিতেছেন ॥ ১১ ॥ এই প্রকার শ্রীগৌরাঙ্গে বিদ্যমান বিবিধ সদ্ভাব-কুসুম-প্রভা এবং ললিত শ্লোকশ্রেণী যাহার শাখা, এবম্ভূত সুরতরু-সদৃশ এই স্তবটী যে-ব্যক্তি নিরন্তর অতিশ্রদ্ধারূপ উৎকৃষ্ট ঔষধিদ্বারা সংশোধিত

ব্রহ্মেন্দ্র-রুদ্রস্তুত-পাদপদ্ম, ঔদার্য্য-মাধুর্য্য-গুণাব্ধিসদ্মঃ ।
রোমাঞ্চ-কম্পাশ্রু-প্রমোদভারঃ, জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারঃ ॥ ২ ॥
স্বরূপ-রূপাদিক-প্রাণনাথো, গোপাল-গোবিন্দ-মুকুন্দনাথঃ ।
দরিদ্র-দুর্জ্জত্যঘ-দুঃখদারো, জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারঃ ॥ ৩ ॥
মায়ামত-ধ্বান্ত-নিকারহারী, বারাণসী-ন্যাসি-সমূহতারী ।
বিশুদ্ধ-সদ্ভক্তি-প্রসারকারী, জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারঃ ॥ ৪ ॥
শ্রীদিগ্বিজেতৃ-দ্বিজ-দর্পহারী, শ্রীসার্ব্বভৌমাতি-প্রসাদকারী ।
অষ্টাদশাব্দেশ-পুরীবিহারী, জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারঃ ॥ ৫ ॥
মহোজ্জ্বল-প্রেমরস-প্রদাতা, শ্রীনাম-সর্ব্বোত্তম-ভক্তিধাতা ।
গোলোক-বৃন্দাবন-সদ্বিহারো, জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারঃ ॥ ৬ ॥
সদা হরেকৃষ্ণ-সুগানমত্তো, যোগীন্দ্র-মুনীন্দ্র-সমাধিবিত্তঃ ।
দত্তব্রজপ্রেম-সুধা-সুসার, জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারঃ ॥ ৭ ॥

পাঠস্বরূপ সলিলসমূহে সেক করেন, তিনি রস-বিশিষ্ট গুরুর কৃপা-দৃষ্টিরূপ পরম ফল লাভ করেন ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—যিনি শ্রীরাধিকার রূপ ও গুণসমূহকে চুরি করিয়াছেন, প্রতপ্ত স্বর্ণের ন্যায় যাঁহার উজ্জ্বল কান্তি, বেদ-বেদাঙ্গ-পুরাণসার করুণাবতার সেই শ্রীগৌরসুন্দর জয়যুক্ত হউন ॥ ১ ॥ যাঁহার পাদপদ্ম ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও শিবকর্ত্তৃক স্তুত, যিনি ঔদার্য্য-মাধুর্য্য-সাগরের আধার, রোমাঞ্চ-কম্পাশ্রু-পুলকান্বিত করুণাবতার সেই শ্রীগৌরসুন্দর জয়যুক্ত হউন ॥ ২ ॥ যিনি স্বরূপ-রূপ-গোপাল-ভট্ট-গোবিন্দ ও মুকুন্দাদি ভক্তগণের প্রাণনাথ, দরিদ্র ও দুর্জাতিগণের দুঃখ-দূরকারী করুণাবতার সেই শ্রীগৌরসুন্দর জয়যুক্ত হউন ॥ ৩ ॥ মায়াবাদরূপ অন্ধকারবিনাশকারী কাশীবাসী সন্ন্যাসিগণের ত্রাণকর্ত্তা, বিশুদ্ধ ও নিত্য ভক্তির প্রসারকারী করুণাবতারী সেই শ্রীগৌরসুন্দর জয়যুক্ত হউন ॥ ৪ ॥ দিগ্বিজয়ী কেশবকাশ্মীরীর দর্পচুর্ণকারী, শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের প্রতি সাতিশয় কৃপালু, শ্রীজগন্নাথ পুরীতে অষ্টাদশবর্ষ বিহারকারী করুণাবতার সেই শ্রীগৌরসুন্দর জয়যুক্ত হউন ॥ ৫ ॥ উন্নতোজ্জ্বল প্রেমপ্রদাতা, সর্ব্বোত্তম ভক্তি শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনের বিধাতা, গোলোক ও বৃন্দাবনে নিত্যবিহারী করুণাবতার সেই শ্রীগৌরহরি জয়যুক্ত হউন ॥ ৬ ॥ যিনি 'হরে কৃষ্ণ' এই নাম গানে নিরন্তর প্রমত্ত, যিনি যোগী ও

কবাট-বক্ষো নবপদ্মনেত্রঃ, শ্রীসচ্চিদানন্দ-ঘনাসুগাত্রঃ ।
স্বাঙ্গ-প্রভা-নিন্দিত-কোটিমারো, জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারঃ ॥ ৮ ॥
নীলাদ্রি-শুভ্রাংশু-সুধাচকোরা, রথাগ্র-সঙ্গীত-সুধাবিধুরঃ ।
শ্রীবৈষ্ণব-ব্রাত-লসচ্ছরীরো, জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারঃ ॥ ৯ ॥
ভক্তাবলী-মানস-রাজহংসঃ, সন্ন্যাসি-ভূদেব-কুলবতংসঃ ।
শ্রীমজ্জগন্নাথ-শচীকুমারো, জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারঃ ॥ ১০ ॥
গৌরস্তুতিং গায়তি ভক্তিপূর্ব্বং, প্রাপ্নোতি সুপ্রেম-সুধাং স সর্ব্বম্ ।
ত্রিতাপ-দাবানল-দুঃখ-মুক্তঃ, প্রমোদতে কৃষ্ণপদাব্জ-ভক্তঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীশ্রীশচীসূন্বষ্টকম্

[শ্রীমদ্-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

হরির্দৃষ্ট্বা গোষ্ঠে মুকুর-গতমাত্মানমতুলং
স্বমাধুর্য্যং রাধা-প্রিয়তর-সখীবাপ্তুমভিতঃ ।
অহো গৌড়ে জাতঃ প্রভুরপরগৌরৈক-তনুভাক্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥ ১ ॥

মুনিশ্রেষ্ঠগণের সমাধিমাত্রলভ্য সম্পত্তি, অমৃতের সার ব্রজপ্রেম যিনি বিতরণ করিয়াছেন, সেই করুণাবতার শ্রীগৌরহরি জয়যুক্ত হউন ॥ ৭ ॥ যাঁহার বক্ষ কপাটসদৃশ প্রশস্ত, নেত্র নবারবিন্দ তুল্য, যাঁহার চিত্ত ও শ্রীঅঙ্গ সচ্চিদানন্দঘন, যিনি স্বীয় অঙ্গপ্রভাদ্বারা কোটী কন্দর্পকেও হেয় করিতেছেন, করুণাবতার সেই শ্রীগৌরহরি জয়যুক্ত হউন ॥ ৮ ॥ যিনি নীলাচলচন্দ্রের জ্যোৎস্নার চকোরস্বরূপ, যিনি রথাগ্রে সঙ্কীর্ত্তনামৃত লোলুপ, যাঁহার শ্রীঅঙ্গ বৈষ্ণবচিহ্নদ্বারা পরিশোভিত, করুণাবতার সেই শ্রীগৌরহরি জয়যুক্ত হউন ॥ ৯ ॥ যিনি ভক্তগণের চিত্তরূপ সরোবরের রাজহংস-সদৃশ, যিনি সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণকুলের শিরোভূষণস্বরূপ, শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর নন্দন সেই শ্রীগৌরহরি জয়জুক্ত হউন ॥ ১০ ॥ যিনি ভক্তিসহকারে শ্রীগৌরস্তুতি গান করেন, তিনি সমগ্র প্রেমামৃত লাভ করেন, ত্রিতাপদাবানল দুঃখ হইতে মুক্ত হন এবং শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি লাভ করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হন ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—যে হরি (শ্রীকৃষ্ণ) দর্পণগত আপনার নিরুপম শ্রীঅঙ্গ দর্শন

পুরীদেবস্যান্তঃ প্রণয়মধুনা স্নানমধুরো
মুহুর্গোবিন্দোদ্যদ্বিশদ-পরিচর্য্যার্চ্চিত-পদঃ ।
স্বরূপস্য প্রাণার্ব্বুদ-কমল-নীরাজিতমুখঃ
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥ ২ ॥
দধানঃ কৌপীনং তদুপরি বহির্বস্ত্রমরুণং
প্রকাণ্ডো হেমাদ্রি-দ্যুতিভিরভিতঃ সেবিততনুঃ ।
মুদা গায়ন্নুচ্চৈর্নিজমধুর-নামাবলিমসৌ
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥ ৩ ॥
অনাবেদ্যাং পূর্ব্বৈরপি মুনিগণৈর্ভক্তি-নিপুণৈঃ
শ্রুতের্গূঢ়াং প্রেমোজ্জ্বলরস-ফলাং ভক্তিলতিকাম্ ।

করিয়া প্রেয়সী সখী শ্রীমতী রাধিকার ন্যায় আত্ম-মাধুর্য্যকে সর্ব্বতোভাবে আপনাতে অনুভব করিবার নিমিত্ত গৌড়দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, অহো! (কি আশ্চর্য্য) যে প্রভু শ্রীমতী রাধিকার গৌরকান্তিদ্বারা স্বয়ং স্বীয় শরীরের সুন্দর গৌরবর্ণত্ব স্বীকার করিয়াছেন, সেই শচীনন্দন কি পুনর্ব্বার আমার নয়ন-পথ-প্রাপ্ত হইবেন?১॥ যিনি পুরীদেব অর্থাৎ শ্রীল ঈশ্বরপুরী গোস্বামীর অন্তঃকরণস্থিত প্রেম-মধুতে স্নাত হইয়া তৎপ্রতি স্নেহবিশিষ্ট এবং গোবিন্দ-নামক কোন ভক্তকর্ত্তৃক মুহুর্মুহুঃ প্রকাশ-মানা নির্ম্মলা পরিচর্য্যাদ্বারা যাঁহার শ্রীচরণদ্বয় নিরন্তর সেবিত এবং শ্রীস্বরূপ-গোস্বামীর অসংখ্য প্রাণপদ্মদ্বারা যাঁহার শ্রীমুখ নীরাজিত হইয়াছিল, সেই শচী-নন্দন কি পুনর্ব্বার আমার নয়ন-পথ-প্রাপ্ত হইবেন? ২ ॥ যিনি পরমেশ্বর হইয়াও ভক্তশিক্ষার নিমিত্ত স্বয়ং কৌপীন এবং তদুপরি অরুণবর্ণ বহির্ব্বাস ধারণ করিয়াছিলেন এবং যাঁহার আকৃতি অতিউচ্চ এবং সুমেরুপর্ব্বতের কান্তি-কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে সেবিত অর্থাৎ (যাঁহার গলিত সুবর্ণ-সদৃশ শরীরের শোভা দর্শন করিয়া সুমেরু আপন শরীরের সৌন্দর্য্যত্বাভিমান পরিত্যাগ করিয়া আপন কান্তিদ্বারা যাঁহার শ্রীঅঙ্গের কান্তিকে সেবা করিয়াছে) এবং যিনি এইরূপ বেশ ধারণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্বীয় মধুর নামসমূহ অতি আহ্লাদে গান করিয়া ভক্তের ন্যায় ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন কি পুনর্ব্বার আমার নয়ন-পথ-প্রাপ্ত হইবেন? ৩ ॥ পূর্ব্ব পূর্ব্ব মুনিগণ ভক্তি নিপুণতায়ও যাঁহার সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই এবং শ্রুতিগণ যাঁহাকে অমূল্যরত্নের ন্যায় গোপন করিয়া রাখিয়া-

কৃপালুস্তাং গৌড়ে প্রভুরতিকৃপাভিঃ প্রকটয়ন্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥ ৪ ॥
নিজত্বে গৌড়ীয়ান্ জগতি পরিগৃহ্য প্রভুরিমান্
হরেকৃষ্ণেত্যেবং গণন-বিধিনা কীর্ত্তয়ত ভোঃ ।
ইতিপ্রায়াং শিক্ষাং জনক ইব তেভ্যঃ পরিদিশন্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥ ৫ ॥
পুরঃ পশ্যন্ নীলাচলপতিমুরুপ্রেম-নিবহৈঃ
ক্ষরন্নেত্রাম্ভোভিঃ স্নপতি-নিজদীর্ঘোজ্জ্বল-তনুঃ ।
সদা তিষ্ঠন্ দেশে প্রণয়ি-গরুড়স্তম্ভ-চরমে
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥ ৬ ॥
মুদা দন্তৈর্দষ্ট্বা দ্যুতিবিজিত-বন্ধূ কমধরং
করং কৃত্বা বামং কটি-নিহিতমন্যং পরিলসন্ ।
সমুত্থাপ্য প্রেম্না গণিত-পুলকো নৃত্যকুতুকী
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥ ৭ ॥

ছিলেন এবং উজ্জ্বল প্রেমরস যাঁহার ফল—এমন ভক্তিলতা যিনি গৌড়দেশে অতি কৃপায় বিস্তার করিয়া পরম কৃপালু হইয়াছিলেন, সেই শ্রীশচীনন্দন কি পুনর্ব্বার আমার নয়ন-পথ-প্রাপ্ত হইবেন ? ৪ ॥ যিনি আমার স্মরণ-পথে সর্ব্বদা বিদ্যমান গৌড়ীয়-জনগণকে সংসারের মধ্যে আত্মীয়রূপে স্বীকার করিয়া গণন-বিধিদ্বারা অর্থাৎ সংখ্যা করিয়া তাঁহাদের দ্বারা "হরে কৃষ্ণ" এই প্রকার হরিনাম-কীর্ত্তন করাইয়াছিলেন এবং যিনি গৌড়দেশীয় জনসমূহকে পিতার ন্যায় এইরূপ প্রিয়-শিক্ষা উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন কি পুনর্ব্বার আমার নয়ন-পথ-প্রাপ্ত হইবেন ? ৫ ॥ যিনি প্রণয়ি-গরুড়স্তম্ভের চরমদেশে অর্থাৎ পশ্চাদ্দেশে সর্ব্বদা অবস্থান করত সম্মুখবর্ত্তী নীলাচলপতি শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া মহা-প্রেমাবিষ্ট হইয়া ক্ষরিত নয়ন-নীর-নিকরে স্বকীয় দীর্ঘোজ্জ্বল তনু স্নপিত করিয়া-ছিলেন, সেই শ্রীশচীনন্দন কি পুনর্ব্বার আমার নয়ন-পথ-প্রাপ্ত হইবেন ? ৬ ॥ যে অধরের কান্তিদ্বারা বন্ধূক (রক্তবর্ণ পুষ্প-বিশেষ) পরাজয় প্রাপ্ত হয়, সেই স্বীয় অধরকে দন্তসমূহদ্বারা আবরণ করত স্বীয় বামহস্ত কটিতটে অর্পণ করিয়া যিনি অপর দক্ষিণ-হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক ভঙ্গিদ্বারা চালন করত হর্ষ-সহকারে নর্ত্তন-

সরিত্তীরারামে বিরহ-বিধুরো গোকুলবিধো-
র্নদীমন্যাং কুর্ব্বন্নয়ন-জলধারাবিততিভিঃ ।
মুহুর্মূর্চ্ছাং গচ্ছন্মৃতকমিব বিশ্বং বিরচয়ন্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥ ৮ ॥
শচীসূনোরস্যাষ্টকমিদমভীষ্টং বিরচয়ৎ
সদা দৈন্যোদ্রেকাদতিবিশদ-বুদ্ধিঃ পঠতি যঃ ।
প্রকামং চৈতন্যঃ প্রভুরতি-কৃপাবেশ-বিবশ
পৃথু-প্রেমাম্ভোধৌ প্রথিতরসদে মজ্জয়তি তম্ ॥ ৯ ॥

শ্রীশ্রীশচীনন্দন-বিজয়াষ্টকম্

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতম্]

গদাধর ! যদা পরঃ স কিল কশ্চনালোকিতো
ময়াশ্রিত-গয়াধ্বনা মধুর-মূর্ত্তিরেকস্তদা ।
নবাম্বুদ ইব ব্রুবন্ ধৃত-নবাম্বুদো নেত্রয়ো-
র্লুণ্ঠন্ ভুবি নিরুদ্ধবাগ্ বিজয়তে শচীনন্দনঃ ॥ ১ ॥

কৌতুকবিশিষ্ট হইয়াছিলেন এবং মাথুরবিরহিণী শ্রীরাধার ভাবহেতু যিনি অসংখ্য রোমাঞ্চ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীশচীনন্দন কি পুনর্ব্বার আমার নয়ন-পথ-প্রাপ্ত হইবেন ? ৭ ॥ যিনি নদীর তীরস্থ উপবনে গোকুলবিধুর (কৃষ্ণচন্দ্রের) বিরহে ব্যাকুল হইয়া নয়ন-জলধারাসমূহে অন্য একটী নদী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং যিনি বারম্বার মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইয়া তত্রস্থ জনসমূহকে মৃতকের ন্যায় অচেতন করিয়া-ছিলেন, সেই শ্রীশচীনন্দন কি পুনর্ব্বার আমার নয়ন-পথ-প্রাপ্ত হইবেন ? ৮ ॥ যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ-বুদ্ধি হইয়া দৈন্যাতিশয়-সহকারে স্বীয় অভীষ্টপ্রদ শ্রীশচীনন্দনের এই অষ্টক পাঠ করেন, শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার প্রতি কৃপাবিশিষ্ট হইয়া তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক রসের আস্বাদন-স্বরূপ বিস্তীর্ণ প্রেম-সমুদ্রে নিমগ্ন করেন ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রিয় গদাধরসহ কথোপকথন করিতে করিতে বলিলেন,—"হে গদাধর ! গয়াপথে কোন এক পরমোৎকৃষ্ট অপূর্ব্ব মধুর মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলাম" ; জলদ-গম্ভীর-স্বরে এই কথা বলিবামাত্র যাঁহার নয়ন-যুগল হইতে দরদর ধারে অশ্রু প্রবাহিত হইয়াছিল এবং যিনি তৎক্ষণাৎ ভূপতিত

অলক্ষিতচরীং হরীত্যুদিতমাত্রতঃ কিং দশা-
মসাবতি বুধাগ্রণীরতুল-কম্প-সম্পাদিকাম্ ।
ব্রজন্নহহ! মোদতে ন পুনরত্র শাস্ত্রেষ্বিতি
স্বশিষ্যগণ-বেষ্টিতো বিজয়তে শচীনন্দনঃ ॥ ২ ॥
হহা! কিমিদমুচ্যতে পঠ পঠাত্র কৃষ্ণং মুহু-
র্বিনা তমিহ সাধুতাং দধতি কিং বুধা! ধাতবঃ ।
প্রসিদ্ধ ইহ বর্ণ-সংঘটিত-সম্যগাম্নায়কঃ
স্বনাম্নি যদিতি ব্রুবন্ বিজয়তে শচীনন্দনঃ ॥ ৩ ॥
নবাম্বুজ-দলে যদীক্ষণ-সবর্ণতা-দীর্ঘতে
সদা স্বহৃদি ভাব্যতাং সপদি সাধ্যতাং তৎপদম্ ।
স পাঠয়তি বিস্মিতান্ স্মিতমুখঃ স্বশিষ্যানিতি
প্রতিপ্রকরণং প্রভুর্বিজয়তে শচীনন্দনঃ ॥ ৪ ॥
ক্ব যামি করবাণি কিং ক্ব নু ময়া হরির্লভ্যতাং
তমুদ্দিশতু কঃ সখে! কথয় কঃ প্রপদ্যতে মাম্ ।

হইয়া বাক্‌শক্তি-রহিত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীশচীনন্দন গৌরচন্দ্র জয়যুক্ত হউন ॥ ১ ॥ আহামরি! যিনি অধ্যয়ন-ব্যপদেশে শিষ্যাদির মুখে অথবা অন্য কোনও ছলে 'হরি' এই বর্ণদ্বয় শ্রবণ করিবামাত্র, অনুপম কম্পাদি-যুক্ত কি এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ আনন্দ উপভোগ করিতেন, পরন্তু শাস্ত্রালোচনায় তদ্রূপ করিতেন না, শিষ্যগণ-পরিবেষ্টিত পণ্ডিতাগ্রগণ্য সেই শ্রীশচীনন্দন গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি জয়যুক্ত হউন ॥ ২ ॥ ছাত্রগণ ধাতুপাঠ আরম্ভ করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন, হায়! হায়! বৎসগণ! তোমরা কি বলিতেছ? বারম্বার 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বল। হে বুধগণ! ধাতুসকল 'কৃষ্ণ' বিনা কিরূপে শুদ্ধিলাভ করিবে?" এমন কি, যিনি ক, খ ইত্যাদি বর্ণমালা-দ্বারাও কৃষ্ণনাম উপদেশ করিতেন, সেই শ্রীশচীনন্দন গৌরচন্দ্র জয়যুক্ত হউন ॥ ৩ ॥ "যাঁহার নয়ন-যুগলের বর্ণ ও আয়তন নব-বিকসিত কমলদল-সদৃশ, সেই পদ্মপলাশ-লোচন শ্রীহরির 'পদ' সদা হৃদয়ে চিন্তা কর ও শীঘ্র সেই 'পদ' সাধনা কর, ব্যাকরণের 'পদ' সাধনা করিয়া কি ফল হইবে?"—এইরূপে যিনি হাস্যমুখে বিস্ময়াপন্ন শিষ্যদিগকে অধ্যয়ন করাইতেন,

ইতি দ্রবতি ঘূর্ণতে কলিত-ভক্তকণ্ঠঃ শুচা
সমূর্চ্ছয়তি মাতরং বিজয়তে শচীনন্দনঃ ॥ ৫ ॥
স্মরার্ব্বুদ-দুরাপয়া তনু-রুচিচ্ছটাচ্ছায়য়া
তমঃ কলিতমঃ-কৃতং নিখিলমেব নির্ম্মূলয়ন ।
নৃণাং নয়ন-সৌভগং দিবিষদাং মুখৈস্তারয়ন্
লসন্নধিধরঃ প্রভুর্বিজয়তে শচীনন্দনঃ ॥ ৬ ॥
অয়ং কনক-ভূধরঃ প্রণয়-রত্নমুচ্চৈঃ কিরন্
কৃপাতুরতয়া ব্রজন্নভবদত্র বিশ্বম্ভরঃ ।
যদক্ষি-পথ-সঞ্চরৎ-সুরধুনী-প্রবাহৈর্নিজং
পরঞ্চ জগদার্দ্রয়ন্ বিজয়তে শচীনন্দনঃ ॥ ৭ ॥
গতোঽস্মি মথুরাং মম প্রিয়তমা বিশাখা-সখী
গতা নু বত! কিং দশাং বদ কথং নু বেদানি তাম্ ।
ইতীব স নিজেচ্ছয়া ব্রজপতেঃ সুতঃ প্রাপিত-
স্তদীয়-রস-চর্ব্বণাং বিজয়তে শচীনন্দনঃ ॥ ৮ ॥

সেই শ্রীশচীনন্দন গৌরাঙ্গসুন্দর জয়যুক্ত হউন ॥ ৪ ॥ "হে সখে! কোথায় যাইব? কি করিব? কোথায় গেলে সেই হরিকে পাইব? কে আমাকে তাঁহার সন্ধান বলিয়া দিবে? কে বা আশ্রয় দিবে?"—এইরূপ বলিতে বলিতে যাঁহার চিত্ত দ্রবীভূত হইলে, যিনি ভূমি-লুণ্ঠিত হইতেন এবং কখনও বা শোকভরে ভক্তগণের কণ্ঠ ধারণ করিয়া মাতৃদেবীর সম্যক্ মোহ উৎপাদন করিতেন, সেই শ্রীশচীনন্দন জয়যুক্ত হউন ॥ ৫ ॥ কোটী কোটী কন্দর্পেরও সুদুর্ল্লভ অঙ্গচ্ছটায় যিনি মানবগণের কলিযুগ-জনিত মলিনতা ও অজ্ঞানান্ধকার সম্পূর্ণরূপে দূরীকৃত করিয়াছেন এবং অধর-মাধুর্য্যে যিনি দেবতাগণের নয়নানন্দ প্রদান করিয়াছেন, সেই সমুজ্জ্বল বিশ্বম্ভর শ্রীশচীনন্দন জয়যুক্ত হউন ॥ ৬ ॥ এই যে সোণার পর্ব্বত শ্রীগৌরাঙ্গ অসীম করুণা প্রকাশপূর্ব্বক কোনও বিচার না করিয়া অকাতরে সর্ব্বসাধারণকে প্রেমরত্ন বিতরণ করত নিখিল জগৎ পোষণ করিয়াছিলেন, এ নিমিত্ত যাঁহার নাম 'বিশ্বম্ভর' এবং যিনি নয়নপথ-নিঃসৃত গঙ্গা প্রবাহদ্বারা আপনাকে ও অপরকে—এমন কি, সমস্ত জগৎকে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু জয়যুক্ত হউন ॥ ৭ ॥ "আমি মথুরাপুরে আসিয়াছি, বল বল, আমার

ইদং পঠতি যোঽষ্টকং গুণনিধে! শচীনন্দন!
প্রভো! তব পদাম্বুজে স্ফুরদমন্দ-বিশ্রম্ভবান্ ।
তমুজ্জ্বল-মতিং নিজ-প্রণয়রূপ-বর্গানুগং
বিধায় নিজ-ধামনি দ্রুতমুরীকরুষ্ব স্বয়ম্ ॥ ৯ ॥

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভোরষ্টকম্

(শ্রীস্বরূপ-চরিতামৃতম্)

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতম্]

স্বরূপ! ভবতো ভবত্বয়মিতি স্মিত-স্নিগ্ধয়া
গিরৈব রঘুনাথমুৎপুলকি-গাত্রমুল্লাসয়ন্ ।
রহস্যুপদিশন্নিজ-প্রণয়-গূঢ়-মুদ্রাং স্বয়ং
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ ॥ ১ ॥
স্বরূপ! মম হৃদ্ব্রণং বত! বিবেদ রূপঃ কথং
লিলেখ যদয়ং পঠ ত্বমপি তালত্রেঽক্ষরম্ ।
ইতি প্রণয়-বেল্লিতং বিদধদাশু রূপান্তরং
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ ॥ ২ ॥

প্রিয়তমা বিশাখা এখন কি দশা প্রাপ্ত হইয়াছে? আহা! তাহা আমি কি-প্রকারে জানিতে পারিব?"—এইরূপে যে ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বেচ্ছাক্রমে বিশাখা-বিষয়ক রসাস্বাদন প্রাপ্ত হইতেন, সেই শ্রীশচীনন্দন গৌরসুন্দর জয়যুক্ত হউন ॥ ৮ ॥ হে গুণনিধে! হে প্রভো! হে শ্রীশচীনন্দন! যিনি তোমার পাদপদ্মে প্রগাঢ় শ্রদ্ধাসহকারে এই অষ্টক পাঠ করেন, তুমি স্বয়ং সেই উজ্জ্বলচেতা ভাগ্যবান্ ব্যক্তিকে নিজ-প্রেম-পরিকরের অনুচর করিয়া তোমার স্বধামে স্থান প্রদান করিও ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—"হে স্বরূপ! এই রঘুনাথ তোমার অধিকারে থাকুক"—এই-রূপ সহাস্য-মধুর-বাক্যে রঘুনাথদাসকে যিনি আহ্লাদিত ও পুলকিত-গাত্র করিয়া-ছিলেন এবং যিনি স্বয়ংই নির্জ্জনে নিজ প্রণয়-মহিমার গূঢ় প্রণালী তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে চিরকালের জন্য বিরাজ করুন ॥ ১ ॥ "হে স্বরূপ! রূপ কি-প্রকারে আমার মনোব্যথা অবগত হইল? যেহেতু এই রূপ আমার মনোগত ভাব লিখিয়াছে, তুমিও তালপত্রে লিখিত ঐ

স্বরূপ! পরকীয়-সৎপ্রবর-বস্তু-নাশেচ্ছতাং
দধজ্জন ইহ ত্বয়া পরিচিতো নবেতীক্ষয়ন্ ।
সনাতনমুদিত্য বস্মিতমুখং মহাবিস্মিতং
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ ॥ ৩ ॥
স্বরূপ! হরিনাম যজ্জগদঘোষয়ং তেন কিং
ন বাচয়িতুমপ্যথাশকমিমং শিবানন্দজম্ ।
ইতি স্বপদ-লেহনৈঃ শিশুমচীকরৎ যঃ কবিং
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ ॥ ৪ ॥
স্বরূপ! রসরীতিরম্বুজদৃশাং ব্রজে ভন্যতাং
ঘন-প্রণয়-মানজা শ্রুতিযুগং মমোৎকণ্ঠতে ।
রমা যদিহ মানিনী তদপি লোকয়েতি ব্রুবন্
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ ॥ ৫ ॥
স্বরূপ! রস-মন্দিরং ভবসি মন্মুদামাস্পদং
ত্বমত্র পুরুষোত্তমে ব্রজভুবীব মে বর্ত্তসে ।

শ্লোক পাঠ করত,—এই প্রকারে যিনি কখন প্রেম প্রকাশ, কখন বা আত্মগোপন করেন, সেই মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে চিরকালের জন্য বিরাজ করুন ॥ ২ ॥ "হে স্বরূপ! এখানে পরকীয়া নিত্যসিদ্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্তুনাশে অভিলাষী কোন ব্যক্তি বিরাজ করিতেছে, তুমি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছ কি?"—এইরূপে যিনি মহাবিস্মিত ও আহ্লাদভরে হাস্যযুক্ত, লজ্জায় অবনত-বদন শ্রীসনাতন প্রভুকে প্রদর্শন করান, সেই মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে চিরকাল বিরাজ করুন ॥ ৩ ॥ "হে স্বরূপ! আমি সমগ্র জগদ্বাসীকে হরিনাম উচ্চারণ করাইলাম, কিন্তু ইহাতে আমার কি ফল হইল? কারণ অবশেষে এই শিবানন্দ-পুত্রকে হরিনাম উচ্চারণ করাইতে পারিলাম না,"—এই বলিয়া যিনি আপন চরণ-লেহন করাইয়া সেই শিশুকে কবিশ্রেষ্ঠ করিয়াছেন, সেই মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে চিরকালের জন্য বিরাজ করুন ॥ ৪ ॥ "হে স্বরূপ! ব্রজে কমলাক্ষিগণের গাঢ়-প্রণয়-মান-জনিতা রস-পরিপাটী বর্ণনা কর, আমার কর্ণযুগল শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইতেছে। দেখ, এই প্রণয়-মর্য্যাদা লাভ করিতে না পারিয়া লক্ষ্মী মানিনী হইয়াছেন,"—এইরূপে যিনি স্বরূপ-সমীপে মর্ম্মোদ্ঘাটন

ইতি স্বপরিরম্ভণৈঃ পুলকিনং ব্যধাৎ তঞ্চ যো
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ ॥ ৬ ॥
স্বরূপ! কিমপীক্ষিতং ক্ক নু বিভো! নিশি স্বপ্নতঃ
প্রভো! কথয় কিন্নু তন্নবযুবা বরাম্ভোধরঃ।
ব্যধাৎ কিময়মীক্ষ্যতে কিমু ন হীত্যগাৎ তাং দশাং
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ ॥ ৭ ॥
স্বরূপ! মম নেত্রয়োঃ পুরত এব কৃষ্ণো হস-
ন্নপৈতি ন করগ্রহং বত! দদাতি হা! কিং সখে!
ইতি স্খলতি ধাবতি শ্বসিতি ঘূর্ণতে যঃ সদা
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ ॥ ৮ ॥
স্বরূপ-চরিতামৃতং কিল মহাপ্রভোরষ্টকং
রহস্যতমমদ্ভুতং পঠতি যঃ কৃতী প্রত্যহম্।
স্বরূপ-পরিবারতাং নয়তি তং শচীনন্দনো
ঘন-প্রণয়-মাধুরীং স্বপদয়োঃ সমাস্বাদয়ন্ ॥ ৯ ॥

করেন, সেই মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে চিরকালের জন্য বিরাজ করুন ॥ ৫ ॥ "হে স্বরূপ! তুমি আমার প্রিয়পাত্র এবং রস-মন্দির-স্বরূপ। তুমি এই শ্রীপুরুষোত্তমে অবস্থান করাতে এই শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রকেও আমার শ্রীবৃন্দাবন বলিয়া প্রতীতি হইতেছে,"—এই বলিয়া সাগ্রহে কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে যিনি পুলকিত করিয়াছেন, সেই মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে চিরকালের জন্য বিরাজ করুন ॥ ৬ ॥ "হে স্বরূপ! আমি কি দেখিলাম?" স্বরূপ বলিলেন,—হে প্রভো! কখন দেখিলেন? প্রভু বলিলেন,—রাত্রিতে স্বপ্নযোগে। স্বরূপ বলিলেন,—প্রভো! কি-প্রকার সে? প্রভু বলিলেন,—নবীন-নীরদ-সদৃশ তরুণ যুবা। স্বরূপ বলিলেন,—তিনি কি করিতেছিলেন? আর কি তাঁহার দর্শন পাওয়া যাইবে? প্রভু বলিলেন,—আর দর্শন পাওয়া যাইবে না।—এই বলিয়া যিনি শোকভরে অপূর্ব্ব দশাপ্রাপ্ত হয়েন, সেই শ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে চির-কালের জন্য বিরাজ করুন ॥ ৭ ॥ "হে স্বরূপ! আমার নয়ন-সম্মুখে কৃষ্ণ হাস্য করিয়া পলায়ন করিলেন, ধরা দিলেন না। হায় হায় সখে! কি উপায় হইবে?"—এই বলিয়া যিনি সর্ব্বদা ভূপতিত হয়েন, ইতস্ততঃ ধাবিত হন, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করেন, কখনও বা ঘূর্ণিত হন, সেই মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে চিরকালের জন্য বিরাজ করুন ॥ ৮ ॥ যিনি এই অদ্ভুত রহস্যতম স্বরূপ-চরিতামৃত-নামক শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টক পাঠ করিবেন, শ্রীশচীনন্দন মহাপ্রভু তাঁহাকে গাঢ় প্রেমের মাধুর্য্য আস্বাদন করাইয়া শ্রীস্বরূপের পরিকর রূপে গ্রহণ করিবেন ॥ ৯ ॥

শ্রীগৌর-গদাধরাষ্টকম্

[শ্রীমদচ্যুতানন্দ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

ক্ষিতৌ লুঠদ্গৌর-কলেবরাভ্যাং, সদা মহাপ্রেম-বিলাসকাভ্যাম্।
সমুদ্রতীরে নট-নাগরাভ্যাং, নমোঽস্তু মে গৌর-গদাধরাভ্যাম্ ॥ ১ ॥
হাহা ক্ব রাধেতি মুহুঃ স্থিতাভ্যাং, শ্রীরাধিকাকৃষ্ণ-বপুর্ধরাভ্যাম্।
আনন্দ-লীলারস-রঞ্জিতাভ্যাং, নমোঽস্তু মে গৌর-গদাধরাভ্যাম্ ॥ ২ ॥
অদ্বৈত-চিন্তাহর-সম্ভবাভ্যাং, সদা ভবানন্দ-মনোহরাভ্যাম্।
অচিন্ত্য-লীলা-পরিপূরিতাভ্যাং, নমোঽস্তু মে গৌর-গদাধরাভ্যাম্ ॥ ৩ ॥
জীবৈক-নিস্তার-ধৃতব্রতাভ্যাং, শ্রীকৃষ্ণনাম্না-জন-তারকাভ্যাম্।
হরে হরে কৃষ্ণ মুখাম্বুজাভ্যাং, নমোঽস্তু মে গৌর-গদাধরাভ্যাম্ ॥ ৪ ॥
অশেষ-দুঃখাময়-ভেষজাভ্যাং, কিরীট-কেয়ূর-বিভূষিতাভ্যাম্।
গ্রৈবেয়-মালা-মণি-রঞ্জিতাভ্যাং, নমোঽস্তু মে গৌর-গদাধরাভ্যাম্ ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—গৌর-কলেবরদ্বয় যাঁহারা সর্ব্বদা মহাপ্রেমবিলাসে ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতেন, সমুদ্রতীরে শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন-গান-নর্ত্তনপর যাঁহারা ব্রজের নাগর-নাগরী, সেই শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর প্রভুকে আমার অনন্ত নমস্কার ॥ ১ ॥ আনন্দঘন-লীলারসে রঞ্জিত যাঁহারা, 'হা রাধে হা কৃষ্ণ তোমরা কোথায়?'—এই বলিয়া পুনঃ পুনঃ অত্যন্ত ভাবাবিষ্ট হইতেন, সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহাভিন্ন শ্রীগৌর-গদাধর প্রভুদ্বয়কে আমার অশেষ প্রণাম ॥ ২ ॥ "কলিহত জীবগণ কিরূপে উদ্ধার লাভ করিবে"—শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর এরূপ দুশ্চিন্তা হরণ করিতে যাঁহারা আবির্ভূত, সর্ব্বদা প্রেমানন্দময়, মনোহর, অচিন্ত্য-লীলা পরিপূরণকারী শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর প্রভুদ্বয়কে আমার অসংখ্য প্রণতি ॥ ৩ ॥ জীবোদ্ধার-ব্রতাবলম্বী যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-নামদ্বারা কৃষ্ণবিমুখজন-তারণে রত, শ্রীমুখপদ্মে সদা 'হরে কৃষ্ণ'—মহামন্ত্র সঙ্কীর্ত্তনরত, সেই শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর প্রভুদ্বয়ের শ্রীচরণকমলে আমার নমস্কার ॥ ৪ ॥ যাঁহারা অশেষ ভব-যন্ত্রণার

শ্রীবৎস-রোমাবলি-রঞ্জিতাভ্যাং, বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভ-ভূষিতাভ্যাম্ ।
ত্রৈলোক্য-সম্মোহন-সুন্দরাভ্যাং, নমোঽস্তু মে গৌর-গদাধরাভ্যাম্ ॥ ৬ ॥
স্ফুরচ্চলৎ-কাঞ্চন-কুণ্ডলাভ্যাং, সদাষ্টভাবৈঃ পরিশোভিতাভ্যাম্ ।
স্বেদাশ্রু-কম্পাদি-বিভূষিতাভ্যাং, নমোঽস্তু মে গৌর-গদাধরাভ্যাম্ ॥৭ ॥
শ্রীমচ্ছিবানন্দ-মনোরথাভ্যাং, সদা সুখানন্দ-রস-স্ফুরাভ্যাম্ ।
মদীয়-সর্ব্বস্ব-পদাম্বুজাভ্যাং, নমোঽস্তু মে গৌর-গদাধরাভ্যাম্ ॥ ৮ ॥
পঠন্তি যে গৌর-গদাধরাষ্টকং, পদ্যং লভন্তে ব্রজযুগ্ম-পাদম্ ।
অদ্বৈত-পুত্রেণ ময়োক্তমেত-, ন্নাম্নাচ্যুতানন্দ-জনেন ধীমতা ॥ ৯ ॥

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্র-ভজনোপদেশঃ

[শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-ঠক্কুর-কৃতঃ]

যদি তে হরি পাদসরোজ-সুধা-, রসপানপরং হৃদয়ং সততম্ ।
পরিহৃত্য গৃহং কলিভাবময়ং, ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জ-বিধুম্ ॥ ১ ॥
ধন-যৌবন-জীবন-রাজ্যসুখং, ন হি নিত্যমনুক্ষণ-নাশপরম্ ।
ত্যজ গ্রাম্যকথা-সকলং বিফলং, ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জ-বিধুম্ ॥ ২ ॥

সুচিকিৎসক, কিরীট-কেয়ূর-বিভূষিত ও গলদেশে মণিখচিত মালা-শোভিত শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর প্রভুদ্বয়ের পদারবিন্দে আমার অনন্ত প্রণাম ॥ ৫ ॥ রোমাবলী-শোভান্বিত বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভযুক্ত, ত্রিলোক-সম্মোহনকর সৌন্দর্য্যকন্দ সেই শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর প্রভুদ্বয়ের শ্রীচরণে আমার প্রণতি ॥ ৬ ॥ যাঁহারা দীপ্যমান চঞ্চল স্বর্ণ-কুণ্ডলে সুশোভিত, স্বেদ-অশ্রু-কম্পাদি অষ্ট-সাত্ত্বিকভাবে পরিশোভিত, সেই শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর প্রভুদ্বয়ের শ্রীপদকমলে আমার পুনঃ পুনঃ প্রণাম ॥৭॥ শ্রীশিবানন্দ প্রভুর মনোরথে অধিষ্ঠিত, সর্ব্বদা চিৎসুখানন্দাত্মক রসে দেদীপ্যমান সেই আমার প্রাণসর্ব্বস্ব পদকমলযুগল শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর প্রভুদ্বয়কে আমার অসংখ্য দণ্ডবন্নতি ॥ ৮ ॥ শ্রীঅচ্যুতানন্দ-নামক শ্রীল অদ্বৈততনয়-কৃত এই গৌর-গদাধরাষ্টক যিনি পাঠ করেন, তিনি ব্রজযুবদ্বন্দ্ব-পাদপদ্ম লাভ করেন ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—যদি তোমার চিত্ত নিরন্তর হরিপাদপদ্মবিনিঃসৃত সুধারসপানে তৎপর হইয়া থাকে, তবে কলিভাবময় গৃহ (সংসারাসক্তি) পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুর (গোদ্রুমস্থ স্বানন্দসুখদকুঞ্জের চন্দ্রস্বরূপ অর্থাৎ

রমণীজন-সঙ্গসুখঞ্চ সখে, চরমে ভয়দং পুরুষার্থহরম্ ।
হরিনাম-সুধারস-মত্তমতি-, র্ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জ-বিধুম্ ॥ ৩ ॥
জড়কাব্যরসো ন হি কাব্যরসঃ, কলিপাবন-গৌররসো হি রসঃ ।
অলমন্য-কথাদ্যনুশীলনয়া, ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জ-বিধুম্ ॥ ৪ ॥
বৃষভানু-সুতান্বিত-বামতনুং, যমুনাতট-নাগর-নন্দসুতম্ ।
মুরলীকল-গীতবিনোদপরং, ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জ-বিধুম্ ॥ ৫ ॥
হরিকীর্ত্তন-মধ্যগতং স্বজনৈঃ, পরিবেষ্টিত-জাম্বুনদাভ-হরিম্ ।
নিজ-গৌড়-জনৈক-কৃপাজলধিং, ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জ-বিধুম্ ॥ ৬ ॥
গিরিরাজসুতা-পরিবীতগৃহং, নবখণ্ডপতিং যতি-চিত্তহরম্ ।
সুরসঙ্ঘনুতং প্রিয়য়া সহিতং, ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জ-বিধুম্ ॥ ৭ ॥
কলিকুক্কুর-মুদ্গর-ভাবধরং, হরিনাম-মহৌষধ-দানপরম্ ।
পতিতার্ত্ত-দয়ার্দ্র-সুমূর্ত্তিধরং, ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জ-বিধুম্ ॥ ৮ ॥
রিপু-বান্ধব-ভেদবিহীন-দয়া, যদভীক্ষ্ণমুদেতি মুখাব্জ-ততৌ ।
তমকৃষ্ণমিহ ব্রজরাজসুতং, ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জ-বিধুম্ ॥ ৯ ॥

কুঞ্জবিহারীর) ভজন কর ॥ ১ ॥ ধন, যৌবন, জীবন, রাজ্যসুখ—এই সব নিত্য নয়; প্রতি মুহূর্ত্তে বিনাশশীল । বৃথা গ্রাম্যকথা-সকল ত্যাগ কর, শ্রীগোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুর ভজন কর ॥ ২ ॥ হে সখে! রমণীজন-সঙ্গসুখ পুরুষার্থবিনাশকর ও চরমে ভয়দ । সুতরাং তাহা পরিত্যাগ করত হরিনামামৃত-রসপানে মত্ত হইয়া শ্রীগোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুর ভজন কর ॥ ৩ ॥ জড় কাব্যরস প্রকৃত কাব্যরস নহে। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের লীলারসই প্রকৃত রস । সুতরাং কৃষ্ণেতর কথার অনুশীলন ছাড়িয়া শ্রীগোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুর ভজন কর ॥ ৪ ॥ বামে শ্রীবৃষভানুসুতাযুত, যমুনাতটনাগর, মুরলী-কল-গীতবিনোদপর, নন্দসুত শ্রীগোদ্রুম-কাননকুঞ্জবিধুর ভজন কর ॥ ৫ ॥ হরিকীর্ত্তন মধ্যগত, স্বপার্ষদগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত, নিজানুগত গৌড়জনপ্রতি কৃপার সমুদ্র কনকসদৃশ, কান্তিবিশিষ্ট যে হরি, সেই শ্রীগোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুর ভজন কর ॥ ৬ ॥ যাহার ভবন গিরিরাজসুতা গঙ্গাকর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত, যিনি নবসংখ্যক দ্বীপের অধিপতি, যতিগণের চিত্তহারী, দেবগণের দ্বারা পূজিত, প্রিয়ার সহিত সেই শ্রীগোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুর ভজন কর ॥ ৭ ॥ কলিকুক্কুরের বিনাশের জন্য মুদ্গারসদৃশ হরিনামৌষধি-দানতৎপর,

ইহ চোপনিষৎ-পরিগীতবিভু-, র্দ্বিজরাজসুতঃ পুরটাভ-হরিঃ ।
নিজধামনি খেলতি বন্ধুযুতো, ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জ-বিধুম্ ॥ ১০ ॥
অবতারবরং পরিপূর্ণকলং, পরতত্ত্বমিহাত্ম-বিলাসময়ম্ ।
ব্রজধাম-রসাম্বুধি-গুপ্তরসং, ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জ-বিধুম্ ॥ ১১ ॥
শ্রুতি-বর্ণ-ধনাদি ন যস্য কৃপা-, জননে বলবদ্ভজনেন বিনা ।
তমহৈতুক-ভাবপথা হি সখে, ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জ-বিধুম্ ॥ ১২ ॥
অপি নক্রগতৌ হ্রদমধ্যগতং, কমমোচয়দার্ত্তজনং তমজম্ ।
অবিচিন্ত্যবলং শিব-কল্পতরুং, ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জ-বিধুম্ ॥ ১৩ ॥
সুরভীন্দ্রতপঃ-পরিতুষ্টমনা, বরবর্ণধরো হরিরাবিরভূৎ ।
তমজস্র-সুখং মুনিধৈর্য্যহরং, ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জ-বিধুম্ ॥ ১৪ ॥

পতিত ও আর্ত্তের প্রতি দয়ার্দ্র শোভনীয়-বিগ্রহ শ্রীগোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুর ভজন কর ॥ ৮ ॥ যাঁহার শ্রীমুখাব্জ শত্রুমিত্র সকলের প্রতি নিরন্তর সমানভাবে দয়া প্রকাশ করিতেছে, যিনি (ইহ) কলিযুগে অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌরাঙ্গ সেই ব্রজরাজসুত শ্রীগোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুর ভজন কর ॥ ৯ ॥ দ্বিজরাজসুত, শতপুটিত স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণ যে হরি উপনিষৎ-কর্ত্তৃক (ইহ) কলিযুগে অবতার বলিয়া পরিগীত, যিনি স্বপার্ষদগণ-কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া নিজধামে (নবখণ্ডাত্মক দ্বীপে) নিত্য ক্রীড়া করেন, সেই শ্রীগোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুর ভজন কর ॥ ১০ ॥ যিনি অবতারী, ষোলকলায় পরিপূর্ণ অথবা যাবতীয় অংশাবতারগণকে ক্রোড়ীভূত করিয়া অবতীর্ণ পরতত্ত্ব, আত্মারাম ও ব্রজধাম রসসমুদ্রের গুপ্তরস, সেই শ্রীগোদ্রুমকাননকুঞ্জ-বিধুকে ভজন কর ॥ ১১ ॥ ভজন ব্যতীত জন্মৈশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রী প্রভৃতির দ্বারা যাঁহার কৃপা পাওয়া যায় না, হে সখে! অহৈতুকভাবে সেই শ্রীগোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুকে ভজন কর ॥ ১২ ॥ যিনি নক্রশরীরপ্রাপ্ত হ্রদমধ্যগত আর্ত্তজনকে অনায়াসে মোচন করিয়াছিলেন, সেই অবিচিন্ত্য-শক্তিমান্, প্রেমকল্পতরু, অজ শ্রীগোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুকে ভজন কর ★॥ ১৩ ॥ সুরভী ও ইন্দ্রের তপস্যাদ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া যে উজ্জ্বলাঙ্গ হরি প্রকট হইয়াছিলেন, সেই অজস্রসুখসাগর, মুনিধৈর্য্যহারী

★ শ্রীমন্মহাপ্রভু একদা গোদ্রুমদ্বীপে গোরাদহে উপনীত হন। কোন ঋষির অভিশাপবশতঃ নক্রশরীরপ্রাপ্ত এক দেবশিশু শ্রীগৌরহরির পাদস্পর্শে শাপমুক্ত হন।—শ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত

অভিলাষচয়ং তদভেদধিয়-, মশুভঞ্চ শুভং ত্যজ সর্ব্বমিদম্ ।
অনুকূলতয়া প্রিয়সেবনয়া, ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জ-বিধুম্ ॥ ১৫ ॥
হরিসেবক-সেবন-ধর্ম্মপরো, হরিনাম-রসামৃত-পানরতঃ ।
নতি-দৈন্য-দয়াপর-মানযুতো, ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জ-বিধুম্ ॥ ১৬ ॥
বদ যাদব মাধব কৃষ্ণ হরে, বদ রাম জনার্দ্দন কেশব হে ।
বৃষভানুসুতা-প্রিয়নাথ সদা, ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জ-বিধুম্ ॥ ১৭ ॥
বদ যামুনতীর-বনাদ্রিপতে, বদ গোকুলকানন-পুঞ্জরবে ।
বদ রাসরসায়ন গৌরহরে, ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জ-বিধুম্ ॥ ১৮ ॥
চল গৌরবনং নবখণ্ডময়ং, পঠ গৌরহরেশ্চরিতানি মুদা ।
লুঠ গৌরপদাঙ্কিত-গাঙ্গতটং, ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জ-বিধুম্ ॥ ১৯ ॥
স্মর গৌর-গদাধর-কেলিকলাং, ভব গৌর-গদাধর-পক্ষচরঃ ।
শৃণু গীর-গদাধর-চারুকথাং, ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জ-বিধুম্ ॥ ২০ ॥

শ্রীমন্নবদ্বীপ-স্তোত্রম্

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

শ্রীগৌড়দেশে সুর-দীর্ঘিকায়াস্তীরেঽতি-রম্যে ইহ পুণ্যময্যাঃ ।
লসন্তমানন্দভরেণ নিত্যং তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥ ১ ॥

শ্রীগোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুকে ভজন কর ॥ ১৪ ॥ ('আমি ব্রহ্ম' এই) অভেদবুদ্ধি, অন্যাভিলাষচয় ও শুভাশুভ (কর্ম্ম) সকল ত্যাগ করিয়া অনুকূলভাবে প্রীতির সহিত শ্রীগোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুকে ভজন কর ॥ ১৫ ॥ হরিসেবক-সেবাপরায়ণ, হরিনামামৃত-পানরত, এবং নতি-দৈন্য-দয়াযুক্ত ও মানদ হইয়া শ্রীগোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুকে ভজন কর ॥ ১৬ ॥ হে যাদব! হে মাধব! হে কৃষ্ণ! হে হরে! হে রাম! হে জনার্দ্দন! হে কেশব! হে বৃষভানুসুতা-প্রিয়নাথ!—এইরূপ সর্ব্বক্ষণ বলিয়া শ্রীগোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুকে ভজন কর ॥ ১৭ ॥ হে যমুনাতীরবনাদ্রিপতি! হে গোকুলকানন কুঞ্জরবি! হে রাস-রসায়ন গৌরহরি!—এইরূপ সর্ব্বক্ষণ বলিয়া শ্রীগোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুকে ভজন কর ॥ ১৮ ॥ নবখণ্ডময় গৌরবনে বিচরণ, গৌরহরির লীলাকথা আনন্দের সহিত পাঠ, গৌরপদাঙ্কিত গঙ্গাতীরে শরীরকে লুণ্ঠিত করিয়া শ্রীগোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুকে ভজন কর ॥ ১৯ ॥ গৌরগদাধর-

যস্মৈ পরব্যোম বদন্তি কেচিৎ কেচিচ্চ গোলোক ইতীরয়ন্তি ।
বদন্তি বৃন্দাবনমেব তজজ্ঞাস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥ ২ ॥
যঃ সর্ব্ব দিক্ষু স্ফুরিতৈঃ সুশীতৈর্নানাদ্রুমৈঃ সু-পবনৈঃ পরিতঃ ।
শ্রীগৌর-মধ্যাহ্ন-বিহার পাত্রৈস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥ ৩ ॥
শ্রীস্বর্ণদী যত্র বিহার-ভূমিঃ সুবর্ণ-সোপান-নিবদ্ধ-তীরা ।
ব্যাপ্তোর্ম্মিভি-র্গৌরবগাহ-রূপৈস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥ ৪ ॥
মহান্ত্যনন্তাণি গৃহাণি যত্র স্ফুরন্তি হৈমানি মনোহরাণি ।
প্রত্যালয়ং যং শ্রয়তে সদা শ্রীস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥ ৫ ॥
বিদ্যা-দয়া-ক্ষান্তি-মখৈঃ সমস্তৈঃ সদ্ভির্গুণৈর্যত্র জনাঃ প্রপন্নাঃ ।
সংস্তূয়মানা ঋষি-দেব-সিদ্ধৈস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥ ৬ ॥
যস্যান্তরে মিশ্রপুরন্দরস্য স্বানন্দ-গম্যৈকপদং নিবাসঃ ।
শ্রীগৌর-জন্মাদিক-লীলয়াঢ্যস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥ ৭ ॥

কেলিকলা স্মরণ, গৌরগদাধরের পক্ষপাতিত্ব গ্রহণ ও গৌরগদাধরের চারু-কথা শ্রবণ-মুখে শ্রীগোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুকে ভজন কর ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—শ্রীগৌড়দেশে পুণ্যময়ী ভাগীরথীর সুরম্য-তটে অবস্থিত নিরন্তর আনন্দভরে বিরাজমান শ্রীনবদ্বীপ-ধামকে স্মরণ করিতেছি ॥ ১ ॥ যাহাকে কেহ কেহ 'পরব্যোম', কেহ কেহ, 'গোলোক' এবং তত্ত্বজ্ঞগণ 'বৃন্দাবন' বলিয়া জানেন, সেই শ্রীনবদ্বীপধামকে স্মরণ করিতেছি ॥ ২ ॥ যে-স্থান নিরন্তর চতুর্দ্দিকে প্রকাশমান সুখময় সুশীতল পবন-পরিচালিত নানা-বৃক্ষে শোভিত থাকিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের মধ্যাহ্ন-বিহারে সুযোগ দান করে, সেই শ্রীনবদ্বীপধামকে স্মরণ করি ॥ ৩ ॥ যেখানে ভাগীরথী তরঙ্গ-ব্যাপ্ত হইয়া বিহার করিতেছেন এবং তাহার তীরদেশ সুবর্ণের সোপান (সিঁড়ি) সমূহে আবদ্ধ রহিয়াছে, সেই শ্রীনবদ্বীপধামকে স্মরণ করিতেছি ॥ ৪ ॥ যেখানে সুবর্ণময় অসংখ্য শ্রেষ্ঠগৃহ বর্ত্তমান এবং লক্ষ্মীদেবী যেখানে প্রতিগৃহে অধিষ্ঠিতা, সেই শ্রীনবদ্বীপধামকে স্মরণ করিতেছি ॥৫॥ যেখানে লোকসকল বিদ্যা, দয়া, ক্ষমা, যজ্ঞ প্রভৃতি সমস্ত সদ্গুণে বিভূষিত, ঋষি, দেবতা, সিদ্ধগণও যাঁহাকে স্তুতি করেন, সেই শ্রীনবদ্বীপধামকে স্মরণ করিতেছি ॥ ৬ ॥ যাঁহার মধ্যে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মাদি-লীলা সম্পন্ন হয় এবং একমাত্র স্বানন্দ-লভ্য শ্রীপুরন্দর মিশ্রের গৃহ বর্ত্তমান, সেই শ্রীনবদ্বীপধামকে স্মরণ করিতেছি ॥৭॥

গৌরো ভ্রমন্ যত্র হরিঃ স্বভক্তৈঃ সঙ্কীর্ত্তন-প্রেমভরেণ সর্ব্বম্ ।
নিমজ্জয়ত্যুজ্জ্বল-ভাব-সিন্ধৌ তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥ ৮ ॥
এতন্নবদ্বীপ বিচিন্ত্যনাঢ্যং পদ্যাষ্টকং প্রীতমনাঃ পঠেদ্ যঃ ।
শ্রীমচ্ছচীনন্দন-পাদপদ্মে সুদুর্ল্লভং প্রেমমবাপ্নুয়াৎ সঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীমন্নবদ্বীপধাম-বন্দনা

[শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-ঠক্কুর-বিরচিতা]

শ্রুতিশ্ছান্দোগ্যাখ্যা বদতি পরমং ব্রহ্মপুরকং
স্মৃতির্বৈকুণ্ঠাখ্যং বদতি কিল যদ্বিষ্ণু-সদনম্ ।
সিতদ্বীপঞ্চান্যে বিরল-রসিকোহয়ং ব্রজবনং
নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দ-নিলয়ম্ ॥ ১ ॥
যদেকাংশে ব্রহ্মা নিজকুচরিতাৎ মোহজনিতাৎ
কৃপাসিন্ধু-গৌরং সততমনুতপ্তঃ সমভজৎ ।
প্রভুস্তস্মৈ গূঢ়াং নিজহৃদয়বাঞ্ছাং সমবদৎ
নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দ-নিলয়ম্ ॥ ২ ॥
যদেকাংশে গৌরী গিরিবরসুতা বিশ্বজননী
শচীসূনোর্দৃষ্ট্বা ভজনবিষয়ং রূপমতুলম্ ।

শ্রীগৌরহরি ভক্তগণসহ যেখানে ভ্রমণ করত সঙ্কীর্ত্তন-প্রেমভরে সকলকে উজ্জ্বল-ভাব-সমুদ্রে নিমগ্ন করিয়াছিলেন, সেই শ্রীনবদ্বীপধামকে স্মরণ করিতেছি ॥ ৮ ॥ যিনি প্রীতমনে এই নবদ্বীপধামের সুচিন্তা-পূর্ণ পদ্যাষ্টক পাঠ করেন, তিনি শ্রীশচীনন্দন গৌরহরির পাদপদ্মে সুদুর্ল্লভ প্রেম লাভ করেন ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—ছান্দোগ্য উপনিষদে যাঁহা 'পরব্রহ্মপুর'-নামে উক্ত, 'স্মৃতি' যাঁহাকে 'বিষ্ণুসদন-বৈকুণ্ঠ' বলিয়া কীর্ত্তন করেন, অপরাপর মহাজনগণ যাঁহাকে 'শ্বেতদ্বীপ' এবং বিরল-রসিক-ভক্ত যাঁহাকে 'ব্রজবন'-নামে অভিহিত করেন, ইহলোকে সেই পরমানন্দ-নিলয় শ্রীনবদ্বীপধামকে বন্দনা করি ॥ ১ ॥ ব্রহ্মা মোহবশতঃ স্বভাব-বিপর্য্যয়হেতু শ্রীকৃষ্ণের গোবৎস-হরণ করিয়াছিলেন। পশ্চাৎ তাঁহার মোহভঙ্গ হইলে সতত অনুতপ্ত হইয়া যাঁহার একাংশে (অন্তর্দ্বীপে) অবস্থানপূর্ব্বক কৃপাসিন্ধু শ্রীগৌরচন্দ্রকে ভজনা করিয়াছিলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু

স্বসীমন্তে প্রাদাৎ প্রভুচরণরেণুং ভগবতী
নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দ-নিলয়ম্ ॥ ৩ ॥
যদেকাংশে বজ্রী নিজকুমতিতপ্তঃ সসুরভিং
সমাশ্রিত্য প্রেম্না দ্রুমতলসমীপে হরিপদম্ ।
ভজন্ সাক্ষাদ্ গৌরাদ্ বরমতিশুভং প্রাপ বিবুধো
নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দ-নিলয়ম্ ॥ ৪ ॥
যদেকাংশে সপ্তর্ষিগণভজনাকৃষ্টহৃদয়ঃ
অহো! গৌরঃ সার্দ্ধপ্রহরসময়ে প্রাদুরভবৎ ।
বরং তেভ্যঃ প্রাদাচ্চরম-সময়ে যদ্ধিতকরং
নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দ-নিলয়ম্ ॥ ৫ ॥
যদেকাংশে কশ্চিদ্দ্বিজকুলপতিঃ পুষ্করমতিঃ
স্ববার্দ্ধক্যাত্তীর্থভ্রমণ-বিষয়ে শক্তিরহিতঃ ।

তাঁহাকে দর্শনদান করত স্বীয় হৃদয়ের গূঢ়-বাঞ্ছা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, সেই পরমানন্দালয় শ্রীনবদ্বীপধামকে বন্দনা করি ॥ ২ ॥ গিরিবরকন্যা বিশ্বজননী-গৌরী দেবমহেশ্বরের উপদেশে যাঁহার একাংশে (সীমন্তদ্বীপে) শ্রীগৌরাঙ্গভজনে নিযুক্ত হইয়া অতুলরূপবিশিষ্ট পরমভজনীয় বস্তু শ্রীশচীনন্দনের দর্শন-লাভ করিলে ভগবতী স্বীয় সীমন্তে (সিঁথিতে) প্রভুর শ্রীচরণরেণু ধারণ করিয়া-ছিলেন, পরমানন্দ-নিলয় সেই শ্রীনবদ্বীপধামকে আমি সতত বন্দনা করি ॥৩॥ স্বীয় দুর্ম্মতিবশতঃ গোকুলবাসিগণের প্রতি অন্যায় আচরণ করায় অনুতপ্ত বজ্রপাণি-ইন্দ্র গোমাতা-সুরভির আশ্রয়ে যাঁহার একাংশে (গোদ্রুমদ্বীপে) বৃক্ষতলে অত্যন্ত প্রীতিপূর্ব্বক শ্রীহরিপদ-ভজন করিয়া সাক্ষাৎ শ্রীগৌরচন্দ্র হইতে অতিশুভ বর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আমি সেই পরমানন্দ-নিলয় শ্রীনবদ্বীপধামকে ভজনা করি ॥ ৪ ॥ অহো! যাঁহার একদেশে (মধ্যদ্বীপে) সপ্ত-ঋষিগণ পিতৃদেব ব্রহ্মার উপদেশে শ্রীগৌরনাম-রূপ-গুণ-গানে রত হইলে শ্রীগৌরচন্দ্র আকৃষ্ট হইয়া মধ্যাহ্ন-সময়ে তথায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে পরম-হিতকর ভজনোপদেশ এবং তাঁহার প্রকট-লীলায় নাম-সঙ্কীর্ত্তন দর্শনের বর প্রদান করিয়া-ছিলেন, আমি সেই পরমানন্দ-নিলয় শ্রীনবদ্বীপধামকে নিরন্তর বন্দনা করি ॥৫॥ যাঁহার একস্থানে (ব্রাহ্মণপুষ্কর-নামক ক্ষেত্রে) অবস্থানরত কোন এক (দিবদাস-

দদর্শাগ্রে তীর্থং পরমশুভদং পুষ্করমপি
নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দ-নিলয়ম্ ॥ ৬ ॥
যদেকাংশে কোলাকৃতিধৃগতিচিত্রং মখপতিঃ
স্বভক্তায় প্রীত্যা রতিমতিবিশুদ্ধাং ত্রিভুবনে ।
দদৌ শ্রীগৌরাঙ্গে স্বভজন-বলাকৃষ্ট-হৃদয়ো
নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দ-নিলয়ম্ ॥ ৭ ॥
যদেকাংশে কুঞ্জে নিজবলবৃতোঽয়ং ঋতুপতিঃ
নটন্তং চৈতন্যং স্বগণপরিযুক্তং সমভজৎ ।
লতা-গুল্মাকীর্ণে ফল-কুসুম-ভার-প্রণমিতে
নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দ-নিলয়ম্ ॥ ৮ ॥
যদেকাংশে জহ্নুর্ভজনসময়ে শুভ্রসলিলাং
সমায়াতাং দৃষ্ট্বা প্রতিকূল-তরঙ্গাং সমপিবৎ ।
অমুঞ্চত্তাং ভক্ত্যা পুনরপি মুনির্জহ্নুতনয়াং
নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দ-নিলয়ম্ ॥ ৯ ॥

নামক) ব্রাহ্মণ পুষ্করতীর্থ দর্শনে মনস্থ করিলেও বার্দ্ধক্যহেতু তীর্থভ্রমণে অসমর্থ হওয়ায় পরম-শুভদ উক্ত তীর্থ তৎসম্মুখে দর্শনদান করিয়া শ্রীনবদ্বীপধামের সর্ব্বতীর্থময়ত্ব ঘোষণা করেন, পরমানন্দময় সেই শ্রীনবদ্বীপধামকে আমি সদা বন্দনা করি ॥ ৬ ॥ যাঁহার একস্থানে (কোলদ্বীপে) অত্যদ্ভুত কোল (বরাহ)-রূপধারী যজ্ঞপতি ভগবান্ বিষ্ণু নিজপ্রতি বিপ্রের ভজনে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সেই একান্ত ভক্তকে প্রীতিসহকারে শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণে অতিবিশুদ্ধ মতি প্রদান করিয়াছিলেন, ত্রিভুবন-মধ্যে পরমানন্দময় সেই শ্রীনবদ্বীপধামকে আমি সর্ব্বদা বন্দনা করি ॥ ৭ ॥ যে স্থানে (ঋতুদ্বীপে) ঋতুরাজ বসন্ত নিজ প্রজারূপ ঋতুসকল-সহ ফলফুলভারে প্রণত লতাগুল্মাকীর্ণ কুঞ্জে নৃত্যরত সপার্ষদ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুকে সদা সেবা করেন, সেই পরমানন্দ-নিলয় শ্রীনবদ্বীপধামকে আমি নিত্য বন্দনা করি ॥ ৮ ॥ যাঁহার একভাগে (জহ্নুদ্বীপে) একসময় সমাগতা শুভ্রসলিলা শ্রীভাগীরথীর তরঙ্গের প্রতিকূল ব্যবহারে রুষ্ট হইয়া ভজনরত শ্রীজহ্নুমুনি গণ্ডূষে তাঁহা পান করিয়াছিলেন, পুনরায় ভগীরথের ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া মুনি জহ্নুতনয়া অর্থাৎ গঙ্গাকে মোচন করেন, পরমানন্দালয় সেই

যদেকাংশে রামো দশরথসুতো লক্ষ্মণযুতঃ
পুরা সীতা-সার্দ্ধং কতিপয়দিনং গাঙ্গপুলিনে ।
অবাৎসীত্ত্রেতায়াং মুনিনিকরো মোদদ্রুমতলে
নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দ-নিলয়ম্ ॥ ১০ ॥
যদেকাংশে নারায়ণমপি পরং নারদমুনি-
র্দদর্শায় সাক্ষাৎ সকলভজনীয়ং সুরবরম্ ।
অপশ্যত্তং পশ্চাৎ পরমপুরুষং গৌরবপুষং
নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দ-নিলয়ম্ ॥ ১১ ॥
যদেকাংশে পার্থো দ্রুপদ-তনয়া-সেবিতপদঃ
অবাৎসীৎ সভ্রাতঃ কতিপয়দিনং গৌরকৃপয়া ।
মহারণ্যে পুণ্যে মুনিনিকরসেব্যে হরিসখঃ
নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দ-নিলয়ম্ ॥ ১২ ॥
যদেকাংশে রুদ্রঃ স্বগণসহিতং প্রেমগলিতঃ
নটন্ মন্দং মন্দং কর-ডমরুবাদ্য-প্রমুদিতঃ ।
অহো ! গায়ত্যুচ্চৈ সততমপি বিশ্বম্ভরমসৌ
নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দ-নিলয়ম্ ॥ ১৩ ॥

শ্রীনবদ্বীপধামকে পুনঃ পুনঃ বন্দনা করি ॥ ৯ ॥ মুনিগণের ধ্যেয়বস্তু দশরথনন্দন শ্রীরামচন্দ্র ত্রেতাযুগে বনবাসকালে অর্দ্ধাঙ্গিনী শ্রীমতী সীতা ও ভ্রাতা লক্ষ্মণসহ যাঁহার একদেশে (মোদদ্রুমদ্বীপে) গঙ্গাতটে মহাবট-বৃক্ষতলে কুটীর বাঁধিয়া পরমানন্দে কিছুদিবস অবস্থান করিয়াছিলেন, পরমানন্দনিলয় সেই শ্রীনবদ্বীপ-ধামকে আমি অনন্তকাল বন্দনা করি ॥১০॥ দেবর্ষি নারদ কোন একসময় যাঁহার একস্থানে (বৈকুণ্ঠপুরে) সর্ব্বভজনীয় পরমদেববর শ্রীমন্নারায়ণকে দর্শন করিয়া-ছিলেন এবং পশ্চাৎ তাঁহাকে পরমপুরুষ শ্রীগৌরবিগ্রহরূপেও অবলোকন করিয়া-ছিলেন, সেই পরমানন্দালয় শ্রীনবদ্বীপধামকে আমি সতত বন্দনা করি ॥১১॥ দ্রৌপদী-সেবিতপদ, শ্রীকৃষ্ণসখা অর্জ্জুন ভ্রাতাগণসহ অজ্ঞাতবাসকালে মুনিগণ-সেব্য মহাপুণ্যভূমি অরণ্যাত্মক যাঁহার একদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাদেশে কিছুদিবস অবস্থান করিয়াছিলেন, পরমানন্দময় শ্রীনবদ্বীপধামকে আমি অশেষ বন্দনা করি ॥১২॥ অহো ! শ্রীগৌরপ্রেমে গলিত শ্রীরুদ্রদেব নিজগণসঙ্গে যাঁহার

যথা স্থানে স্থানে জলপরিবৃতাস্তীর্থনিকরাঃ
বিরাজন্তে শশ্বৎ সকলমুনিসেব্যা হ্যঘহরাঃ ।
তথা দেবাঃ সর্ব্বে গিরীশ-পরমেষ্ঠী-প্রভৃতয়ো
নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দ-নিলয়ম্ ॥ ১৪ ॥
যথা প্রৌঢ়া মায়া স্বপতি-সহিতা বৈষ্ণবরিপূন্
জড়ানন্দং দত্বা হরিনিয়মকর্ত্রী ছলয়তি ।
মৃষা-শাস্ত্রাচারৈর্মদ-বিচলিতান্মোহয়তি চ
নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দ-নিলয়ম্ ॥ ১৫ ॥
যথা বৈষা কালী দনুজদলনী শম্ভুরমণী
হরের্ভক্তান্ স্নেহাৎ কপটরহিতা পালয়তি চ ।
পরানন্দং গৌরং ভজতি নিয়তং প্রেমগলিতা
নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দ-নিলয়ম্ ॥ ১৬ ॥
যথা বাণী সাক্ষাৎ প্রভুচরণসেবাশয়রতা
দ্বিজাতিভ্যো বিদ্যাং নিখিলনয়শাস্ত্রাদি-বিষয়াম্ ।
দদাত্যেষা নিত্যং বিবুধ-তটিনী-তীরবিষয়ে
নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দ-নিলয়ম্ ॥ ১৭ ॥

একাংশে পরমানন্দে হস্তস্থিত ডমরুদ্বারা মন্দ মন্দ বাদ্যসহযোগে নৃত্য করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে বিশ্বম্ভর শ্রীগৌরচন্দ্রের গুণগানে রত থাকেন, পরমানন্দঘন সেই শ্রীনবদ্বীপধামকে সতত বন্দনা করি ॥ ১৩ ॥ মুনিগণসেব্য জলবেষ্টিত পাপহর তীর্থসমূহ যথা স্থানে স্থানে নিত্যকাল বিরাজ করেন এবং তদ্রূপ ব্রহ্মা-শিবাদি সকল দেবগণ যথা বিদ্যমান আছেন, পরমানন্দনিলয় সেই শ্রীনবদ্বীপ-ধামকে আমি সদা বন্দনা করি ॥ ১৪ ॥ শ্রীহরির প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-নিয়ম-পালনকর্ত্রী শ্রীপ্রৌঢ়ামায়া নিজপতি বৃদ্ধশিবসহ যথায় স্থিতা হইয়া বৈষ্ণববিরোধিগণকে জড়ানন্দ প্রদানদ্বারা ছলনা করেন এবং মিথ্যা শাস্ত্রালোচনায় তাহাদিগকে মত্ত ও বিচলিত রাখিয়া মোহিত করেন, পরমানন্দালয় শ্রীনবদ্বীপ-ধামকে আমি নিত্য বন্দনা করি ॥ ১৫ ॥ পুনরায় যথায় অসুরদলনী ও শিবপত্নী কালী স্নেহবশতঃ নিষ্কপট হরিভক্তগণকে পালন করেন এবং নিজেও শ্রীগৌর-প্রেমে বিগলিতা হইয়া নিয়ত পরানন্দাধার শ্রীগৌরচন্দ্রকে ভজনা করি ॥১৬॥

হরিঃ শ্রীমদ্রাধাদ্যুতিকবলিতঃ পার্ষদবৃতঃ
শচীগর্ভোদ্ভূতঃ কলিকলুষ-নাশোদ্যতমনা ।
যথা নাম্নঃ সঙ্কীর্ত্তনমতিপবিত্রং সমকরোৎ
নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দ-নিলয়ম্ ॥ ১৮ ॥
অহো ! ভক্তাঃ কেচিৎ পরমরমণীয়ে জনপদে
নটন্তং গৌরাঙ্গং নিজজন-বলাকা-পরিবৃতম্ ।
যথা পশ্যন্ত্যদ্ধা হরিভজনসিদ্ধৌ স্বনয়নৈ-
র্নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দ-নিলয়ম্ ॥ ১৯ ॥
নবদ্বীপে যো বৈ কৃতনিবসতি দ্বৈধরহিতঃ
ইদং স্তোত্রং ভক্ত্যা পঠতি হরিপূজাদিসময়ে ।
চিদানন্দে সাক্ষাৎ প্রণয়সুখভাবং ভগবতি
শচীসূনৌ কৃষ্ণে পরমরমণীয়ং স লভতে ॥ ২০ ॥

যেস্থানে সাক্ষাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণসেবাশয়রতা শুদ্ধাসরস্বতী ব্রাহ্মণাদি শিক্ষার্থীগণকে নিখিল নীতিশাস্ত্রাদি বিষয়ে বিদ্যা প্রদান করেন, ইহলোকে পাণ্ডিত্যের আশ্রয়রূপা গঙ্গার তটস্থিত সেই নিত্য পরমানন্দনিলয় শ্রীনবদ্বীপ-ধামকে আমি সতত বন্দনা করি ॥ ১৭ ॥ শ্রীহরি শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব ও কান্তি অবলম্বন করত শ্রীশচীগর্ভে আবির্ভূত হইয়া কলিকলুষ-নাশপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-বিতরণ মানসে সপার্ষদে যেস্থানে পরম পবিত্র শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, পরমানন্দালয় সেই শ্রীনবদ্বীপধামকে আমি পুনঃ পুনঃ বন্দনা করি ॥ ১৮ ॥ অহো ! কোন ভাগ্যবান্ ভক্ত হরিভজনে সিদ্ধি লাভ করিলে তৎক্ষণাৎ পরমরমণীয় জনাকীর্ণ যেস্থানে বলাকারূপ নিজজনসমূহে পরিবেষ্টিত নৃত্যরত শ্রীগৌরচন্দ্রকে স্বীয় অপ্রাকৃত নয়নে দর্শন করেন, ইহলোকে পরমানন্দাশ্রয় সেই শ্রীনবদ্বীপধামকে আমি সর্ব্বদা বন্দনা করি ॥ ১৯ ॥ যিনি শ্রীনবদ্বীপধামের সর্ব্বোৎকর্ষতা সম্বন্ধে দ্বিধারহিত হইয়া তথায় নিবাস করেন এবং হরিপূজাদি সময়ে ভক্তিসহকারে এই পরমরমণীয় স্তোত্র পাঠ করেন, তিনি সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবান্ শ্রীশচীনন্দন কৃষ্ণে প্রণয়সুখভাব লাভ করেন ॥ ২০ ॥

শ্রীশ্রীরামচন্দ্রাষ্টকম্

[শ্রীচৈতন্যচরিতে মহাকাব্যে শ্রীমুরারিগুপ্ত-কৃতম্]

রাজৎ-কিরীটমণি-দীধিতি-দীপিতাশ-
মুদ্যদ্-বৃহস্পতি-কবি-প্রতিমে বহন্তম্ ।
দ্বে কুণ্ডলেঽঙ্ক-রহিতেন্দু-সমান-বক্ত্রং
রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি ॥ ১ ॥
উদ্যদ্বিভাকর-মরীচি-বিবোধিতাব্জ-
নেত্রং সুবিম্ব-দশনচ্ছদ-চারুনাসম্ ।
শুভ্রাংশুরশ্মি-পরিনির্জ্জিত-চারুহাসং
রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি ॥ ২ ॥
তং কম্বুকণ্ঠমজমম্বুজ-তুল্যরূপং
মুক্তাবলী-কনকহার-ধৃতং বিভান্তম্ ।
বিদ্যুদ্বলাকগণ-সংযুতমম্বুদং বা
রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি ॥ ৩ ॥
উত্তান-হস্ততল-সংস্থ-সহস্রপত্রং
পঞ্চচ্ছদাধিকশতং প্রবরাঙ্গুলীভিঃ ।
কুর্ব্বন্ত্যসিত-কনকদ্যুতির্যস্য সীতা
পার্শ্বে স্থিতা রঘুবরং সততং ভজামি ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—সমুজ্জ্বল কিরীটমণিসকলের কিরণরাশিদ্বারা চতুর্দ্দিক উজ্জ্বল-কারী, আকাশে উদিত বৃহস্পতি ও শুক্রের ন্যায় উজ্জ্বল ও সুন্দর কুণ্ডলদ্বয় পরিধানকারী, নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রসদৃশ বদনমণ্ডলবিশিষ্ট, ত্রিজগতের পূজনীয় শ্রীরাম-চন্দ্রকে আমি সতত ভজনা করি ॥ ১ ॥ যাঁহার নেত্রদ্বয় উদীয়মান সূর্য্যের কিরণ-দ্বারা বিকসিত পদ্মতুল্য, যিনি অতি সুন্দর বিম্বতুল্য অধর ও চারু নাসিকাবিশিষ্ট, যাঁহার মধুর হাস্য চন্দ্রের কিরণকে পরাজিত করিয়াছে, সেই ত্রিজগদ্গুরু শ্রীরাম-চন্দ্রকে আমি সতত ভজনা করি ॥ ২ ॥ কম্বুকণ্ঠ, ইন্দীবরকান্তি, মুক্তা ও সুবর্ণের হার পরিধানপূর্ব্বক বিদ্যুৎ ও বলাকা-শোভিত মেঘসদৃশ ত্রিজগদ্গুরু শ্রীরামচন্দ্রকে আমি সতত ভজনা করি ॥ ৩ ॥ তপ্তকাঞ্চন-কান্তিবিশিষ্টা সীতা নিজ উত্তান-হস্ত-তলে স্থিত-পদ্মকে স্বীয় পঞ্চবরাঙ্গুলীদ্বারা পঞ্চাধিক শতপত্রবিশিষ্ট করিয়া যাঁহার

অগ্রে ধনুর্দ্ধরবরঃ কনকোজ্জ্বলাঙ্গো
জ্যেষ্ঠানুসেবনরতো চ যতভূষণাঢ্যঃ ।
শেষাখ্য-ধামবর-লক্ষ্মণনামা যস্য
রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি ॥ ৫ ॥
যো রাঘবেন্দ্র-কুলসিন্ধু-সুধাংশুরূপো
মারীচ-রাক্ষস-সুবাহু-মুখান্নিহত্য ।
যজ্ঞং ররক্ষ কুশিকান্বয়-পুণ্যরাশিং
রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি ॥ ৬ ॥
হত্বা খরত্রিশিরসৌ সগণৌ কবন্ধং
শ্রীদণ্ডকাননমদূষণমেব কৃত্বা ।
সুগ্রীব-মৈত্রমকরোদ্বিনিহত্য শত্রুং
তং রাঘবং দশমুখান্তকরং ভজামি ॥ ৭ ॥
ভংক্ত্বা পিনাকমকরোজ্জনকাত্মজায়া
বৈবাহিকোৎসব-বিধিং পথি ভার্গবেন্দ্রম্ ।
জিত্বা পিতুর্মুদমুবাহ ককুৎস্থবর্য্যং
রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি ॥ ৮ ॥
ইত্থং নিশম্য রঘুনন্দন-রাজসিংহ-
শ্লোকাষ্টকং স ভগবান্ চরণং মুরারেঃ ।

পার্শ্বে অবস্থিতা, সেই রঘুবরকে আমি সতত ভজনা করি ॥ ৪ ॥ যাঁহার অগ্রে ধনুর্দ্ধর-শ্রেষ্ঠ, সুবর্ণোজ্জ্বলদেহ, জ্যেষ্ঠের সেবায় অনুক্ষণ নিযুক্ত, সংযম-ভূষণশোভিত, শেষ নামক মহাজ্যোতিঃ অধুনা লক্ষ্মণ-নামে বিরাজমান, সেই ত্রিজগদ্গুরু শ্রীরামচন্দ্রকে আমি ভজনা করি ॥ ৫ ॥ যিনি রঘুশ্রেষ্ঠ এবং রঘুবংশ-সিন্ধু হইতে উত্থিত চন্দ্রস্বরূপ, মারীচ-রাক্ষস-সুবাহু প্রভৃতিকে নিহত করিয়া বিশ্বামিত্রের পুণ্যরাশিরূপ যজ্ঞ রক্ষা করিয়াছিলেন, ত্রিজগদ্গুরু সেই শ্রীরামকে আমি সতত ভজনা করি ॥ ৬ ॥ যিনি গণসহিত খর, ত্রিশিরা এবং কবন্ধকে বধ করিয়া, শ্রীদণ্ড-কারণ্যকে দূষণমুক্ত করিয়া, শত্রু (বালি) বধপূর্ব্বক সুগ্রীবের সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছিলেন, সেই রাবণান্তকারী রাঘবকে আমি ভজনা করি ॥ ৭ ॥ যিনি হরধনু ভঙ্গ করিয়া সীতার পাণি-গ্রহণোৎসব করিয়াছিলেন, অযোধ্যা প্রত্যাগমন-

বৈদ্যস্য মূর্দ্ধি বিনিধায় লিলেখ ভালে
ত্বং রামদাস ইতি ভো ভব মৎপ্রসাদাৎ ॥ ৯ ॥

শ্রীশ্রীনৃসিংহ-স্তবঃ

[শ্রীল-শ্রীধরস্বামি-পাদকৃতঃ]

জয় জয়াজিত জহ্যগ-জঙ্গমাবৃতিমজামুপনীত-মৃষাগুণাম্ ।
ন হি ভবন্তমৃতে প্রভবন্ত্যমী নিগমগীত-গুণার্ণবতা তব ॥ ১ ॥
দ্রুহিণ-বহ্নি-রবীন্দ্রমুখামরা জগদিদং ন ভবেৎ পৃথগুত্থিতম্ ।
বহুমুখৈরপি মন্ত্রগণৈরজস্ত্বমুরু-মূর্ত্তিরতো বিনিগদ্যসে ॥ ২ ॥
সকল-বেদ-গণেরিত-সদ্গুণস্ত্বমিতি সর্ব্ব-মনীষিজনা রতাঃ ।
ত্বয়ি সুভদ্র-গুণ-শ্রবণাদিভি-স্তব পদস্মরণেন গতক্লমাঃ ॥ ৩ ॥
নরবপুঃ প্রতিপদ্য যদি ত্বয়ি শ্রবণ-বর্ণন-সংস্মরণাদিভিঃ ।
নরহরে ন ভজন্তি নৃণামিদং দৃতিবদুচ্ছ্বসিতং বিফলং ততঃ ॥ ৪ ॥

কালে পথে পরশুরামকে জয় করিয়া পিতার আনন্দ বিধান করিয়াছিলেন, সেই জগত্রয়গুরু ককুৎস্থশ্রেষ্ঠ শ্রীরামকে আমি ভজনা করি ॥ ৮ ॥ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরঘুনন্দন-রাজসিংহের উক্তপ্রকার স্তব শ্রবণ করিয়া শ্রীমুরারিগুপ্তের মস্তকে স্বীয় চরণ সংস্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার কপালে "ওহে তুমি আমার প্রসাদে রামদাস হও"—ইহা লিখিয়া দিলেন ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—হে অজিত! আপনার পুনঃ পুনঃ জয় হউক, আপনি স্থাবর-জঙ্গমাবরণরূপা অসত্যগুণাশ্রিতা মায়াকে কৃপাপূর্ব্বক বিনাশ করুন। কারণ আপনি ব্যতীত উহারা অর্থাৎ জীব বা অপর দেবতাগণ কেহই ঐ কার্য্যে সমর্থ নহেন। আপনার গুণসিন্ধুত্ব বেদসমূহে নিরন্তর কীর্ত্তিত হয় ॥ ১ ॥ ব্রহ্মা, অগ্নি, সূর্য্য, ইন্দ্র-প্রমুখ দেবগণ অথবা এই ব্রহ্মাণ্ড কিছুই স্বতন্ত্ররূপে উদ্ভূত হইতে পারে না, এইজন্য বেদগণ অনন্তমুখে আপনাকেই অজ এবং বিরাট্মূর্ত্তি বলিয়া বিশেষ-ভাবে কীর্ত্তন করেন ॥ ২ ॥ বেদসকল আপনার অখিল সদ্গুণ ব্যাখ্যা করে। আপনার পরম-মঙ্গলময় গুণ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিদ্বারা আপনাতে অনুরক্ত সকল মনীষিজন আপনার পদকমল-স্মরণপূর্ব্বক সর্ব্বসন্তাপ-রহিত হন ॥ ৩ ॥ হে নৃসিংহদেব! যদি নরতনু লাভ করিয়া জীব শ্রবণ-বর্ণন-সংস্মরণাদিদ্বারা আপনার

উদরাদিষু যঃ পুংসাং চিন্তিতো মুনিবর্ত্মভিঃ ।
হন্তি মৃত্যুভয়ং দেবো হৃদ্‌গতং তমুপাস্মহে ॥ ৫ ॥
স্বনির্ম্মিতেষু কার্য্যেষু তারতম্য-বিবর্জ্জিতম্ ।
সর্ব্বানুস্যূত-সন্মাত্রং ভগবন্তং ভজামহে ॥ ৬ ॥
ত্বদংশস্য মমেশান ত্বন্মায়াকৃত-বন্ধনম্ ।
ত্বদঙ্ঘ্রি-সেবামাদিশ্য পরানন্দ নিবর্ত্তয় ॥ ৭ ॥
ত্বৎকথামৃত-পাথোধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ ।
কুর্ব্বন্তি কৃতিনঃ কেচিচ্চতুর্ব্বর্গং তৃণোপমম্ ॥ ৮ ॥
ত্বয্যাত্মনি জগন্নাথে মন্মনো রমতামিহ ।
কদা মমেদৃশং জন্ম মানুষং সম্ভবিষ্যতি ॥ ৯ ॥
চরণস্মরণং প্রেম্না তব দেব সুদুর্ল্লভম্ ।
যথা কথঞ্চিন্নৃহরে মম ভূয়াদহর্নিশম্ ॥ ১০ ॥
ক্বাহং বুদ্ধ্যাদি-সংরুদ্ধঃ ক্ব চ ভূমন্ মহস্তব ।
দীনবন্ধো দয়াসিন্ধো ভক্তিং মে নৃহরে দিশ ॥ ১১ ॥
মিথ্যা-তর্ক-সুকর্কশেরিত-মহাবাদান্ধকারান্তরে
ভ্রাম্যন্মন্দ-মতেরমন্দ-মহিমংস্তজ্জ্ঞান-বর্ত্মাস্ফুটম্ ।

ভজনা না করে, তবে মানবগণের এই শ্বাস-প্রশ্বাস ভস্ত্রার ন্যায় নিষ্ফল ॥ ৪ ॥ যোগপথে উদরাদি স্থানস্থিত পদ্মসকলে ধ্যাত হইয়া যে নৃসিংহদেব যোগিপুরুষ-গণের মৃত্যুভয় নাশ করেন, হৃদয়স্থিত তাঁহাকে আমরা ধ্যান করি ॥ ৫ ॥ স্বনির্ম্মিত কার্য্যসমূহে যথা সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদিতে তারতম্যবর্জ্জিত-সর্ব্ববস্তুমাত্রে প্রবিষ্ট সত্তারূপে অবস্থিত সেই শ্রীভগবান্‌কে ভজনা করি ॥ ৬ ॥ হে ঈশ্বর! পরানন্দ! আপনার শ্রীচরণযুগলের সেবা প্রদানপূর্ব্বক আপনার বিভিন্নাংশস্বরূপ আমার ভবদীয়-মায়াকৃত-বন্ধন করুণাবশতঃ নিবৃত করুন ॥ ৭ ॥ আপনার কথামৃতসমুদ্রে বিহরণপর মহানন্দী কোন কোন কৃতিব্যক্তি চতুর্ব্বর্গকে তৃণতুল্য জ্ঞান করেন ॥৮॥ এই জন্মে আমার চিত্ত আমার পরম-আত্মা আপনি জগন্নাথে নিবিষ্ট হউক্। কবে আমার এইপ্রকার নিবিষ্টতাময় মনুষ্যজন্ম লাভ হইবে? ৯ ॥ হে নৃসিংহদেব! প্রেমের সহিত আপনার শ্রীচরণস্মরণ সুদুর্ল্লভ। তথাপি হে প্রভো! যে-কোনপ্রকারে সেই শ্রীচরণস্মৃতি দিবারাত্র আমার হউক্ ॥ ১০ ॥ হে ভূমন্! কোথায় বুদ্ধি-অহঙ্কারাদি-

শ্রীমন্মাধব বামন ত্রিনয়ন শ্রীশঙ্কর শ্রীপতে
গোবিন্দেতি মুদা বদন্ মধুপতে মুক্তঃ কদা স্যামহম্ ॥ ১২ ॥
যৎসত্ত্বতঃ সদাভাতি জগদেতদসৎ স্বতঃ ।
সদাভাসমসত্যস্মিন্ ভগবন্তং ভজাম তম্ ॥ ১৩ ॥
তপন্তু তাপৈঃ প্রপতন্তু পর্ব্বতাদটন্তু তীর্থানি পঠন্তু চাগমান্ ।
যজন্তু যাগৈর্বিবদন্তু বাদৈর্হরিং বিনা নৈব মৃতিং তরন্তি ॥ ১৪ ॥
অনিন্দ্রিয়োঽপি যো দেবঃ সর্ব্বকারক-শক্তিধৃক্ ।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বকর্ত্তা চ সর্ব্বসেব্যং নমামি তম্ ॥ ১৫ ॥
ত্বদীক্ষণবশ-ক্ষোভ-মায়া-বোধিত-কর্ম্মভিঃ ।
জাতান্ সংসরতঃ খিন্নান্ নৃহরে পাহি নঃ পিতঃ ॥ ১৬ ॥
অন্তর্যন্তা সর্ব্বলোকস্য গীতঃ শ্রুত্যা যুক্ত্যা চৈবমেবাবসেয়ঃ ।
যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তির্নৃসিংহঃ শ্রীমন্তং তং চেতসৈবাবলম্বে ॥ ১৭ ॥

দ্বারা আচ্ছাদিত জীব আমি এবং কোথায় আপনার পরাক্রম! হে নরহরে, হে দীনবন্ধো! আমাকে ভক্তি প্রদান করুন ॥ ১১ ॥ হে অশেষ-মহিমময়! কুতর্ক এবং অত্যন্ত কর্কশ এই অতিবাদরূপ মহান্ধকারগহ্বরে ভ্রমণশীল মন্দমতি আমার নিকট আপনার তত্ত্বজ্ঞানপথ অপ্রকাশিত। হে মধুপতে, মাধব, বামন, ত্রিনয়ন, শঙ্কর, শ্রীপতে, গোবিন্দ ইত্যাদি নাম আনন্দভরে বলিতে বলিতে কবে আমি সেই অন্ধকারগহ্বর হইতে মুক্ত হইব? ১২ ॥ যাঁহার সত্তাবশতঃ এই অসৎ জগৎ স্বতঃই সৎরূপে প্রতিভাত হয়, এই অসৎ জগতে সত্যপ্রকাশস্বরূপ সেই শ্রীভগবান্‌কে আমরা ভজনা করি ॥ ১৩ ॥ তাপক্লিষ্ট হইয়া বহুবিধ তপস্যাই করুন বা পর্ব্বত হইতে পতনের অনুষ্ঠান করুন, বহু বহু তীর্থ ভ্রমণ করুন অথবা সমূহশাস্ত্র পাঠ করুন, বহুবিধ যজ্ঞের আয়োজন করুন কিংবা তার্কিক হইয়া বাদবিসম্বাদ করুন, সেই শ্রীহরিস্মৃতি বিনা কেহই মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে না ॥১৪॥ যিনি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়রহিত হইয়াও সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব-শক্তিযুক্ত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বময়কর্ত্তা এবং সর্ব্বসেব্য, তাঁহাকে আমি নমস্কার করি ॥ ১৫ ॥ হে নরসিংহ, হে পিতঃ আপনার ঈক্ষণে বশীভূত ও ক্ষোভিত মায়াকর্ত্তৃক জাগরিত কর্ম্মসমূহজাত ও সংসারক্লিষ্ট আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ১৬ ॥ শ্রুতিতে যিনি সর্ব্বলোকের অন্তর্যামি-রূপে খ্যাত এবং যুক্তিদ্বারাও যিনি এইরূপেই অবহিত, সেই সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্

যস্মিন্নুদ্যদ্বিলয়মপি যদ্ভাতি বিশ্বং লয়াদৌ
জীবোপেতং গুরুকরুণয়া কেবলাত্মাববোধে ।
অত্যন্তাতং ব্রজতি সহসা সিন্ধুবৎ সিন্ধুমধ্যে
মধ্যেচিত্তং ত্রিভুবনগুরুং ভাবয়ে তং নৃসিংহম্ ॥ ১৮ ॥
সংসারচক্র-ক্রকচৈর্বিদীর্ণ-, মুদীর্ণ-নানা-ভবতাপ-তপ্তম্ ।
কথঞ্চিদাপন্নমিহ প্রপন্নং, ত্বমুদ্ধর শ্রীনৃহরে নৃলোকম্ ॥ ১৯ ॥
যদা পরানন্দগুরো ভবৎপদে, পদং মনো মে ভগবঁল্লভেত ।
তদা নিরস্তাখিল-সাধনশ্রমঃ, শ্রয়েয় সৌখ্যং ভবতঃ কৃপাতঃ ॥ ২০ ॥
ভজতো হি ভবান্ সাক্ষাৎ পরমানন্দ-চিদ্ঘনঃ ।
আত্মৈব কিমতঃ কৃত্যং তুচ্ছ-দার-সুতাদিভিঃ ॥ ২১ ॥
মুঞ্চন্নঙ্গ তদঙ্গ-সঙ্গমনিশং ত্বামেব সঞ্চিন্তয়ন্ ।
সন্তঃ সন্তি যতো যতো গতমদাস্তানাশ্রমানাবসন্ ।
নিত্যং তন্মুখ-পঙ্কজাদ্বিগলিত-ত্বৎ-পুণ্যগাথামৃত-
স্রোতঃ-সংপ্লব-সংপ্লুতো নরহরে ন স্যামহং দেহভৃৎ ॥ ২২ ॥

শ্রীনৃসিংহদেবকে শ্রীমল্লক্ষ্মীসহ আমার চিত্তদ্বারা অবলম্বন করি ॥ ১৭ ॥ যাহাতে সৃষ্টির বিলয় হইলেও জীবগণসহ সমগ্র বিশ্ব লয়ের পূর্ব্বে স্থিতিকালের ন্যায় যেরূপ প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ যাঁহার প্রচুর করুণায় বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপ বোধ হইলে জীবগণ সমুদ্রমধ্যে নদীসকলের ন্যায় সহসা আত্যন্তিক-দুঃখ-নিবৃত্তিরূপা পরম-মুক্তি লাভ করত তদ্ধামে স্থিত হন, ত্রিভুবনগুরু সেই শ্রীনৃসিংহদেবকে হৃদয়মধ্যে ভাবনা করি ॥ ১৮ ॥ হে শ্রীনরহরে ! সংসারচক্ররূপ করাৎদ্বারা বিদীর্ণ, নানাপ্রকার ভবতাপে তপ্ত এবং কোন না কোনপ্রকার বিপদ্গ্রস্ত এই শরণাগত নরগণকে আপনি উদ্ধার করুন ॥ ১৯ ॥ হে ভগবন্ ! আপনার পাদপদ্মে আমার মন যখন আশ্রয় লাভ করিবে, তখন হে পরানন্দগুরো ! আপনার অশেষ কৃপায় নিখিল সাধন-শ্রম নিরস্ত হইয়া আমি পরমসুখ লাভ করিব ॥ ২০ ॥ হরিভজনশীল ব্যক্তির নিকট আপনি সাক্ষাৎ পরম-চিদ্ঘনানন্দ বিভু-আত্মস্বরূপ। অতএব তুচ্ছ কলত্রপুত্রাদিতে কি প্রয়োজন ? ২১ ॥ হে নৃসিংহ ! সেই পুত্রকলত্রাদির অঙ্গসঙ্গ বর্জ্জনপূর্ব্বক নিরন্তর আপনাকেই চিন্তা করিতে করিতে মদাদিশূন্য সাধুগণ যে যে স্থানে বাস করেন, সেইসকল আশ্রমসমূহে আমি অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহাদের মুখপদ্ম-বিগলিত

উদ্ভূতং ভবতঃ সতোঽপি ভুবনং সন্নৈব সর্পঃ স্রজঃ
কুর্ব্বৎ কার্য্যমপীহ কূট-কনকং বেদোঽপি নৈবং পরঃ ।
অদ্বৈতং তব সৎ পরন্তু পরমানন্দং পদং তন্মুদা
বন্দে সুন্দরমিন্দিরানুত হরে মা মুঞ্চ মামানতম্ ॥ ২৩ ॥
মুকুটকুণ্ডল-কঙ্কণ-কিঙ্কিণী-, পরিণতং কনকং পরমার্থতঃ ।
মহদহঙ্কৃতি-খ-প্রমুখং তথা, নরহরের্ন পরং পরমার্থতঃ ॥ ২৪ ॥
নৃত্যন্তী তব বীক্ষণাঙ্গন-গতা কাল-স্বভাবাদিভি-
র্ভাবান্ সত্ত্ব-রজস্তমোগুণময়ানুন্মীলয়ন্তী বহূন্ ।
মামাক্রম্য পদা শিরস্যতিভরং সম্মর্দ্দয়ন্ত্যাতুরং
মায়া তে শরণং গতোঽস্মি নৃহরে ত্বমেব তাং বারয় ॥ ২৫ ॥
দণ্ডন্যাসমিষেণ বঞ্চিতজনং ভোগৈকচিন্তাতুরং
সম্মুহ্যন্তমহর্নিশং বিরচিতোদ্যোগ-ক্লমৈরাকুলম্ ।
আজ্ঞা-লঙ্ঘিনমজ্ঞমজ্ঞজনতা-সম্মানন-সম্মদং
দীনানাথ-দয়ানিধান পরমানন্দ প্রভো পাহি মাম্ ॥ ২৬ ॥

আপনার পুণ্যকথামৃত-স্রোতে স্নাত হইয়া আমি পুনরায় আর জড়-দেহধারী হইব না ॥ ২২ ॥ পুষ্পমালা হইতে উদ্ভূত সর্প যেরূপ সৎ নহে তদ্রূপ সৎ অর্থাৎ নিত্যবস্তু আপনা হইতে উদ্ভূত হইলেও জগৎ সৎ বা নিত্য নহে। কনকরাশি বিবিধ অলঙ্কারাদি কার্য্য করিয়াও যেরূপ অবিকৃত, বেদ কিন্তু তদ্রূপ নহে অর্থাৎ গৌণার্থ-দ্বারা বেদার্থও কল্পিত হয়। পরন্তু আপনার অদ্বৈত (অসমোর্দ্ধ) ভাব নিত্য সত্য। তজ্জন্য সুন্দর ও পরমানন্দ আপনার শ্রীচরণ আমি সানন্দে বন্দনা করি। হে রমা-বন্দিত ! হে হরে ! এই প্রণত আমাকে কৃপা করিয়া পরিত্যাগ করিবেন না ॥২৩॥ মুকুট-কুণ্ডল-কঙ্কণ-কিঙ্কিণীরূপে পরিণত হইলেও কণক বস্তুতঃ কণকই। তদ্রূপ মহৎ, অহঙ্কার, আকাশ প্রভৃতি বস্তুতঃ শ্রীনৃসিংহদেব হইতে ভিন্ন নহে ॥ ২৪ ॥ মায়াদেবী আপনার দৃষ্টিলাভ করিয়া নৃত্য করিতে করিতে কালস্বভাবাদিদ্বারা সত্ত্বরজস্তমোগুণময় নানান্ ভাব প্রকাশপূর্ব্বক এই আতুর-জীব আমাকে আক্রমণ করত আমার মস্তকে নিষ্ঠুরভাবে পদদ্বারা সম্মর্দ্দন করিতেছে। হে নরহরে ! আমি আপনার শরণাগত হইলাম। হে প্রভো ! আপনি মৎপ্রতি আপনার মায়ার প্রভাব নিবারণ করুন ॥ ২৫ ॥ হে দীন-অনাথ-দয়ানিধান ! হে পরমানন্দ ! আমি দণ্ড ও

অবগমং তব মে দিশ মাধব স্ফুরতি যন্ন সুখাসুখ-সঙ্গমঃ ।
শ্রবণ-বর্ণন-ভাবমথাপি বা ন হি ভবামি যথা বিধিকিঙ্করঃ ॥ ২৭ ॥
দ্যুপতয়ো বিদুরন্তমনন্ত তে ন চ ভবান্ ন গিরঃ শ্রুতিমৌলয়ঃ ।
ত্বয়ি ফলন্তি যতো নম ইত্যতো জয় জয়েতি ভজে তব তৎপাদম্ ॥২৮॥
সর্ব্বশ্রুতি-শিরোরত্ন-নীরাজিত-পদাম্বুজম্ ।
ভোগযোগপ্রদং বন্দে মাধবং কর্ম্মি-নম্রয়োঃ ॥ ২৯ ॥
নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লাদ-দায়িনে ।
হিরণ্যকশিপোর্বক্ষঃ শিলাটঙ্ক-নখালয়ে ॥ ক ॥
ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ ।
বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে ॥ খ ॥
(শ্রীনৃসিংহপুরাণম্)
বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি ।
যস্যাস্তে হৃদয়ে সম্বিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে ॥ গ ॥ (শ্রীভাবার্থদীপিকা)

সন্ন্যাস-গ্রহণচ্ছলে কেবল ভোগচিন্তাপীড়িত বঞ্চিত ব্যক্তি, দিবানিশি অত্যন্ত মোহগ্রস্ত হইতেছি, স্বকৃত-কর্ম্মক্লেশে আকুল, সাধু-শাস্ত্র-আজ্ঞালঙ্ঘনকারী, অজ্ঞজনতা-প্রদত্ত-সম্মানে উন্মত্ত আমাকে, হে প্রভো! রক্ষা করুন ॥ ২৬ ॥ হে মাধব! আপনার তত্ত্বজ্ঞান এবং তাহা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে রতি প্রদান করুন, যাহাতে আমার বিষয়জনিত সুখ-দুঃখের সঙ্গম না হয় অথবা কেবল প্রেমশূন্য বিধির কিঙ্কর না হই ॥ ২৭ ॥ হে অনন্ত! দেবগণ আপনার অন্ত জানেন না, আপনিও আপনার অন্ত জানেন না। যেহেতু শ্রুতিসার-বাক্যসকল আপনার তত্ত্ব-নির্ণয়েই পরিণাম লাভ করে, অতএব 'আপনাকে নমস্কার', 'আপনার জয় হউক, জয় হউক্'—ইত্যাদি বাক্যে আপনার সেই দুর্ল্লভ চরণযুগল ভজনা করি ॥ ২৮ ॥ কর্ম্মী ও ভক্তের পক্ষে যথাক্রমে ভোগ ও ভক্তিযোগপ্রদ যাঁহার পাদপদ্ম নিখিল-শ্রুতি-শিরোরত্নদ্বারা নীরাজিত, সেই শ্রীমাধবকে আমি প্রণাম করি ॥ ২৯ ॥

যিনি শ্রীপ্রহ্লাদকে আনন্দ দান করেন, যাঁহার নখশ্রেণী হিরণ্যকশিপুর বক্ষশীলা-বিদারণে টঙ্ক (পাষাণভেদন অস্ত্র)-স্বরূপ, সেই শ্রীনরসিংহরূপী আপনাকে নমস্কার ॥ ক ॥ আমার এইদিকে শ্রীনৃসিংহদেব, অপরদিকে শ্রীনৃসিংহ-দেব, যে-স্থানে গমন করি, সেই স্থানেই শ্রীনৃসিংহদেব, আমার বাহিরে

শ্রীশ্রীবলদেব-স্তোত্রম্

[শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বলভদ্রখণ্ডে একাদশোঽধ্যায়ে]

দেবাদিদেব ভগবন্ কামপাল নমোঽস্তুতে ।
নমোঽনন্তায় শেষায় সাক্ষাদ্রামায় তে নমঃ ॥ ১ ॥
ধরাধরায় পূর্ণায় স্বধাম্নে সীরপাণয়ে
সহস্রশিরসে নিত্যং নমঃ সঙ্কর্ষণায় তে ॥ ২ ॥
রেবতীরমণ ত্বং বৈ বলদেবাচ্যুতাগ্রজ ।
হলায়ুধ প্রলম্বঘ্ন পাহি মাং পুরুষোত্তম ॥ ৩ ॥
বলায় বলভদ্রায় তালাঙ্কায় নমো নমঃ ।
নীলাম্বরায় গৌরায় রোহিণেয়ায় তে নমঃ ॥ ৪ ॥
ধেনুকারির্মুষ্টিকারিঃ কূটারির্ব্বল্বলান্তকঃ ।
রুক্ম্যরিঃ কূপকর্ণারিঃ কুম্ভাণ্ডারিস্ত্বমেব হি ॥ ৫ ॥
কালিন্দী-ভেদনোঽসি ত্বং হস্তিনাপুর-কর্ষকঃ ।
দ্বিবিদারির্যাদবেন্দ্রো ব্রজমণ্ডল-মণ্ডনঃ ॥ ৬ ॥
কংসভ্রাতৃ-প্রহন্তাসি তীর্থযাত্রাকর প্রভুঃ ।
দুর্য্যোধনগুরুঃ সাক্ষাৎ পাহি পাহি প্রভো ত্বতঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীনৃসিংহদেব, হৃদয়ে শ্রীনৃসিংহদেব। সেই আদিপুরুষ শ্রীনৃসিংহদেবের শরণাপন্ন হইলাম ॥ খ ॥ যাঁহার বদনে বাগ্‌দেবী, বক্ষে লক্ষ্মীদেবী এবং হৃদয়ে সম্বিৎ বিরাজমান, সেই শ্রীনৃসিংহদেবকে আমি ভজনা করি ॥ গ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—হে দেবাদিদেব! হে ভগবন্ কামপাল! আপনাকে নমস্কার। হে বলরাম! আপনি সাক্ষাৎ শেষ অনন্ত, আপনাকে নমস্কার ॥ ১ ॥ হে ধরাধর হলধর! আপনি স্বীয় তেজে পূর্ণ ; হে সহস্র-শীর্ষ সঙ্কর্ষণ! আপনাকে নিত্য নমস্কার ॥ ২ ॥ হে বলদেব! আপনি অচ্যুতের অগ্রজ, রেবতীর পতি, হলায়ুধ ও প্রলম্বঘ্ন ; হে পুরুষোত্তম! আপনাকে নমস্কার ॥ ৩ ॥ হে বল, বলভদ্র ও তালধ্বজ! আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। হে নীলাম্বর, গৌরবর্ণ, রোহিনী-তনয়! আপনাকে নমস্কার ॥ ৪ ॥ আপনি ধেনুকারি, মুষ্টিকারি, কূটারি ও বল্বলান্তক। রুক্মী, কূপকর্ণ ও কুম্ভাণ্ডেরও বিনাশক আপনিই ॥ ৫ ॥ আপনি কালিন্দীকে ভেদ ও হস্তিনাপুরকে আকর্ষণ ও দ্বিবিদ-বানরকে বধ করিয়াছিলেন ; আপনি যাদবগণের শ্রেষ্ঠ,

জয় জয়াচ্যুত দেব পরাৎপর স্বয়মনন্ত দিগন্তগতশ্রুত ।
সুরমুনীন্দ্র-ফণীন্দ্রবরায় তে মুষলিনে বলিনে হলিনে নমঃ ॥ ৮ ॥
যঃ পঠেৎ সততং স্তবনং নরঃ স তু হরেঃ পরমং পদমাব্রজেৎ ।
জগতি সর্ব্ববলং ত্বরিমর্দ্দনং ভবতি তস্য ধনং স্বজনো ঘনম্ ॥ ৯ ॥

শ্রীশ্রীদশাবতার-স্তোত্রম্

[শ্রীল-কবি-জয়দেব-বিরচিতম্]

প্রলয়পয়োধি-জলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিত-বহিত্র-চরিত্রমখেদম্ ।
কেশব-ধৃত-মীনশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ১ ॥
ক্ষিতিরিহ বিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে
ধরণি-ধরণ-কিণ চক্র-গরিষ্ঠে ।
কেশব-ধৃত-কূর্ম্মশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ২ ॥
বসতি দশন-শিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না ।
কেশব-ধৃত-শূকররূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৩ ॥

ব্রজমণ্ডলের শোভা ॥ ৬ ॥ আপনি কংস-ভ্রাতাদিগের নিহন্তা, তীর্থযাত্রাকর, প্রভু ও সাক্ষাৎ দুর্য্যোধন-গুরু ; অতএব হে প্রভো ! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন ॥ ৭ ॥ হে অচ্যুত ! আপনার জয় হউক, জয় হউক ; হে পরাৎপর দেব ! আপনি স্বয়ং অনন্ত ও দিগন্তবিশ্রুত এবং আপনি সুরেন্দ্র, মুনীন্দ্র, ফণীন্দ্র, হলী, বলী ও মুষলী ; আপনাকে নমস্কার ॥ ৮ ॥ যে মানব সতত এই স্তব পাঠ করে, সে হরির পরমপদ প্রাপ্ত হয়, জগতে তাহার সর্ব্ববল-সম্পন্ন শত্রু-সংহারে সামর্থ্য, ধন ও স্বজন লাভ হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—হে কেশব ! হে মৎস্যরূপধর ! হে জগদীশ ! হরে ! প্রলয়-কালে নৌকার ন্যায় আচরণ করিয়া অক্লেশে বেদকে ধারণ করিয়াছিলেন ; আপনি জয়যুক্ত হউন ॥ ১ ॥ হে কূর্ম্মরূপধর ! কেশব ! হে জগদীশ ! হরে ! ধরণীমণ্ডল তোমার বিশাল পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত হইলে তজ্জনিত ব্রণচিহ্নরূপ চক্রসমূহে আপনি শোভিত হইয়াছিলেন ; আপনি জয়যুক্ত হউন ॥ ২ ॥ হে

তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং
দলিত-হিরণ্যকশিপু-তনুভৃঙ্গম্ ।
কেশব-ধৃত-নরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৪ ॥
ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুত-বামন
পদ-নখ-নীর-জনিত-জনপাবন ।
কেশব-ধৃত-বামনরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৫ ॥
ক্ষত্রিয়-রুধিরময়ে জগদপগত-পাপং
স্নপয়সি পয়সি শমিত ভবতাপম্ ।
কেশব-ধৃত-ভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৬ ॥
বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্পতি-কমনীয়ং
দশমুখ-মৌলি-বলিং রমণীয়ম্ ।
কেশব-ধৃত-রামশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ৭ ॥
বহসি বপুসি বিশদে বসনং জলদাভং
হলহতি-ভীতি-মিলিত-যমুনাভম্ ।
কেশব-ধৃত-হলধররূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৮ ॥

কেশব ! বরাহরূপধর ! হে জগদীশ ! হরে ! আপনার (শুভ্রবর্ণ) দন্তের অগ্রভাগে (কৃষ্ণবর্ণা) পৃথিবী স্থিতা হইলে তাহা চন্দ্রে কলঙ্করেখার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে; আপনি জয়যুক্ত হউন ॥ ৩ ॥ হে নৃসিংহরূপধর ! কেশব ! হে জগদীশ ! হরে ! আপনার হস্ত-কমলে বিরাজিত বিচিত্র নখশৃঙ্গে দুষ্ট হিরণ্যকশিপুর দেহভৃঙ্গ আপনি বিদীর্ণ করিয়াছেন ; আপনার জয় হউক্ ॥ ৪ ॥ হে বামনরূপধর ! কেশব ! হে জগদীশ ! হরে ! আপনি অত্যন্ত রমণীয় বামনরূপে পদ-বিন্যাস ঘটাইয়া বলিকে ছলনাক্রমে কৃপা করিয়াছিলেন এবং আপনার পদনখস্পৃষ্ট-সলিলদ্বারা সকললোকের পবিত্রতা সম্পাদনা হইয়াছে ; আপনি জয়যুক্ত হউন ॥ ৫ ॥ হে কেশব ! ভৃগুপতি—পরশুরামরূপধর ! হে জগদীশ ! আপনি ক্ষত্রিয়গণের শোণিতরূপ জলরাশিতে জগৎকে স্নান করাইয়া সংসারের সমূহ পাপ-তাপ প্রশমন করিয়াছেন ; হে হরি আপনার জয় হউক্ ॥ ৬ ॥ হে দশরথনন্দন—শ্রীরামরূপ-ধৃক্ ! কেশব ! আপনি রাবণান্তকর-সংগ্রামে ইন্দ্রাদি দশদিক্পালদিগকে তাঁহাদের বাঞ্ছিত দশাননের দশমুণ্ডরূপ রমণীয় উপহার দশদিকে বিভাগপূর্ব্বক দান

নিন্দসি যজ্ঞ-বিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়-হৃদয়-দর্শিত-পশুঘাতম্ ।
কেশব-ধৃত-বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ৯ ॥
ম্লেচ্ছ-নিবহ-নিধনে কলয়সি করবালং
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্ ।
কেশব-ধৃত-কল্কিশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ১০ ॥
শ্রীজয়দেব-কবেরিদমুদিতমুদারং
শৃণু শুভদং সুখদং ভবসারম্ ।
কেশব-ধৃত-দশবিধরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ১১ ॥
বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে
দৈত্যান্ দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে ।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ ॥ ১২ ॥

করিয়াছিলেন ; হে জগদীশ! হে হরি আপনি জয়যুক্ত হউন ॥ ৭ ॥ হে বলদেব-রূপিন্! কেশব! হে জগদীশ! হরে! হলাকর্ষণে ভীতা সম্মিলিতা কালিন্দীর ন্যায় প্রকাশমান নীলাম্বর আপনার স্বীয় শুভ্র-বিগ্রহে ধারণ করিতেছেন ; আপনি সদা জয়যুক্ত হউন ॥ ৮ ॥ হে কেশব! বুদ্ধরূপধর! হে জগদীশ! অহো! আপনি সকরুণহৃদয়ে পশুবধ-নির্দ্দেশক যজ্ঞবিধানাত্মক বেদোক্তি-সমূহকে নিন্দা করিয়াছেন ; হে হরে! আপনার জয় হউক্ ॥ ৯ ॥ হে কল্কিরূপধর! কেশব! হে জগদীশ! হরে! আপনি ম্লেচ্ছগণের সংহারার্থে ধূমকেতুসদৃশ ভয়ঙ্কর ও বিচিত্র খড়্গ ধারণ করেন ; আপনার জয় হউক্ ॥ ১০ ॥ অপ্রাকৃত কবি শ্রীজয়দেব-কীর্ত্তিত পরম-মনোহর, সুখকর, শুভদায়ক ও সংসার-সারস্বরূপ এই স্তোত্র শ্রবণ কর। হে দশাবতার-রূপধারিন্! কেশব! হে জগদীশ! হে হরে! আপনার জয় হউক্ ॥ ১১ ॥ বেদসমূহের উদ্ধারকারী, জগন্মণ্ডলের বহনকারী, ভূগোলকের উত্তোলনকারী, দৈত্যগণের বিদারণকারী, বলিকে বঞ্চনাকারী, ক্ষত্রিয়-সংহারকারী, পুলস্ত্যমুনি বংশজ—রাবণের পরাভবকারী, হলরূপ অস্ত্রধারণকারী, কারুণ্যরাশির বিস্তারকারী, ম্লেচ্ছগণের সংহারকারী, এইরূপ দশবিধ বিগ্রহধারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আপনাকে নমস্কার ॥ ১২ ॥

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব-স্তবঃ

[শ্রীল-সনাতন-গোস্বামি-বিরচিতঃ]

শ্রীজগন্নাথ নীলাদ্রি-শিরোমুকুট-রত্ন হে ।
দারুব্রহ্মন্ ঘনশ্যাম প্রসীদ পুরুষোত্তম ॥ ১ ॥
প্রফুল্ল-পুণ্ডরীকাক্ষ লবণাব্ধিতটামৃত ।
গুটিকোদর মাং পাহি নানাভোগ-পুরন্দর ॥ ২ ॥
নিজাধর-সুধাদায়িন্নিন্দ্রদ্যুম্ন-প্রসীদিত ।
সুভদ্রা-লালনব্যগ্র রামানুজ নমোঽস্তুতে ॥ ৩ ॥
গুণ্ডিচা-রথযাত্রাদি-মহোৎসব-বিবর্দ্ধন ।
ভক্তবৎসল বন্দে ত্বাং গুণ্ডিচা-রথ-মণ্ডনম্ ॥ ৪ ॥
দীনহীন-মহানীচ-দয়ার্দ্রীকৃত-মানস ।
নিত্যনূতন-মাহাত্ম্য-দর্শিন্ চৈতন্যবল্লভ ॥ ৫ ॥

শ্রীশ্রীজগন্নাথাষ্টকম্

[শ্রীগৌরচন্দ্র-মুখপদ্ম-বিনির্গতম্]

কদাচিৎ কালিন্দীতট-বিপিন-সঙ্গীত-তরলো
মুদাভীরী-নারী-বদন-কমলাস্বাদ-মধুপঃ ।

বঙ্গানুবাদ ঃ—হে শ্রীজগন্নাথ! নীলাচল-শিরোমণি! হে দারুব্রহ্ম! ঘনশ্যাম, হে পুরুষোত্তম! আমার প্রতি প্রসন্ন হও ॥ ১ ॥ হে সহাস্য কমললোচন! হে লবণসমুদ্র-তটস্থিত অমৃত! হে গুটিকোদর! নানাভোগবিলাসিন্! আমাকে পালন কর ॥ ২ ॥ তুমি স্বভক্তগণকে নিজের অধরামৃত দান কর, ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা তোমার প্রসন্নতা লাভ করিয়াছেন। তুমি সুভদ্রা-লালনে ব্যগ্র, হে রামানুজ! তোমার চরণে নমস্কার ॥ ৩ ॥ হে ভক্তবৎসল! তুমি গুণ্ডিচারথযাত্রাদিতে মহোৎসব-বিবর্দ্ধনকারী, তুমি গুণ্ডিচারথের ভূষণস্বরূপ, দীনহীন মহানীচজনের প্রতি তোমার দয়ার্দ্রহৃদয়, তুমি তোমার নিত্য নূতন মহিমা প্রদর্শনকারী, হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বল্লভ অথবা চৈতন্য-জীব মাত্রেরই নাথ! তোমাকে বন্দনা করি ॥ ৪-৫ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—যিনি কখনও কখনও যমুনা-তীরস্থ বন-মধ্যে সঙ্গীত করিতে করিতে ভ্রমরের ন্যায় আনন্দে ব্রজগোপীদিগের মুখারবিন্দের মধুপান করেন

রমা-শম্ভু-ব্রহ্মা-মরপতি-গণেশার্চ্চিতপদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ১ ॥
ভুজে সব্যে বেণুং শিরসি শিখিপিচ্ছং কটিতটে
দুকূলং নেত্রান্তে সহচরি-কটাক্ষং বিদধতে ।
সদা শ্রীমদ্বৃন্দাবন-বসতি-লীলা-পরিচয়ো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ২ ॥
মহাম্ভোধেস্তীরে কনক-রুচিরে নীলশিখরে
বসন্ প্রাসাদান্তঃ সহজ-বলভদ্রেণ বলিনা ।
সুভদ্রা-মধ্যস্থঃ সকল-সুর-সেবাবসরদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৩ ॥
কৃপা-পারাবারঃ সজল-জলদ-শ্রেণি-রুচিরো
রমা-বাণী-রামঃ স্ফুরদমল-পঙ্কেরুহমুখঃ ।
সুরেন্দ্রৈরারাধ্যঃ শ্রুতিগণশিখা-গীতচরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৪ ॥
রথারূঢ়ো গচ্ছন্ পথি মিলিত-ভূদেব-পটলৈঃ
স্তুতি-প্রাদুর্ভাবং প্রতিপদমুপাকর্ণ্য সদয়ঃ ।

এবং লক্ষ্মী, শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও গণেশ প্রভৃতি দেবদেবীগণ যাঁহার চরণযুগল অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, সেই জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হউন ॥১॥ যিনি বাম হস্তে বেণু, শিরে শিখিপুচ্ছ, কটিতটে পীতাম্বর ও নয়ন-প্রান্তে সহচরি-গণের প্রতি কটাক্ষ ধারণ করিয়া সর্ব্বদা শ্রীবৃন্দাবনে বাস ও লীলা করিতেছেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হউন ॥ ২ ॥ যিনি মহাসমুদ্রের তীরে কনকোজ্জ্বল-নীলাচল-শিখরে প্রাসাদাভ্যন্তরে বলিষ্ঠ সহোদর শ্রীবলদেব-সহ সুভদ্রাকে মধ্যে রাখিয়া অবস্থান করত সমস্ত দেবগণকে স্বীয় সেবা করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হউন ॥ ৩ ॥ যিনি দয়ার সাগর, সজল জলধরের ন্যায় যাঁহার অঙ্গকান্তি, যিনি লক্ষ্মী-সরস্বতীর সহিত বিহার করিতেছেন, যাঁহার বদন-মণ্ডল অমল কমলের ন্যায় শোভা পাইতেছে, যিনি সমস্ত দেবগণের আরাধ্য-ধন এবং বেদ ও পুরাণ তন্ত্রাদি শাস্ত্রসমূহ যাঁহার চরিত্র গান করিতেছেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার

দয়াসিন্ধুর্বন্ধুঃ সকল-জগতাং সিন্ধু-সুতয়া
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৫ ॥
পরংব্রহ্মাপীড়ঃ কুবলয়-দলোৎফুল্ল-নয়নো
নিবাসী নিলাদ্রৌ নিহিত-চরণোঽনন্ত-শিরসি ।
রসানন্দী রাধা-সরস-বপুরালিঙ্গন-সুখো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৬ ॥
ন বৈ যাচে রাজ্যং ন চ কনক-মাণিক্য-বিভবং
ন যাচেঽহং রম্যাং সকল-জন-কাম্যাং বরবধূম্ ।
সদা কালে কালে প্রমথ-পতিনা গীতচরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৭ ॥
হর ত্বং সংসারং দ্রুততরমসারং সুরপতে
হর ত্বং পাপানাং বিততিমপরাং যাদবপতে ।
অহো দীনেঽনাথে নিহিত-চরণো নিশ্চিতমিদং
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৮ ॥

নয়নপথের পথিক হউন ॥ ৪ ॥ রথে আরোহণ করিয়া গমন করিতে থাকিলে পথিমধ্যে ব্রাহ্মণগণ যাঁহার স্তব করিতে থাকেন এবং সেই স্তব শ্রবণ করিয়া যিনি পদে পদে প্রসন্ন হন, যিনি দয়ার সাগর, যিনি নিখিল জগতের বন্ধু এবং যিনি সমুদ্রের প্রতি সদয় হইয়া তদুপকূলে বিরাজ করিতেছেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হউন ॥ ৫ ॥ যিনি পরমার্চ্চনীয় পরব্রহ্ম, যাঁহার নেত্র-যুগল নীল-কমলদলের ন্যায় উৎফুল্ল, যিনি নীলাচলে অবস্থান করিতেছেন, যিনি অনন্তের শিরে পদার্পণ করিয়া রহিয়াছেন, যিনি প্রেমানন্দময় এবং যিনি শ্রীরাধিকার রসময়-দেহালিঙ্গন-সুখে সুখী, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হউন ॥ ৬ ॥ আমি রাজ্য চাহি না, স্বর্ণ-মাণিক্যাদি বিভব চাহি না, সর্ব্বজনের স্পৃহণীয় সুন্দরী নারীও চাহি না, কেবল এই চাহি যে, প্রমথনাথ মহাদেব সর্ব্বক্ষণ যাঁহার চরিত্র গান করেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হউন ॥ ৭ ॥ হে সুরপতে! শীঘ্র আমাকে এ অসার সংসার হইতে উদ্ধার কর ; হে যদুপতে! আমার দুঃসহ পাপভার বিমোচন কর। দীন ও অনাথ ব্যক্তি-গণকেই যিনি স্বীয় শ্রীচরণ সমর্পণ করিয়া থাকেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার

জগন্নাথাষ্টকং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ ।
সর্ব্বপাপ-বিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৯ ॥

শ্রীশ্রীগোবিন্দ-স্তোত্রম্

[শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে ব্রহ্মকৃতম্]

চিন্তামণি-প্রকর-সদ্মসু কল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্ ।
লক্ষ্মী-সহস্রশত-সম্ভ্রম-সেব্যমানং
গোবিন্দমাদি-পুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১ ॥
বেণুং কৃণন্তমরবিন্দ-দলায়তাক্ষং
বর্হাবতংসমসিতাম্বুদ-সুন্দরাঙ্গম্ ।
কন্দর্পকোটি-কমনীয়-বিশেষ-শোভং
গোবিন্দমাদি-পুরুষং তমহং ভজামি ॥ ২ ॥
আলোল-চন্দ্রক-লসদ্ বনমাল্য-বংশী-
রত্নাঙ্গদং প্রণয়-কেলিকলা-বিলাসম্ ।
শ্যামং ত্রিভঙ্গ-ললিতং নিয়ত-প্রকাশং
গোবিন্দমাদি-পুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩ ॥

নয়ন-পথের পথিক হউন ॥ ৮ ॥ যিনি সংযত ও শুদ্ধ-চিত্তে এই পরম পবিত্র জগন্নাথাষ্টক পাঠ করেন, তাঁহার আত্মা সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে এবং তিনি বিষ্ণুলোকে অর্থাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠধামে গমন করেন ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষে পরিবেষ্টিত চিন্তামণিনিকর-নির্ম্মিত-গৃহসমূহে শোভিত (শ্রীগোকুলাখ্য) চিন্ময় ধামে যিনি কামধেনুগণকে সর্ব্বতোভাবে পালন করিতেছেন এবং শত-সহস্র লক্ষ্মীগণকর্ত্তৃক সাদরে পরিসেবিত হইতেছেন, সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ১ ॥ বংশীবাদনে নিরত, কমলদলের ন্যায় সুবিস্তৃত প্রফুল্লচক্ষু, ময়ূরপুচ্ছ-শিরোভূষণ, নীলমেঘ-তুল্য মনোরম অঙ্গ, কোটি-কন্দর্পেরও বাঞ্ছিত বিশেষ শোভাবিশিষ্ট সেই আদি-পুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ২ ॥ দোলায়মান চন্দ্রক অর্থাৎ ময়ূর-পুচ্ছ-চিহ্নবিশিষ্ট বনমাল্য যাঁহার গলদেশে, বংশী ও রত্নাঙ্গদ যাঁহার করদ্বয়ে,

অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়-বৃত্তিমন্তি
পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি ।
আনন্দ-চিন্ময়-সমুজ্জ্বল-বিগ্রহস্য
গোবিন্দমাদি-পুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪ ॥
অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপ-
মাদ্যং পুরাণ পুরুষং নব-যৌবনঞ্চ ।
বেদেষু দুর্ল্লভমদুর্ল্লভমাত্মভক্তৌ
গোবিন্দমাদি-পুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৫ ॥
পন্থাস্তু কোটিশত-বৎসর-সংপ্রগম্যো
বায়োরথাপি মনসো মুনি-পুঙ্গবানাম্ ।
সোঽপ্যস্তি যৎপ্রপদ-সীম্ন্যবিচিন্ত্য-তত্ত্বে
গোবিন্দমাদি-পুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৬ ॥
একোঽপ্যসৌ রচয়িতুং জগদণ্ড-কোটিং
যচ্ছক্তিরস্তি জগদণ্ডচয়া যদন্তঃ ।

প্রণয়কেলি যাঁহার নিত্য বিলাস, ললিত-ত্রিভঙ্গ শ্যামসুন্দররূপই যাঁহার নিত্য প্রকাশ, সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ৩ ॥ তাঁহার বিগ্রহ—আনন্দময়, চিন্ময় ও সন্ময়, সুতরাং পরমোজ্জ্বল ; সেই বিগ্রহগত অঙ্গসকল প্রত্যেকেই সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিবিশিষ্ট এবং চিদচিৎ অনন্ত জগৎসমূহকে নিত্যকাল যিনি দর্শন, পালন এবং নিয়মন করেন, সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ৪ ॥ বেদেরও অগম্য তথাপি শুদ্ধ-আত্মভক্তিতে সুলভ সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি । তিনি—অদ্বৈত (অতুলনীয়), অচ্যুত, অনাদি, অনন্তরূপ-বিশিষ্ট আদ্য, পুরাণপুরুষ হইয়াও সর্ব্বদা নবযৌবনসম্পন্ন সুন্দর পুরুষ ॥ ৫ ॥ সেই প্রাকৃতচিন্তাতীত তত্ত্বে গমনেচ্ছু প্রাণায়াম-গত যোগিদিগের বায়ুনিয়মন-পথ অথবা অতন্নিরসনরত নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানকারী মুনিশ্রেষ্ঠদিগের জ্ঞানচর্চ্চারূপ পন্থা শতকোটি বৎসর চলিয়াও যাঁহার চরণারবিন্দের অগ্রসীমা মাত্র প্রাপ্ত হয়, সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ৬ ॥ শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্ব-প্রযুক্ত তিনি এক-তত্ত্ব। কোটি-কোটি ব্রহ্মাণ্ড-রচনা-কার্য্যে তাঁহার শক্তি অপৃথগ্‌রূপে তাহাতে বিদ্যমান। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগণ তাঁহার মধ্যে বর্ত্তমান এবং তিনি

অণ্ডান্তরস্থ-পরমাণু-চয়ান্তরস্থং
গোবিন্দমাদি-পুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৭ ॥
যদ্ভাব-ভাবিত-ধিয়ো মনুজাস্তথৈব
সংপ্রাপ্য রূপ-মহিমাসন-যান-ভূষাঃ ।
সূক্তৈর্যমেব নিগম-প্রথিতৈঃ স্তুবন্তি
গোবিন্দমাদি-পুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৮ ॥
আনন্দ-চিন্ময়-রস-প্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজ-রূপতয়া কলাভিঃ ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদি-পুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৯ ॥
প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তি-বিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি ।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্য-গুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদি-পুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১০ ॥
রামাদি-মূর্ত্তিষু কলা-নিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ ভুবনেষু কিন্তু ।

যুগপৎ ব্রহ্মাণ্ডগত সমস্ত-পরমাণুতে পূর্ণরূপে অবস্থিত। এবম্ভূত আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ৭ ॥ যাঁহার ভাবরূপ ভক্তিদ্বারা বিভাবিত-চিত্ত মানবগণ তত্তুল্য রূপমহিমা, আসন, যান ও ভূষণ লাভ করত নিগমোক্ত মন্ত্রসূক্তদ্বারা তাঁহাকে স্তব করেন, সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ৮ ॥ আনন্দ-চিন্ময়-(মধুর) রসে প্রতিভাবিতা, স্বীয় চিদ্রূপের অনুরূপা চতুঃষষ্টি কলাযুক্তা হ্লাদিনী-শক্তিরূপা রাধা ও তৎকায়ব্যূহরূপা সখীবর্গের সহিত যে অখিলাত্মভূত গোবিন্দ নিত্য স্বীয় গোলোকধামে বাস করেন, সেই আদি-পুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ৯ ॥ প্রেমাঞ্জনে রঞ্জিত ভক্তিচক্ষুবিশিষ্ট সাধুগণ যে অচিন্ত্য-গুণবিশিষ্ট শ্যামসুন্দর কৃষ্ণকে হৃদয়াভ্যন্তরে সর্ব্বদা অবলোকন করেন, সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ১০ ॥ যে পরম-পুরুষ, স্বাংশ-কলাদি-নিয়মে রামাদি মূর্ত্তিতে স্থিত হইয়া ভুবনে নানাবতার প্রকাশ করেন, কিন্তু তিনি স্বয়ংরূপ সেই কৃষ্ণস্বরূপেই প্রকটিত হন, সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ১১ ॥ যাঁহার প্রভা হইতে উৎপত্তি নিবন্ধন

কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদি-পুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১১ ॥
যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষ-বসুধাদি-বিভূতি-ভিন্নম্ ।
তদ্‌ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদি-পুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১২ ॥
মায়া হি যস্য জগদণ্ডশতানি সূতে
ত্রৈগুণ্য-তদ্বিষয়বেদ-বিতায়মানা ।
সত্ত্বাবলম্বি-পরসত্ত্ব-বিশুদ্ধসত্ত্বং
গোবিন্দমাদি-পুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১৩ ॥
আনন্দ-চিন্ময়-রসাত্মতয়া মনঃসু
যঃ প্রাণিনাং প্রতিফলন্ স্মরতামুপেত্য ।
লীলায়িতেন ভুবনানি জয়ত্যজস্রং
গোবিন্দমাদি-পুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১৪ ॥
গোলোক-নাম্নি নিজ-ধাম্নি তলে চ তস্য
দেবী-মহেশ-হরিধামসু তেষু তেষু ।
তে তে প্রভাব-নিচয়া বিহিতাশ্চ যেন
গোবিন্দমাদি-পুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১৫ ॥

উপনিষদুক্ত নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম, কোটি-ব্রহ্মাণ্ডগত বসুধাদি-বিভূতি হইতে পৃথক্ হইয়া নিষ্ফল অনন্ত অশেষতত্ত্বরূপে প্রতীত হন, সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ১২ ॥ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপ ত্রৈগুণ্যময়ী এবং জড়-ব্রহ্মাণ্ডসম্বন্ধি-বেদ-জ্ঞান-বিস্তারিণী মায়া—যাঁহার অপরা শক্তি, সেই সত্ত্বাশ্রয়রূপ পরসত্ত্ব-নিবন্ধন বিশুদ্ধসত্ত্বরূপ আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ১৩ ॥ যিনি আনন্দ-চিন্ময়-রসস্বরূপে স্মরণকারী জীবগণের মনে প্রতিফলিত হইয়া নিজলীলা-বিস্তারের মাধ্যমে নিরন্তর ভুবন-বিজয়ী হন, সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ১৪ ॥ যিনি সর্ব্বোপরি গোলোক-নামক নিজধাম এবং তাঁহা হইতে সর্ব্ব-নিম্নে দেবীধাম, তদুপরি মহেশধাম এবং তদুপরি হরিধাম তথা বৈকুণ্ঠলোকে সেই সেই ধামোচিত প্রভাবসমূহ বিস্তার করিয়াছেন, সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধন-শক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা ।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদি-পুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১৬ ॥
ক্ষীরং যথা দধি বিকার-বিশেষ-যোগাৎ
সঞ্জায়তে ন হি ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাদ্
গোবিন্দমাদি-পুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১৭ ॥
দীপার্চ্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য
দীপায়তে বিবৃতহেতু-সমানধর্ম্মা ।
যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি
গোবিন্দমাদি-পুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১৮ ॥
যঃ কারণার্ণব-জলে ভজতি স্ম যোগ-
নিদ্রামনন্ত-জগদণ্ড সরোমকূপঃ ।
আধার-শক্তিমবলম্ব্য পরাং স্বমূর্ত্তিং
গোবিন্দমাদি-পুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১৯ ॥
যস্যৈক-নিঃশ্বসিত-কালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোম-বিলজা জগদণ্ড-নাথাঃ ।

আমি ভজনা করি ॥ ১৫ ॥ স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তির ছায়াস্বরূপা, প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধিনী মায়া-শক্তিই ভুবন-পূজিতা 'দুর্গা' ; তিনি যাঁহার ইচ্ছানুরূপ সকল কার্য্য সাধন করেন, সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ১৬ ॥ দুগ্ধ যেরূপ বিকারবিশেষ-যোগে দধি হয়, তথাপি কারণরূপ দুগ্ধ হইতে পৃথক্ তত্ত্ব হয় না, সেইরূপ তিনি কার্য্যবশতঃ 'শম্ভুতা' প্রাপ্ত হন, সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ১৭ ॥ এক মূল প্রদীপের জ্যোতিঃ যেরূপ অপর একটী দশা অর্থাৎ প্রদীপগত হইয়া পৃথক্‌রূপে মূলপ্রদীপের সমান-ধর্ম্মই বিস্তার করে, সেইরূপ যিনি পালনাদি কার্য্যের নিমিত্ত গুণাবতার বিষ্ণুরূপে প্রকাশিত হন, আমি বিষ্ণুতত্ত্বের সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে ভজনা করি ॥ ১৮ ॥ আধার-শক্তিময়ী শ্রেষ্ঠ স্বমূর্ত্তি অর্থাৎ শেষদেবকে অবলম্বনপূর্ব্বক

বিষ্ণুর্ম্মহান্ স ইহ যস্য কলা-বিশেষো
গোবিন্দমাদি-পুরুষং তমহং ভজামি ॥ ২০ ॥
ভাস্বান্ যথাশ্ম-সকলেষু নিজেষু তেজঃ
স্বীয় কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র ।
ব্রহ্মা য এষ জগদণ্ড-বিধানকর্ত্তা
গোবিন্দমাদি-পুরুষং তমহং ভজামি ॥ ২১ ॥
যৎপাদ-পল্লব-যুগং বিনিধায় কুম্ভ-
দ্বন্দ্বে প্রণাম-সময়ে স গণাধিরাজঃ ।
বিঘ্নান্ বিহন্তুমলমস্য জগত্রয়স্য
গোবিন্দমাদি-পুরুষং তমহং ভজামি ॥ ২২ ॥
অগ্নির্ম্মহী গগনমম্বু মরুদ্দিশশ্চ
কালস্তথাত্ম-মনসীতি জগত্রয়াণি ।
যস্মাদ্ ভবন্তি বিভবন্তি বিশন্তি যঞ্চ
গোবিন্দমাদি-পুরুষং তমহং ভজামি ॥ ২৩ ॥
যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকল-গ্রহাণাং
রাজা সমস্ত-সুরমূর্ত্তিরশেষ-তেজাঃ ।

যিনি স্বীয় রোমকূপে অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডের সহিত কারণার্ণবে শুইয়া যোগনিদ্রা সম্ভোগ করেন, সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ১৯ ॥ মহাবিষ্ণুর একটী নিঃশ্বাস যে-কাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে, তাঁহার রোমকূপজাত ব্রহ্মাণ্ডপতিগণ সেই কাল-পরিমাণ পরমায়ু-বিশিষ্ট হন। সেই মহাবিষ্ণু—যাঁহার কলাবিশেষ অর্থাৎ অংশের অংশ, সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ২০ ॥ সূর্য্য যেরূপ সূর্য্যকান্তাদি মণিসমূহে নিজ তেজ কিয়ৎপরিমাণে প্রকট করেন, সেইরূপ বিভিন্নাংশ-স্বরূপ (উন্নতাধিকার-বিশিষ্ট) জীব যাঁহা হইতে শক্তি প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মারূপে ব্রহ্মাণ্ডে সৃজন-বিধান করেন, সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ২১ ॥ গণেশ যাঁহার পাদপল্লবদ্বয় প্রণামকালে স্বীয় মস্তকের কুম্ভযুগলে ধারণ করিয়া ত্রিজগতে বিঘ্ন বিনাশে সামর্থ্য লাভ করিয়াছেন, সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ২২ ॥ অগ্নি, ক্ষিতি, আকাশ, জল, বায়ু, দিক, কাল, আত্মা ও মন—এই নয়-পদার্থাত্মক ত্রিজগৎ যাঁহা হইতে উৎপন্ন

যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংভৃত-কালচক্রো
গোবিন্দমাদি-পুরুষং তমহং ভজামি ॥ ২৪ ॥
ধর্ম্মোঽথ পাপ-নিচয়ঃ শ্রুতয়স্তপাংসি
ব্রহ্মাদি-কীট-পতগাবধয়শ্চ জীবাঃ ।
যদ্দত্তমাত্র-বিভব-প্রকট-প্রভাবাঃ
গোবিন্দমাদি-পুরুষং তমহং ভজামি ॥ ২৫ ॥
যস্ত্বিন্দ্রগোপমথবেন্দ্রমহো স্বকর্ম্ম-
বন্ধানুরূপ-ফলভাজনমাতনোতি ।
কর্ম্মাণি নির্দ্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং
গোবিন্দমাদি-পুরুষং তমহং ভজামি ॥ ২৬ ॥
যং ক্রোধ-কাম-সহজপ্রণয়াদি-ভীতি-
বাৎসল্য-মোহ-গুরুগৌরব-সেব্যভাবৈঃ ।
সঞ্চিন্ত্য তস্য সদৃশীং তনুমাপুরেতে
গোবিন্দমাদি-পুরুষং তমহং ভজামি ॥ ২৭ ॥

হয়, পুষ্টিলাভ করে এবং পুনরায় যথা লয়প্রাপ্ত হয়, আমি সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে ভজনা করি ॥ ২৩ ॥ গ্রহসমূহের অধিপতি, সমস্ত দেবগণের অধিষ্ঠান, অশেষ-তেজোবিশিষ্ট সবিতা বা সূর্য্য যাঁহার চক্ষুস্বরূপ এবং যাঁহার আজ্ঞায় কাল-চক্রারূঢ় হইয়া ভ্রমণ করেন, সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ২৪ ॥ ধর্ম্ম, পাপসকল, শ্রুতিগণ, তপঃসমূহ এবং ব্রহ্মা হইতে কীট-পতঙ্গাদি পর্য্যন্ত সকল জীব যৎপ্রদত্ত বৈভব-বলে প্রভাবযুক্ত হন, আমি সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে ভজনা করি ॥ ২৫ ॥ 'ইন্দ্রগোপ'-নামক ক্ষুদ্র-কীটই হউন্ বা দেবরাজ ইন্দ্রই হউন্—সকলকেই যিনি পক্ষপাতশূন্য হইয়া তাহাদের স্ব-স্ব-কর্ম্মবন্ধানুরূপ ফলভাজন করিতেছেন, অথচ অহো! আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভক্তিমান্‌দিগের কর্ম্মসকল সমূলে দহন করিতেছেন, সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ২৬ ॥ ক্রোধ, কাম, সখ্যরূপ সহজ প্রণয়, ভয়, বাৎসল্য, মোহ, গুরুগৌরব ও সেব্যভাবদ্বারা যাঁহাকে নিরন্তর চিন্তা করিয়া তত্তদ্ভাবনা-যোগ্য তনু-প্রাপ্তি ঘটে, সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ২৭ ॥

শ্রীশ্রীগোবিন্দ-দামোদর-স্তোত্রম্

[লীলাশুক-শ্রীল-বিল্বমঙ্গল-ঠক্কুর-বিরচিতম্]

অগ্রে কুরূণামথ পাণ্ডবানাং, দুঃশাসনেনাহৃতবস্ত্রকেশা ।
কৃষ্ণা তদাক্রোশদনন্যনাথা, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ১ ॥
শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণো মধুকৈটভারে, ভক্তানুকম্পিত ভগবন্ মুরারে ।
ত্রায়স্ব মাং কেশব লোকনাথ, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ২ ॥
বিক্রেতুকামাখিল-গোপকন্যা, মুরারি-পাদার্পিত-চিত্তবৃত্তিঃ ।
দধ্যাদিকং মোহবশাদবোচদ্, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৩ ॥
উলূখলে সম্ভৃত-তণ্ডুলাংশ্চ, সংঘট্টয়ন্তো মুষলৈঃ প্রমুগ্ধাঃ ।
গায়ন্তি গোপ্যো জনিতানুরাগা, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৪ ॥
কাচিৎ করাম্ভোজপুটে নিষণ্ণং, ক্রীড়াশুকং কিংশুকরক্ততুণ্ডম্ ।
অধ্যাপয়ামাস সরোরুহাক্ষী, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৫ ॥
গৃহে গৃহে গোপবধূসমূহঃ, প্রতিক্ষণং পিঞ্জরসারিকাণাম্ ।
স্খলদ্গিরং বাচয়িতুং প্রবৃত্তো, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—কৌরব ও পাণ্ডবদের সম্মুখে দুঃশাসন-কর্ত্তৃক বস্ত্র ও কেশ আকর্ষিত হইলে কৃষ্ণা (দ্রৌপদী) অনন্যগতি হইয়া "হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণকে আহ্বান করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥ হে শ্রীকৃষ্ণ! হে বিষ্ণো! হে মধুকৈটভহন্তা! হে ভক্তানুগ্রহকারিন্! হে ভগবন্ মুরারে! হে কেশব! হে লোকনাথ! হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব! আমাকে ত্রাণ কর, ত্রাণ কর ॥ ২ ॥ কৃষ্ণপাদপদ্মে অর্পিতচিত্তা গোপকন্যা দধ্যাদি বিক্রয়মানসে দধিদুগ্ধাদির নাম না করিয়া মোহবশতঃ কীর্ত্তন করিতে থাকেন,—'হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব!' ॥ ৩ ॥ কৃষ্ণানুরাগিণী গোপীগণ উলূখলে মুষলদ্বারা ধান্যাদি পেষণ করিতে করিতে তৎপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া 'গোবিন্দ! দামোদর! মাধব' বলিয়া গীতি-রতা হইলেন ॥ ৪ ॥ কোন কমললোচনা উভয়করপদ্মে স্থিত পলাশ-পুষ্পের ন্যায় রক্তিমবদন ক্রীড়াশুককে "বল গোবিন্দ-দামোদর-মাধব"—বলিয়া পাঠ করাইতেছিলেন ॥ ৫ ॥ প্রতিগৃহে গোপবধূগণ তাঁহাদের পিঞ্জরস্থিত সারিকা পক্ষীকে নিরন্তর 'গোবিন্দ-দামোদর-মাধব'—এই সুমধুর বুলি শিক্ষা

পর্য্যঙ্কিকাভাজমলং কুমারং, প্রস্বাপয়ন্ত্যোঽখিল-গোপকন্যাঃ ।
জগুঃ প্রবন্ধং স্বরতালবন্ধং, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৭ ॥
রামানুজং বীক্ষণকেলিলোলং, গোপী গৃহীত্বা নবনীতগোলম্ ।
আবালকং বালকমাজুহাব, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৮ ॥
বিচিত্রবর্ণাভরণাভিরামে-, ঽভিধেহি বক্ত্রাম্বুজরাজহংসি ।
সদা মদীয়ে রসনেঽগ্ররঙ্গে, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৯ ॥
অঙ্কাধিরূঢ়ং শিশুগোপগূঢ়ং, স্তনং ধয়ন্তং কমলৈককান্তম্ ।
সম্বোধয়ামাস মুদা যশোদা, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ১০ ॥
ক্রীড়ন্তমন্তর্ব্রজমাত্মজং স্বং, সমং বয়স্যৈঃ পশুপালবালৈঃ ।
প্রেম্না যশোদা প্রজুহাব কৃষ্ণং, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ১১ ॥
যশোদয়া গাঢ়মুলূখলেন, গোকণ্ঠপাশেন নিবধ্যমানঃ ।
রুরোদ মন্দং নবনীতভোজী, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ১২ ॥
নিজাঙ্গনে কঙ্কণকেলিলোলং, গোপী গৃহীত্বা নবনীতগোলম্ ।
আমর্দ্দয়ৎ পাণিতলেন নেত্রে, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ১৩ ॥

করাইতে প্রবৃত্ত থাকিতেন ॥ ৬ ॥ শয্যাস্থিত স্বীয় শিশুদিগের নিদ্রাকর্ষণের জন্য সুর-তালের সহিত নিখিল গোপকন্যাগণ 'গোবিন্দ-দামোদর-মাধব'—এই প্রবন্ধে গান করিতেন ॥ ৭ ॥ হস্তে ননীর মণ্ড লইয়া গোপী যশোদারাণী বলরামের অনুজ শ্রীকৃষ্ণকে গোপ-বালকদিগের সহিত ক্রীড়াচঞ্চল-দর্শনে তাহাদের মধ্য হইতে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন,—"হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব!" ॥ ৮ ॥ হে বিচিত্র-অলঙ্কার-শোভিতে সুন্দরি বদনকমলরূপিণি রাজহংসি! মদীয় জিহ্বাগ্রে 'গোবিন্দ-দামোদর-মাধব' বলিয়া অভিনেত্রীর ন্যায় সর্ব্বদা গীতালাপ করিতে থাক ॥ ৯ ॥ মাতা যশোদারাণী গোপশিশুরূপে গূঢ়ভাবে লীলাকারী ভগবান্ লক্ষ্মীকান্তকে ক্রোড়ে করিয়া স্তন্যপান করাইতে করাইতে আনন্দ-সহকারে সম্বোধন করিতে লাগিলেন,—"হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব!"১০ ॥ গোষ্ঠে বয়স্য গোপবালকগণসহ ক্রীড়ারত আত্মজ সন্তান শ্রীকৃষ্ণকে মাতা যশোদা আনন্দে প্রেমভরে 'গোবিন্দ-দামোদর-মাধব' বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥ নবনীত প্রস্তুতকালে দধিভাণ্ড-ভঙ্গের ও গৃহস্থিত নবনীত মর্কটদিগকে প্রদানের নিমিত্ত অপরাধের শাস্তিস্বরূপ মাতা যশোদা গাভিবন্ধন-

গৃহে গৃহে গোপবধূকদম্বাঃ, সর্ব্বে মিলিত্বা সমবায়যোগে ।
পুণ্যানি নামানি পঠন্তি নিত্যং, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ১৪ ॥
মন্দারমূলে বদনাভিরামং, বিম্বাধরে পূরিতবেণুনাদম্ ।
গো-গোপ-গোপীজন-মধ্যসংস্থং, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ১৫ ॥
উত্থায় গোপ্যোঽপর-রাত্রভাগে, স্মৃত্বা যশোদাসুতবালকেলিম্ ।
গায়ন্তি প্রোচ্চৈর্দধি মন্থয়ন্ত্যো, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ১৬ ॥
জগ্ধোঽথ দত্তো নবনীতপিণ্ডো, গৃহে যশোদা বিচিকিৎসয়ন্তী ।
উবাচ সত্যং বদ হে মুরারে, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ১৭॥
অভ্যর্চ্চ্য গেহং যুবতিঃ প্রবৃদ্ধ-, প্রেমপ্রবাহা দধি নির্ম্মমন্থ ।
গায়ন্তি গোপ্যোঽথ সখীসমেতা, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ১৮ ॥
ক্বচিৎ প্রভাতে দধিপূর্ণপাত্রে, নিক্ষিপ্য মন্থং যুবতী মুকুন্দম্ ।
আলোক্য গানং বিবিধং করোতি, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥১৯॥

রজ্জুদ্বারা উলূখলের সহিত নবনীতভোজী কৃষ্ণকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করায়, "গোবিন্দ-দামোদর-মাধব!" বলিয়া ধীরে ধীরে কাঁদিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥ শ্রীকৃষ্ণ নিজ অঙ্গনে যখন স্বহস্তকঙ্কণের সহিত ক্রীড়ায় ব্যস্ত ছিলেন, তখন গোপী যশোদা-রাণী এক হস্তে নবনীত মণ্ড লইয়া এবং অপর হস্তে তাঁহার লোচনদ্বয় আচ্ছাদিত করিয়া প্রেমভরে বলিতে লাগিলেন,—"হে আমার গোবিন্দ! আমার দামোদর! আমার মাধব!" ॥ ১৩ ॥ শ্রীবৃন্দাবনস্থ গোপবধূগণ স্ব-স্ব-গৃহে একত্র মিলিত হইয়া মনোযোগ-সহকারে শ্রীকৃষ্ণের 'গোবিন্দ' 'দামোদর' 'মাধবা'দি পবিত্র নাম নিত্য পাঠ করেন ॥ ১৪ ॥ যাঁহার মুখমণ্ডল মনোমুগ্ধকর এবং যিনি কদম্ব-বৃক্ষতলে ধেনু-গোপ-গোপীগণে পরিবৃতা হইয়া শোভমান ; তাঁহার বিম্বফল-সদৃশ অধরস্থিত বেণু হইতে 'গোবিন্দ' 'দামোদর' 'মাধব' এই নামসকল ধ্বনিত হইতেছে ॥১৫॥ নিশান্তে শয্যাত্যাগ করিয়া গোপীগণ যশোদাসুত শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা স্মরণ করত দধি-মন্থনকালে 'গোবিন্দ' 'দামোদর' 'মাধব' এই নাম উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে থাকেন ॥ ১৬ ॥ একদিন গৃহে পূর্ব্বসঞ্চিত নবনীত নিজে অল্প ভক্ষণ করিলেন এবং কিয়দংশ বানরগণকেও দিয়াছিলেন, ইহাতে সন্দিগ্ধচিত্তা মাতা যশোদা পুত্রকে বলিলেন, —'হে মুরারে! হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব! সত্য করিয়া বল, নবনীত চুরি করিয়াছ?' ১৭ ॥ প্রেমাপ্লুত-হৃদয়ে মাতা যশোদা গৃহ পরিষ্কৃত

ক্রীড়াপরং ভোজনমজ্জনার্থং, হিতৈষিণী স্ত্রী তনুজং যশোদা ।
আজুহবৎ প্রেমপরিপ্লুতাক্ষী, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ২০ ॥
সুখং শয়ানং নিলয়ে চ বিষ্ণুং, দেবর্ষিমুখ্যা মুনয়ঃ প্রপন্নাঃ ।
তেনাচ্যুতে তন্ময়তাং ব্রজন্তি, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ২১ ॥
বিহায় নিদ্রামরুণোদয়ে চ, বিধায় কৃত্যানি চ বিপ্রমুখ্যাঃ ।
বেদাবসানে প্রপঠন্তি নিত্যং, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ২২ ॥
বৃন্দাবনে গোপগণাশ্চ গোপ্যো, বিলোক্য গোবিন্দ-বিয়োগখিন্নাম্ ।
রাধাং জগুঃ সাশ্রু-বিলোচনাভ্যাং, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥২৩॥
প্রভাতসঞ্চারগতা নু গাব-, স্তদ্ রক্ষণার্থং তনয়ং যশোদা ।
প্রাবোধয়ৎ পাণিতলেন মন্দং, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ২৪ ॥
প্রবালশোভা ইব দীর্ঘকেশা, বাতাম্বুপর্ণাশন-পূতদেহাঃ ।
মূলে তরূণাং মুনয়ঃ পঠন্তি, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ২৫ ॥

করিয়া দধিমন্থন করিতে বসিলেন। এমন সময় গোপীগণ সখীপরিবেষ্টিত হইয়া 'গোবিন্দ' 'দামোদর' 'মাধব' এই নাম গান করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥ কোন এক প্রাতঃকালে যশোদাদেবী দধিপূর্ণপাত্রে মন্থনদণ্ড নিক্ষেপ করিতে যাইবেন, এমন সময় শয্যোপরি বালক মুকুন্দের উপর দৃষ্টি পড়িল। দৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমে বিহ্বল হইয়া 'ও আমার গোবিন্দ, আমার দামোদর, আমার মাধব' বলিয়া গান করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥ প্রেমবিভোরলোচনা হিতাকাঙ্ক্ষিণী মাতা যশোদা বয়স্য-গণসহ ক্রীড়ারত পুত্রকে ডাকিতে লাগিলেন,—হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব! স্নান ও ভোজন করিবে, আইস ॥ ২০ ॥ শ্রীনন্দগৃহে সুখে শায়িত বিষ্ণুকে (কৃষ্ণকে) দর্শন করিয়া নারদাদি প্রমুখ মুনিগণ তদীয় চরণে শরণাগত হইলেন এবং 'হে গোবিন্দ! হে দমোদর! হে মাধব!' বলিতে বলিতে অচ্যুত ভগবানে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইলেন ॥২১॥ শ্রেষ্ঠ বিপ্রগণ অরুণোদয়-সময়ে শয্যাত্যাগ করেন এবং প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে বেদপাঠ করত 'গোবিন্দ-দামোদর-মাধব' নাম নিত্য পাঠ করেন ॥ ২২ ॥ শ্রীবৃন্দাবনে গোবিন্দ-বিরহকাতরা শ্রীমতী রাধারাণীকে দর্শন করিয়া গোপ-গোপীগণ 'হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব' বলিয়া সাশ্রুনয়নে গান করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥ প্রভাতকালে ধেণুগণ বনগমনে উদ্যত হইলে তাহা-দিগকে রক্ষার জন্য নিদ্রিত কৃষ্ণকে যশোদাদেবী করতলের মৃদু আঘাতে

এবং ব্রুবাণা বিরহাতুরা ভৃশং, ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণবিষক্তমানসাঃ ।
বিসৃজ্য লজ্জাং রুরুদুঃ স্ম সুস্বরং, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥২৬॥
গোপী কদাচিন্মণিপিঞ্জরস্থং, শুকং বচো বাচয়িতুং প্রবৃত্তা ।
আনন্দকন্দ ব্রজচন্দ্র কৃষ্ণ, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ২৭ ॥
গোবৎসবালৈঃ শিশুকাকপক্ষং, বধ্নন্তমম্ভোজদলায়তাক্ষম্ ।
উবাচ মাতা চিবুকং গৃহীত্বা, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ২৮ ॥
প্রভাতকালে বরবল্লবৌঘা, গোরক্ষণার্থং ধৃতবেত্রদণ্ডাঃ ।
আকারয়ামাসুরনন্তমাদ্যং, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ২৯ ॥
জলাশয়ে কালিয়মর্দ্দনায়, যদা কদম্বাদপতন্মুরারিঃ ।
গোপাঙ্গনাশ্চুক্রুশুরেত্য গোপা, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৩০ ॥
অক্রূরমাসাদ্য যদা মুকুন্দ-, শ্চাপোৎসবার্থং মথুরাং প্রবিষ্টঃ ।
তদা স পৌরৈর্জয়তীত্যভাষি, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৩১ ॥

জাগরিত করিয়া বলিতেন,—"হে আমার গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব! গাভিগণকে চরাইতে যাও বাবা ॥" ২৪ ॥ বায়ু, জল, পত্রভুক্ত পবিত্রদেহ ও প্রবালরত্নবর্ণ দীর্ঘ জটাধারী মুনিগণ তরুতলে বসিয়া 'হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব!' নাম পাঠ করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥ শ্রীকৃষ্ণাসক্তচিত্তা বিরহাতুরা ব্রজ-গোপীগণ লোক-লজ্জা পরিহারপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ "হা গোবিন্দ! হা দামোদর! হা মাধব"—এইরূপ সুললিতস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ গোপী শ্রীরাধিকা কোন এক সময়ে মণি-পিঞ্জরমধ্যস্থ শুক পক্ষীকে 'হে আনন্দকন্দ! হে ব্রজচন্দ্র! হে কৃষ্ণ! হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব! নামসমূহ শিক্ষা করাইতে প্রবৃত্তা হইলেন ॥২৭॥ কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে কোন এক গোপ-বালকের শিখণ্ডের সহিত ধেনুবৎসের পুচ্ছ বন্ধন করিতে দেখিয়া মাতা যশোদা পুত্রের চিবুক ধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—'ও গোবিন্দ! ও দামোদর! ও মাধব!' এ কি করিতেছ? ২৮ ॥ প্রভাতকালে প্রিয় বয়স্যগণ বেত্রদণ্ডহস্তে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া অনন্ত, আদিপুরুষ কৃষ্ণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন,—হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব! গোধন চরাইতে যাইবে, আইস ॥ ২৯ ॥ যখন মুরারি কৃষ্ণ কালিয়নাগকে মর্দ্দন করিবার নিমিত্ত কদম্ববৃক্ষ হইতে কালিয়-হ্রদে নিপতিত হইলেন, তখন গোপ-গোপীগণ "হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে

**কংসস্য দূতেন যদৈব নীতৌ, বৃন্দাবনান্তাদ্ বসুদেবসূনু ।
রুরোদ গোপী ভবনস্য মধ্যে, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৩২ ॥
সরোবরে কালিয়নাগ-বদ্ধং, শিশুং যশোদাতনয়ং নিশম্য ।
চক্রুর্লুঠন্ত্যঃ পথি গোপবালা, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৩৩ ॥
অক্রূরযানে যদুবংশনাথং, সংগচ্ছমানং মথুরাং নিরীক্ষ্য ।
উচুর্বিয়োগাৎ কিল গোপবালা, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৩৪ ॥
চক্রন্দ গোপী নলিনীবনান্তে, কৃষ্ণেন হীনা কুসুমে শয়ানা ।
প্রফুল্ল-নীলোৎপল-লোচনাভ্যাং, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৩৫ ॥
মাতাপিতৃভ্যাং পরিবার্য্যমানা, গেহং প্রবিষ্টা বিললাপ গোপী ।
আগত্য মাং পালয় বিশ্বনাথ, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৩৬ ॥
বৃন্দাবনস্থং হরিমাশু বুদ্ধা, গোপী গতা ক্বাপি বনং নিশায়াম্ ।
তত্রাপ্যদৃষ্টাতিভয়াদবোচৎ, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৩৭ ॥**

মাধব!” বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥ যখন মুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণ ধনুর্যজ্ঞোৎসবে যোগদান করিবার জন্য অক্রূরের সহিত মথুরায় প্রবিষ্ট হইলেন, তখন মথুরাবাসিগণ ‘হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব! তুমি জয়যুক্ত হও, জয়যুক্ত হও’—এইরূপ বলিতে লাগিলেন ॥৩১॥ যে-সময় কংসদূত অক্রূর বসুদেবসুত শ্রীকৃষ্ণ, বলরামকে বৃন্দাবন হইতে মথুরায় লইয়া গেলেন, তখন কোন গোপী (শ্রীরাধিকা) নিজ ভবনে “হা গোবিন্দ! হা দামোদর! হা মাধব” বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥ যখন গোপবালকগণ শুনিলেন যে, কালিয়হ্রদে শিশু যশোদাসুত কালিয়-নাগকর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়াছে, তখনই পথিমধ্যে “হায় গোবিন্দ! হায় দামোদর! হায় মাধব!” বলিয়া ভূমিতলে লুটোপুটি খাইতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥ অক্রূরের রথে আরূঢ় যদুপতি শ্রীকৃষ্ণকে মথুরাভিমুখে যাইতে দেখিয়া কৃষ্ণবিরহে গোপবালকগণ বলিতে লাগিলেন,—‘হে গোবিন্দ! হে দামো-দর! হে মাধব!’ তুমি আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিলে? ৩৪॥ প্রফুল্ল-কমললোচনা শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণবিরহে পদ্মবনান্তে কুসুম-শয্যায় শায়িত হইয়া “হা গোবিন্দ! হা দামোদর! হা মাধব” বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥ পিতামাতাকর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইয়াও কোন গোপী (শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী) গৃহে প্রবেশ করত ‘হা বিশ্বনাথ! হা গোবিন্দ! হা দামোদর! হা মাধব! শীঘ্র আসিয়া

**সুখং শয়ানা নিলয়ে নিজেঽপি, নামানি বিষ্ণোঃ প্রবদন্তি মর্ত্ত্যাঃ ।
তে নিশ্চিতং তন্ময়তাং ব্রজন্তি, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৩৮ ॥
সা নীরজাক্ষীমবলোক্য রাধাং, রুরোদ গোবিন্দ-বিয়োগখিন্নাম্ ।
সখী প্রফুল্লোৎপল-লোচনাভ্যাং, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৩৯ ॥
জিহ্বে রসজ্ঞে মধুরপ্রিয়া ত্বং, সত্যং হিতং ত্বাং পরমং বদামি ।
আবর্ণয়েথা মধুরাক্ষরাণি, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৪০ ॥
আত্যন্তিক-ব্যাধিহরং জনানাং, চিকিৎসকং বেদবিদো বদন্তি ।
সংসার-তাপত্রয়-নাশবীজং, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৪১ ॥
তাতাজ্ঞয়া গচ্ছতি রামচন্দ্রে, সলক্ষ্মণেঽরণ্যচয়ে সসীতে ।
চক্রন্দ রামস্য নিজা জনিত্রী, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৪২ ॥
একাকিনী দণ্ডক-কাননান্তাৎ, সা নীয়মানা দশকন্ধরেণ ।
সীতা তদাক্রন্দদনন্যনাথা, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৪৩ ॥**

আমাকে রক্ষা কর ও পালন কর’—এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥৩৬॥ বৃন্দাবননাথ শ্রীবৃন্দাবনেই সতত বিরাজমান—মনে করিয়া কোন একদিন নিশাকালে গোপী বনগমন করত তথায় তাঁহার অদর্শনে অতিভয়ে “হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব!” নাম উচ্চারণ করিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥ যে-সকল মর্ত্ত্যবাসী নিজ গৃহে সুখে-স্বচ্ছন্দেও “হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব!” বলিয়া শ্রীবিষ্ণুর নাম গান করেন, তাঁহারা নিশ্চিতই শ্রীকৃষ্ণে তন্ময়তা প্রাপ্ত হন ॥ ৩৮ ॥ কোন সখী কমললোচনা শ্রীমতী রাধিকাকে শ্রীগোবিন্দবিয়োগ-বিধুরা দেখিয়া “হা গোবিন্দ! হা দামোদর! হা মাধব!” বলিতে বলিতে প্রফুল্ল কমলনয়নে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥ হে রসিকে জিহ্বে! মধুর রসকে তুমি অধিক ভালবাস, সেজন্য তোমায় পরম সত্যকথা বলিতেছি যে, ‘হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব!’ এই সুমধুর নামসমূহ সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন কর ॥ ৪০ ॥ “গোবিন্দ-দামোদর-মাধব”—শ্রীভগবানের এই নামাবলী মানবের আত্যন্তিক ব্যাধিহরণকারী ও সংসারে ত্রিতাপ-নাশের একমাত্র মূল বীজ-স্বরূপ ॥ ৪১ ॥ পিতৃ-আজ্ঞা পালনহেতু ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও পত্নী সীতাদেবীর সহিত শ্রীরামচন্দ্র বনগমনে উদ্যত হইলে মাতা কৌশল্যাদেবী “হা গোবিন্দ! হা দামোদর! হা মাধব!” বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥ সীতাদেবীকে দণ্ডকারণ্যে

রামাদ্বিযুক্তা জনকাত্মজা সা, বিচিন্তয়ন্তী হৃদি রামরূপম্ ।
রুরোদ সীতা রঘুনাথ পাহি, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৪৪ ॥
প্রসীদ বিষ্ণো রঘুবংশনাথ, সুরাসুরাণাং সুখদুঃখহেতো ।
রুরোদ সীতা তু সমুদ্রমধ্যে, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৪৫ ॥
অন্তর্জলে গ্রাহ-গৃহীত-পাদো, বিসৃষ্ট-বিক্লিষ্ট-সমস্তবন্ধুঃ ।
তদা গজেন্দ্রো নিতরাং জগাদ, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৪৬ ॥
হংসধ্বজঃ শঙ্খযুতো দদর্শ, পুত্রং কটাহে প্রতপন্তমেনম্ ।
পুণ্যানি নামানি হরের্জপন্তং, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৪৭ ॥
দুর্ব্বাসসো বাক্যমুপেত্য কৃষ্ণা, সা চাব্রবীৎ কাননবাসিনীশম্ ।
অন্তঃপ্রবিষ্টং মনসাজুহাব, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৪৮ ॥
ধ্যেয়ঃ সদা যোগিভিরপ্রমেয়ঃ, চিন্তাহরশ্চিন্তিত-পারিজাতঃ ।
কস্তূরিকাকল্পিত-নীলবর্ণো, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৪৯ ॥

একাকিনী দেখিয়া যখন দশানন রাবণ তথা হইতে তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন, তখন জনকদুহিতা অনন্যশরণা হইয়া "হা গোবিন্দ! হা দামোদর! হা মাধব!" নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩ ॥ লঙ্কাভিমুখে গমনকালে শ্রীরাম-বিরহব্যথিতা সীতাদেবী হৃদয়মধ্যে রামরূপ ধ্যান করত 'হে রঘুনাথ! হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব!' আমাকে রক্ষা কর বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥ যখন সমুদ্রমধ্য দিয়া রাবণের সঙ্গে সীতাদেবী অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন "হে বিষ্ণো! হে রঘুপতে! হে সুরাসুরের সুখ-দুঃখবিধাতঃ! হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব! আমাকে রক্ষা কর!"—এই বলিয়া রোদন করিতেছিলেন ॥ ৪৫ ॥ যখন জলমধ্যে গ্রাহ-(কুম্ভীর) কর্ত্তৃক গজেন্দ্রের পাদদ্বয় আক্রান্ত হইল, তখন বন্ধু-বান্ধববিহীন সাতিশয় ক্লিষ্ট করীন্দ্র "হা গোবিন্দ! হা দামোদর! হা মাধব" বলিয়া সর্ব্বক্ষণ সকাতর আহ্বান করিতে লাগিলেন ॥৪৬॥ নৃপতি শঙ্খধ্বজ দেখিতে পাইলেন,—তাহার পুত্র হংসধ্বজ উত্তপ্ত তৈলপাত্রে নিপতিত হইয়া "গোবিন্দ! দামোদর! মাধব!" শ্রীহরির এই পবিত্র নাম মন্দ-মন্দ স্বরে জপ করিতেছেন ॥ ৪৭ ॥ একদিন দুর্ব্বাসা ঋষি শিষ্যগণসহ কাননবাসিনী কৃষ্ণা অর্থাৎ দ্রৌপদীর কুটিরে পদার্পণ করত আহার প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু দ্রৌপদীর ভোজনান্তে আহার্য্য নিঃশেষ হওয়ায় অতিথি সৎকারের নিমিত্ত অন্তর্যামী

সংসারকূপে পতিতোঽত্যগাধে, মোহান্ধপূর্ণে বিষয়াভিতপ্তে ।
করাবলম্বং মম দেহি বিষ্ণো, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৫০ ॥
ত্বামেব যাচে মম দেহি জিহ্বে, সমাগতে দণ্ডধরে কৃতান্তে ।
বক্তব্যমেবং মধুরং সুভক্ত্যা, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৫১ ॥
ভজস্ব মন্ত্রং ভববন্ধমুক্ত্যৈ, জিহ্বে রসজ্ঞে সুলভং মনোজ্ঞম্ ।
দ্বৈপায়নাদ্যৈর্মুনিভিঃ প্রজপ্তং, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৫২ ॥
গোপাল বংশীধর রূপসিন্ধো, লোকেশ নারায়ণ দীনবন্ধো ।
উচ্চস্বরৈস্ত্বং বদ সর্ব্বদৈব, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৫৩ ॥
জিহ্বে সদৈবং ভজ সুন্দরাণি, নামানি কৃষ্ণস্য মনোহরাণি ।
সমস্ত-ভক্তার্ত্তি-বিনাশনানি, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৫৪ ॥
গোবিন্দ গোবিন্দ হরে মুরারে, গোবিন্দ গোবিন্দ মুকুন্দ কৃষ্ণ ।
গোবিন্দ গোবিন্দ রথাঙ্গপাণে, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৫৫ ॥

বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে "হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব!" বলিয়া কাতর-স্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮ ॥ যিনি যোগিগণের অপরিজ্ঞেয়, সর্ব্ব-চিন্তা-হরণকারী, কল্পবৃক্ষসদৃশ ও যিনি কস্তূরিকার ন্যায় নীলকান্তিবিশিষ্ট, তিনি "গোবিন্দ-দামোদর-মাধব" নামে সর্ব্বদা ধ্যানযোগ্য ॥ ৪৯ ॥ আমি মোহান্ধকার-পরিব্যাপ্ত, অতিশয় তপ্ত বিষয়রূপ বিষে পরিপূর্ণ গভীর-সংসারকূপে নিপতিত হইয়াছি। হে বিষ্ণো! হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব! আপনার শ্রীকরকমলা-বলম্বনদানে আমায় ত্রাণ করুন ॥ ৫০ ॥ হে জিহ্বে! তোমার নিকটে এই যাচ্ঞা করিতেছি যে, দেহাবসানে যে-সময় দণ্ডপাণি যম সমাগত হইবে, তখন তুমি "হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব!"—এই সুমধুর নামসকল প্রেমভরে গান করিতে থাকিবে ॥ ৫১ ॥ হে রসাস্বাদনকারিণি জিহ্বে! তুমি সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য ব্যাসপ্রমুখ মুনিবৃন্দগীত "গোবিন্দ, দামোদর, মাধব"—এইসকল সহজলভ্য, মনোমুগ্ধকারী নামরূপ মন্ত্র জপ কর ॥ ৫২ ॥ হে জিহ্বে! তুমি সর্ব্বদা "গোপাল, মুরলীধর, রূপসিন্ধু, লোকেশ, নারায়ণ, দীনবন্ধু, গোবিন্দ, দামোদর, মাধব"—এই নামসমূহ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে থাক ॥ ৫৩ ॥ হে জিহ্বে! তুমি ভক্তবৃন্দের ক্লেশবিনাশক শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর, মনোহর "গোবিন্দ, দামোদর, মাধব" নাম সর্ব্বদা ভজন করিতে থাক ॥ ৫৪ ॥ হে জিহ্বে! তুমি "হরি, মুরারি,

সুখাবসানে ত্বিদমেব সারং, দুঃখাবসানে ত্বিদমেব গেয়ম্ ।
দেহাবসানে ত্বিদমেব জাপ্যং, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৫৬ ॥
দুর্ব্বার-বাক্যং পরিগৃহ্য কৃষ্ণা, মৃগীব ভীতা তু কথং কথঞ্চিৎ ।
সভাং প্রবিষ্টা মনসাজুহাব, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৫৭ ॥
শ্রীকৃষ্ণ রাধাবর গোকুলেশ, গোপাল গোবর্দ্ধননাথ বিষ্ণো ।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৫৮ ॥
শ্রীনাথ বিশ্বেশ্বর বিশ্বমূর্ত্তে, শ্রীদেবকীনন্দন দৈত্যশত্রো ।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৫৯ ॥
গোপীপতে কংসরিপো মুকুন্দ, লক্ষ্মীপতে কেশব বাসুদেব ।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৬০ ॥
গোপীজনাহ্লাদকর ব্রজেশ, গোচারণারণ্যকৃতপ্রবেশ ।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৬১ ॥
প্রাণেশ বিশ্বম্ভর কৈটভারে, বৈকুণ্ঠ নারায়ণ চক্রপাণে ।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৬২ ॥

মুকুন্দ, কৃষ্ণ, চক্রপাণি, গোবিন্দ, দামোদর, মাধব"—শ্রীকৃষ্ণের এই নামসমূহ সর্ব্বদা গান কর ॥৫৫॥ 'গোবিন্দ, দামোদর, মাধব'—এই নামসকল সুখের অন্তে একমাত্র সার, দুঃখের শেষে ইহাই গান করা কর্ত্তব্য এবং দেহত্যাগকালে ইহাই জপ্য ॥ ৫৬ ॥ দ্রৌপদী (কৃষ্ণা) ভীতা হরিণীর ন্যায় সভামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া (দুঃশাসনের) অনিবারণীয় দুর্ব্বাক্য শ্রবণে 'গোবিন্দ, দামোদর, মাধব' বলিয়া মনে মনে আহ্বান করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥ হে জিহ্বে ! তুমি "শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা-নাথ, গোকুলপতি, গোবর্দ্ধন-গিরিধারী, বিষ্ণু, গোবিন্দ, দামোদর, মাধব"—এই নামামৃত পান কর ॥৫৮॥ হে জিহ্বে ! তুমি 'শ্রীনাথ, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বমূর্ত্তি, শ্রীদেবকী-নন্দন, দৈত্যনাশন, গোবিন্দ, দামোদর, মাধব'—এইসকল নামসুধা পান কর ॥৫৯॥ হে জিহ্বে ! তুমি "গোপীপতি, কংসারি, মুকুন্দ, লক্ষ্মীপতি, কেশব, বাসুদেব, গোবিন্দ, দামোদর, মাধব"—এইসকল নাম-পীযূষ পান করিতে থাক ॥ ৬০ ॥ যিনি ব্রজগোপীবৃন্দের চিত্তবিনোদকারী, যিনি ব্রজের ঈশ্বর, যিনি গোচারণার্থ বনে বিচরণশীল, হে জিহ্বে ! তুমি সেই শ্রীকৃষ্ণের "গোবিন্দ, দামোদর, মাধব"—নামামৃত সর্ব্বদা পান কর ॥ ৬১ ॥ হে জিহ্বে ! তুমি "প্রাণেশ্বর, বিশ্বম্ভর, কৈটভারি,

হরে মুরারে মধুসূদনাদ্য, শ্রীরাম সীতাবর রাবণারে ।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৬৩ ॥
শ্রীযাদবেন্দ্রাদ্রিধরাম্বুজাক্ষ, গো-গোপ-গোপী-সুখদানদক্ষ ।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৬৪ ॥
ধরাভরোত্তারণগোপবেষ, বিহারলীলা-কৃতবন্ধু-শেষ ।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৬৫ ॥
বকী-বকাঘাসুর-ধেনুকারে, কেশী-তৃণাবর্ত্ত-বিঘাতদক্ষ ।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৬৬ ॥
শ্রীজানকীজীবন রামচন্দ্র, নিশাচরারে ভরতাগ্রজেশ ।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৬৭ ॥
নারায়ণানন্ত হরে নৃসিংহ, প্রহ্লাদ-বাধাহর হে কৃপালো ।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৬৮ ॥
লীলা-মনুষ্যাকৃতি-রামরূপ, প্রতাপ-দাসীকৃত-সর্ব্বভূপ ।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৬৯ ॥

বৈকুণ্ঠ, নারায়ণ, চক্রপাণি, গোবিন্দ, দামোদর, মাধব"—শ্রীকৃষ্ণের এই নামামৃত নিরন্তর পান কর ॥ ৬২ ॥ হে জিহ্বে ! তুমি "হরি, মুরারি, মধুসূদন, আদিপুরুষ, শ্রীরাম, সীতাপতি, রাবণারি, গোবিন্দ, দামোদর, মাধব"—এই নামামৃত সদা পান করিতে থাক ॥ ৬৩ ॥ হে জিহ্বে ! তুমি "যদুপতি, গিরিধারী, কমললোচন, গো-গোপ-গোপীজন-সুখদাতা শিরোমণি, গোবিন্দ, দামোদর, মাধব"—এই নামসুধা নিরন্তর পান কর ॥ ৬৪ ॥ যিনি ধরণীর ভার অপনোদন করিবার জন্য গোপবেষ ধারণ করিয়াছিলেন এবং লীলাবিহারের নিমিত্ত শেষশায়ী অনন্তদেবকে সহায় করিয়াছিলেন, হে জিহ্বে ! সেই শ্রীকৃষ্ণের "গোবিন্দ, দামোদর, মাধব" নামামৃত সর্ব্বদা পান কর ॥ ৬৫ ॥ যিনি পূতনা, বকাসুর, অঘাসুর ও ধেনুকাসুরগণের বিনাশকারী এবং কেশীদৈত্য ও তৃণাবর্ত্ত অসুরকে বধ করিতে যিনি বিশেষ পটু ছিলেন ; হে জিহ্বে ! সেই শ্রীকৃষ্ণের "গোবিন্দ, দামোদর, মাধব" নামরস নিরন্তর পান কর ॥ ৬৬ ॥ "হে জানকীজীবন রামচন্দ্র ! হে রাক্ষসারি ! হে ভরত-জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতঃ ! হে ঈশ ! হে গোবিন্দ ! হে দামোদর ! হে মাধব !"—এই অমৃতনাম হে জিহ্বে ! তুমি নিরন্তর পান কর ॥ ৬৭ ॥ যিনি নারায়ণ, অনন্ত, হরি ও প্রহ্লাদের

শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৭০ ॥
বক্তুং সমর্থোঽপি ন ব্যক্তি কশ্চি-, দহো জনানাং ব্যসনাভিমুখ্যম্।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৭১ ॥

(শ্রীকৃষ্ণ)-প্রণাম-প্রণয়াখ্য-স্তবঃ

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতঃ]

কন্দর্পকোটি-রম্যায় স্ফুরদিন্দীবর-ত্বিষে।
জগন্মোহন-লীলায় নমো গোপেন্দ্র-সূনবে ॥ ১ ॥
কৃষ্ণলা-কৃতহারায় কৃষ্ণ-লাবণ্যশালিনে।
কৃষ্ণা-কূল-করীন্দ্রায় কৃষ্ণায় করবৈ নমঃ ॥ ২ ॥
সর্ব্বানন্দ-কদম্বায় কদম্ব-কুসুমস্রজে।
নমঃ প্রেমাবলম্বায় প্রলম্বারি-কনীয়সে ॥ ৩ ॥

বিঘ্নবিনাশকারী শ্রীনৃসিংহদেব, করুণাময় হে জিহ্বে! সেই শ্রীহরির "গোবিন্দ, দামোদর, মাধব" নামামৃত পান কর ॥ ৬৮ ॥ যিনি লীলাবিলাসচ্ছলে মনুষ্যাকার ধারণ করত রামরূপ প্রকটিত করিয়াছিলেন এবং যিনি অসীম প্রতাপে সমস্ত নৃপতিগণকে পরাভূত করিয়াছিলেন, হে জিহ্বে! সেই নন্দনন্দনের "গোবিন্দ, দামোদর, মাধব" নামামৃত সর্ব্বদা পানরত হও ॥ ৬৯ ॥ হে জিহ্বে! তুমি শ্রীকৃষ্ণ, গোবিন্দ, হরি, মুরারি, নাথ, নারায়ণ, বাসুদেব, গোবিন্দ, দামোদর, মাধব"—এই নামামৃতরস নিরন্তর পান কর ॥ ৭০ ॥ সহজলভ্য সুমধুর শ্রীহরিনাম মুখে কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হইলেও বিষয়াসক্ত মানব ভগবন্নাম-গ্রহণে পরাঙ্মুখ। ইহা হইতে আর দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে? কিন্তু হে আমার জিহ্বে! তুমি "গোবিন্দ, দামোদর, মাধব"—এই নামামৃত অনুক্ষণ পান কর ॥ ৭১ ॥

বঙ্গানুবাদঃ—যিনি কোটি-কন্দর্পের ন্যায় রমণীয়, বিকসিত নীল-পদ্মের ন্যায় যাঁহার অঙ্গকান্তি, যিনি চমৎকার লীলাপ্রকাশে ত্রিজগৎ মুগ্ধ করিতেছেন, সেই গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ১ ॥ যিনি গুঞ্জাহার-ভূষণে ভূষিত, ইন্দ্রনীল-মণির ন্যায় যাঁহার লাবণ্য এবং যিনি কালিন্দী-কূলের করীন্দ্র-স্বরূপ, সেই শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥ ২ ॥ যিনি অখিল আনন্দের কারণ-স্বরূপ, কদম্ব-কুসুম-মালায়

কুণ্ডল-স্ফুরদংসায় বংশায়ত্ত-মুখশ্রিয়ে।
রাধা-মানস-হংসায় ব্রজোত্তংসায় তে নমঃ ॥ ৪ ॥
নমঃ শিখণ্ড-চূড়ায় দণ্ড-মণ্ডিত-পাণয়ে।
কুণ্ডলীকৃত-পুষ্পায় পুণ্ডরীকেক্ষণায় তে ॥ ৫ ॥
রাধিকা-প্রেম-মাধ্বীক-মাধুরী-মুদিতান্তরম্।
কন্দর্পবৃন্দ-সৌন্দর্য্যং গোবিন্দমভিবাদয়ে ॥ ৬ ॥
শৃঙ্গাররস-শৃঙ্গারং কর্ণিকারাত্ত-কর্ণিকম্।
বন্দে শ্রিয়া নবাভ্রাণাং বিভ্রাণং বিভ্রমং হরিম্ ॥ ৭ ॥
সাধ্বীব্রত-মণিব্রাত-পশ্যতোহর-বেণবে।
কহ্লারকৃত-চূড়ায় শঙ্খচূড়-ভিদে নমঃ ॥ ৮ ॥
রাধিকাধর-বন্ধূক-মকরন্দ-মধুব্রতম্।
দৈত্য-সিন্ধুর-পারীন্দ্রং বন্দে গোপেন্দ্র-নন্দনম্ ॥ ৯ ॥

যাঁহার বক্ষঃস্থল সুশোভিত, যিনি ভক্তগণের প্রেমদ্বারা বশীভূত হন, সেই রামানুজ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥৩॥ দোদুল্যমান কর্ণকুণ্ডলদ্বারা যাঁহার স্কন্ধদেশ সুশোভিত, বংশীবাদনহেতু ঈষৎ বক্রীকৃত মুখমণ্ডলদ্বারা যিনি সুশোভিত, যিনি শ্রীরাধিকার চিত্তরূপ মানস-সরোবরের হংসস্বরূপ, ব্রজবাসিগণের শিরোভূষণ-স্বরূপ, সেই শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥ ৪ ॥ ময়ূর-পুচ্ছে যাঁহার চূড়া সুশোভিত, যিনি গো-রক্ষণের নিমিত্ত রত্নখচিত দণ্ড ধারণ করিতেছেন, পুষ্প-নির্ম্মিত কর্ণ-কুণ্ডলে যাঁহার কর্ণযুগল ভূষিত, সেই পুণ্ডরীক-নয়ন শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ৫ ॥ শ্রীরাধিকার প্রেমরূপ মধুর রস-মাধুরী পান করিয়া যাঁহার অন্তঃকরণ সর্ব্বদা হর্ষযুক্ত ও কন্দর্প-কোটির ন্যায় যাঁহার সৌন্দর্য্য, সেই শ্রীগোবিন্দকে আমি অভিবাদন করি ॥ ৬ ॥ যিনি শৃঙ্গার-রসের ভূষণ-স্বরূপ, যিনি কর্ণিকার-কুসুমদ্বারা কর্ণভূষণ করিয়াছেন, যিনি শ্রীঅঙ্গকান্তিদ্বারা নবীন মেঘের ন্যায় ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়াছেন, সেই শ্রীহরিকে আমি বন্দনা করি ॥ ৭ ॥ যাঁহার বংশী, সাধ্বী রমণীগণের ধর্ম্মনিষ্ঠারূপ রত্ননিচয়ের অপহারিকা, পদ্মপুষ্পদ্বারা যাঁহার চূড়া সুশোভিত এবং যিনি শঙ্খচূড়-নামক কংস-ভৃত্যের নিহন্তা, সেই শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥ ৮ ॥ শ্রীরাধিকার অধররূপ বন্ধূক-পুষ্পের মকরন্দ-পানে যিনি ভ্রমর-স্বরূপ এবং যিনি দানব-রূপ

বর্হেন্দ্রায়ুধ-রম্যায় জগজ্জীবন-দায়িনে ।
রাধা-বিদ্যুদ্বৃতাঙ্গায় কৃষ্ণাম্ভোদায় তে নমঃ ॥ ১০ ॥
প্রেমান্ধ-বল্লবীবৃন্দ-লোচনেন্দীবরেন্দবে ।
কাশ্মীর-তিলকাঢ্যায় নমঃ পীতাম্বরায় তে ॥১১ ॥
গীর্ব্বাণেশ-মদোদ্দাম-দাব-নির্ব্বাণ-নীরদম্ ।
কন্দূকীকৃত-শৈলেন্দ্রং বন্দে গোকুল-বান্ধবম্ ॥ ১২ ॥
দৈন্যার্ণবে নিমগ্নোঽস্মি মন্তুগ্রাবভরার্দ্দিতঃ ।
দুষ্টে কারুণ্য-পারীণ ময়ি কৃষ্ণ কৃপাং কুরু ॥ ১৩ ॥
আধারোঽপ্যপরাধানামবিবেক-হতোঽপ্যহম্ ।
ত্বৎকারুণ্য-প্রতীক্ষোঽস্মি প্রসীদ ময়ি মাধব ॥ ১৪ ॥

শ্রীশ্রীকুঞ্জবিহার্য্যষ্টকম্

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

ইন্দ্রনীলমণি-মঞ্জুল-বর্ণঃ ফুল্লনীপ-কুসুমাঞ্চিত-কর্ণঃ ।
কৃষ্ণলাভিরকৃশোরসি হারী সুন্দরো জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥ ১ ॥

মাতঙ্গগণের সিংহস্বরূপ, সেই গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি ॥ ৯ ॥ যিনি ময়ূরপুচ্ছরূপ ইন্দ্রধনুদ্বারা কমনীয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, যিনি জগতের জীবন-দাতা এবং শ্রীরাধিকারূপ বিদ্যুন্মালায় যাঁহার শ্রীঅঙ্গ সুশোভিত, সেই নবীন-মেঘরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আমি প্রণাম করি ॥ ১০ ॥ যিনি প্রেমান্ধ ব্রজবনিতাগণের নয়নরূপ ইন্দীবরের চন্দ্রস্বরূপ এবং যিনি কুঙ্কুম-রচিত তিলকে সুশোভিত, সেই পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥ ১১ ॥ যিনি দেবরাজ ইন্দ্রের প্রগাঢ় গর্ব্ব-রূপ দাবানল-নির্ব্বাপণে নবীন মেঘ-স্বরূপ এবং যিনি গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে ক্রীড়া-কন্দূকের ন্যায় উত্তোলন করিয়াছিলেন, সেই গোকুল-বন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি ॥ ১২ ॥ হে কারুণ্যবারিধে ! হে শ্রীকৃষ্ণ ! আমি অপরাধ-রূপ পাষাণভারগ্রস্ত হইয়া দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছি ; অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক এই মন্দ ব্যক্তিকে উদ্ধার করুন ॥ ১৩ ॥ হে মাধব ! আমি শত শত অপরাধের আধার ও অজ্ঞানপ্রভাবে হতচিত্ত হইয়া এক্ষণে আপনার কারুণ্যের প্রতীক্ষা করিতেছি ; অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ১৪ ॥

রাধিকা-বদনচন্দ্র-চকোরঃ সর্ব্ববল্লববধূ-ধৃতিচৌরঃ ।
চর্চ্চরী-চতুরতাঞ্চিত-চারী-চারুতো জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥ ২ ॥
সর্ব্বতঃ প্রথিত-কৌলিকপর্ব্ব-ধ্বংসনেন হৃত-বাসব-গর্ব্বঃ ।
গোষ্ঠ-রক্ষণকৃতে গিরিধারী-লীলয়া জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥ ৩ ॥
রাগমণ্ডল-বিভূষিত-বংশী-বিভ্রমেণ মদনোৎসব-শংসী ।
স্তূয়মান-চরিতঃ শুকশারী-শ্রেণিভির্জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥ ৪ ॥
শাতকুম্ভ-রুচিহারি-দুকূলঃ কেকিচন্দ্রক-বিরাজিত-চূলঃ ।
নব্যযৌবন-লসদ্ব্রজনারী-রঞ্জনো জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥ ৫ ॥
স্থাসকীকৃত-সুগন্ধি-পটীরঃ স্বর্ণকাঞ্চি-পরিশোভি-কটীরঃ ।
রাধিকোন্নত-পয়োধর-বারী-কুঞ্জরো জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥ ৬ ॥
গৌরধাতু-তিলকোজ্জ্বল-ভালঃ কেলিচঞ্চলিত-চম্পক-মালঃ ।
অদ্রি-কন্দর-গৃহেম্বভিসারী সুভ্রুবাং জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় অতি-মনোহর যাঁহার বর্ণ, বিকশিত কদম্ব-কুসুমদ্বারা যাঁহার কর্ণযুগল সুশোভিত, যাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থলে গুঞ্জাহার শোভা পাইতেছে, সেই পরমসুন্দর কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥ ১ ॥ যিনি শ্রীরাধিকার মুখচন্দ্রের চকোর-স্বরূপ, যিনি নিখিল ব্রজরমণীর ধৈর্য্যচ্যুতি করিয়া থাকেন এবং যিনি চর্চ্চরী-তালে সুন্দর নৃত্য-কৌশল বিস্তার করেন, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥ ২ ॥ যিনি সর্ব্বত্র বিখ্যাত গোপদিগের ইন্দ্রপূজারূপ কৌলিক-পর্ব্বের ধ্বংসহেতু অতি ক্রুদ্ধ দেবরাজের গর্ব্ব হরণ ও গোষ্ঠ রক্ষার জন্য গোবর্দ্ধন-ধারণ করিয়াছেন, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥ ৩ ॥ সমূহ রাগ-রাগিণী-বিভূষিত বংশীর মধুরস্বরে যিনি প্রেয়সীবৃন্দের প্রতি মদনোৎসব ঘোষণা করিতেছেন এবং বংশীরব-শুনিয়া অনুরক্ত শুক-শারিগণ যাঁহার চরিত্রের প্রশংসা করিতেছে, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥ ৪ ॥ যাঁহার পীতাম্বর সুবর্ণের কান্তি অপেক্ষাও উজ্জ্বল, যাঁহার চূড়া ময়ূরপুচ্ছে বিরাজিত এবং যিনি নবযৌবনে সুশোভিত ব্রজনারীগণের চিত্তরঞ্জনে তৎপর, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥ ৫ ॥ সুগন্ধি চন্দনাদিদ্বারা যাঁহার অঙ্গ অনুলিপ্ত, স্বর্ণময় কাঞ্চীদ্বারা যাঁহার কটিদেশ সুশোভিত এবং যিনি শ্রীরাধিকার উন্নত বক্ষোজরূপ হস্তিবন্ধন-শৃঙ্খলে কুঞ্জর-স্বরূপ, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥ ৬ ॥ যাঁহার ললাট

বিভ্রমোচ্চল-দৃগঞ্চল-নৃত্য-ক্ষিপ্ত-গোপললনাখিল-কৃত্যঃ ।
প্রেমমত্ত-বৃষভানু-কুমারী-নাগরো জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥ ৮ ॥
অষ্টকং মধুর-কুঞ্জবিহারি-ক্রীড়য়া পঠতি যঃ কিল হারি ।
স প্রযাতি বিলসৎ পরভাগং তস্য পাদকমলার্চ্চন-রাগম্ ॥ ৯ ॥

শ্রীশ্রীকুঞ্জবিহারিণঃ দ্বিতীয়াষ্টকম্

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

অবিরত-রতি-বন্ধু-স্মেরতা-বন্ধুর-শ্রীঃ
কবলিত ইব রাধাপাঙ্গ-ভঙ্গী-তরঙ্গৈঃ ।
মুদিত-বদন-চন্দ্রশ্চন্দ্রকাপীড়-ধারী
মুদির-মধুর-কান্তির্ভাতি কুঞ্জে-বিহারী ॥ ১ ॥
তত শুষির-ঘনানাং রাগ-মানদ্ধ-ভাজাং
জনয়তি তরুণীনাং মণ্ডলে মণ্ডিতানাম্ ।
তটভুবি নটরাজ-ক্রীড়য়া ভানু-পুত্র্যা
বিদধদতুলচারীর্ভাতি কুঞ্জে-বিহারী ॥ ২ ॥

গৈরিক ধাতুদ্বারা তিলকাঞ্চিত হওয়ায় অতি উজ্জ্বল হইয়াছে, যাঁহার বক্ষঃস্থলে বিলাসময়ী চম্পকমালা দোদুল্যমান হইতেছে, গোপাঙ্গনাগণের সহিত অদ্রি-কন্দর-রূপ সঙ্কেত-স্থানে যিনি গমন করেন, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥৭॥ যিনি স্মরবিলাসে চঞ্চল-কটাক্ষপাতদ্বারা গোপ-ললনাদিগের নিখিল কার্য্য বিদূরিত করিয়াছেন এবং যিনি প্রেমোন্মত্ত বৃষভানুসুতা শ্রীরাধিকার চিত্তরঞ্জনে রসিক নায়ক-স্বরূপ, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥ ৮ ॥ কৃষ্ণলীলাময়ী অতিমধুর ও মনোহর এই পদ্যাষ্টক যিনি পাঠ করেন, তাঁহার শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-পূজনে বিলক্ষণ অনুরাগ লাভ হয় ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—কন্দর্প-বিলাসহেতু যাঁহার মুখমণ্ডলে মন্দ-মন্দ হাস্য সর্ব্বদা শোভা পাইতেছে, যিনি শ্রীরাধিকার কটাক্ষ-ভঙ্গীরূপ তরঙ্গদ্বারা যেন কবলিত হইতেছেন, যাঁহার বদনচন্দ্র সর্ব্বদা হর্ষযুক্ত, যিনি মস্তকে শিখিপুচ্ছ ধারণ করিতেছেন এবং নবীনমেঘের ন্যায় মধুরকান্তি ধারণ করিয়াছেন, সেই কুঞ্জবিহারী কুঞ্জমধ্যে বিরাজ করিতেছেন ॥ ১ ॥ যমুনাতটে নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া ব্রজরমণীগণ মৃদঙ্গ, বীণা, বেণু, কাংস্য প্রভৃতির বাদ্য আরম্ভ করিলে যিনি উত্তম

শিখিনি কলিত-ষড়্জে কোকিলে পঞ্চমাঢ্যে
স্বয়মপি নব-বংশ্যোদ্দাময়ন্ গ্রাম-মুখ্যম্ ।
ধৃত-মৃগ-মদ-গন্ধঃ সুষ্ঠু গান্ধার-সংজ্ঞং
ত্রিভুবন-ধৃতিহারী ভাতি কুঞ্জে-বিহারী ॥ ৩ ॥
অনুপম-কর-শাখোপাত্ত-রাধাঙ্গুলীকো
লঘু লঘু কুসুমানাং পর্য্যটন্ বাটিকায়াম্ ।
সরভসমনুগীতশ্চিত্র-কণ্ঠীভিরুচ্চৈ-
র্ব্রজ-নব-যুবতীভির্ভাতি কুঞ্জে-বিহারী ॥ ৪ ॥
অহি-রিপু-কৃত-লাস্যে কীচকারব্ধ-বাদ্যে
ব্রজগিরি-তটরঙ্গে ভৃঙ্গ-সঙ্গীত-ভাজি ।
বিরচিত-পরিচর্য্যশ্চিত্র-তৌর্য্যত্রিকেণ
স্তিমিত-করণ-বৃত্তির্ভাতি কুঞ্জে-বিহারী ॥ ৫ ॥
দিশি দিশি শুক-শারী-মণ্ডলৈর্গূঢ়-লীলাঃ
প্রকটমনুপঠদ্ভির্নির্ম্মিতাশ্চর্য্য-পূরঃ ।

নটের ন্যায় সুন্দর নৃত্য করিতে থাকেন, সেই শ্রীকুঞ্জবিহারী কুঞ্জমধ্যে বিরাজ করিতেছেন ॥ ২ ॥ ময়ূরগণ ষড়্জ স্বর আরম্ভ করিলে, কোকিলগণ পঞ্চমস্বরের আলাপ করিতে লাগিলে যিনি সর্ব্বাঙ্গে মৃগমদগন্ধ ধারণ করিয়া অভিনব বংশীদ্বারা গান্ধার-নামক উৎকৃষ্ট স্বরগ্রাম মূর্চ্ছনাপূর্ব্বক ত্রিভুবনের ধৈর্য্য হরণ করেন, সেই শ্রীকুঞ্জবিহারী কুঞ্জমধ্যে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৩ ॥ যিনি আপনার সুকোমল বাম-করাঙ্গুলীদ্বারা শ্রীরাধিকার দক্ষিণ হস্ত ধারণপূর্ব্বক পুষ্পবাটিকায় মন্দ-মন্দ পরি-ভ্রমণ করিতেছেন এবং তৎসঙ্গে মধুরকণ্ঠী ব্রজযুবতীগণ আনন্দভরে যাঁহার গুণগ্রাম কীর্ত্তন করিতেছেন, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জমধ্যে বিরাজ করিতেছেন ॥৪॥ গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের অধিত্যকা-রূপ রঙ্গস্থলে ময়ূরের নৃত্য, কীচকের (ছিদ্রিত বাঁশের) বাদ্য ও ভ্রমরের সঙ্গীত আরম্ভ হইলে, বোধ হয় যেন গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত স্বয়ং তৌর্য্যত্রিক অর্থাৎ নৃত্য, গীত ও বাদ্যদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পরিচর্য্যা করিতেছেন, এইরূপ পরিচর্য্যায় যাঁহার অন্তঃকরণ বা ইন্দ্রিয়সমূহ আর্দ্র হইয়া থাকে, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জমধ্যে বিরাজ করিতেছেন ॥৫॥ কুঞ্জের চতুর্দ্দিকে বিরাজমান শুক-শারিগণ শ্রীকৃষ্ণের নির্জ্জনকৃত গূঢ় লীলাসকল সুস্পষ্টরূপে পাঠ করিতে লাগিলে

তদতিরহসি বৃত্তং প্রেয়সী-কর্ণমূলে
স্মিত-মুখমভিজল্পন্ ভাতি কুঞ্জে-বিহারী ॥ ৬ ॥
তব চিকুর-কদম্বং স্তম্ভতে প্রেক্ষ্য কেকী-
নয়ন-কমল-লক্ষ্মীর্বন্দতে কৃষ্ণসারঃ ।
অলিরলমল-কান্তং নৌতি পশ্যেতি রাধাং
সুমধুরমনুশংসন্ ভাতি কুঞ্জে-বিহারী ॥ ৭ ॥
মদন-তরল-বালা-চক্রবালেন বিস্ব-
গ্বিবিধ-বরকলানাং শিক্ষয়া সেব্যমানঃ ।
স্খলিত-চিকুর-বেশে স্কন্ধ-দেশে প্রিয়ায়াঃ
প্রথিত-পৃথুল-বাহুর্ভাতি কুঞ্জে-বিহারী ॥ ৮ ॥
ইদমনুপম-লীলা-হারি কুঞ্জে-বিহারি-
স্মরণ-পদমধীতে তুষ্টধীরষ্টকং যঃ ।
নিজগণ-বৃতয়া শ্রীরাধয়া রাধিতস্তং
নয়তি নিজপদাব্জং কুঞ্জ-সদ্মাধিরাজঃ ॥ ৯ ॥

তৎ-শ্রবণে যিনি বিস্ময়ান্বিত হইয়া ঐ শুকশারিকার উক্তিসকল প্রেয়সী শ্রীরাধিকার কর্ণমূলে সহাস্যবদনে ব্যক্ত করেন, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জমধ্যে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৬ ॥ "হে রাধিকে! দেখ ময়ূরগণ তোমার বিবিধ কুসুমাকীর্ণ কেশপাশ সন্দর্শন করিয়া (আমাদিগের পুচ্ছসকল ঈদৃশ শোভাসম্পন্ন নহে, এই বলিয়া) স্তব্ধ হইতেছে, কৃষ্ণসার-নামক মৃগেরাও তোমার নয়নপদ্মের শোভাকে প্রশংসা করিতেছে এবং ভ্রমণগণ তোমার অলকাবলী অর্থাৎ চূর্ণিত কুন্তলকে অতিশয় স্তব করিতেছে—যিনি শ্রীরাধিকাকে এই প্রকার বাক্য কহেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জ-মধ্যে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৭ ॥ পুষ্পমাল্য-রচনাদি শিল্পকার্য্য-শিক্ষাচ্ছলে যিনি স্মরবিলাস-চতুরা ললিতা প্রভৃতি ব্রজরমণীগণকর্ত্তৃক সেব্যমান এবং আলুলায়িত-কেশী প্রেয়সী শ্রীরাধিকার স্কন্ধদেশে বাহু অর্পণ করিয়া রহিয়াছেন, সেই কুঞ্জ-বিহারী শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জমধ্যে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৮ ॥ প্রত্যেক পদে কৃষ্ণলীলা প্রকাশ থাকায় অতি-মনোহর ও শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ-পদ্ধতি-স্বরূপ এই পদ্মাষ্টক যিনি সন্তুষ্ট চিত্তে পাঠ করেন, শ্রীরাধিকা ও শ্রীরাধিকার সখীগণকর্ত্তৃক আরাধিত সেই নিকুঞ্জাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিজপাদপদ্মে স্থান প্রদান করেন ॥ ৯ ॥

শ্রীমুকুন্দাষ্টকম্

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

বলভিদুপল-কান্তি-দ্রোহিণি শ্রীমদঙ্গে
ঘুসৃণ-রস-বিলাসৈঃ সুষ্ঠু-গান্ধর্ব্বিকায়াঃ ।
স্বমদন-নৃপ-শোভাং বর্দ্ধয়ন্ দেহ-রাজ্যে
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্ত্তিং মুকুন্দঃ ॥ ১ ॥
উদিত-বিধু-পরার্দ্ধ-জ্যোতিরুল্লঙ্ঘি-বক্ত্রো
নব-তরুণিম-রজ্যদ্বাল-শেষাতিরম্যঃ ।
পরিষদি ললিতালীং দোলয়ন্ কুণ্ডলাভ্যাং
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্ত্তিং মুকুন্দঃ ॥ ২ ॥
কনক-নিবহ-শোভা-নিন্দি পীতং নিতম্বে
তদুপরি-নব-রক্তং বস্ত্রমিত্থং দধানঃ ।
প্রিয়মিব কিল বর্ণং রাগযুক্তং প্রিয়ায়াঃ
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্ত্তিং মুকুন্দঃ ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—ইন্দ্রনীলমণির ঘৃণাকারী স্বীয় অঙ্গস্থিত কুঙ্কুম রসের বিলাস-দ্বারা শ্রীরাধার দেহরাজ্যে যিনি স্বীয় মদন-নৃপতির শোভা সুন্দররূপে বর্দ্ধন করিতেছেন অর্থাৎ অন্য রাজাও যেমন প্রজার বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত সর্ব্বদাই রাজ্যমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে রাজ্যস্থ উত্তম উপকরণ প্রজার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া আপনার শোভা বৃদ্ধি করেন, তদ্রূপ যিনি শ্রীরাধার দেহ-রাজ্যস্থিত কুঙ্কুমোপকরণ আলিঙ্গনদ্বারা প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় শোভাকে বৃদ্ধি করিতেছেন, সেই মুকুন্দ আমার নেত্রের অভীষ্ট পূর্ণ করুন ॥ ১ ॥ যাঁহার বদন পরার্দ্ধ-সংখ্যক সমুদিত চন্দ্রের কান্তিকে উল্লঙ্ঘন করিতেছে, যাঁহার নবতারুণ্যদ্বারা বাল্যাবস্থার শেষভাগ রঞ্জিত হইয়াছে, অর্থাৎ তদ্দ্বারা যিনি রমণীয় হইয়াছেন এবং যিনি কুণ্ডল-যুগলদ্বারা সখী-সমাজে ললিতার বয়স্যা শ্রীরাধাকে চঞ্চল করিতেছেন, সেই মুকুন্দ আমার নেত্রের অভীষ্ট পূর্ণ করুন ॥ ২ ॥ যিনি নিতম্ব-দেশে কনকরাশি বিনিন্দিত পীত-বসন এবং তদুপরি রক্তবস্ত্র এই প্রকারে ধারণ করিয়াছেন যে, তাহাতে যেন প্রিয়তমা শ্রীরাধার প্রিয় রাগযুক্ত বর্ণ বলিয়া নিশ্চয় বোধ হইতেছে, সেই মুকুন্দ আমার

সুরভি-কুসুম-বৃন্দৈর্বাসিতাম্ভঃ সমৃদ্ধৈঃ
প্রিয়-সরসি নিদাঘে সায়মালী-পরীতাম্ ।
মদন-জনক-সেকৈঃ খেলয়ন্নেব রাধাং
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্ত্তিং মুকুন্দঃ ॥ ৪ ॥
পরিমলমিহ লব্ধা হন্ত গান্ধর্ব্বিকায়াঃ
পুলকিত তনুরুচ্চৈ রুন্মদস্তৎক্ষণেন ।
নিখিল-বিপিন-দেশাদ্বাসিতানেব জিঘ্রন্
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্ত্তিং মুকুন্দঃ ॥ ৫ ॥
প্রণিহিত-ভুজ-দণ্ডঃ স্কন্ধ-দেশে বরাঙ্গ্যাঃ
স্মিত-বিকসিত-গণ্ডে কীর্ত্তিদা কন্যকায়াঃ ।
মনসিজ-জনি-সৌখ্যং চুম্বনেনৈব তন্বন্
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্ত্তিং মুকুন্দঃ ॥ ৬ ॥
প্রমদ-দনুজ গোষ্ঠ্যাঃ কোঽপি সম্বর্ত্তবহ্নি-
র্ব্রজভুবি কিল পিত্রোর্মূর্ত্তিমান্ স্নেহপুঞ্জঃ
প্রথম-রস-মহেন্দ্রঃ শ্যামলো রাধিকায়াঃ
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্ত্তিং মুকুন্দঃ ॥ ৭ ॥

নেত্রের অভীষ্ট পূর্ণ করুন ॥ ৩ ॥ রাধাকুণ্ডে গ্রীষ্মকালের অপরাহ্ন-সময়ে সখীগণ পরিবৃতা শ্রীরাধাকে, যিনি সুরভি-কুসুমে সুবাসিত সুতরাং কামোৎপাদক জলসেচন-দ্বারা ক্রীড়া করাইতেছেন, সেই মুকুন্দ আমার নেত্রের অভীষ্ট পূর্ণ করুন ॥ ৪ ॥ কি আশ্চর্য্য ! এই শ্রীরাধাকুণ্ডমধ্যে শ্রীরাধার অঙ্গ-পরিমল লাভ করিয়া তৎক্ষণাৎ পুলকিত-তনু ও উন্মত্ত হইয়া যিনি নিখিল বনপ্রদেশ হইতে সমাগত ও সুবাসিত গন্ধসমূহ আঘ্রাণ করিতেছেন, সেই মুকুন্দ আমার নেত্রের অভীষ্ট পূর্ণ করুন ॥৫॥ উত্তমাঙ্গী কীর্ত্তিদা-কন্যা শ্রীরাধার স্কন্ধদেশে ভুজদণ্ড স্থাপন করিয়া যিনি তদীয় স্মিত-বিকশিত গণ্ডপ্রদেশে চুম্বন করিয়াই কন্দর্প-জন্য সুখ বিস্তার করিতেছেন, সেই মুকুন্দ আমার নেত্রের অভীষ্ট পূর্ণ করুন ॥ ৬ ॥ যিনি বৃন্দাবনে মদমত্ত দানব-গণের অনির্ব্বচনীয় প্রলয়াগ্নি, পিতামাতা নন্দ-যশোদার মূর্ত্তিমান্ স্নেহরাশি এবং যিনি রাধার সম্বন্ধে শ্যামবর্ণ রসরাজ শৃঙ্গারস্বরূপ, সেই মুকুন্দ আমার নেত্রের

স্বকদন-কথয়াঙ্গীকৃত্য মৃদ্বীং বিশাখাং
কৃতচটু-ললিতাস্তু প্রার্থয়ন্ পৌঢ়শীলাম্ ।
প্রণয়-বিধুর-রাধামান-নির্ব্বাসনায়
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্ত্তিং মুকুন্দঃ ॥ ৮ ॥
পরিপঠতি মুকুন্দস্যাষ্টকং কাকুভির্যঃ
স্ফুটমিহ বিষয়েভ্যঃ সং নিয়ম্যেন্দ্রিয়াণি ।
ব্রজনব-যুবরাজো দর্শয়ন্ স্বং সরাধং
স্বজন গণন মধ্যে তং প্রিয়ায়াস্তনোতি ॥ ৯ ॥

শ্রীহরিকুসুম-স্তবকম্

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

গতি-গঞ্জিত-মত্ততর-দ্বিরদং, রদ-নিন্দিত-সুন্দর-কুন্দ-মদম্ ।
মদনার্ব্বুদ-রূপ-মদঘ্ন-রুচিং, রুচির-স্মিত-মঞ্জরি-মঞ্জু-মুখম্ ॥ ১ ॥
মুখরীকৃত-বেণু-হৃত-প্রমদং, মদ-বল্লিত-লোচন-তাম-রসম্ ।
রসপূর-বিকাশক-কেলি-পরং, পরমার্থ-পরায়ণ-লোক-গতিম্ ॥ ২ ॥
গতি-মণ্ডিত-যামুন-তীর-ভুবং-, ভুবনেশ্বর-বন্দিত-চারু-পদম্ ।
পদকোজ্জ্বল-কোমল-কণ্ঠ-রুচং, রুচকাত্ত-বিশেষক-বল্গু-তরম্ ॥ ৩ ॥

অভীষ্ট পূর্ণ করুন ॥৭॥ প্রণয়-বিকলা শ্রীরাধার মানভঞ্জন নিমিত্ত স্বীয় পরমোদ্বেগ কথায় যিনি মৃদুস্বভাবা বিশাখাকে অঙ্গীকার করিয়া প্রগল্ভা-স্বভাবা ললিতাকে চাটুবাক্যে প্রার্থনা করিতেছেন, সেই মুকুন্দ আমার নেত্রের অভীষ্ট পূর্ণ করুন ॥৮॥ যে ব্যক্তি বিষয়সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়সংযমনপূর্ব্বক স্পষ্টরূপে চাটুবাক্যে এই মুকুন্দা-ষ্টক পাঠ করেন, ব্রজের নবীন যুবরাজ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত মিলিত স্বীয় শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করাইয়া শ্রীরাধার স্বজনের মধ্যে তাঁহাকে পরিগণিত করেন ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—মত্ত-মাতঙ্গের গতি অপেক্ষাও যাঁহার গতি অতিসুন্দর, কুন্দ কুসুমাবলী অপেক্ষাও যাঁহার দশন-পঙ্ক্তি অতি মনোজ্ঞ, অর্ব্বুদ-পরিমিত কন্দর্পের শোভা অপেক্ষাও যাঁহার শ্রীঅঙ্গের শোভা এবং যাঁহার মুখমণ্ডল মন্দ-মন্দ হাস্যযুক্ত ॥ ১ ॥ যিনি বংশীধ্বনিদ্বারা প্রমদাগণকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন, যৌবন-মদহেতু যাঁহার নয়ন-পদ্ম অরুণবর্ণ হইয়াছে, যাঁহার লীলা—রসপ্রবাহ-

তরল-প্রচলাক-পরীত-শিখং, শিখরীন্দ্র-ধৃতি-প্রতিপন্ন-ভুজম্ ।
ভুজগেন্দ্র-ফণাঙ্গণ-রঙ্গ-ধরং, ধর-কন্দর-খেলন-লুব্ধ-হৃদম্ ॥ ৪ ॥
হৃদয়ালু-সুহৃদগণ-দত্ত-মহং, মহনীয়-কথা-কুল-ধূত-কলিম্ ।
কলিতাখিল-দুর্জ্জর বাহু-বলং, বল-বল্লব-শাবক-সন্নিহিতম্ ॥ ৫ ॥
হিত-সাধু-সমীহিত-কল্পতরুং, তরুণীগণ-নূতন-পুষ্প শরম্ ।
শরণাগত-রক্ষণ-দক্ষতমং, তমসাধু-কুলোৎপল-চণ্ডকরম্ ॥ ৬ ॥
কর-পদ্ম-মিলৎ কুসুম-স্তবকং, বক-দানব-মত্ত-করীন্দ্র-হরিম্ ।
হরিণীগণ-হারক-বেণু-কলং, কল-কণ্ঠরবোজ্জ্বল-কণ্ঠ-রণম্ ॥ ৭ ॥
রণ-খণ্ডিত-দুর্জ্জন-পুণ্যজনং, জন-মঙ্গল-কীর্ত্তি-লতা-প্রভবম্ ।
ভব-সাগর-কুম্ভজ-নাম-গুণং, গুণ-সঙ্গ-বিবর্জ্জিত-ভক্তগণম্ ॥ ৮ ॥
গণনাতিগ-দিব্য-গুণোল্লসিতং, সিতরশ্মি-সহোদর-বক্ত্রবরম্ ।
বর-দৃপ্ত-বৃষাসুর-দাব-ঘনং, ঘন-বিভ্রম-বেশ-বিহারময়ম্ ॥ ৯ ॥

প্রকাশক এবং যিনি পরমার্থ-পরায়ণ ভক্তগণের একমাত্র গতি ॥ ২ ॥ যাঁহার ধ্বজ-ব্রজাঙ্কুশাদি চরণ-চিহ্নদ্বারা যমুনার তীরস্থ ভূমি ভূষিত হইয়াছে, বিধি-রুদ্রাদি দেবগণকর্ত্তৃক যাঁহার মনোহর পাদপদ্ম বন্দিত হইতেছে, উজ্জ্বল পদক-ভূষণ-দ্বারা যাঁহার কোমল কণ্ঠ সুশোভিত এবং গোরচনা-নির্ম্মিত তিলক ধারণ করায় যাঁহার ললাট অতিশয় মনোহর ॥ ৩ ॥ ময়ূরপুচ্ছদ্বারা যাঁহার চূড়া সুশোভিত, যিনি বামহস্তদ্বারা গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছেন, ভুজগেন্দ্র কালিয়ের মস্তকে যিনি নৃত্য করেন, গিরি-কন্দরে খেলা করিতে যাঁহার চিত্ত সমুৎসুক ॥ ৪ ॥ সহৃদয় সুহৃদগণকে যিনি সর্ব্বদা উৎসবযুক্ত করেন, যাঁহার কথা-প্রসঙ্গে কলিযুগের গর্ব্ব খর্ব্ব হয়, যাঁহার বাহুবল সকলের দুর্জ্জেয় এবং যিনি বলরাম ও ব্রজবালকগণের নিকটে সর্ব্বদা বিরাজমান ॥ ৫ ॥ যিনি অনুবর্ত্তী ভক্তগণের বাঞ্ছা-পূরণে কল্পতরু, যিনি যুবতীগণের নবীন কন্দর্পস্বরূপ, যিনি শরণাগত-রক্ষণে তৎপর এবং যিনি দৈত্যবৃন্দ-রূপ কুমুদ পুষ্প-সকলের ম্লান-বিষয়ে সূর্য্যস্বরূপ ॥ ৬ ॥ কুসুম-স্তবকে যাঁহার করপদ্ম সুশোভিত, যিনি বকাসুররূপ মত্ত-মাতঙ্গের প্রতি সিংহ-স্বরূপ, যিনি সুমধুর বংশীরবে হরিণীগণকে আকর্ষণ করেন, কোকিলের কলরব অপেক্ষাও যাঁহার কণ্ঠধ্বনি সুমধুর ॥ ৭ ॥ যিনি যুদ্ধে দুষ্ট রাক্ষসগণকে পরাভব করিয়াছেন, যাঁহার কীর্ত্তি-কলাপ জগতের কল্যাণপ্রদ, যাঁহার নাম, গুণ ও লীলা ভব-সাগর

ময়-পুত্র-তমঃক্ষয়-পূর্ণবিধুং, বিধুরীকৃত-দানব-রাজকুলম্ ।
কুল-নন্দনমত্র নমামি হরিম্ ॥ ১০ ॥
উরসি পরিস্ফুরদিন্দিরমিন্দিন্দির-মন্দির-স্রজোল্লসিতম্ ।
হরি-মঙ্গলাতি-মঙ্গল-সচ্চন্দনং বন্দে ॥ ১১ ॥

শ্রীশ্রীমুকুন্দ-মুক্তাবলী

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতা]

নব-জলধর-বর্ণং চম্পকোদ্ভাসি-কর্ণং
বিকসিত-নলিনাস্যং বিস্ফুরন্মন্দ-হাস্যম্ ।
কনক-রুচি দুকূলং চারু-বর্হাবচূলং
কমপি নিখিল-সারং নৌমি গোপী-কুমারম্ ॥ ১ ॥
মুখ-জিত-শরদিন্দুঃ কেলি-লাবণ্য-সিন্ধুঃ
কর-বিনিহিত-কন্দুর্বল্লবী-প্রাণবন্ধুঃ ।
বপুরুপসৃত-রেণুঃ কক্ষ-নিক্ষিপ্ত বেণু-
র্বচন-বশগ-ধেনুঃ পাতু মাং নন্দসূনুঃ ॥ ২ ॥

শোষণে অগস্ত্যমুনি-স্বরূপ, যাঁহার ভক্তগণ প্রকৃতি-সঙ্গ-বিবর্জ্জিত ॥ ৮ ॥ দয়া-দাক্ষিণ্যাদি অসংখ্য সুদিব্য গুণগণে যিনি ভূষিত, যাঁহার মুখমণ্ডল শশাঙ্ক-সদৃশ, যিনি অতি গর্ব্বিত বৃষাসুররূপ দাবানল-নির্ব্বাপণে মেঘস্বরূপ, যিনি অতিশয় বিলাসী ও তদুচিত বেশ-ভূষাদি করিয়া নিকুঞ্জ-বিহারে তৎপর ॥ ৯ ॥ যিনি ময়পুত্র ব্যোমাসুর-রূপ অন্ধকারের ক্ষয়ে পূর্ণচন্দ্রস্বরূপ, যাঁহা হইতে দানব-রাজবংশ ক্লেশান্বিত হইয়াছে, সেই স্ব-বংশের আনন্দকর শ্রীহরিকে আমি নমস্কার করি ॥১০॥ যাঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীরাধা বিরাজমানা, অলিকুলাকীর্ণ বৈজয়ন্তীমালায় যিনি সুশোভিত, যিনি যুবতীগণের অতিশয় মঙ্গলকর এবং মলয়াদি অনুলেপনে যাঁহার শ্রীঅঙ্গ অনুলিপ্ত, সেই শ্রীহরিকে আমি অভিবাদন করি ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—নবীন মেঘের ন্যায় যাঁহার বর্ণ, চম্পককুসুমে যাঁহার কর্ণ-যুগল সুশোভিত, বিকসিত পদ্মের ন্যায় মন্দ মন্দ হাস্যযুক্ত যাঁহার বদনমণ্ডল, সুবর্ণকান্তির ন্যায় যাঁহার শোভা, সুন্দর ময়ূরপুচ্ছে যাঁহার চূড়া শোভিত এবং যিনি ত্রিজগতের সারবস্তু, ঈদৃশ কোন গোপীকুমারকে আমি স্তব করি ॥ ১ ॥ শরৎ-

ধ্বস্ত-দুষ্ট-শঙ্খচূড়! বল্লবী-কুলোপগূঢ়!
ভক্ত-মানসাধিরূঢ়! নীলকণ্ঠ-পিচ্ছচূড়!
কণ্ঠলম্বি-মঞ্জু-গুঞ্জ! কেলিলব্ধ-রম্যকুঞ্জ!
কর্ণবর্ত্তি-ফুল্লকুন্দ! পাহি দেব! মাং মুকুন্দ ॥ ৩ ॥
যজ্ঞভঙ্গ রুষ্টশক্র-নুন্নঘোর-মেঘচক্র-
বৃষ্টিপূর-খিন্ন-গোপ-বীক্ষণোপজাত-কোপ!
ক্ষিপ্র-সব্যহস্ত-পদ্ম-ধারিতোচ্চ-শৈল-সদ্ম-
গুপ্তগোষ্ঠ! রক্ষ রক্ষ মাং তথাদ্য পঙ্কজাক্ষ! ॥ ৪ ॥
মুক্তাহারং দধদুড়ুচক্রাকারং
সারং গোপী-মনসি মনোজারোপী।
কোপী কংসে খল-নিকুরম্বোত্তংসে
বংশে রঙ্গী দিশতু রতিং নঃ শার্ঙ্গী ॥ ৫ ॥
লীলোদ্দামা জলধর-মালা-শ্যামা
ক্ষামাঃ কামাদভিরচয়ন্তী রামাঃ।

কালীন চন্দ্র অপেক্ষাও যাঁহার মুখমণ্ডল সুশোভিত, যিনি কেলি সমুচিত লাবণ্যের সিন্ধু, যাঁহার হস্তে ক্রীড়াকন্দুক সুশোভিত, যিনি ব্রজরমণীগণের প্রাণবন্ধু, গাভীর খুরোত্থিত ধূলিতে যাঁহার কলেবর বিমণ্ডিত, যাঁহার কক্ষদেশে বেণু বিরাজিত, ধেনুগণ যাঁহার বাক্য-বশবর্ত্তী, এবম্বিধ নন্দনন্দন আমাকে রক্ষা করুন ॥ ২ ॥ হে ভক্তগণ-মানসাধিপতি! হে দেব! হে মুকুন্দ! তুমি দুষ্ট শঙ্খচূড়কে বিনাশ করিয়াছ, তুমি ব্রজরমণীগণ-কর্ত্তৃক সদা আলিঙ্গিত, ময়ূরপুচ্ছে তোমার চূড়া সুশোভিত, সুন্দর গুঞ্জামালা তোমার কণ্ঠে লম্বিত, কেলিবিলাস নিমিত্ত মনোহর নিকুঞ্জবন তোমার আশ্রয়স্থল, কুন্দকুসুমে সুশোভিত তোমার কর্ণযুগল, তুমি আমাকে পরিত্রাণ কর ॥ ৩ ॥ হে পঙ্কজনয়ন! যজ্ঞ-ভঙ্গ নিবন্ধন দেবরাজ ইন্দ্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ভয়ঙ্কর মেঘসকল প্রেরণ করত বৃষ্টিদ্বারা সমুদয় গোপ-গোপীদিগকে ক্লিষ্ট করিলে তদ্দর্শনে তুমি রুষ্ট ও ব্যগ্র হইয়া বামহস্তাম্বুজদ্বারা অত্যুচ্চ গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত ধারণপূর্ব্বক ব্রজধাম রক্ষা করিয়াছ, অতএব সেই প্রকার অদ্য আমাকেও রক্ষা কর ॥ ৪ ॥ যিনি কণ্ঠে নক্ষত্র-মালার ন্যায় মনোহর মুক্তাহার ধারণ করিয়াছেন, গোপিকাগণের মানসে কন্দর্পভাব আরোপণ করেন, খল-শিরোমণি কংসের প্রতি

স মামব্যাদখিলমুনীনাং স্তব্যা
গব্যাপূর্ত্তিঃ প্রভুরঘ-শত্রোর্মূর্ত্তিঃ ॥ ৬ ॥
পর্ব্ব-বর্ত্তুল-শর্ব্বরীপতি-গর্ব্বরীতি-হরাননং
নন্দনন্দনমিন্দিরা-কৃত-বন্দনং ধৃত-চন্দনম্।
সুন্দরী-রতি-মন্দিরীকৃত-কন্দরং ধৃত-মন্দরং
কুণ্ডল-দ্যুতিমণ্ডল-প্লুত-কন্ধরং ভজ সুন্দরম্ ॥ ৭ ॥
গোকুলাঙ্গন-মণ্ডনং কৃত-পূতনা-ভব-মোচনং
কুন্দ-সুন্দর-দন্তমম্বুজ-বৃন্দ-বন্দিত-লোচনম্।
সৌরভাকর-ফুল্ল-পুষ্কর-বিস্ফুরৎ-করপল্লবং
দৈবত-ব্রজ-দুর্ল্লভং ভজ বল্লবী-কুল-বল্লভম্ ॥ ৮ ॥
তুণ্ড-কান্তি-দণ্ডিতোরু-পাণ্ডুরাংশু-মণ্ডলং
গণ্ডপালি-তাণ্ডবালি-শালি-রত্নকুণ্ডলম্।
ফুল্ল-পুণ্ডরীক-ষণ্ড-কৢপ্ত-মাল্যমণ্ডনং
চণ্ড-বাহুদণ্ডমত্র নৌমি কংস-খণ্ডনম্ ॥ ৯ ॥

যাঁহার অতিশয় ক্রোধ, সেই বংশীপ্রিয় শার্ঙ্গপাণি শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে প্রীতি প্রদান করুন ॥ ৫ ॥ ব্রজলীলায় যে শ্রীমূর্ত্তি অত্যন্ত উপযুক্ত, মেঘমালার ন্যায় শ্যামল-বর্ণে মণ্ডিত, স্মরযুদ্ধে গোপসুন্দরীগণ যৎসমীপে দুর্ব্বলা, নিখিল মুনিগণের নিত্য ধ্যেয়-বস্তু, গাভীগণের তৃপ্তিপ্রদ, অঘনাশন শ্রীকৃষ্ণের সেই শ্রীমূর্ত্তি আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৬ ॥ যিনি মুখমণ্ডলদ্বারা পূর্ণচন্দ্রের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতেছেন, লক্ষ্মী যাঁহার পাদপদ্ম-সেবারতা, চন্দনাদিদ্বারা যাঁহার শ্রীঅঙ্গ অনুলিপ্ত, গোপিকাগণের সহিত বিহারার্থে গিরিকন্দর যন্নির্দ্দিষ্ট সঙ্কেতস্থান, মন্দর পর্ব্বততুল্য গোবর্দ্ধনধারী যাঁহার গ্রীবাদেশ কর্ণস্থ কুণ্ডল-প্রভায় সুশোভিত, (হে মন!) পরমসুন্দর সেই শ্রীনন্দ-নন্দনকে তুমি ভজনা কর ॥ ৭ ॥ গোকুলের ভূষণস্বরূপ যিনি পূতনার ভববন্ধন মোচনকারী, কুন্দ-কুসুমের ন্যায় পরম মনোহর যাঁহার দন্তাবলী, পদ্মগণও যাঁহার নয়নযুগলের সৌন্দর্য্য বন্দনা করে, অতিশয় সুগন্ধি বিকশিত কমল যাঁহার শ্রীকরে শোভা পাইতেছে, (হে মন!) দেবতাগণেরও দুর্ল্লভ সেই গোপীকুলবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা কর ॥ ৮ ॥ যাঁহার বদনকান্তি চন্দ্রমণ্ডলের শোভা তিরস্কার করে, যাঁহার গণ্ড-প্রদেশে চঞ্চল রত্নকুণ্ডল শোভা পাইতেছে, বিকশিত পুণ্ডরীক-

উত্তরঙ্গদঙ্গরাগ-সঙ্গমাতি-পিঙ্গল-
স্তুঙ্গ-শৃঙ্গ-সঙ্গিপাণিরঙ্গনালি-মঙ্গলঃ ।
দিগ্বিলাসি-মল্লিহাসি-কীর্ত্তিবল্লি-পল্লব-
স্ত্বাং স পাতু ফুল্ল-চারু-চিল্লিরদ্য বল্লবঃ ॥ ১০ ॥
ইন্দ্র-নিবারং ব্রজপতি-বারং, নির্ধুত-বারং হৃত-ঘন-বারম্ ।
রক্ষিত-গোত্রং প্রীণিত-গোত্রং, ত্বাং ধৃত-গোত্রং নৌমি সগোত্রম্ ॥ ১১ ॥
কংস-মহীপতি-হৃদ্গত-শূলং, সন্তত-সেবিত-যামুন-কূলম্ ।
বন্দে সুন্দর-চন্দ্রক-চূলং, ত্বামহমখিল-চরাচর-মূলম্ ॥ ১২ ॥
মলয়জ-রুচিরস্তনুজিত-মুদিরঃ, পালিত-বিবুধস্তোষিত-বসুধঃ ।
মামতি-রসিকঃ কেলিভিরধিকঃ, স্মিত-সুভগরদঃ কৃপয়তু বরদঃ ॥ ১৩ ॥
উররীকৃত-মুররী-রুত-ভঙ্গং, নব-জলধর-কিরণোল্লসদঙ্গম্ ।
যুবতি-হৃদয়-ধৃত-মদন-তরঙ্গং, প্রণমত যামুন-তট-কৃত-রঙ্গম্ ॥ ১৪ ॥

মালায় সুশোভিত যাঁহার ভুজদণ্ড অতিশয় প্রতাপশালী, আমি সেই কংস-মর্দ্দন শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ৯ ॥ কুসুম-চন্দনাদি অনুলেপনে লিপ্ত শ্রীঅঙ্গে যাঁহার লাবণ্যের তরঙ্গ খেলিতেছে, উচ্চশৃঙ্গ গোবর্দ্ধন-ধারণে সমর্থ যাঁহার হস্ত, গোপা-ঙ্গনাগণের মঙ্গলস্বরূপ যাঁহার কীর্ত্তিবল্লী মল্লিকাকুসুমের ন্যায় দিগ্‌দিগন্ত আমোদিত করিতেছে, অতীব সুন্দর ভ্রূযুগলবিশিষ্ট সেই বল্লবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অদ্য তোমাকে রক্ষা করুন ॥ ১০ ॥ যজ্ঞভঙ্গহেতু কুপিত দেবরাজ-ইন্দ্রকে যিনি পরাভব করিয়া-ছিলেন, গোবর্দ্ধন ধারণপূর্ব্বক ইন্দ্র-প্রেরিত মেঘের বারিবর্ষণ নিবৃত্ত করত মেঘ বিদূরিত করিয়া ব্রজধাম রক্ষা করিয়াছিলেন, গোসমূহের প্রীতিবর্দ্ধনকারী সেই সপার্ষদ ব্রজেন্দ্রনন্দনকে বন্দনা করি ॥ ১১ ॥ কংসরাজের হৃদ্গত শূলস্বরূপ যিনি নিরন্তর যমুনা-তীরস্থ কুঞ্জসমূহে সেবিত হইতেছেন, মনোহর ময়ূরপুচ্ছ-শোভিত-চূড়াবিশিষ্ট, অখিল চরাচরের মূল সেই নন্দনন্দনকে আমি বন্দনা করি ॥১২॥ সুগন্ধি চন্দনাদিতে অনুলিপ্ত যাঁহার শ্রীঅঙ্গের শোভা নবীন-মেঘের কান্তিকেও পরাভব করিতেছে, দেবতাগণের পালক যিনি কংসাদি দৈত্যসমূহ বধপূর্ব্বক ভূভারপীড়িতা বসুধাকে তুষ্ট করিয়াছেন, কেলিবিষয়ে সুরসিক যাঁহার দন্তশ্রেণী অত্যন্ত মনোহর, সেই সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ শ্রীকৃষ্ণ আমাকে কৃপা করুন ॥১৩॥ বংশীধ্বনিতরঙ্গ বিস্তার-কারী যাঁহার শ্রীঅঙ্গকান্তি নবজলধর-দীপ্তির ন্যায়, যুবতীবৃন্দের হৃদয়ে যিনি অনঙ্গ-

নবাম্ভোদ-নীলং জগত্তোষি-শীলং, মুখাসঙ্গি-বংশং শিখণ্ডাবতংসম্ ।
করালম্বি-বেত্রং বরাম্ভোজ-নেত্রং, ধৃত-স্ফীত-গুঞ্জং ভজে লব্ধকুঞ্জম্ ॥১৫॥
হৃত-ক্ষৌণি-ভারং কৃত-ক্লেশ-হারং, জগদ্গীত-সারং মহারত্ন-হারম্ ।
মৃদু-শ্যাম-কেশং লসদ্বন্য-বেশং, কৃপাভির্নিদেশং ভজে বল্লবেশম্ ॥ ১৬ ॥
উল্লসদ্বল্লবী-বাসসাং তস্কর-, স্তেজসা নির্জ্জিত-প্রস্ফুরদ্ভাস্করঃ ।
পীন-দোঃস্তম্ভয়োরুল্লসচ্চন্দনঃ, পাতু বঃ সর্ব্বতো দেবকী-নন্দনঃ ॥ ১৭ ॥
সংসৃতেস্তারকং তং গবাং চারকং, বেণুনা মণ্ডিতঃ ক্রীড়নে পণ্ডিতম্ ।
ধাতুভির্বেষিণং দানব-দ্বেষিণং, চিন্তয় স্বামিনং বল্লবী-কামিনম্ ॥ ১৮ ॥
উপাত্ত-কবলং পরাগ-শবলং, সদেক-শরণং সরোজ-চরণম্ ।
অরিষ্ট-দলনং বিকৃষ্ট-ললনং, নমামি সমহং সদৈব তমহম্ ॥ ১৯ ॥
বিহার-সদনং মনোজ্ঞ-রদনং, প্রণীত-মদনং শশাঙ্ক-বদনম্ ।
উরস্থ-কমলং যশোভিরমলং, করাত্ত-কমলং ভজস্ব তমলম্ ॥ ২০ ॥

তরঙ্গ বিস্তার করেন, সেই যমুনাতট-বিহারী শ্রীহরিকে প্রণাম কর ॥ ১৪ ॥ নবীন-মেঘসদৃশ নীল-কলেবর-বিশিষ্ট যাঁহার স্বভাবে ত্রিজগৎ পরিতুষ্ট, বদনে বংশী, শিরে ময়ূরপুচ্ছ, হস্তে বেত্র, গলদেশে গুঞ্জাহার—এরূপ কমললোচন, কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণকে আমি ভজনা করি ॥ ১৫ ॥ ভূভার-হরণকারী, জগতের দুঃখনাশকারী —যাঁহার অপার মহিমা ত্রিজগৎ কীর্ত্তন করিতেছে, মহামূল্য রত্নহার যাঁহার গলে সুশোভিত, সুকোমল কৃষ্ণবর্ণ কেশ-কলাপযুক্ত যিনি বন্যবেশে সুসজ্জিত, অপার-করুণাসমুদ্র সেই গোপবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে আমি ভজনা করি ॥ ১৬ ॥ ব্রজবনিতা-গণের বসনাপহারী যিনি স্বীয় তেজঃপ্রভাবে সূর্য্যের প্রভা পরাভব করিয়াছেন, চন্দনচর্চ্চিত বিশাল বাহুযুগলবিশিষ্ট সেই যশোদা (দেবকী)-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন ॥ ১৭ ॥ যিনি ঘোর সংসারত্রাতা, গো-পালক, বংশীবিমণ্ডিত, কেলি-নিপুণ, নীলপীতাদি গৈরিকধাতু-রঞ্জিত বেশে বিভূষিত, দানব-সংহারক ও সকলের স্বামী, হে ভক্তগণ! সেই বল্লবীকামী— শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা কর ॥ ১৮ ॥ হস্তে নবনীত-গ্রাস, কলেবরে কুসুম-রেণুর বিচিত্র চিত্রণ—এবম্বিধ যাঁহার শ্রীচরণকমল শরণাগতের একমাত্র আশ্রয়, অরিষ্টাসুর-মর্দ্দন ও গোপললনাকর্ষক সেই নিত্য উৎসবমুখর নন্দনন্দনকে আমি প্রণাম করি ॥ ১৯ ॥ যিনি অশেষ-লীলার আশ্রয়, অতীব মনোহর যাঁহার দন্তরাজি, গোপ-

দুষ্ট-ধ্বংসঃ কর্ণিকারাবতংসঃ, খেলদ্বংশী-পঞ্চম-ধ্বান-শংসী ।
গোপীচেতঃ-কেলিভঙ্গি-নিকেতঃ, পাতু স্বৈরী হন্ত বঃ কংস-বৈরী ॥২১॥
বৃন্দাটব্যাং কেলিমানন্দ-নব্যাং, কুর্ব্বন্নারী-চিত্ত-কন্দর্পধারী ।
নর্ম্মোদ্গারী মাং দুকূলাপহারী, নীপারূঢ়ঃ পাতু বর্হাবচূড়ঃ ॥ ২২ ॥
রুচির-নখে রচয় সখে! বলিত-রতিং ভজন-ততিম্ ।
ত্বমবিরতিস্ত্বরিত-গতি-, র্নত-শরণে হরি-চরণে ॥ ২৩ ॥
রুচির-পটঃ পুলিন-নটঃ, পশুপ-গতির্গুণ-বসতিঃ ।
স মম শুচির্জলদ-রুচি-, র্মনসি পরিস্ফুরতু হরিঃ ॥ ২৪ ॥
কেলি-বিহিত-যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন, সুললিত-চরিত-নিখিল-জন-রঞ্জন ।
লোচন-নর্ত্তন-জিত-চল-খঞ্জন, মাং পরিপালয় কালিয়-গঞ্জন ॥ ২৫ ॥
ভুবন-বিসৃত্বর-মহিমাড়ম্বর! বিরচিত-নিখিল-খলোৎকর-সম্বর ।
বিতর যশোদা-তনয়! বরং বর-, মভিলষিতং মে ধৃত-পীতাম্বর ॥ ২৬ ॥

বালাগণের হৃদয়ে যিনি মদনভাব বিস্তারকারী, শশাঙ্কের ন্যায় পরম রমণীয় যাঁহার মুখমণ্ডল, কমলার আশ্রয়স্বরূপ বৃক্ষবিশিষ্ট যাঁহার নির্ম্মল যশোরাশি ত্রিভুবনে পরিব্যাপ্ত, দক্ষিণহস্তে লীলাপদ্মধারী সেই শ্রীকৃষ্ণকে তোমরা নিরন্তর ভজনা কর ॥২০॥ যিনি দুষ্টধ্বংসকারী, কর্ণিকার-কুসুম যাঁহার কর্ণভূষণ, পঞ্চমস্বরে যিনি বংশীধ্বনি করেন, গোপিকাগণের চিত্তে যাঁহার বিলাসাদির নিকেতন, সেই স্বচ্ছন্দ-চারী, কংসরিপু—শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ২১ ॥ বৃন্দারণ্যে আনন্দকর বিবিধ লীলাময় যিনি নারীচিত্তে মদনভাব বিস্তার করেন, নর্ম্ম-পরিহাসে তাঁহাদিগের আনন্দ বিধান করেন, গোপীবসনহর ও কদম্ববৃক্ষারূঢ় সেই ময়ূরপুচ্ছধারী শ্রীকৃষ্ণ আমাকে রক্ষা করুন ॥ ২২ ॥ হে সখে! তুমি সত্বর প্রবল রতিসহকারে উজ্জ্বল-নখরাজি শোভিত, প্রণত-জন-পরিপালক সেই হরির চরণযুগল অবিরাম ভজনা কর ॥ ২৩ ॥ মনোজ্ঞ বসনধর, যামুন-পুলিনবিহারী, গোপগণের একমাত্র গতি, সমস্ত-গুণগণধাম আমার একমাত্র পাবন স্বরূপ সেই নবীননীরদ—শ্রীহরি সদা চিত্তে স্ফুরিত হউন ॥ ২৪ ॥ হে কালিয়দমন! তুমি বাল্যলীলাচ্ছলেই যমলা-র্জ্জুনের শাপ-ভঞ্জন করিয়াছ, তোমার এহেন সুললিত চরিত্র নিখিল জনরঞ্জনকর, তোমার নৃত্যরত নয়নের ভঙ্গিতে চঞ্চল খঞ্জনও পরাভূত হয়। এক্ষণে তুমি ভক্তি-রসে আমাকে কৃপা করিয়া পরিপালন কর ॥ ২৫ ॥ হে পীতাম্বর! তোমার মহিমা

চিকুর-করম্বিত-চারু-শিখণ্ডং, ভাল-বিনির্জ্জিত-বর-শশিখণ্ডম্ ।
রদ-রুচি-নির্ধুত-মুদ্রিত-কুন্দং, কুরুত বুধা! হৃদি সপদি মুকুন্দং ॥ ২৭ ॥
যঃ পরিরক্ষিত-সুরভী-লক্ষ-, স্তদপি চ সুরভী-মর্দ্দনদক্ষঃ ।
মুরলী-বাদন-খুরলীশালী, স দিশতু কুশলং তব বনমালী ॥ ২৮ ॥
রমিত-নিখিল-ডিম্বে বেণু-পীতোষ্ঠ-বিম্বে
হতখল-নিকুরম্বে বল্লবী-দত্ত-চুম্বে ।
ভবতু মহিত-নন্দে তত্র বঃ কেলিকন্দে
জগদবিরল-তুন্দে ভক্তিরুর্ব্বী মুকুন্দে ॥ ২৯ ॥
পশুপ-যুবতি-গোষ্ঠী-চুম্বিত-শ্রীমদোষ্ঠী
স্মর-তরলিত-দৃষ্টির্নির্ম্মিতানন্দ-বৃষ্টিঃ ।
নব-জলধর-ধামা পাতু বঃ কৃষ্ণ-নামা
ভুবন-মধুর-বেশা মালিনী মূর্ত্তিরেষা ॥ ৩০ ॥

ত্রিভুবনে পরিব্যাপ্ত, তুমি নিখিল-খল-নিবারক, হে যশোদতনয়, আমার অভীষ্ট শ্রেষ্ঠ-বর কৃপাপূর্ব্বক আমাকে বিতরণ কর ॥ ২৬ ॥ অতীব সুন্দর ময়ূরপুচ্ছে সুশোভিত যাঁহার চূড়া, শুক্লাষ্টমী-সমুদিত অর্দ্ধচন্দ্র যাঁহার ললাটচন্দ্রের নিকট পরাভূত, যাঁহার দশনকান্তিতে কুন্দমুকুলও তিরস্কৃত হয়, হে পণ্ডিতগণ! আপনারা সেই মুকুন্দকে শীঘ্র হৃদয়ে ধারণ করুন ॥ ২৭ ॥ লক্ষ লক্ষ সুরভীর পরিরক্ষক যিনি যুগপৎ সুর-ভী-মর্দ্দনে দক্ষ অর্থাৎ সুরগণের ভয়-বিনাশক, মুরলীবাদনরূপ শরাভ্যাসে সুনিপুণ, সেই বনমালী শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের কল্যাণ বিধান করুন ॥২৮॥ নিখিল ব্রজবালকের সহিত ক্রীড়ারত যাঁহার বিম্বফল-সদৃশ ওষ্ঠদেশ বেণু নিরন্তর পান করে, পূতনাদি খলকুলনাশন যিনি ব্রজবল্লবীগণ-প্রদত্ত চুম্বনের একমাত্র বিষয়, পিতৃভক্তিবশতঃ যিনি নন্দমহারাজকে পূজা করেন, নিখিল কেলিকন্দ যাঁহার উদরাভ্যন্তরে জগদ্ব্রহ্মাণ্ড বিরাজিত, সেই মুকুন্দে তোমাদের উত্তমা ভক্তি হউক ॥২৯॥ ব্রজরমণীগণ যাঁহার সুকোমল ওষ্ঠে চুম্বন করিলে যিনি চঞ্চল নয়নে তাঁহাদিগের প্রতি কন্দর্পোদ্দীপ্ত দৃষ্টিদ্বারা আনন্দবৃষ্টি রচনা করেন, নব-নীরদ কান্তিবিশিষ্ট যিনি জগন্মোহন বেশে সুসজ্জিত, বনমালা শোভিত শ্রীকৃষ্ণনামা সেই শ্রীমূর্ত্তি তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৩০ ॥

শ্রীআনন্দাখ্য-মহাস্তোত্রম্

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

শ্রীকৃষ্ণঃ পরমানন্দো গোবিন্দো নন্দনন্দনঃ ।
তমাল-শ্যামলরুচিঃ শিখণ্ডকৃতশেখরঃ ॥ ১ ॥
পীতকৌশেয়-বসনো মধুরস্মিত-শোভিতঃ ।
কন্দর্পকোটি-লাবণ্যো বৃন্দারণ্য-মহোৎসবঃ ॥ ২ ॥
বৈজয়ন্তী-স্ফুরদ্বক্ষাঃ কক্ষাত্ত-লগুড়োত্তমঃ ।
কুঞ্জার্পিত-রতির্গুঞ্জাপুঞ্জ-মঞ্জুল-কণ্ঠকঃ ॥ ৩ ॥
কর্ণিকারাঢ্যকর্ণ-শ্রীর্ধৃতস্বর্ণাভবর্ণকঃ ।
মুরলীবাদন-পটুর্বল্লবীকুল-বল্লভঃ ॥ ৪ ॥
গান্ধর্ব্বাপ্তি-মহাপর্ব্বা রাধারাধনপেশলঃ ।
ইতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য-নাম বিংশতিসংজ্ঞিতম্ ॥ ৫ ॥
আনন্দাখ্যং মহাস্তোত্রং যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াচ্চ যঃ ।
স পরং সৌখ্যমাসাদ্য কৃষ্ণপ্রেমসমন্বিতঃ ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—শ্রীকৃষ্ণ, পরমানন্দ (পরম আনন্দ কন্দ-স্বরূপ), গোবিন্দ, নন্দনন্দন, তমাল-শ্যামল-রুচি (তমাল তরুর ন্যায় যাঁহার স্নিগ্ধ শ্যামল কান্তি), শিখণ্ডকৃতশেখর (ময়ূরপুচ্ছদ্বারা যাঁহার মস্তক সুশোভিত) ॥ ১ ॥ পীতকৌশেয়-বসন (পীতবর্ণ পট্টবস্ত্রে যিনি সুশোভিত), মধুরস্মিত-শোভিত (মধুর-মন্দহাস্য-যুক্ত), কন্দর্প-কোটি-লাবণ্য (কোটি কন্দর্পের ন্যায় যাঁহার রূপলাবণ্য), বৃন্দারণ্য মহোৎসব (বৃন্দাবনে যাঁহার অতিশয় উৎসব অথবা যাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া বৃন্দাবনে নিত্য উৎসব) ॥ ২ ॥ বৈজয়ন্তী স্ফুরদ্বক্ষা (যাঁহার বক্ষঃস্থল বৈজয়ন্তী অর্থাৎ পঞ্চবর্ণ পুষ্পমালায় সুশোভিত), কক্ষাত্ত-লগুড়োত্তম (পশুপালনার্থে যিনি বাহু-পরিমাণ উত্তম-যষ্টি কক্ষে ধারণ করিয়াছেন), কুঞ্জার্পিত রতি (লতাবেষ্টিত বনে অবস্থানে যাঁহার অত্যন্ত সন্তোষ), গুঞ্জাপুঞ্জ-মঞ্জুল-কণ্ঠক (গুঞ্জমালায় যাঁহার মনোহর কণ্ঠস্থল সুশোভিত) ॥ ৩ ॥ কর্ণিকারাঢ্য-কর্ণশ্রী (কর্ণিকার কুসুমে যাঁহার কর্ণযুগল সুশোভিত), ধৃতস্বর্ণাভবর্ণক (যিনি স্বর্ণবর্ণ-অনুলেপনে লিপ্ত), মুরলী-বাদনপটু (যিনি বংশীবাদনে দক্ষ), বল্লবীকুল-বল্লভ (যিনি ব্রজরমণীগণের নাথ) ॥ ৪ ॥ গান্ধর্ব্বাপ্তি-মহাপর্ব্বা (শ্রীরাধিকার সঙ্গলাভে যাঁহার মহোৎসব),

সর্ব্বলোকপ্রিয়ো ভূত্বা সদ্গুণাবলিভূষিতঃ ।
ব্রজরাজকুমারস্য সন্নিকর্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭ ॥

শ্রীশ্রীকেশবাষ্টকম্

[শ্রীমদ্ রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

নব-প্রিয়কমঞ্জরীরচিত-কর্ণপূর-শ্রিয়ং
বিনিদ্রতর-মালতীকলিত-শেখরেণোজ্জ্বলম্ ।
দরোচ্ছ্বসিত-যূথিকাপ্রথিত-বল্গু-বৈকক্ষকং
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥ ১ ॥
পিশঙ্গি মণিকস্তনি প্রণতশৃঙ্গি পিঙ্গেক্ষণে
মৃদঙ্গমুখি ধূমলে শবলি হংসি বংশিপ্রিয়ে ।
ইতি স্ব-সুরভীকুলং তরলমাহ্বয়ন্তং মুদা
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥ ২ ॥
ঘনপ্রণয়-মেদুরান্ মধুর-নর্ম্মগোষ্ঠী-কলা-
বিলাস-নিলয়ান্ মিলদ্বিবিধ-বেশ-বিদ্যোতিনঃ ।

রাধারাধনপেশল (যিনি স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা শ্রীরাধিকাকে বিভূষণে নিপুণ) ॥ ৫ ॥ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বিংশতি নামাত্মক এই "আনন্দাখ্য" মহাস্তোত্র যিনি পাঠ করেন বা যিনি শ্রবণ করেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া পরমসুখী হন। সর্ব্ব-সদ্গুণে ভূষিত ও সকল ব্যক্তির প্রীতিভাজন তাঁহাকে ব্রজরাজকুমার—শ্রীকৃষ্ণ নিজ-সমীপে আকর্ষণ করেন ॥ ৬-৭ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—অভিনব কদম্ব-মঞ্জরী যাঁহার কর্ণভূষণ, বিকশিত মালতী-মালায় যাঁহার মৌলি সুশোভিত ও যিনি ঈশৎ-বিকশিত অতি সুন্দর যূথিকামালা গলদেশে ধারণ করিয়া সায়ংকালে বন হইতে ব্রজধামে আগমন করিতেছেন, সেই শ্রীকেশবকে আমি ভজনা করি ॥ ১ ॥ "হে পিশঙ্গি! হে মণিকস্তনি! হে প্রণত-শৃঙ্গি! হে পিঙ্গেক্ষণে! হে মৃদঙ্গমুখি! হে ধূমলে! হে শবলি! হে হংসি! হে বংশপ্রিয়ে!"—ইত্যাদি সম্বোধন-বাক্যে স্বীয় গাভীগণকে ব্যগ্র হইয়া আহ্বান করিতে করিতে যিনি বনমধ্য হইতে গোষ্ঠে আগমন করিতেছেন, সেই শ্রীকেশবকে আমি ভজনা করি ॥ ২ ॥ যাঁহারা প্রগাঢ়-প্রণয়হেতু অতি-স্নিগ্ধ, সুমধুর পরিহাস-

সখীনখিল-সারয়া পথিষু হাসয়ন্তং গিরা
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥ ৩ ॥
শ্রমাম্বু-কণিকাবলী-দরবিলীঢ়-গণ্ডান্তরং
সমূঢ়-গিরিধাতুভির্লিখিত-চারু-পত্রাঙ্কুরম্ ।
উদঞ্চদলিমণ্ডলী-রুচিবিড়ম্বি-বক্রালকং
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥ ৪ ॥
নিবদ্ধ-নব-তর্ণকাবলী-বিলোকনোৎকণ্ঠয়া
নটৎ-খুরপুটাঞ্চলৈরলঘুভির্ভুবং ভিন্দতীম্ ।
কলেন ধবলাঘটাং লঘু নিবর্ত্তয়ন্তং পুরো
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥ ৫ ॥
পদাঙ্কততিভির্বরাং বিরচয়ন্তমধ্ব-শ্রিয়ং
চলত্তরল নৈচিকীনিচয়-ধূলি-ধূম্রস্রজম্ ।
মরুল্লহরী-চঞ্চলীকৃত-দুকূল-চূড়াঞ্চলং
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥ ৬ ॥

বাক্যে ও নৃত্য-গীতাদি কলাবিলাসে কুশল এবং যাঁহারা নানাপ্রকার বেশভূষায় সুশোভিত, এবম্বিধ বয়স্যদিগের সহিত হাস্য-পরিহাস করিতে করিতে অরণ্য হইতে যিনি ব্রজমধ্যে আগমন করিতেছেন, সেই শ্রীকেশবকে আমি ভজনা করি ॥ ৩ ॥ বিন্দু-বিন্দু শ্রমজলে যাঁহার গণ্ডদেশ সুশোভিত, যাঁহার মুখমণ্ডলে নানাবিধ গৈরিক ধাতুদ্বারা পত্রাঙ্কুর লিখিত হইয়াছে এবং যাঁহার কুটিল-কুন্তলের শোভায় মধুলোভে চঞ্চল অলিবৃন্দের শোভা তিরস্কৃত হইয়াছে, এইরূপ বেশে বিপিন হইতে ব্রজমধ্যে সমাগত নন্দনন্দন সেই শ্রীকেশবকে আমি ভজনা করি ॥ ৪ ॥ যে-সকল গাভী গোষ্ঠে আবদ্ধ অভিনব বৎসদিগকে দেখিবার নিমিত্ত ব্যগ্র ও উৎকণ্ঠিত হইয়া খুরাগ্রদ্বারা ভূমি খনন করিতেছে, তাহাদিগকে বেণু-নিনাদদ্বারা নিবর্ত্তন করিতে করিতে যিনি বন হইতে গোষ্ঠে আগমন করিতেছেন, সেই শ্রীকেশবকে আমি ভজনা করি ॥ ৫ ॥ যিনি ধ্বজ-বজ্রাদি চরণচিহ্নদ্বারা পথের অতিশয় শোভা বিস্তার করিতেছেন, অগ্রে ধাবমান গাভীগণের খুরোত্থিত ধূলি-পটলে যাঁহার বনমালা ধূম্রবর্ণ হইয়াছে, মন্দ-মন্দ সমীরণ সঞ্চালিত হওয়ায় যাঁহার বস্ত্রাঞ্চল ও চূড়া চঞ্চলিত হইতেছে, এইরূপ বেশে যিনি বন হইতে গোষ্ঠে

বিলাস-মুরলী-কলধ্বনিভিরুল্লসন্মানসাঃ
ক্ষণাদখিলবল্লবীঃ পুলকয়ন্তমন্তর্গৃহে ।
মুহুর্বিদধতং হৃদি প্রমুদিতাঞ্চ গোষ্ঠেশ্বরীং
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥ ৭ ॥
উপেত্য পথি সুন্দরীততিভিরাভিরভ্যর্চ্চিতং
স্মিতাঙ্কুরং-করম্বিতৈর্নটদপাঙ্গ-ভঙ্গীশতৈঃ ।
স্তনস্তবক-সঞ্চরন্নয়ন-চঞ্চরীকাঞ্চলং
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥ ৮ ॥
ইদং নিখিল-বল্লবীকুল-মহোৎসবোল্লাসনং
ক্রমেণ কিল যঃ পুমান্ পঠতি সুষ্ঠু পদ্যাষ্টকম্ ।
তমুজ্জ্বলধিয়ং সদা নিজ-পদারবিন্দদ্বয়ে
রতিং দদদচঞ্চলাং সুখয়তাদ্বিশাখা-সখঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণাষ্টকম্

[শ্রীমজ্জীব-গোস্বামি-বিরচিতম্]

অমিত-ভবদবাব্ধৌ দহ্যমানং চিরান্মাং
কথমপি কলয়িত্বা পূর্ণকারুণ্যমূর্ত্তিঃ ।

আগমন করিতেছেন, সেই শ্রীকেশবকে আমি ভজনা করি ॥ ৬ ॥ যিনি বিলাস-মুরলীর মধুর-ধ্বনিদ্বারা গৃহাবস্থিত মাতৃতুল্য যাবতীয় ব্রজাঙ্গনাগণের চিত্ত উল্লসিত ও অতিশয় আনন্দহেতু তাঁহাদিগের কলেবর পুলকিত করিতেছেন এবং যিনি জননী যশোদার হৃদয়ে অতিশয় আনন্দ বর্দ্ধন করিতে করিতে বন হইতে গোষ্ঠে আগমন করিতেছেন, সেই শ্রীকেশবকে আমি ভজনা করি ॥ ৭ ॥ দর্শনের নিমিত্ত অট্টালিকায় আরূঢ়, ঈষৎ-হাস্যযুক্ত ব্রজ-যুবতীগণের কটাক্ষমালায় যিনি সৎকৃত হইতেছেন এবং যিনি পুষ্পস্তবকে ভ্রমর-গতির ন্যায় তাহাদিগের কুচাগ্রমণ্ডলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে অরণ্য হইতে গোষ্ঠে আগমন করিতেছেন, আমি সেই শ্রীকেশবকে ভজনা করি ॥ ৮ ॥ যিনি ব্রজ-রমণীগণের আনন্দবর্দ্ধক অতি মনোহর এই পদ্যাষ্টক যথাক্রমে শ্রদ্ধা-সহকারে পাঠ করেন, বিশাখা-সখা শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে উজ্জ্বল-ধীসম্পন্ন করিয়া নিজ-পাদপদ্মে অচলা রতি জন্মাইয়া চিরসুখী করেন ॥ ৯ ॥

নিজ-সহজজনান্তে স্বীচকারেশ্বরো য-
স্তমিহ মহিতরূপং কৃষ্ণদেবং নিষেবে ॥ ১ ॥
নিখিল-জন-কুপূয়ং মাং কৃপাপূর্ণচেতা
নিজচরণসরোজ-প্রান্তদেশে প্রণীয় ।
নিজ-ভজনপদ-ব্যাবর্ত্তয়দ্-ভূরিশো য-
স্তমিহ মহিতরূপং কৃষ্ণদেবং নিষেবে ॥ ২ ॥
অশুচিমরুচিমন্তং সন্ততং ভক্তিযোগে
বিহিতবিদিতমন্তুং জন্তুজাতাধমঞ্চ ।
অকৃপণকরুণাভিঃ পাতি মাং পাতিনং য-
স্তমিহ মহিতরূপং কৃষ্ণদেবং নিষেবে ॥ ৩ ॥
অতিমুনিমতি-বৃন্দাং বৃন্দকা-কাননীয়াং
নিজচরিত-সুধালীং বন্ধুহৃৎসিন্ধুপালীম্ ।
বিধুরিব বিধুরং মাং তাঞ্চ সম্ব্যঞ্জয়দ্ য-
স্তমিহ মহিতরূপং কৃষ্ণদেবং নিষেবে ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—যে কারুণ্যঘনমূর্ত্তি পরমেশ্বর চিরকাল অসীম সংসারতাপে দহ্যমান আমাকে কোনওপ্রকারে উদ্ধার করিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং স্বীয় বিশুদ্ধ দাসের শ্রীপাদপদ্মে ন্যস্ত করিয়াছেন, সেই মহারূপবান্ শ্রীকৃষ্ণদেবকে আমি নিরন্তর ভজনা করি ॥ ১ ॥ যে দয়ার্দ্রচিত্ত নিখিল জনগণের মধ্যে কুৎসিত আমাকে স্বীয় ও স্বীয় ভক্তগণের শ্রীপাদপদ্মের প্রান্তদেশে আনয়ন করিয়া পুনঃ পুনঃ নিজ ভজন-পথে রক্ষা করিয়াছেন ; সেই পরম রূপবান্ শ্রীকৃষ্ণদেবকে নিত্যকাল সেবা করি ॥ ২ ॥ অপবিত্র, ভক্তিযোগ সর্ব্বদা অরুচিশীল, শাস্ত্রসদাচারাদি জানিয়াও অন্যথাচরণরূপ অপরাধ-পরায়ণ এবং নিখিল-প্রাণিগণের মধ্যে অধম ও পাতকী আমাকে যে করুণাসাগর স্বীয় মহতী করুণাদ্বারা সর্ব্বদা রক্ষা করেন, সেই মহারূপবান্ ক্রীড়াবিনোদী শ্রীকৃষ্ণদেবকে আমি নিত্যকাল ভজনা করি ॥ ৩ ॥ চন্দ্র যেরূপ সুধারাশিকে প্রকাশ করে, সিন্ধুকে পালন অর্থাৎ সিন্ধুর আনন্দবর্দ্ধন করে, তদ্রূপ যিনি আমার ন্যায় বিকল জীবকে মুনিগণেরও বুদ্ধির অগম্য, অথচ শ্রীব্রজবাসী বন্ধুগণের হৃদয়রূপ সিন্ধুর আনন্দবৃদ্ধিকর শ্রীবৃন্দাবনীর নিজচরিত সুধারাশি সম্যগ্রূপে প্রকট করিয়াছেন, সেই মহারূপবান্ শ্রীকৃষ্ণদেবকে আমি

স্বপদ-নখরমিন্দুং তাপদগ্ধায় দত্তে
মুকুরমজিত-ভক্ত্যা স্বং পরিষ্কুর্ব্বতে চ ।
অপি কিমপি কমিত্রে যস্তু চিন্তামণিং মে
তমিহ মহিতরূপং কৃষ্ণদেবং নিষেবে ॥ ৫ ॥
অকৃত মৃতমিবামুং মাং প্রসাদামৃতান্তং
তমথ বলিতবাল্যং পাদপদ্মাবলম্বে ।
তদপি কলিত-লৌল্যং স্নেহদৃষ্ট্যাবৃতৌ য-
স্তমিহ মহিতরূপং কৃষ্ণদেবং নিষেবে ॥ ৬ ॥
অহমতিশয়তপ্তো যঃ কৃপা-পূরিত-গ্লৌ-
রহমতিমতিশীতঃ পাপ্মনাং পাবকো যঃ ।
অহমসমতমস্বান্ বেদধামা স্বয়ং য-
স্তমিহ মহিতরূপং কৃষ্ণদেবং নিষেবে ॥ ৭ ॥
নিজগুণগণদাম্না বিপ্রমুক্তান্নিরুন্ধে
প্রণয়বিনয়জালৈ রুধ্যতে তৈঃ সমন্তাৎ ।
অথ চ বিপথপন্নং ত্রায়তে মদ্বিধং য-
স্তমিহ মহিতরূপং কৃষ্ণদেবং নিষেবে ॥ ৮ ॥

নিত্য সেবা করি ॥ ৪ ॥ যিনি তাপত্রয়দগ্ধ আমার হৃদয়ে স্বীয় শ্রীচরণ-নখর-চন্দ্রমা বিতরণ করিয়াছেন, যিনি অব্যভিচারিণী ভক্তিদানে আমার চিত্তদর্পণ পরিমার্জ্জন করিতেছেন, যিনি কোন তুচ্ছ বস্তু প্রার্থনা করিলেও সাক্ষাৎ চিন্তামণিই দান করেন, সেই মহারূপবান্ শ্রীকৃষ্ণদেবকে আমি নিত্য ভজনা করি ॥ ৫ ॥ যিনি আমার ন্যায় মৃতপ্রায় জীবকেও প্রসাদরূপ অমৃত প্রদানে অমৃত করিয়াছেন, যিনি বালক-সুলভ চাঞ্চল্যবিশিষ্ট বা মূর্খ আমাকেও শ্রীপাদপদ্মাবলন দান করিয়াছেন এবং তাহাতেও পুনরায় মহাচঞ্চল দেখিয়া স্নেহদৃষ্টিদ্বারা আবরণ বা রক্ষা করিয়াছেন, সেই মহারূপবান্ শ্রীকৃষ্ণদেবকে আমি নিত্য ভজনা করি ॥৬॥ আমি অত্যন্ত তপ্ত, কিন্তু যিনি কৃপাপূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় সুশীতল ; আমি অতিশয় শীতল বা অলস আর যিনি পাপসমূহের বা আলস্য-রাশির পক্ষে অগ্নিতুল্য অর্থাৎ জাড্যাপহারক ; আমার ন্যায় অজ্ঞানান্ধ আর নাই, কিন্তু যিনি সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ বেদ—সেই মহারূপবান্ শ্রীকৃষ্ণদেবকে আমি নিত্য সেবা করি ॥ ৭ ॥ যিনি স্বীয় গুণগণরূপ রজ্জুদ্বারা

উভয়-ভুবন-ভব্যং যঃ সদা মে বিধাতা
নিধিবদপি যদীয় পাদপদ্মং নিষেব্যম্ ।
অকৃপণ-কৃপয়া স্বপ্রেমদঃ সর্ব্বদা য-
স্তমিহ মহিতরূপং কৃষ্ণদেবং নিষেবে ॥ ৯ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রাষ্টকম্

[শ্রীল-কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

অম্বুদাঞ্জনেন্দ্রনীল-নিন্দি-কান্তি-ডম্বরঃ
কুঙ্কুমোদ্যদর্ক-বিদ্যুদংশু-দিব্যদম্বরঃ ।
শ্রীমদঙ্গ-চর্চ্চিতেন্দু পীতনাক্ত-চন্দনঃ
স্বাঙ্ঘ্রিদাস্যদোঽস্তু মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥ ১ ॥
গণ্ড-তাণ্ডবাতি-পণ্ডিতাণ্ডজেশ-কুণ্ডল-
শচন্দ্র-পদ্মষণ্ড-গর্ব্ব-খণ্ডনাস্য-মণ্ডলঃ ।
বল্লবীষু বর্দ্ধিতাত্ম-গূঢ়ভাব-বন্ধনঃ
স্বাঙ্ঘ্রিদাস্যদোঽস্তু মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥ ২ ॥

মুক্তজীবকুলকে নিরোধ করেন এবং তাঁহাদের প্রণয়গর্ভ বিনয়-জালে নিরোধ করেন অথচ যিনি বিপথে বিচরণশীল আমার ন্যায় জীবকেও উদ্ধার করেন, সেই মহারূপবান্ শ্রীকৃষ্ণদেবকে আমি নিত্য ভজন করি ॥ ৮ ॥ যিনি আমার ইহ পরকালের নিত্য মঙ্গল সর্ব্বদা বিধান করিতেছেন, যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম রত্নের ন্যায় আমার পরম সেব্য, যিনি উদার কৃপাদ্বারা সর্ব্বদা নিজ প্রেমভক্তি বিতরণ করিতেছেন, সেই মহারূপবান্ শ্রীকৃষ্ণদেবকে নিরন্তর ভজনা করি ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—যাঁহার কান্তিচ্ছটা নব-জলধর, দলিত কজ্জল ও ইন্দ্রনীল-মণিকেও তিরস্কার করিতেছে, যাঁহার বসন কুঙ্কুম, উদয়োন্মুখ সূর্য্য ও বিদ্যুৎ হইতেও দীপ্তিমান্, যাঁহার শ্রীঅঙ্গ কর্পূর ও কুঙ্কুমযুক্ত চন্দনে চর্চ্চিত, সেই গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে স্বীয় পাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥ ১ ॥ যাঁহার গণ্ডদ্বয়ে মকর-কুণ্ডল পরম নিপুণতার সহিত মনোহর নৃত্য করিতেছে, যাঁহার শ্রীমুখমণ্ডল চন্দ্র ও পদ্মসমূহের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতেছে এবং যিনি গোপাঙ্গনাসমূহে স্বীয় নিগূঢ় ভাব অর্থাৎ প্রেম বর্দ্ধিত করিতেছেন, সেই গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে স্বীয় পাদ-

নিত্যনব্য-রূপ-বেশ-হার্দ্দ-কেলি-চেষ্টিতঃ
কেলিনর্ম্ম-শর্ম্মদায়ি-মিত্রবৃন্দ-বেষ্টিতঃ ।
স্বীয়-কেলি-কাননাংশু-নির্জ্জিতেন্দ্র-নন্দনঃ
স্বাঙ্ঘ্রিদাস্যদোঽস্তু মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥ ৩ ॥
প্রেমহেম-মণ্ডিতাত্ম-বন্ধুতাভিনন্দিতঃ
ক্ষৌণীলগ্ন-ভাল-লোকপাল-পালি-বন্দিতঃ ।
নিত্যকালসৃষ্ট-বিপ্র-গৌরবালি-বন্দনঃ
স্বাঙ্ঘ্রিদাস্যদোঽস্তু মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥ ৪ ॥
লীলয়েন্দ্র-কালিয়োষ্ণ-কংস-বৎস-ঘাতক-
স্তত্তদাত্ম কেলি-বৃষ্টি-পুষ্ট-ভক্তচাতকঃ ।
বীর্য্যশীল-লীলয়াত্ম-ঘোষবাসি-নন্দনঃ
স্বাঙ্ঘ্রিদাস্যদোঽস্তু মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥ ৫ ॥
কুঞ্জ-রাসকেলি-সীধু-রাধিকাদি-তোষণ-
স্তত্তদাত্ম-কেলি-নর্ম্ম-তত্তদালি-পোষণঃ ।

পদ্মের দাস্য দান করুন ॥ ২ ॥ যাঁহার মনোহর রূপ, বেশ, প্রেমকেলি ও প্রেমচেষ্টা নিত্য নূতন, যিনি ক্রীড়াকালীন সুখদায়ক সুহৃদ্‌বৃন্দে পরিবেষ্টিত এবং যাঁহার কেলিকাননের কিরণমালা ইন্দ্রের নন্দনকাননকেও পরাভব করিয়াছে, সেই গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে স্বীয় পাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥ ৩ ॥ প্রেমরূপ হেম-মণ্ডিত বন্ধুবর্গ যাঁহার অভিনন্দন করিতেছেন, ইন্দ্রাদি লোকপালগণ ভূতলে মস্তক অবনত করিয়া যাঁহাকে বন্দনা করিতেছেন এবং যিনি প্রত্যহ প্রাতঃকালাদি যথাসময়ে বিপ্রগণ ও গুরুবর্গকে প্রণাম করিয়া থাকেন, সেই গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে স্বীয় পাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥ ৪ ॥ যিনি ইন্দ্র ও কালিয়ের দর্প চূর্ণ করিয়াছেন, কংস ও বৎসাসুরকে ধ্বংস করিয়াছেন এবং যিনি সেই ইন্দ্রাদির গর্ব্ব-খণ্ডনাদিরূপ কেলিসুধা-ধারা বর্ষণদ্বারা স্বীয় ভক্তরূপ চাতকগণকে পরিপুষ্ট করিতেছেন, তথা যিনি স্বীয় শৌর্য্য-বীর্য্যাদিদ্বারা আভীরপল্লী-নিবাসী গোপগণকে আনন্দিত করিয়াছেন, সেই গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে স্বীয় পাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥ ৫ ॥ যিনি কুঞ্জমধ্যে রাসক্রীড়া-রূপ অমৃত-সিঞ্চনে শ্রীরাধিকার সন্তোষ বিধান করেন ও যিনি সেই স্বীয় রাসক্রীড়া-জনিত হাস্য-পরিহাসাদিদ্বারা শ্রীরাধিকার

প্রেম-শীল-কেলি-কীর্ত্তি-বিশ্বচিত্ত-নন্দনঃ
স্বাঙ্ঘ্রিদাস্যদোঽস্তু মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥ ৬ ॥
রাসকেলি-দর্শিতাত্ম-শুদ্ধভক্তি-সৎপথঃ
স্বীয়-চিত্র-রূপবেশ-মন্মথালি-মন্মথঃ ।
গোপিকাসু নেত্রকোণ-ভাববৃন্দ-গন্ধনঃ
স্বাঙ্ঘ্রিদাস্যদোঽস্তু মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥ ৭ ॥
পুষ্পচায়ি-রাধিকাভিমর্ষ-লব্ধি-তর্ষিতঃ
প্রেমবাম্য-রম্য-রাধিকাস্য-দৃষ্টি-হর্ষিতঃ ।
রাধিকোরসীহ লেপ এষ হরিচন্দনঃ
স্বাঙ্ঘ্রিদাস্যদোঽস্তু মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥ ৮ ॥
অষ্টকেন যস্ত্বনেন রাধিকাসু-বল্লভং
সংস্তবীতি দর্শনেঽপি সিন্ধুজাদি-দুর্ল্লভম্ ।
তং যুনক্তি তুষ্টচিত্ত এষ ঘোষ-কাননে
রাধিকাঙ্গ-সঙ্গ-নন্দিতাত্ম-পাদ-সেবনে ॥ ৯ ॥

সখীগণকে পরিতুষ্ট করেন এবং যাঁহার প্রেম, চরিত্র ও কেলি-সমূহের কীর্ত্তিরাশি নিখিল জগজ্জনের মানস পবিত্র করিতেছে, সেই গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে স্বীয় পাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥ ৬ ॥ যিনি রাসলীলা-সমূহদ্বারা ভক্তগণকে স্বীয় শুদ্ধভক্তিময় সৎপথ প্রদর্শন করিতেছেন, যাঁহার মনোহর রূপ ও বেশদ্বারা মন্মথেরও মন মথিত হইতেছে এবং যিনি স্বীয় নয়ন কোণের বঙ্কিম দৃষ্টিদ্বারা গোপিকাগণের হৃদয়ে বিবিধ ভাব-তরঙ্গ উদ্বেলিত করিতেছেন, সেই গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে স্বীয় পাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥ ৭ ॥ শ্রীরাধা পুষ্পচয়নার্থে আগমন করিলে যিনি তাঁহার অঙ্গ-স্পর্শের নিমিত্ত ব্যাকুল হন, প্রেমোৎপন্ন বাম্যভাব অর্থাৎ প্রতিকূলতাবশতঃ পরম রমণীয় শ্রীরাধিকার মুখচন্দ্র সন্দর্শন করিয়া যাঁহার আনন্দসাগর পরিবর্দ্ধিত হয় এবং যিনি শ্রীরাধিকার বক্ষঃস্থলে পরম সুগন্ধি ও পরম সুখজনক চন্দন-লেপ-সদৃশ, সেই গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে স্বীয় পাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥ ৮ ॥ যে ব্যক্তি এই অষ্টকদ্বারা শ্রীরাধিকার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে স্তব করেন, লক্ষ্মী প্রভৃতির পক্ষেও যাঁহার দর্শন সুদুর্ল্লভ, সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া, শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধিকাসহ আলিঙ্গিত হইয়া, তাঁহাকে স্বীয় পরমানন্দময় শ্রীপাদপদ্ম-সেবনে নিযুক্ত করেন ॥ ৯ ॥

শ্রীনন্দনন্দনাষ্টকম্

সুচারু-বক্ত্রমণ্ডলং সুকর্ণ-রত্নকুণ্ডলম্ ।
সুচর্চ্চিতাঙ্গ-চন্দনং নমামি নন্দনন্দনম্ ॥ ১ ॥
সুদীর্ঘ-নেত্রপঙ্কজং শিখি-শিখণ্ড-মূর্দ্ধজম্ ।
অনঙ্গকোটি-মোহনং নমামি নন্দনন্দনম্ ॥ ২ ॥
সুনাসিকাগ্র-মৌক্তিকং স্বচ্ছন্দ-দন্ত-পঙ্ক্তিকম্ ।
নবাম্বুদাঙ্গ-চিক্কণং নমামি নন্দনন্দনম্ ॥ ৩ ॥
করেণ বেণুরঞ্জিত গতি-করীন্দ্রগঞ্জিতম্ ।
দুকূল-পীত-শোভনং নমামি নন্দনন্দনম্ ॥ ৪ ॥
ত্রিভঙ্গ-দেহ-সুন্দরং নখদ্যুতি-সুধাকরম্ ।
অমূল্য-রত্ন-ভূষণং নমামি নন্দনন্দনম্ ॥ ৫ ॥
সুগন্ধ-অঙ্গসৌরভমুরোবিরাজি-কৌস্তুভম্ ।
স্ফুরচ্ছ্রীবৎস-লাঞ্ছনং নমামি নন্দনন্দনম্ ॥ ৬ ॥
বৃন্দাবন-সুনাগরং বিলাসানুগ-বাসসম্ ।
সুরেন্দ্রগর্ব্ব-মোচনং নমামি নন্দনন্দনম্ ॥ ৭ ॥
ব্রজাঙ্গনা-সুনায়কং সদা সুখ-প্রদায়কম্ ।
জগন্মনঃ-প্রলোভনং নমামি নন্দনন্দনম্ ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—সুমনোহর বদনমণ্ডল ও কর্ণলগ্নরত্নকুণ্ডলশোভিত এবং চন্দন-প্রলিপ্তাঙ্গ-বিশিষ্ট নন্দনন্দনকে আমি প্রণাম করি ॥ ১ ॥ মস্তকে ময়ূরপুচ্ছধারী, অতিদীর্ঘ কমললোচন ও কোটি অনঙ্গমোহন নন্দনন্দনকে আমি প্রণাম করি ॥২॥ সুন্দর নাসিকাগ্রে মুক্তাখচিত, শুভ্র দন্তশ্রেণী সুশোভিত ও মসৃণ নবীন মেঘ শ্যামলবর্ণবিশিষ্ট নন্দনন্দনকে আমি প্রণাম করি ॥ ৩ ॥ করধৃত বংশীবাদনকারী গজেন্দ্রগতিনিন্দক পীতবস্ত্রপরিহিত নন্দনন্দনকে আমি প্রণাম করি ॥ ৪ ॥ সুন্দর ত্রিভঙ্গভঙ্গিম দেহধারী চন্দ্রসদৃশ-নখকান্তিধর অমূল্যরত্নে ভূষিত নন্দনন্দনকে আমি প্রণাম করি ॥ ৫ ॥ সুসৌরভাঙ্গ, বক্ষবিরাজিত কৌস্তুভযুক্ত ও শ্রীবৎসলাঞ্ছন নন্দনন্দনকে আমি প্রণাম করি ॥ ৬ ॥ বৃন্দাবনস্থ নাগরশ্রেষ্ঠ, বিলাসানুসারী বস্ত্র-পরিহিত ইন্দ্রদর্পচূর্ণকারী নন্দনন্দনকে আমি প্রণাম করি ॥ ৭ ॥ ব্রজবধূগণের নায়কশিরোমণি, সর্ব্বদা সুখপ্রদানকারী জগন্মানসাকর্ষী নন্দনন্দনকে আমি প্রণাম

শ্রীনন্দনন্দনাষ্টকং পঠেদ্ যঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ।
তরেদ্ভবাব্ধিং দুস্তরং লভেত্তদঙ্ঘ্রি-যুগ্মকম্ ॥ ৯ ॥

শ্রীস্বয়ম্ভগবত্ত্বাষ্টকম্

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতম্]

স্ব-জন্মন্যৈশ্বর্য্যং বলমিহ বধে দৈত্য-বিততে-
র্যশঃ পার্থ-ত্রাণে যদুপুরি মহাসম্পদমধাৎ ।
পরং জ্ঞানং জিষ্ণৌ মুষলমনু বৈরাগ্যমনু যো-
ভগৈঃ ষড়্ভিঃ পূর্ণঃ স ভবতু মুদে নন্দতনয়ঃ ॥ ১ ॥
চতুর্ব্বাহুত্বং যঃ স্বজনি সময়ে যো মৃদশনে
জগৎকোটীং কুক্ষ্যন্তর-পরিমিতত্বং স্ববপুষঃ ।
দধিস্ফোটে ব্রহ্মণ্যতনুত পরানন্ততনুতাং
মহৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণঃ স ভবতু মুদে নন্দতনয়ঃ ॥ ২ ॥
বলং বক্যাং দন্তচ্ছদন-বরয়োঃ কেশিনি নৃগে
নৃপে বাহ্বোরঙ্ঘ্রেঃ ফণিনি বপুষঃ কংস-মরুতোঃ ।

করি ॥ ৮ ॥ যিনি শ্রীনন্দনন্দনাষ্টক শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ করেন, তিনি দুস্তর সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হন এবং তাঁহার পাদপদ্মযুগল প্রাপ্ত হন ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—যিনি স্বীয় আবির্ভাবে ঐশ্বর্য্য, দৈত্যগণের বিনাশে বল, যুধিষ্ঠিরাদির রক্ষণে যশঃ, যদুপুরে সুধর্ম্মাখ্যসভা স্থাপনে ও পারিজাত আনয়নাদি মহাসম্পদ, অর্জ্জুনে (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতানিষ্ঠ) পরমতত্ত্বজ্ঞান এবং (মুষলদ্বারা) যদুবংশ নাশে পরম বৈরাগ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, উক্ত প্রকার ছয়টী ভগের (ষড়ৈশ্বর্য্যের) দ্বারা পরিপূর্ণস্বরূপ, সেই শ্রীনন্দনন্দন আমাদের আনন্দ বিধান করুন ॥ ১ ॥ যিনি স্বীয় আবির্ভাব-সময়ে দেবকী ও বসুদেবের নিকটে চতুর্ভূজ মূর্ত্তি প্রকট করিয়াছিলেন, মৃদ্ভক্ষণ-লীলায় স্বীয় মুখাভ্যন্তরে জননীকে জগৎকোটী দেখাইয়াছিলেন, দধিভাণ্ড-ভঙ্গলীলাতে নিজদেহের কুক্ষিগত পরিচ্ছিন্নত্ব ও বৎসহরণ লীলায় ব্রহ্মার বিস্ময়ের নিমিত্ত অনন্তবিগ্রহ বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই মহা ঐশ্বর্য্যপরিপূর্ণ শ্রীনন্দনন্দন আমাদের আনন্দ বিধান করুন ॥ ২ ॥ যিনি ওষ্ঠ ও অধরদ্বারা মায়াবিনী পূতনার স্তন-পানচ্ছলে প্রাণ হরণ করিয়া ওষ্ঠাধরের বল,

গিরিত্রে দৈত্যেষ্বপ্যতনুত নিজাস্ত্রস্য যদতো-
মহৌজোভিঃ পূর্ণঃ স ভবতু মুদে নন্দতনয়ঃ ॥ ৩ ॥
অসংখ্যাতা গোপ্যা ব্রজভুবি মহিষ্যো যদুপুরে
সুতাঃ প্রদ্যুম্নাদ্যাঃ সুরতরু-সুধর্ম্মাদি চ ধনম্ ।
বহির্দ্বারি ব্রহ্মাদ্যপি বলিবহং স্তৌতি যদতঃ
শ্রিয়াং পূরৈঃ পূর্ণঃ স ভবতু মুদে নন্দতনয়ঃ ॥ ৪ ॥
যতো দত্তে মুক্তিং রিপু-বিততয়ে যন্নরজনি-
র্বিজেতা রুদ্রাদেরপি নত-জনাধীন ইতি যৎ ।
সভায়াং দ্রৌপদ্যা বরকৃদতিপূজ্যো নৃপমখে
যশোভিস্তৎ পূর্ণঃ স ভবতু মুদে নন্দতনয়ঃ ॥ ৫ ॥
ন্যধাদ্গীতারত্নং ত্রিজগদতুলং যৎপ্রিয়সখে
পরংতত্ত্বং প্রেম্নোদ্ধব-পরমভক্তে চ নিগমম্ ।
নিজ-প্রাণ-প্রেষ্ঠাস্বপি রসভরং গোপকুলজা-
স্বতো জ্ঞানৈঃ পূর্ণঃ স ভবতু মুদে নন্দতনয়ঃ ॥ ৬ ॥

কেশী-নামক দৈত্যে ও ইক্ষ্বাকুবংশীয় নৃগ-নামক নৃপে বাহুযুগলের বল, কালিয়-নাগে চরণের বল, কংস ও বায়ুরূপী তৃণাবর্ত্তের প্রতি স্বীয় বিগ্রহের বল এবং শ্রীমহাদেব ও দৈত্যগণে নিজাস্ত্রসমূহের বল বিস্তার করিয়াছিলেন, মহাবীর্য্য পরিপূর্ণ সেই শ্রীনন্দনন্দন আমাদের আনন্দ বিধান করুন ॥ ৩ ॥ ব্রজপুরে অসংখ্য ব্রজ-সুন্দরীগণ ও দ্বারকায় রুক্মিণী প্রভৃতি অষ্টোত্তর শতাধিক-ষোড়শ-সহস্র (১৬১০৮) মহিষীগণ, প্রদ্যুম্নাদি সংখ্যাতীত পুত্রগণ, পারিজাতবৃক্ষ ও সুধর্ম্মাখ্য সভাদি-ধন এবং পুরীর বহির্দ্বারে ব্রহ্মাদি দেবগণও বলিবহ স্বরূপে যাঁহাকে স্তব করিয়া থাকেন, শ্রী-সমূহে পরিপূর্ণ সেই শ্রীনন্দনন্দন আমাদের আনন্দ বিধান করুন ॥ ৪ ॥ যিনি রিপুগণকেও যথাযোগ্য সালোক্যাদি মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন, নরজন্ম প্রকট করিয়াও রুদ্রাদি দেবগণকে পরাজয় করিয়াছেন, স্বয়ং স্বতন্ত্র হইলেও ভক্তজন-বশবর্ত্তী, সভাস্থলে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ-সময়ে লজ্জানিবারণ-বিষয়ে বরদাতা এবং যুধিষ্ঠিরাদির রাজসূয়-যজ্ঞে অগ্রপূজা সম্বন্ধে অতিপূজ্য হইয়াছিলেন, যশঃ-সমূহে পরিপূর্ণ সেই শ্রীনন্দনন্দন আমাদের আনন্দ বিধান করুন ॥ ৫ ॥ যিনি প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে ভুবনত্রয়ে তুলনারহিত গীতারত্ন, পরমভক্ত উদ্ধবে প্রীতিসহকারে

কৃতাগস্কং ব্যাধং সতনুমপি বৈকুণ্ঠমনয়ন্-
মমত্বস্যৈকাগ্রানপি পরিজনান্ হন্ত বিজহৌ ।
যদপ্যেতে শ্রুত্যা ধ্রুবতনুতয়োক্তাস্তদপি হা
স্ববৈরাগ্যৈঃ পূর্ণঃ স ভবতু মুদে নন্দতনয়ঃ ॥ ৭ ॥
অজত্বং জন্মিত্বং রতিররতিতেহারহিততা
সলীলত্বং ব্যাপ্তিঃ পরিমিতিরহন্তা-মমতয়োঃ ।
পদে ত্যাগাত্যাগাবুভয়মপি নিত্যং সদুররী-
করোতীশঃ পূর্ণঃ স ভবতু মুদে নন্দতনয়ঃ ॥ ৮ ॥
সমুদ্যৎ-সন্দেহ-জ্বরশতহরং ভেষজবরং
জনো যঃ সেবেত প্রথিত-ভগবত্ত্বাষ্টকমিদম্ ।
তদৈশ্বর্য্য-স্বাদৈঃ স্বধিয়মতিবেলং সরসয়ন্
লভেতাসৌ তস্য প্রিয়-পরিজনানুগ্য-পদবীম্ ॥ ৯ ॥

পরমতত্ত্ব-নিগম এবং নিজ প্রাণাধিকা প্রিয়তমা গোপাঙ্গনাসকলে রসরাশি সমর্পণ করিয়াছেন, নিখিল জ্ঞানে পরিপূর্ণ সেই শ্রীনন্দনন্দন আমাদের আনন্দ বিধান করুন ॥ ৬ ॥ যিনি অপরাধকারী জরা-নামক ব্যাধকে সশরীরে বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি করাইয়াছিলেন এবং মমতাস্পদ যদুবংশীয় পরিজনবর্গকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, কি আশ্চর্য্য! যদ্যপি তাঁহারা শ্রুতিকর্ত্তৃক নিত্যবিগ্রহরূপে কীর্ত্তিত, তথাপি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, আহা! এবম্বিধ স্ববৈরাগ্যে পরিপূর্ণ সেই শ্রীনন্দনন্দন আমাদের আনন্দ বিধান করুন ॥ ৭ ॥ যিনি জন্মরহিত হইয়াও জন্মশালী, আসক্তিযুক্ত হইয়াও আসক্তিশূন্য, নিশ্চেষ্ট হইয়াও সচেষ্ট, সর্ব্বব্যাপক হইয়াও হস্তপদাদিদ্বারা পরিমিত এবং অহন্তা মমতার পাত্রগণের ত্যাগ ও রক্ষণ এই উভয়ই নিত্য অঙ্গীকার করিতেছেন, সেই পরিপূর্ণ ঈশ্বর শ্রীনন্দনন্দন আমাদের আনন্দ বিধান করুন ॥৮॥ যিনি স্বয়ং ভগবানের উক্ত ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্য অনুভবের দ্বারা স্বীয় মতিকে সাতিশয় রস সম্বলিত করিয়া হৃদগত সন্দেহ-জ্বরসমূহের বিনাশকারী ভেষজবরতুল্য এই বিখ্যাত ভগবত্ত্বাষ্টক নিত্য পাঠ করেন, তিনি সেই ষড়ৈশ্বর্য্যশালী স্বয়ং ভগবানের প্রিয় পরিকরগণের অনুগত পদবী লাভ করিবেন ॥ ৯ ॥

শ্রীশ্রীগোপাল-দেবাষ্টকম্

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতম্]

মধুর-মৃদুল-চিত্তঃ প্রেমমাত্রৈকবিত্তঃ
স্বজন-রচিত-বেষঃ প্রাপ্তশোভা-বিশেষঃ ।
বিবিধ-মণিময়ালঙ্কারবান্ সর্ব্বকালং
স্ফুরতু হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ ॥ ১ ॥
নিরুপম-গুণ-রূপঃ সর্ব্বমাধুর্য্য-ভূপঃ
শ্রিত-তনুরুচি-দাস্যঃ কোটিচন্দ্র-স্তুতাস্যঃ ।
অমৃতবিজয়ি-হাস্যঃ প্রোচ্ছলচ্চিল্লিলাস্যঃ
স্ফুরতু হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ ॥ ২ ॥
ধৃত-নব-পরভাগঃ সব্যহস্ত-স্থিতাগঃ
প্রকটিত-নিজকক্ষঃ প্রাপ্তলাবণ্য-লক্ষঃ ।
কৃত-নিজজন-রক্ষঃ প্রেমবিস্তার-দক্ষঃ
স্ফুরতু হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ ॥ ৩ ॥
ক্রমবলদনুরাগ-স্বপ্রিয়াপাঙ্গভাগ-
ধ্বনিত-রসবিলাস-জ্ঞানবিজ্ঞাপি-হাসঃ ।

বঙ্গানুবাদ ঃ—যাঁহার চিত্ত মধুর ও কোমল, প্রেমই যাঁহার একমাত্র ধন, জননী প্রভৃতি স্বজনগণ যাঁহার বেষ রচনা করিয়াছেন এবং তাহাতে যিনি বিলক্ষণ শোভা প্রাপ্ত হন, যিনি বিবিধ মণিময় অলঙ্কার ধারণ করিয়া থাকেন, সেই শ্রীল গোপালদেব আমার হৃদয়ে চিরকাল স্ফূর্ত্তি লাভ করুন ॥ ১ ॥ যাঁহার রূপ ও গুণের তুলনা নাই, যিনি সর্ব্বমাধুর্য্যের নৃপতি, সকলেই যাঁহার অঙ্গকান্তির দাসত্ব করে, যাঁহার হাস্যে অমৃতও ধিক্কৃত হয়, যাঁহার বদনকমল কোটি কোটি চন্দ্র-কর্ত্তৃক স্তুত, যাঁহার ভ্রূনৃত্য সর্ব্বতঃ উচ্ছলিত, সেই শ্রীল গোপালদেব আমার হৃদয়ে চিরকাল স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হউন ॥ ২ ॥ যিনি কোন অপূর্ব্ব গুণোৎকর্ষ ধারণ করিয়াছিলেন, যাঁহার বামহস্তে শ্রীগোবর্দ্ধন-গিরি শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিল, যিনি নিজ পার্শ্বদেশ ব্যক্ত করিয়াছিলেন ও শত-সহস্রভাবে লাবণ্যমণ্ডিত হইয়াছিলেন, স্বজন-রক্ষক ও প্রেমবিস্তার-দক্ষ সেই শ্রীল গোপালদেব আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি লাভ করুন ॥ ৩ ॥ উত্তরোত্তর-বর্দ্ধনশীল অনুরাগবতী ব্রজাঙ্গনাগণের অপাঙ্গ-

স্মৃত-রতিপতি-যাগঃ প্রীতি-হংসী-তড়াগঃ
স্ফুরতু হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ ॥ ৪ ॥
মধুরিমভরমগ্নে ভাত্যসব্যেঽবলগ্নে
ত্রিবলি-রলসবত্ত্বাৎ যস্য পুষ্টানতত্বাৎ।
ইতরত ইহ তস্যা মাররেখেব রস্যা
স্ফুরতু হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ ॥ ৫ ॥
বহতি বলিতহর্ষং বাহয়ংশ্চানুবর্ষং
ভজতি চ সগণং স্বং ভাজয়ন্ যোঽর্পয়ন্ স্বম্।
গিরি-মুকুটমণিং শ্রীদামবন্মিত্রতা-শ্রীঃ
স্ফুরতু হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ ॥ ৬ ॥
অধিধরমনুরাগং মাধবেন্দ্রস্য তন্বং-
স্তদমল-হৃদয়োত্থাং প্রেমসেবাং বিবৃণ্বন্।
প্রকটিত-নিজশক্ত্যা বল্লভাচার্য্য-ভক্ত্যা
স্ফুরতু হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ ॥ ৭ ॥
প্রতিদিনমধুনাপি প্রেক্ষ্যতে সর্ব্বদাপি
প্রণয়-সুরস-চর্য্যা যস্য বর্য্যা সপর্য্যা।

চালনায় যাঁহার রস-বিলাস-বিষয়ে পরিস্ফুট জ্ঞান-জনিত হাস্য সূচিত হইয়া থাকে এবং যিনি অনঙ্গ-যজ্ঞ স্মরণ করিয়া থাকেন, প্রীতিরূপী হংসীর তড়াগ-স্বরূপ সেই শ্রীল গোপালদেব আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হউন ॥ ৪ ॥ যাঁহার মাধুর্য্যময় দক্ষিণ-কটিদেশে আলস্য-হেতু ত্রিবলি লক্ষিত হইয়া থাকে এবং সেই ত্রিবলির বিপরীত দিকে কন্দর্পরেখার ন্যায় মনোহর রেখা লক্ষিত হয়, সেই শ্রীল গোপালদেব আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি লাভ করুন ॥ ৫ ॥ যিনি ইন্দ্রকৃত বৃষ্টি নিবারণের জন্য শ্রীগোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন এবং বর্ষায় অভিভূত স্বজনদিগকে অন্ন-পানাদি প্রদান করিয়া যথোচিত স্থানে অর্থাৎ ঐ শ্রীগোবর্দ্ধনের নিম্নদেশে রক্ষা করিয়াছিলেন, শ্রীগোবর্দ্ধন ধারণ করায় শ্রীদামের ন্যায় শ্রীগিরিরাজের সহিত মিত্রতার শোভা-সম্পাদনকারী সেই শ্রীল গোপালদেব আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হউন ॥ ৬ ॥ সেই শ্রীগোপাল-দেব স্বীয় শক্তি প্রকটনদ্বারা শ্রীবল্লভাচার্য্যের ভক্তি, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর অতুলনীয় অনুরাগ এবং তাঁহার নির্ম্মল হৃদয় হইতে উদ্‌গত প্রেমসেবা আমাতে প্রকাশ করিয়া

গণয়তু কতি ভোগান্ কঃ কৃতী তৎপ্রয়োগান্
স্ফুরতু হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ ॥ ৮ ॥
গিরিধর-বরদেবস্যাষ্টকেনেমমেব
স্মরতি নিশি দিনে বা যো গৃহে বা বনে বা।
অকুটিল-হৃদয়স্য প্রেম-দত্ত্বেন তস্য
স্ফুরতু হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীশ্রীমদনগোপাল-দেবাষ্টকম্

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতম্]

মৃদুতলারুণ্য-জিত-রুচির-দরদ-প্রভং
কুলিশ-কঞ্জারি-দর-কলস-ঝষ-চিহ্নিতম্।
হৃদি মমাধায়-নিজ-চরণ-সরসী-রুহং
মদনগোপাল! নিজ-সদনমনুরক্ষ মাম্ ॥ ১ ॥
মুখর-মঞ্জীর-নখ-শিশির-কিরণাবলী-
বিমল-মালাভিরনুপদমুদিত-কান্তিভিঃ।
শ্রবণ-নেত্র-শ্বসন-পথ-সুখদ! নাথ! হে
মদনগোপাল! নিজ-সদনমনুরক্ষ মাম্ ॥ ২ ॥

আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি লাভ করুন ॥ ৭ ॥ ভক্তগণ প্রতিদিন এখনও সর্ব্বদা যাঁহার প্রণয়রসের আচরণময়ী শ্রেষ্ঠ আরাধনা দেখিয়া থাকেন, যাঁহার অনুষ্ঠান ও উপভোগ কোন পণ্ডিতই সংখ্যা করিতে সমর্থ হন না, সেই শ্রীল গোপালদেব আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হউন ॥ ৮ ॥ যিনি গৃহে বা বনে অবস্থান করিয়া দিবসে বা রাত্রিতে দেবোত্তম গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণের এই অষ্টকদ্বারা তাঁহাকেই স্মরণ করেন, সেই সরল-প্রাণ ভক্তজনের হৃদয়ে শ্রীল গোপালদেব প্রেম-প্রদানপূর্ব্বক বিরাজ করুন ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—হে মদনগোপাল! আপনার সুকোমল চরণতলের অরুণ-বর্ণদ্বারা অতি মনোরম হিঙ্গুলপ্রভা তিরস্কৃত ; আপনি শঙ্খ, চক্র, বজ্র, পদ্ম, কলস ও মৎস্য প্রভৃতি চিহ্নে চিহ্নিত সেই নিজ চরণকমল আমার হৃদয়ে সংস্থাপনপূর্ব্বক আমাকে নিজ সমীপে নিরন্তর রক্ষা করুন ॥ ১ ॥ হে নাথ! আপনি স্বীয় চরণ-যুগলের সুমধুর শব্দযুক্ত নূপুরদ্বারা ভক্তগণের কর্ণদ্বয়ের ও নখচন্দ্রাবলীর দ্বারা

মণিময়োষ্ণীষ-দর-কুটিলিমণি লোচনো-
চ্চলন-চাতুর্য্য-চিত-লবণিমণি গণ্ডয়োঃ ।
কনক-তাটঙ্ক-রুচি-মধুরিমণি মজ্জয়ন্
মদনগোপাল! নিজ-সদনমনুরক্ষ মাম্ ॥ ৩ ॥
অধর-শোণিম্নি দর-হসিত-সিতিমার্চ্চিতে
বিজিত-মাণিক্য-রদ-কিরণগণ-মণ্ডিতে ।
নিহিতবংশীক! জন-দুরবগম-লীল! হে
মদনগোপাল! নিজ-সদনমনুরক্ষ মাম্ ॥ ৪ ॥
পদক-হারালি-পদকটক-নটকিঙ্কিণী-
বলয়-তাটঙ্কমুখ-নিখিল-মণিভূষণৈঃ ।
কলিত-নব্যাভ! নিজ-তনু-রুচি-ভূষিতৈ-
র্মদনগোপাল! নিজ-সদনমনুরক্ষ মাম্ ॥ ৫ ॥
উড়ুপকোটী-কদন-বদন-রুচি-পল্লবৈ-
র্মদনকোটী-মথন-নখর-কর-কন্দলৈঃ ।
দ্যুতরুকোটী-সদন-সদয়-নয়নেক্ষণৈ-
র্মদনগোপাল! নিজ-সদনমনুরক্ষ মাম্ ॥ ৬ ॥

নেত্রদ্বয়ের এবং চরণপর্য্যন্ত দোলায়মান মনোহর বনমালার সুগন্ধের দ্বারা নাসিকার পরমসুখ প্রদান করিয়া থাকেন। হে মদনগোপাল! আপনি আমাকে এই সকল সুখ প্রদান করিয়া নিজ সমীপে নিরন্তর রক্ষা করুন ॥২॥ হে মদনগোপাল! আপনার ঈষৎ বক্রযুক্ত মণিময় উষ্ণীষে, ইতস্ততঃ সঞ্চালিত নয়নযুগলের মনোহর ভঙ্গিমায় এবং কনক-বিনির্ম্মিত কর্ণভূষণের কিরণছটায় মাধুর্য্যমণ্ডিত গণ্ডদ্বয়ে আমার চিত্ত নিমগ্ন করত আপনি নিজ সদনে আমাকে নিরন্তর রক্ষা করুন ॥ ৩ ॥ হে প্রভো! আপনি ঈষৎ হাস্যান্বিত বদনের শুভ্রবর্ণ শোভিত ও মাণিক্য-বিজয়ী দন্তনিকরের কিরণনিচয়ে বিভূষিত রক্তিমাধরে বংশী ধারণ করিয়া থাকেন এবং আপনার লীলা জনসাধারণের দুর্জ্ঞেয়। হে মদনগোপাল! আপনি নিজ সমীপে আমাকে নিরন্তর রক্ষা করুন ॥ ৪ ॥ হে মদনগোপাল! আপনি কণ্ঠভূষণ, হারশ্রেণী, পদবলয়, কটি-ভূষণ, করবলয় ও কর্ণালঙ্কার প্রভৃতি নিখিল মণিময় আভরণে অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিয়াছেন। এই সকল উজ্জ্বল স্বীয় দেহাভরণে বিভূষিত আপনি আমাকে নিজসমীপে নিরন্তর রক্ষা করুন ॥ ৫ ॥ হে মদনগোপাল! আপনার মুখচন্দ্রের

কৃত-নরাকার-ভবমুখ-বিবুধ-সেবিত!
দ্যুতি-সুধা-সার! পুরু-করুণ! কমপি ক্ষিতৌ ।
প্রকটয়ন্ প্রেমভরমধিকৃত-সনাতনং
মদনগোপাল! নিজ-সদনমনুরক্ষ মাম্ ॥ ৭ ॥
তরনিজা-তীরভুবি তরণি-কর-বারক-
প্রিয়ক-ষণ্ডস্থ-মণিসদন-মহিত-স্থিতে!
ললিতয়া সার্দ্ধমনুপদ-রমিত! রাধয়া
মদনগোপাল! নিজ-সদনমনুরক্ষ মাম্ ॥ ৮ ॥
মদনগোপাল! তব সরসমিদমষ্টকং
পঠতি যঃ সায়মতি-সরল-মতিরাশু তম্ ।
স্বচরণাম্ভোজ-রতি-রস-সরসি মজ্জয়ন্
মদনগোপাল! নিজ-সদনমনুরক্ষ মাম্ ॥ ৯ ॥

শ্রীশ্রীগোবিন্দ-দেবাষ্টকম্

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতম্]

জাম্বূনদোষ্ণীষ-বিরাজি-মুক্তা-, মালা-মণি-দ্যোতি-শিখণ্ডকস্য ।
ভঙ্গ্যা নৃণাং লোলুপয়ন্ দৃশঃ শ্রী-, গোবিন্দ-দেবঃ শরণং মমাস্তু ॥ ১ ॥

রুচিবিস্তারে কোটিচন্দ্র বিনিন্দিত ও নখরূপ কর-নবাঙ্কুরে কোটিমদন মথিত হয় এবং কৃপার্দ্রনয়ন-যুগলের ঈক্ষণ কোটিকল্প-তরুর আলয়-স্বরূপ। আপনি নিজ সমীপে আমাকে নিরন্তর রক্ষা করুন ॥ ৬ ॥ হে নরদেহধারিন্! হে মহাদেব প্রভৃতি দেবগণ-সেবিত! হে দ্যুতিসুধাসার! হে ভক্তাভীষ্টপূরক! যাহা নিত্য এরূপ কোনও অনির্ব্বচনীয় প্রেমসমূহকে পৃথিবীতে প্রকটন করত হে মদনগোপাল! আপনি আমাকে নিজ সমীপে রক্ষা করুন ॥ ৭ ॥ হে প্রভো! আপনি শ্রীযমুনা-তীরবর্ত্তী দিবাকরের আতপ-নিবারক কদম্বতরুর মূলস্থিত মণিময় ভবনের শোভা বর্দ্ধন করিয়া অবস্থান করিতেছেন এবং ললিতাসহ শ্রীরাধাকর্ত্তৃক নিরন্তর সেবিত হইতে-ছেন। হে মদনগোপাল! আপনি নিজ সমীপে আমাকে নিরন্তর রক্ষা করুন ॥৮॥ হে মদনগোপাল! যিনি অকপট হৃদয়ে ভবদীয় এই মধুর অষ্টক সন্ধ্যাকালে পাঠ করেন, তাঁহাকে অবিলম্বে স্বীয় চরণকমলের প্রেমরস-প্রবাহে নিমজ্জিত করত হে মদনগোপাল! আপনি আমাকে নিজ সমীপে নিরন্তর রক্ষা করুন ॥ ৯ ॥

কপোলয়োঃ কুণ্ডল-লাস্য-হাস্য-, চ্ছবিচ্ছটা-চুম্বিতয়োর্যুগেন ।
সংমোহয়ন্ সংভজতাং ধিয়ঃ শ্রী-, গোবিন্দ-দেবঃ শরণং মমাস্তু ॥ ২ ॥
স্ব-প্রেয়সী-লোচন-কোণ-শীধু-, প্রাপ্ত্যৈ পুরোবর্ত্তি-জনেক্ষণেন ।
ভাবং কমপ্যুদ্‌গময়ন্ বুধানাং, গোবিন্দ-দেবঃ শরণং মমাস্তু ॥ ৩ ॥
বামপ্রগণ্ডার্পিত-গণ্ডভাস্বৎ-, তাটঙ্ক-লোলক-কান্তিসিক্তৈঃ ।
ভ্রূবল্লনৈরুন্মদয়ন্ কুলস্ত্রী-, র্গোবিন্দ-দেবঃ-শরণং মমাস্তু ॥ ৪ ॥
দূরে স্থিতাস্তা মুরলী-নিনাদৈঃ, স্ব-সৌরভৈর্মুদ্রিত-কর্ণপালীঃ ।
নাসারুধো হৃদ্গত এব কর্ষন্, গোবিন্দ-দেবঃ শরণং মমাস্তু ॥ ৫ ॥
নবীন-লাবণ্য-ভরৈঃ ক্ষিতৌ শ্রী-, রূপানুরাগাম্বুনিধি-প্রকাশৈঃ ।
সতশ্চমৎকারবতঃ প্রকুর্ব্বন্, গোবিন্দ-দেবঃ শরণং মমাস্তু ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—যিনি জম্বূ-নদীজাত সুবর্ণের দ্বারা নির্ম্মিত কিরীট সর্ব্বদা মস্তকে ধারণ করেন এবং উহাতে যে-সকল শোভমানা মুক্তামালা রহিয়াছে তন্মধ্যস্থ মণিনিচয়ের ছটায় রঞ্জিত, ময়ূরপুচ্ছসমূহের ভঙ্গিতে সকল লোকের নয়ন লুব্ধ করিয়া থাকেন, সেই শ্রীগোবিন্দ-দেব আমার আশ্রয় হউন ॥ ১ ॥ যিনি কুণ্ডল-যুগলের নৃত্য ও হাস্য-শোভার ছটায় চুম্বিত (পৃষ্ট) গণ্ডদ্বয়ের দ্বারা ভজনপরায়ণ স্বীয় ভক্তগণের মনকে মুগ্ধ করিয়া থাকেন, সেই শ্রীগোবিন্দ-দেব আমার আশ্রয় হউন ॥ ২ ॥ যিনি স্বীয় প্রিয়তমাগণের কটাক্ষ-মধু প্রাপ্তির নিমিত্ত (অপরের দর্শনা-শঙ্কায়) অগ্রবর্ত্তী লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন এবং তাহাতে রস-তত্ত্বাভিজ্ঞ ভক্তগণের কোনও এক অনির্ব্বচনীয় ভাব সঞ্চার করেন, সেই শ্রীগোবিন্দ-দেব আমার আশ্রয় হউন ॥ ৩ ॥ যিনি বাম বাহুমূলে নিজের গণ্ডদেশ স্থাপন করিয়া আছেন এবং তাহাতে দীপ্তিশালী কর্ণাভরণ ও নাসিকাগ্রের আভরণের কান্তিযুক্ত ভ্রূভঙ্গিতে কুলরমণীদিগকে উন্মত্ত করিয়া থাকেন, সেই শ্রীগোবিন্দ-দেব আমার আশ্রয় হউন ॥৪॥ যিনি মুরলীধ্বনি শ্রবণে প্রেমবৈকল্যের আশঙ্কায় দূরে অবস্থান-কারিণী আচ্ছাদিত-কর্ণপ্রদেশ গোপীগণকে মুরলীধ্বনিতে এবং কৃষ্ণাঙ্গসৌরভ গ্রহণে প্রেমমুগ্ধ হওয়ার আশঙ্কায় নাসারোধকারিণী ব্রজাঙ্গনাগণকে স্বীয় অঙ্গ-সৌরভে তাঁহাদের হৃদয়গত হইয়া তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করেন, সেই শ্রীগোবিন্দ-দেব আমার আশ্রয় হউন ॥৫॥ যিনি এই পৃথিবীতে শ্রীরূপগোস্বামীর অনুরাগ-সাগরে প্রকাশিত নিজের সেই সকল নূতন কান্তিসমূহের দ্বারা ভক্তদিগকে

কল্পদ্রুমাধো মণি-মন্দিরান্তঃ-, শ্রীযোগপীঠাম্বুরুহাস্যয়া স্বম্ ।
উপাসয়ংস্তন্ত্রবিদোঽপি মন্ত্রৈ-, র্গোবিন্দ-দেবঃ শরণং মমাস্তু ॥ ৭ ॥
মহাভিষেকক্ষণ-সর্ব্ববাসোঽ-, লঙ্কৃত্যনঙ্গীকরণোচ্ছলন্ত্যা ।
সর্ব্বাঙ্গ-ভাসাকুলয়ং স্ত্রিলোকীং, গোবিন্দ-দেবঃ শরণং মমাস্তু ॥ ৮ ॥
গোবিন্দ-দেবাষ্টকমেতদুচ্চৈঃ, পঠেত্তদীয়াঙ্ঘ্রি-নিবিষ্টধীর্য্যঃ ।
তং মজ্জয়ন্নেব কৃপাপ্রবাহে-, র্গোবিন্দ-দেবঃ শরণং মমাস্তু ॥ ৯ ॥

শ্রীশ্রীগোপীনাথ-দেবাষ্টকম্

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতম্]

আস্যে হাস্যং তত্র মাধ্বীকমস্মিন্, বংশী তস্যাং নাদ-পীযূষ-সিন্ধুঃ ।
তদ্বীচীভির্মজ্জয়ন্ ভাতি গোপী-, র্গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ ॥ ১ ॥
শোণোষ্ণীষ-ভ্রাজি-মুক্তা-স্রজোদ্যৎ-, পিচ্ছোত্তংস-স্পন্দনেনাপি নূনম্ ।
হৃন্নেত্রালী-বৃত্তি-রত্নানি মুষ্ণন্, গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ ॥ ২ ॥

অনির্ব্বচনীয় আনন্দযুক্ত করিয়া থাকেন, সেই শ্রীগোবিন্দ-দেব আমার আশ্রয় হউন ॥ ৬ ॥ যিনি কল্পদ্রুমের নিম্নপ্রদেশে মণিময় মন্দিরের অভ্যন্তরে যোগপীঠস্থ কমলোপরি অবস্থানদ্বারা আগমশাস্ত্রজ্ঞ ভক্তগণকেও স্বীয়মন্ত্রে নিজেরই উপাসনা করাইয়া থাকেন, সেই শ্রীগোবিন্দ-দেব আমার আশ্রয় হউন ॥ ৭ ॥ যিনি মহা-ভিষেক-সময়ে বস্ত্রাদি, উত্তরীয়-উষ্ণীষাদি আভরণসমূহের পরিত্যাগহেতু ইতস্ততঃ প্রসারিত নিজের সমস্ত অঙ্গকান্তিতে ত্রিভুবনকে আকুল করিয়া থাকেন, সেই শ্রীগোবিন্দ-দেব আমার আশ্রয় হউন ॥ ৮ ॥ যে ব্যক্তি শ্রীগোবিন্দ-দেবের চরণযুগলে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া এই শ্রীগোবিন্দ-দেবের অষ্টক উচ্চস্বরে নিত্য পাঠ করেন, শ্রীগোবিন্দ-দেব তাঁহাকে নিশ্চয়ই কৃপাপ্রবাহে নিমগ্ন করিয়া থাকেন, সেই কৃপাসিন্ধু শ্রীগোবিন্দ-দেব আমার আশ্রয় হউন ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—যিনি সুমধুর হাস্যযুক্ত বদনে বংশী ধারণ করেন এবং ঐ বংশী-ধ্বনিরূপ সুধা-সাগরের তরঙ্গে ব্রজাঙ্গনাগণকে আপ্লাবিত করিয়া শোভমান থাকেন, সেই বিশালবক্ষ শ্রীগোপীনাথ-দেব আমাদের আশ্রয় হউন ॥ ১ ॥ যিনি রক্তবর্ণ-বিশিষ্ট উষ্ণীষে শোভমান মুক্তামালাদ্বারা দীপ্তিশীল ময়ূরপুচ্ছরূপ শিরোভূষণের ঈষৎ কম্পনে ভক্তগণের হৃদয় ও নেত্র-সমূহের বৃত্তিরূপ রত্নগুলিকে অর্থাৎ মনের

বিভ্রদ্বাসঃ পীতমুরূরুকান্ত্যা-, শ্লিষ্টং ভাস্বৎ-কিঙ্কিণীকং নিতম্বে ।
সব্যাভীরী-চুম্বিত-প্রান্তবাহু-, র্গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ ॥ ৩ ॥
গুঞ্জা-মুক্তা-রত্ন-গাঙ্গেয়হারৈ-, র্মাল্যৈঃ কণ্ঠে লম্বমানৈঃ ক্রমেণ ।
পীতোদঞ্চৎ-কঞ্চুকেনাঞ্চিতশ্রী-,র্গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ ॥ ৪ ॥
শ্বেতোষ্ণীষঃ শ্বেতসুশ্লোকধৌতঃ, সুশ্বেতস্রক্ দ্বিত্রশঃ শ্বেতভূষঃ ।
চুম্বন্ শর্য্যামঙ্গলারাত্রিকে হৃদ-, গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ ॥ ৫ ॥
শ্রীবৎস-শ্রী-কৌস্তুভোদ্ভিন্নরোম্নাং, বর্ণৈঃ শ্রীমান্ যশ্চতুর্ভিঃ সদেষ্টঃ ।
দৃষ্টঃ প্রেম্নৈব স ধন্যৈরনন্যৈ-, র্গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ ॥ ৬ ॥
তাপিঞ্ছঃ কিং হেমবল্লীযুগান্তঃ, পার্শ্বদ্বন্দ্বোদ্দ্যোতিবিদ্যুদ্ঘনঃ কিম্ ?
কিম্বা মধ্যে রাধয়োঃ শ্যামলেন্দু-, র্গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ ॥ ৭ ॥

চিন্তনাদি ও নয়নের দর্শনাদি ব্যাপারসমূহকে হরণ করিয়া থাকেন, সেই বিশাল-বক্ষ শ্রীগোপীনাথ-দেব আমাদের আশ্রয় হউন ॥ ২ ॥ যিনি ঊরুযুগলের অতি অপূর্ব্ব কান্তিচ্ছটায় আলিঙ্গিত পীতবসন ও কটিদেশে দেদীপ্যমান কিঙ্কিণী ধারণ করিয়া থাকেন এবং বামভাগে অবস্থিতা শ্রীমতী রাধিকা যাঁহার বামবাহুর প্রান্ত-দেশ চুম্বন করিয়া থাকেন, সেই বিশালবক্ষ শ্রীগোপীনাথ-দেব আমাদের আশ্রয় হউন ॥ ৩ ॥ যাঁহার কণ্ঠদেশে গুঞ্জা, মুক্তা, রত্ন, গাঙ্গেয়হার ও মালা ক্রমান্বয়ে লম্বমান হইয়া থাকে এবং যিনি উজ্জ্বল পীতবর্ণ অঙ্গাবরণে মনোহর শোভা ধারণ করেন, সেই বিশালবক্ষ শ্রীগোপীনাথ-দেব আমাদের আশ্রয় হউন ॥ ৪ ॥ যিনি মস্তকে শ্বেতবর্ণ শিরোভূষণ ধারণ করেন, বিশুদ্ধ উত্তম যশবর্দ্ধক স্তবাদিদ্বারা পরিমার্জ্জিত, সুন্দর শুভ্রমালাধারী এবং যিনি শ্বেতবর্ণ পরিধেয়বস্ত্র, উষ্ণীষ ও অঙ্গাবরণ (জামা) প্রভৃতির দুই তিনটী ভূষণবিশিষ্ট হইয়া রজনীগত মঙ্গলারতি-সময়ে দর্শনকারী ভক্তগণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকেন, সেই বিশালবক্ষ শ্রীগোপীনাথ-দেব আমাদের আশ্রয় হউন ॥ ৫ ॥ যিনি শ্রীবৎস, শ্রী, কৌস্তুভ ও অঙ্গস্থ অসাধারণ রোমাবলী—এই চতুর্ব্বর্ণে শোভাযুক্ত ও ভক্তগণকর্ত্তৃক সর্ব্বদা পূজিত হইয়া থাকেন এবং ঐকান্তিক পরমভাগ্যবান্ ভক্তগণকর্ত্তৃক প্রেমদ্বারা লক্ষিত হন, সেই বিশালবক্ষ শ্রীগোপীনাথ-দেব আমাদের আশ্রয় হউন ॥ ৬ ॥ এই কি স্বর্ণলতা-যুগলের মধ্যবর্ত্তী তমালবৃক্ষ ? অথবা উভয়পার্শ্বে উদ্দীপ্ত তড়িদ্-যুক্ত নীলমেঘ ? কিম্বা দুইটী নক্ষত্রবিশেষের মধ্যবর্ত্তী কৃষ্ণচন্দ্র ? যিনি এইরূপে

শ্রীজাহ্নব্যা মূর্ত্তিমান্ প্রেমপুঞ্জো, দীনানাথান্ দর্শয়ন্ স্বং প্রসীদন্ ।
পুষ্ণন্ দেবালভ্যফেলাসুধাভি-, র্গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ ॥ ৮ ॥
গোপীনাথস্যাষ্টকং তুষ্টচেতা-, স্তৎপাদাব্জ-প্রেম পুষ্ণীভবিষ্ণুঃ ।
যোঽধীতে তন্মন্তুকোটীরপশ্যন্, গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীশ্রীগোকুলানন্দ-গোবিন্দ-দেবাষ্টকম্

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতম্]

কোটিকন্দর্প-সন্দর্প-বিধ্বংসন-
স্বীয়রূপামৃতাপ্লাবিতক্ষ্মাতল !
ভক্তলোকেক্ষণং সক্ষণং তর্ষয়ন্
গোকুলানন্দ-গোবিন্দ ! তুভ্যং নমঃ ॥ ১ ॥
যস্য সৌরভ্য-সৌলভ্যভাগ্-গোপিকা-
ভাগ্যলেশায় লক্ষ্ম্যাপি তপ্তং তপঃ ।
নিন্দিতেন্দীবরশ্রীক ! তস্মৈ মুহু-
র্গোকুলানন্দ-গোবিন্দ ! তুভ্যং নমঃ ॥ ২ ॥

দর্শকবৃন্দের সংশয়াস্পদ হন, সেই বিশালবক্ষ শ্রীগোপীনাথ-দেব আমাদের আশ্রয় হউন ॥ ৭ ॥ যিনি শ্রীজাহ্নবাদেবীর সাক্ষাৎ প্রেমপুঞ্জ-স্বরূপ এবং দীন ও অনাথ-দিগকে স্বীয় মূর্ত্তি দর্শন করাইয়া থাকেন, আবার তাহাদের প্রতি সদা সুপ্রসন্ন হইয়া দেবগণের দুর্ল্লভ স্বীয় অধরমৃতদ্বারা তাহাদিগকে পোষণ করিয়া থাকেন, সেই বিশালবক্ষ শ্রীগোপীনাথ-দেব আমাদের আশ্রয় হউন ॥ ৮ ॥ শ্রীগোপীনাথ-দেবের শ্রীপাদপদ্মের প্রেমে পুষ্টিশীল হইতে ইচ্ছুক হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে শ্রীগোপীনাথ-দেবের এই অষ্টক নিত্য পাঠ করিলে যিনি পাঠকের সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনাপূর্ব্বক প্রেমদান করিয়া থাকেন, সেই বিশালবক্ষ শ্রীগোপীনাথ-দেব আমাদের আশ্রয় হউন ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—হে গোকুলানন্দ-গোবিন্দ ! তুমি ভক্তগণের নয়নানন্দ বিধান-পূর্ব্বক কোটি কোটি কন্দর্পের দর্প বিনাশন স্বীয় রূপামৃতে ধরাতল আপ্লাবিত করিতেছ ; তোমাকে নমস্কার ॥ ১ ॥ হে গোকুলানন্দ-গোবিন্দ ! তোমার সৌভাগ্য-সুখভাগিনী গোপীগণের কিঞ্চিন্মাত্র ভাগ্যলাভের নিমিত্ত বৈকুণ্ঠবাসিনী লক্ষ্মী-

বংশিকাকণ্ঠয়োর্যঃ স্বরস্তে সচেৎ
তাল-রাগাদিমান্ শ্রুত্যনুভ্রাজিতঃ ।
কা সুধা? ব্রহ্ম কিং? কা নু বৈকুণ্ঠমুদ্?
গোকুলানন্দ-গোবিন্দ! তুভ্যং নমঃ ॥ ৩ ॥
যৎ পদস্পর্শমাধুর্য্যমজ্জৎকুচা
বশ্যতাং যান্তি গোপ্যো রমাতোঽপ্যলম্ ।
যদ্ যশো দুন্দুভের্ঘোষণা সর্ব্বজিদ্
গোকুলানন্দ-গোবিন্দ! তুভ্যং নমঃ ॥ ৪ ॥
যস্য ফেলালবাস্বাদনে পাত্রতাং
ব্রহ্মরুদ্রাদয়ো যান্তি নৈবান্যকে ।
আধরং শীধুমেতেঽপি পিবন্তি নো-
গোকুলানন্দ-গোবিন্দ! তুভ্যং নমঃ ॥ ৫ ॥
যস্য লীলামৃতং সর্ব্বথাকর্ষকং
ব্রহ্মসৌখ্যাদপি স্বাদু সর্ব্বে জগুঃ ।
তৎপ্রমাণং স্বয়ং ব্যাসসূনুঃ শুকো-
গোকুলানন্দ-গোবিন্দ! তুভ্যং নমঃ ॥ ৬ ॥

দেবীও তপস্যাচরণ করিয়া থাকেন, হে নীলকমল-শোভা-তিরস্কারি! তোমাকে মুহুর্মুহুঃ নমস্কার ॥ ২ ॥ হে গোকুলানন্দ-গোবিন্দ! তোমার বংশী ও কণ্ঠের তাল ও রাগাদিযুক্ত স্বর যদি কর্ণগোচর হয় তাহা হইলে কি অমৃত, কি ব্রহ্মজ্ঞান, কি বৈকুণ্ঠসুখ এ সকলই ধিক্কৃত (বিফল) হইয়া থাকে ; তোমাকে নমস্কার ॥ ৩ ॥ হে গোকুলানন্দ-গোবিন্দ! ব্রজাঙ্গনাগণ, তোমার শ্রীচরণ-যুগলের মাধুর্য্যে স্তনার্পণ করিয়া বৈকুণ্ঠবাসিনী লক্ষ্মী হইতেও পরম কৃতার্থতা লাভ করিয়াছেন এবং তোমার যশঃ দুন্দুভির ঘোষণা সকলকেও জয় করিয়া থাকে ; তোমাকে নমস্কার ॥ ৪ ॥ হে গোকুলানন্দ-গোবিন্দ! ব্রহ্মরুদ্রাদিদেবগণ তোমার ভোজনাবশেষের কিঞ্চিন্মাত্র কণা আস্বাদনে যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু তদিতর জনসাধারণের পক্ষে তাহা দুর্ল্লভ এবং এই ব্রহ্মাদিদেবগণও অধরসম্বন্ধি মধু পান করিতে পারেন না ; তোমাকে নমস্কার ॥ ৫ ॥ হে গোকুলানন্দ-গোবিন্দ! ভক্তগণ ব্রহ্মসুখ হইতেও তোমার লীলামৃত সম্পূর্ণরূপে চিত্তাকর্ষক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, স্বয়ং

যৎষড়ৈশ্বর্য্যমপ্যার্য্যভক্তাত্মনি
ধ্যাতমুদ্যচ্চমৎকারমানন্দয়েৎ ।
নাথ! তস্মৈ রসাম্ভোধয়ে কোটিশো-
গোকুলানন্দ-গোবিন্দ! তুভ্যং নমঃ ॥ ৭ ॥
গোকুলানন্দ-গোবিন্দ-দেবাষ্টকং
যঃ পঠেন্নিত্যমুৎকণ্ঠিতস্ত্বৎপদোঃ ।
প্রেমসেবাপ্তয়ে সোঽচিরান্মাধুরী-
সিন্ধুমজ্জন্মনা বাঞ্ছিতং বিন্দতাম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীশ্রীজগন্মোহনাষ্টকম্

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতম্]

গুঞ্জাবলী-বেষ্টিত-চিত্রপুষ্প-, চূড়া-বলন্-মঞ্জুল-নব্য-পিচ্ছম্ ।
গোরোচনা-চারু-তমালপত্রং, বন্দে জগন্মোহনমিষ্টদেবম্ ॥ ১ ॥
ভ্রূ-বল্লনোন্মাদিত-গোপনারী-, কটাক্ষ-বাণাবলি-বিদ্ধনেত্রম্ ।
নাসাগ্র-রাজন্-মণি-চারু-মুক্তং, বন্দে জগন্মোহনমিষ্টদেবম্ ॥ ২ ॥

বেদব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেব গোস্বামী তাহার প্রমাণস্বরূপ রহিয়াছেন ; তোমাকে নমস্কার ॥ ৬ ॥ হে গোকুলানন্দ-গোবিন্দ! তোমার সেই ষড়ৈশ্বর্য্য সজ্জন-ভক্তগণের হৃদয়ে ধ্যাত হইয়া অতি অপূর্ব্ব আনন্দোৎপাদন করিয়া থাকে। হে প্রভো! রসসাগর-স্বরূপে প্রসিদ্ধ সেই তোমাকে কোটি কোটি নমস্কার ॥ ৭ ॥ যিনি ভবদীয় চরণযুগলের প্রেমসেবা প্রাপ্তির নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া এই গোকুলানন্দ-গোবিন্দাষ্টক নিত্য পাঠ করিবেন, তিনি অবিলম্বে মাধুর্য্য-সিন্ধুতে নিমগ্নান্তঃকরণ হইয়া স্বীয় বাঞ্ছিত প্রেমসেবাদি লাভ করিবেন ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—যাঁহার মস্তকে গুঞ্জাসমূহে বেষ্টিত বিচিত্র কুসুমনির্ম্মিত চূড়া সমন্বিত মনোহর ও অভিনব ময়ূরপুচ্ছসকল মিলিত হইয়াছে এবং ললাটাদি সর্ব্বাঙ্গে গোরোচনাদ্বারা মনোহর তিলক শোভা পাইতেছে, এতাদৃশ ইষ্টদেব জগন্মোহনদেবকে আমি বন্দনা করি ॥ ১ ॥ যাঁহার স্বীয় ভ্রূনর্ত্তনদ্বারা উন্মাদিত গোপাঙ্গনাগণের কটাক্ষবাণসমূহে নেত্রদ্বয়বিদ্ধ এবং নাসিকাগ্রভাগে মণিময় মনোহর মুক্তা শোভা পাইতেছে, এতাদৃশ ইষ্টদেব জগন্মোহনদেবকে আমি প্রণাম

আলোল-বক্রালক-কন্তি-চুম্বি-, গণ্ডস্থল-প্রোন্নত-চারু-হাস্যম্ ।
বাম-প্রগণ্ডোচ্চল-কুণ্ডলান্তং, বন্দে জগন্মোহনমিষ্টদেবম্ ॥ ৩ ॥
বন্ধূক-বিম্ব-দ্যুতি-নিন্দি-কুঞ্চৎ-, প্রান্তাধর-ভ্রাজিত বেণু-বক্ত্রম্ ।
কিঞ্চিত্তিরশ্চীন-শিরোধিভাতং, বন্দে জগন্মোহনমিষ্টদেবম্ ॥ ৪ ॥
অকুণ্ঠ-রেখাত্রয়-রাজি-কণ্ঠ-, খেলৎ-স্বরালি-শ্রুতিরাগ-রাজিম্ ।
বক্ষঃ-স্ফুরৎ-কৌস্তুভমুন্নতাংসং, বন্দে জগন্মোহনমিষ্টদেবম্ ॥ ৫ ॥
আজানু-রাজদ্বলয়াঙ্গদাঞ্চি-, স্মরার্গলাকার-সুবৃত্ত-বাহুম্ ।
অনর্ঘ-মুক্তা-মণি-পুষ্পমালং, বন্দে জগন্মোহনমিষ্টদেবম্ ॥ ৬ ॥
শ্বাসৈজদশ্বত্থ-দলাভ-তুন্দ-, মধ্যস্থ-রোমাবলি-রম্য-রেখম্ ।
পীতাম্বরং মঞ্জুল-কিঙ্কিণীকং, বন্দে জগন্মোহনমিষ্টদেবম্ ॥ ৭ ॥
ব্যত্যস্ত-পাদং মণি-নূপুরাঢ্যং, শ্যামং ত্রিভঙ্গং সুরশাখি-মূলে ।
শ্রীরাধয়া সার্দ্ধমুদার-লীলং, বন্দে জগন্মোহনমিষ্টদেবম্ ॥ ৮ ॥

করি ॥ ২ ॥ যাঁহার গণ্ডস্থল, কুটিল অলকাবলীর ছটায় চুম্বিত, বদনে মৃদুমনোহর-হাস্য ও বামবাহুমূলে কুণ্ডলের অন্ত্যভাগ আন্দোলিত হইতেছে, সেই ইষ্টদেব জগন্মোহনদেবকে আমি বন্দনা করি ॥ ৩ ॥ যাঁহার অধর ও ওষ্ঠ, বন্ধূক পুষ্প ও বিম্বের প্রভাকে ন্যক্কৃত করিয়াছে, সেই সঙ্কুচিত অধর প্রান্তে শোভিত বেণুযুক্ত বদন এবং মস্তকে ঈষদ্বক্র চূড়া শোভা পাইতেছে, সেই ইষ্টদেব জগন্মোহনদেবকে বন্দনা করি ॥ ৪ ॥ যাঁহার কণ্ঠের উপরিভাগে অবিচ্ছিন্নভাবে রেখাত্রয় শোভা পাইতেছে এবং সেই কণ্ঠমধ্যে "উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত" এই ত্রিবিধ স্বর, শ্রুতি (ষড়্জাদি) ও রাগ (স্বরপ্রকারবিশেষ) বিরাজ করিতেছে, বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভমণি শোভমান ও স্কন্ধদ্বয় উন্নত সেই ইষ্টদেব জগন্মোহনদেবকে আমি অভিবাদন করি ॥ ৫ ॥ যাঁহার সুন্দর ভুজযুগল বলয় ও অঙ্গদযুক্ত এবং আজানুলম্বিত-কন্দর্পার্গলাকার এবং যিনি অমূল্য মণি, মুক্তা ও পুষ্পমালাধারী, সেই ইষ্টদেব জগন্মোহনদেবকে আমি প্রণতি করি ॥ ৬ ॥ যাঁহার অশ্বত্থ পত্রাকার উদরের মধ্যবর্ত্তী রোমাবলী নিঃশ্বাস বায়ুদ্বারা কম্পিত হইতেছে এবং উদরে সেই রোমা-বলীর অপূর্ব্ব রেখা শোভা পাইতেছে, পরিধানে পীতবসন ও কটিদেশে মনোহর কিঙ্কিণী দুলিতেছে, সেই ইষ্টদেব জগন্মোহনদেবকে আমি বন্দনা করি ॥৭॥ যিনি মণিময় নূপুর সম্বলিত চরণযুগল বিপরীতভাবে অর্থাৎ বামপদোপরি দক্ষিণপদ

শ্রীমজ্জগন্মোহনদেবমেতৎ-, পদ্যাষ্টকেন স্মরতো জনস্য ।
প্রেমা ভবেদ্ যেন তদঙ্ঘ্রি-সাক্ষাৎ-,সেবামৃতেনৈব নিমজ্জনং স্যাৎ ॥৯॥

শ্রীযুগলকিশোরাষ্টকম্

নবজলধর-বিদ্যুদ্দ্যোৎ-বর্ণৌ প্রসন্নৌ
বদন-নয়ন-পদ্মৌ চারু চন্দ্রবতংসৌ ।
অলক-তিলক-ভালৌ কেশবেশ-প্রফুল্লৌ
ভজ ভজ তু মনো রে রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রৌ ॥ ১ ॥
বসন-হরিত-নীলৌ চন্দনালেপনাঙ্গৌ
মণি-মরকত দীপ্তৌ স্বর্ণমালা-প্রযুক্তৌ ।
কনক-বলয়-হস্তৌ রাসনাট্য প্রসক্তৌ
ভজ ভজ তু মনো রে রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রৌ ॥ ২ ॥
অতি-মতিহর বেশৌ রঙ্গ-ভঙ্গী-ত্রিভঙ্গৌ
মধুর-মৃদুল-হাস্যৌ কুণ্ডলাকীর্ণ-কর্ণৌ ।

সংস্থাপনপূর্ব্বক শ্রীরাধাসহ কল্পবৃক্ষ-মূলে অবস্থান করিতেছেন, সেই উদার-লীলাময় ও শ্যামবর্ণ-বিশিষ্ট ইষ্টদেব জগন্মোহনদেবকে আমি বন্দনা করি ॥ ৮ ॥ যিনি এই পদ্যাষ্টকদ্বারা শ্রীমজ্জগন্মোহনদেবের স্মরণ করেন, তাঁহার প্রেমভক্তি হইয়া থাকে অর্থাৎ তিনি প্রেমলাভ করিয়া জগন্মোহনদেবের চরণযুগলের সাক্ষাৎ সেবামৃতে নিমজ্জিত হয়েন ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—হে মন! তুমি নবজলধর ও বিদ্যুৎ প্রভাযুক্ত অঙ্গকান্তি-বিশিষ্ট, সর্ব্বদা প্রফুল্ল মুখারবিন্দ এবং আয়ত নয়নকমলদ্বারা সুশোভিত, অতিশয় মনোজ্ঞ চন্দ্রোজ্জ্বল-কমনীয় শিরোভূষণ ও কর্ণভূষণযুক্ত, মনোহর অলকা-তিলক সুশোভিত ললাটযুক্ত, কুঞ্চিত কেশ এবং সুন্দর বেশভূষায় বিভূষিত শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ-যুগলকিশোরের নিরন্তর আরাধনা কর ॥ ১ ॥ হে মন! তুমি পীত এবং নীলাম্বরধারী, চন্দনলিপ্ত অঙ্গ ও মণি-মরকতযুক্ত উজ্জ্বলগ স্বর্ণমালায় শোভিত, হস্তে স্বর্ণ-বলয় ধারণকারী তথা রাসলীলায় নৃত্যপরায়ণ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগল-কিশোরের পুনঃ পুনঃ আরাধনা কর ॥ ২ ॥ হে মন! তুমি মনোমুগ্ধকর অতিশয় সুন্দর বেশধারী, ললিত ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমাযুক্ত সুমধুর হাস্যযুক্ত, কর্ণে দোদুল্যমান

নটবর-বর-রম্যৌ নৃত্যাগীতানুরক্তৌ
ভজ ভজ তু মনো রে রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রৌ ॥ ৩ ॥
বিবিধ-গুণ-বিদগ্ধৌ বন্দনীয়ৌ সুবেশৌ
মণিময় মকরাদ্যৈঃ শোভিতাঙ্গৌ স্ফুরন্তৌ ।
স্মিত-নমিত কটাক্ষৌ ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রদত্তৌ
ভজ ভজ তু মনো রে রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রৌ ॥ ৪ ॥
কনক-মুকুট-চূড়ৌ পুষ্পিতোদ্ভূষিতাঙ্গৌ
সকল-বন-নিবিষ্টৌ সুন্দরানন্দ-পুঞ্জৌ ।
চরণ-কমল-দিব্যৌ দেবদেবাদি-সেব্যৌ
ভজ ভজ তু মনো রে রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রৌ ॥ ৫ ॥
অতি-সুবলিত-গাত্রৌ গন্ধমাল্যৈর্বিরাজৌ
কতি কতি রমণীনাং সেব্যমানৌ সুবেশৌ ।
মুনি-সুর-গণ-ভাবৌ বেদশাস্ত্রাদি-বিজ্ঞৌ
ভজ ভজ তু মনো রে রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রৌ ॥ ৬ ॥
অতি-সুমধুর-মূর্ত্তৌ দুষ্ট-দর্প-প্রশান্তৌ
সুরবর-বরদৌ দ্বৌ সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদানৌ ।

কুণ্ডলযুক্ত, নটসমূহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রমণীয় নবকিশোর নটবরযুগল, নৃত্য-গীত-বাদ্যে সর্ব্বদা অনুরক্ত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলকিশোরের আরাধনায় নিরন্তর নিমগ্ন থাক ॥ ৩ ॥ হে মন! তুমি বিবিধ গুণবিশিষ্ট এবং কলাবিলাসে সুচতুর রসিক-শেখর, সুর-নর-মুনি সকলের বন্দনীয়, সুন্দর বেশভূষায় বিভূষিত, মণিময় মকর কুণ্ডলাদি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত শরীরধারী, ঈষৎ হাস্য সহিত প্রেমপূর্ণ কটাক্ষযুক্ত, নিত্যধর্ম্মরূপ প্রেমসেবা প্রদানকারী শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলকিশোরের নিরন্তর আরাধনা কর ॥ ৪ ॥ হে মন! তুমি স্বর্ণমুকুটের দ্বারা সুশোভিত মস্তকবিশিষ্ট, বিবিধ প্রকারের পুষ্পদ্বারা সুসজ্জিত, বৃন্দাবনে বিহারকারী নিবিড় আনন্দের পুঞ্জ-স্বরূপ, দেবদেবাদিদ্বারা পরিসেবিত, অলৌকিক সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট চরণকমলযুক্ত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলকিশোরের পুনঃ পুনঃ আরাধনা কর ॥ ৫ ॥ হে মন! তুমি অতি সুবলিত গাত্রবিশিষ্ট গন্ধমাল্যাদিদ্বারা সুশোভিত, অগণিত ব্রজসুন্দরীকর্ত্তৃক পরিসেবিত অতি শোভনীয় বেশভূষাযুক্ত, সুর-মুনিগণের দ্বারা পরিভাবিত, বেদ

অতিরসবশ-মগ্নৌ গীতবার্দ্যৈবিতানৌ
ভজ ভজ তু মনো রে রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রৌ ॥ ৭ ॥
আগম-নিগম-সারৌ সৃষ্টি-সংহার-কারৌ
বয়সি নবকিশোরৌ নিত্যবৃন্দাবনস্থৌ ।
শমনভয়-বিনাশৌ পাপিনস্তারয়ন্তৌ
ভজ ভজ তু মনো রে রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রৌ ॥ ৮ ॥
ইদং মনোহরং স্তোত্রং শ্রদ্ধয়া যঃ পঠেন্নরঃ ।
রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রৌ চ সিদ্ধিদৌ নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকম্

[শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-বিরচিতম্]

নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দ-রূপং
লসৎ-কুণ্ডলং গোকুলে ভ্রাজমানম্ ।
যশোদা-ভিয়োলূখলাদ্ধাবমানং
পরামৃষ্টমত্যং ততোদ্রুত্য গোপ্যা ॥ ১ ॥

শাস্ত্রাদিতে পারঙ্গত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলকিশোরের নিরন্তর আরাধনা কর ॥৬॥ হে মন! তুমি অত্যন্ত সুমধুর রূপধারী, দুষ্টজনের দর্প চূর্ণকারী, দেববৃন্দের অগ্রণী, মহাদেবাদি দেবগণের বরপ্রদাতা তথা সকলপ্রকারের সিদ্ধি প্রদানকারী, আনন্দ চিন্ময়রসে নিমগ্ন এবং নৃত্য-গীত-বাদ্যের পরিপাটী বিস্তারকারী শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলকিশোরের পুনঃ পুনঃ আরাধনা কর ॥ ৭ ॥ হে মন! তুমি নিগম-আগমের সার-স্বরূপ, নিজ-নিজ অংশের দ্বারাই সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহারকারী, নিত্যকিশোর বয়সে অবস্থিত, নিত্য বৃন্দাবনে যোগপীঠে বিরাজমান, মৃত্যুভয় বিনাশকারী ও পাপীগণের নিস্তারকারী শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলকিশোরের আরাধনায় সর্ব্বদা নিমগ্ন হও ॥ ৮ ॥ যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এই পরম মনোহর শ্রীযুগলকিশোরাষ্টক শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক পাঠ করিবেন তিনি সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাতা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলকিশোরের শ্রীচরণ-কমলের সেবারূপ সিদ্ধি অবশ্যই লাভ করিবেন, ইহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—যাঁহার গণ্ডদ্বয়ে দোদুল্যমান কুণ্ডলদ্বয় ক্রীড়া করিতেছে, যিনি

রুদন্তং মুহুর্নেত্র-যুগ্মং মৃজন্তং
করাম্ভোজ-যুগ্মেন সাতঙ্ক-নেত্রম্ ।
মুহুঃশ্বাস-কম্পত্রিরেখাঙ্ক-কণ্ঠ
স্থিত-গ্রৈব-দামোদরং ভক্তি-বদ্ধম্ ॥ ২ ॥
ইতীদৃক্ স্ব-লীলাভিরানন্দ-কুণ্ডে
স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্ ।
তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জ্জিতত্বং
পুনঃ প্রেমতস্তং শতাবৃত্তি বন্দে ॥ ৩ ॥
বরং দেব! মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং বা
ন চান্যং বৃণেহহং বরেশাদপীহ ।
ইদন্তে বপুর্নাথ! গোপাল-বালং
সদা মে মনস্যাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ ॥ ৪ ॥

গোকুল-নামক (অপ্রাকৃত চিন্ময়) ধামে শোভমান, যিনি (দধিভাণ্ড ভগ্ন করার অপরাধহেতু) মাতা যশোদার ভয়ে ভীত হইয়া উদূখল হইতে (লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক) অতিবেগে ধাবমান, মাতা যশোদাও তদপেক্ষা অধিক বেগে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া যাঁহার পৃষ্ঠদেশ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ (সর্ব্বশক্তিমান্) শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি ॥ ১ ॥ (মাতৃ-হস্তস্থিত যষ্টিদ্বারা প্রহৃত হইবার ভয়ে) যিনি ক্রন্দন করিতে করিতে কর-কমলদ্বারা পুনঃ পুনঃ স্বীয় চক্ষুদ্বয় যুগপৎ মার্জ্জন করিতেছিলেন, যাঁহার নেত্রযুগল সাতিশয় ভীতিপূর্ণ নিরীক্ষণযুক্ত, যাঁহার রোদনাবেগে মুহুর্মুহুঃ শ্বাসের দ্বারা (শঙ্খবৎ) ত্রিরেখাঙ্কিত কণ্ঠ-শোভিত (মুক্তা-হারাদি) গ্রীবা-ভূষণ কম্পমান এবং যাঁহার উদর (মাতার বাৎসল্যভক্তিহেতু) রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ (আমি সেই দামোদরকে বন্দনা করি) ॥ ২ ॥ (এইপ্রকার দাম-বন্ধনাদি-রূপ বাল্যলীলাসমূহদ্বারা) যিনি (নিজ-লীলাশক্তি-প্রকটিত) গোকুল-বাসিগণকে আনন্দকুণ্ডে নিত্যকাল নিমজ্জিত করিয়াছেন, যিনি ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানপর ভক্তগণের নিকট "আমি আমার নিজ (ঐশ্বর্য্য-ভাবহীন) প্রেমিক ভক্তগণের দ্বারা জিত হইয়াছি"—এইরূপ ভাব জ্ঞাপন করিতেছেন, আমি প্রেম-ভক্তিভরে পুনরায় সেই দামোদর কৃষ্ণের শত-শতবার বন্দনা করি ॥ ৩ ॥ হে (পরমদ্যোতমান) দেব! আপনি সর্ব্বপ্রকার বরপ্রদানে সমর্থ হইলেও আমি কিন্তু (আপনার নিকট চতুর্থ

ইদন্তে মুখাম্ভোজমব্যক্ত-নীলৈ-
র্বৃতং-কুন্তলৈঃ স্নিগ্ধ-রক্তৈশ্চ গোপ্যা ।
মুহুশ্চুম্বিতং বিম্ব-রক্তাধরং মে
মনস্যাবিরাস্তামলং লক্ষ-লাভৈঃ ॥ ৫ ॥
নমো দেব! দামোদরানন্ত বিষ্ণো
প্রসীদ প্রভো! দুঃখ-জালাব্ধি-মগ্নম্ ।
কৃপাদৃষ্টি-বৃষ্ট্যাতিদীনং বতানু-
গৃহাণেশ! মামজ্ঞমেধ্যক্ষি দৃশ্যঃ ॥ ৬ ॥
কুবেরাত্মজৌ বদ্ধ-মূর্ত্ত্যৈব যদ্বৎ
ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তি-ভাজৌ কৃতৌ চ ।
তথা প্রেম-ভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ,
ন মোক্ষে গ্রহো মেহস্তি দামোদরেহ ॥ ৭ ॥

পুরুষার্থ) মোক্ষ অথবা মোক্ষাবধি (অর্থাৎ ঘনসুখ-বিশেষাত্মক শ্রীবৈকুণ্ঠলোক, এমন কি, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-ভক্তির প্রকাররূপ) অন্য কোনও বর প্রার্থনা করি না। হে নাথ! তোমার এই বাল-গোপালরূপই যেন আমার হৃদয়ে নিত্যকাল প্রকটিত থাকে। এতদ্ব্যতীত অন্য কিছুতে আমার প্রয়োজন নাই ॥ ৪ ॥ হে দেব! তোমার মুখপদ্ম, অত্যন্ত শ্যামল ও লোহিত-বর্ণযুক্ত কুটিল কেশসমূহদ্বারা আচ্ছাদিত এবং মাতা যশোদাকর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ চুম্বিত ; বিম্বফলের মত রক্তবর্ণ অধরযুক্ত পরম মনোহর সেই বদনকমল আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা প্রকাশিত থাকুক্। অপর লক্ষ-লাভেও আমার প্রয়োজন নাই ॥ ৫ ॥ হে (দিব্যরূপবিশিষ্ট) দেব! আপনাকে নমস্কার! হে (ভক্তবৎসল) দামোদর! হে (অবিচিন্ত্য-মহাশক্তিযুক্ত) অনন্ত! হে (সর্ব্বব্যাপক) বিষ্ণো! হে (মদীয়-ঈশ্বর) প্রভো! হে (পরম-স্বতন্ত্র) ঈশ! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আমার ন্যায় বহুবিধ সংসার-দুঃখ-সমুদ্রে নিমজ্জিত, অতিদীন, অজ্ঞ ব্যক্তিকে (অনুগ্রহ করিয়া) উদ্ধার করুন এবং কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ করিয়া আপনি আমার নয়নের গোচরীভূত হউন ॥ ৬ ॥ হে দামোদর! আপনি যে-প্রকার (মাতা যশোদাকর্ত্তৃক রজ্জুদ্বারা উদূখলে) শৃঙ্খলিত থাকিয়াও (শ্রীনলকূবর ও মণিগ্রীব-নামক) কুবের-পুত্রদ্বয়কে (নারদ-শাপহেতু যমলার্জ্জুন-বৃক্ষজন্ম হইতে) মুক্তি দিয়াছিলেন ও (পরম-প্রয়োজনরূপ) ভক্তিভাজন করিয়াছিলেন, সেই প্রকার

নমস্তেঽস্তু দাম্নে স্ফুরদ্দীপ্তি-ধাম্নে
ত্বদীয়োদরায়াথ বিশ্বস্য ধাম্নে ।
নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয়-প্রিয়ায়ৈ
নমোঽনন্ত-লীলায় দেবায় তুভ্যম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীশ্রীমধুরাষ্টকম্

[শ্রীমদ্-বল্লভাচার্য্য-বিরচিতম্]

অধরং মধুরং বদনং মধুরং নয়নং মধুরং হসিতং মধুরম্ ।
হৃদয়ং মধুরং গমনং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥ ১ ॥
বচনং মধুরং চরিতং মধুরং বসনং মধুরং বলিতং মধুরম্ ।
চলিতং মধুরং ভ্রমিতং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥ ২ ॥
বেণুর্ম্মধুরো রেণুর্ম্মধুরঃ পাণির্ম্মধুরঃ পাদৌ মধুরৌ ।
নৃত্যং মধুরং সখ্যং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥ ৩ ॥
গীতং মধুরং পীতং মধুরং ভুক্তং মধুরং সুপ্তং মধুরম্ ।
রূপং মধুরং তিলকং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥ ৪ ॥
করণং মধুরং তরণং মধুরং হরণং মধুরং রমণং মধুরম্ ।
বমিতং মধুরং শমিতং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥ ৫ ॥

আমাকেও আপনার নিজস্ব প্রেম-ভক্তি প্রচুর পরিমাণে প্রদান করুন—ইহাতেই আমার একমাত্র আগ্রহ ; (অন্য কোনও প্রকার) মোক্ষে আগ্রহ নাই ॥ ৭ ॥ (হে দামোদর!) আপনার উদর-বন্ধন-মহারজ্জুকে নমস্কার। নিখিল ব্রহ্মতেজের আশ্রয় ও চরাচর বিশ্বের আধার-স্বরূপ আপনার উদরকে নমস্কার। আপনার প্রিয়তমা শ্রীমতী রাধিকাকে এবং আপনার অলৌকিক লীলা-বিলাসকে নমস্কার ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—অধর মধুর, বদন মধুর, নয়ন মধুর, হাস্য মধুর, হৃদয় মধুর, গমন মধুর, মধুরাধিপতির সমস্তই মধুর ॥ ১ ॥ বচন মধুর, চরিত্র মধুর, বসন মধুর, বলা মধুর, চলন মধুর, ভ্রমণ মধুর, মধুরাধিপতির সমস্তই মধুর ॥ ২ ॥ বেণু মধুর, রেণু মধুর, হাত মধুর, চরণদ্বয় মধুর, নৃত্য মধুর, সখ্য মধুর, মধুরাধিপতির সমস্তই মধুর ॥ ৩ ॥ গীত মধুর, পান মধুর, ভোজন মধুর, শয়ন মধুর, রূপ মধুর, তিলক মধুর, মধুরাধিপতির সমস্তই মধুর ॥ ৪ ॥ করণ (ক্রিয়া)

গুঞ্জা মধুরা মালা মধুরা যমুনা মধুরা বীচী মধুরা ।
সলিলং মধুরং কমলং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥ ৬ ॥
গোপী মধুরা লীলা মধুরা যুক্তং মধুরং ভুক্তং মধুরম্ ।
হৃষ্টং মধুরং শ্লিষ্টং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥ ৭ ॥
গোপা মধুরা গাবো মধুরা যষ্টির্ম্মধুরা সৃষ্টির্ম্মধুরা ।
দলিতং মধুরং ফলিতং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীচৌরাগ্রগণ্য-পুরুষাষ্টকম্

ব্রজে প্রসিদ্ধং নবনীতচৌরং, গোপাঙ্গনানাঞ্চ দুকূলচৌরম্ ।
অনেক-জন্মার্জ্জিত-পাপচৌরং, চৌরাগ্রগণ্যং পুরুষং নমামি ॥ ১ ॥
শ্রীরাধিকায়া হৃদয়স্য চৌরং, নবাম্বুদ-শ্যামল-কান্তি-চৌরম্ ।
পদাশ্রিতানাঞ্চ সমস্ত-চৌরং, চৌরাগ্রগণ্যং পুরুষং নমামি ॥ ২ ॥
অকিঞ্চনীকৃত্য পদাশ্রিতং যঃ, করোতি ভিক্ষুং পথি গেহহীনম্ ।
কেনাপ্যহো ভীষণ-চৌর ঈদৃগ্, দৃষ্টঃ শ্রুতো বা ন জগত্রয়েঽপি ॥৩॥
যদীয় নামাপি হরত্যশেষং, গিরি-প্রসারানপি পাপরাশীন্ ।
আশ্চর্য্যরূপো ননু চৌর ঈদৃগ্, দৃষ্টঃ শ্রুতো বা ন ময়া কদাপি ॥ ৪ ॥

মধুর, তরণ মধুর, হরণ মধুর, রমণ মধুর, বমন মধুর, শমন মধুর, মধুরাধিপতির সমস্তই মধুর ॥ ৫ ॥ গুঞ্জা মধুরা, মালা মধুরা, যমুনা মধুরা, বীচি (তরঙ্গ) মধুরা, সলিল মধুর, কমল মধুর, মধুরাধিপতির সমস্তই মধুর ॥ ৬ ॥ গোপী মধুরা, লীলা মধুরা, যোগ মধুর, ভোজন মধুর, আনন্দ মধুর, আলিঙ্গন মধুর, মধুরাধিপতির সমস্তই মধুর ॥ ৭ ॥ গোপগণ মধুর, গোসকল মধুর, যষ্টি মধুরা, সৃষ্টি মধুরা, দলন মধুর, ফলন মধুর, মধুরাধিপতির সমস্তই মধুর ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—যিনি ব্রজে (গোপীগণের) নবনীত চোর ও গোপাঙ্গনাগণের বসন-চোর বলিয়া প্রসিদ্ধ ও যিনি (স্বভক্তগণের) অশেষ জন্মার্জ্জিত পাপসকল হরণ করেন, সেই চোরশিরোমণিকে আমি নমস্কার করি ॥ ১ ॥ যিনি শ্রীরাধিকার চিত্তচোর, যিনি নবমেঘের কান্তি-চোর ও যিনি স্বচরণাশ্রিত ভক্তগণের সর্ব্বস্ব হরণকারী, সেই চোরশিরোমণিকে আমি প্রণাম করি ॥ ২ ॥ যিনি স্বচরণাশ্রিত জনগণকে (তাঁহাদের স্ত্রী-পুত্র-ধনাদি সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া) অকিঞ্চন করিয়া

ধনঞ্চ মানঞ্চ তথেন্দ্রিয়াণি, প্রাণাংশ্চ হৃত্বা মম সর্ব্বমেব ।
পলায়সে কুত্র ধৃতোঽদ্য চৌর, ত্বং ভক্তিদাম্নাসি ময়া নিরুদ্ধঃ ॥ ৫ ॥
ছিনৎসি ঘোরং যমপাশবন্ধং, ভিনৎসি ভীমং ভবপাশবন্ধম্ ।
ছিনৎসি সর্ব্বস্য সমস্ত-বন্ধং, নৈবাত্মনো ভক্তকৃতন্তু বন্ধম্ ॥ ৬ ॥
মন্মানসে তামসরাশি-ঘোরে, কারাগৃহে দুঃখময়ে নিবদ্ধঃ ।
লভস্ব হে চৌর! হরে! চিরায়, স্বচৌর্য্যদোষোচিতমেব-দণ্ডম্ ॥ ৭ ॥
কারাগৃহে বস সদা হৃদয়ে মদীয়ে,
মদ্ভক্তিপাশ-দৃঢ়বন্ধন-নিশ্চলঃ সন্ ।
ত্বাং কৃষ্ণ হে! প্রলয়-কোটিশতান্তরেঽপি,
সর্ব্বস্বচৌর হৃদয়ান্ন হি মোচয়ামি ॥ ৮ ॥

শ্রীঅনুরাগ-বল্লী

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতম্]

দেহার্ব্বুদানি ভগবন্! যুগপৎ প্রযচ্ছ বক্ত্রার্ব্বুদানি চ পুনঃ প্রতিদেহমেব ।
জিহ্বার্ব্বুদানি কৃপয়া প্রতিবক্ত্রমেব নৃত্যন্তু তেষু তব নাথ! গুণার্ব্বুদানি ॥১॥

তাঁহাদিগকে গৃহহীন ও পথের ভিক্ষুক করেন, তাঁহার ন্যায় ভীষণ চোর জগতে কেহ দেখে নাই বা শুনে নাই ॥ ৩ ॥ যাঁহার নাম মাত্রই লোকের পর্ব্বতপ্রমাণ পাপরাশি নিঃশেষে হরণ করেন, এরূপ আশ্চর্য্যরূপ চোর আমি কখনও দেখি নাই বা শুনি নাই ॥ ৪ ॥ হে চোর, তুমি আমার ধন, মান, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ প্রভৃতি সমস্ত হরণ করিয়া কোথায় পলায়ন করিয়াছ? আমি তোমাকে অদ্য ধরিয়া ফেলিয়াছি। এখন আমি তোমাকে ভক্তিরজ্জুদ্বারা বাঁধিয়া রাখিলাম ॥ ৫ ॥ তুমি মনুষ্যমাত্রেরই ঘোর-যমপাশ ছিন্ন করিতে পার, তাহার ভয়ানক সংসার-বন্ধনও ছিন্ন করিতে পার, এমনকি সকলের সর্ব্বপ্রকার বন্ধনই ছিন্ন করিতে পার বটে, কিন্তু স্বভক্তকৃত নিজবন্ধন ছিন্ন করিতে পার না ॥ ৬ ॥ অতএব হে চোর! হে হরে! তুমি ঘোর তমসাচ্ছন্ন দুঃখময় কারাগৃহরূপ আমার হৃদয়ে চিরকালের জন্য নিবদ্ধ হইয়া নিজের চৌর্য্যকার্য্যের উপযুক্ত দণ্ড গ্রহণ কর ॥ ৭ ॥ অতঃপর তুমি আমার হৃদয়-কারাগারে আমার ভক্তিপাশদ্বারা দৃঢ়রূপ বদ্ধ হইয়া সর্ব্বদা নিশ্চলভাবে অবস্থান কর । হে কৃষ্ণ! হে আমার সর্ব্বস্ব-চোর! শতকোটি প্রলয়াবসানেও কখনও হৃদয় হইতে তোমাকে মুক্ত করিব না ॥ ৮ ॥

কিমাত্মনা? যত্র ন দেহকোট্যো, দেহেন কিং? যত্র ন বক্ত্রকোট্যঃ ।
বক্ত্রেণ কিং? যত্র ন কোটিজিহ্বাঃ, কিং জিহ্বয়া? যত্র ন নামকোট্যঃ ॥২॥
আত্মাঽস্তু নিত্যং শতদেহবর্ত্তী দেহস্তু নাথাস্তু সহস্রবক্ত্রম্ ।
বক্ত্রং সদা রাজতু লক্ষজিহ্বং গৃহ্ণাতু জিহ্বা তব নামকোটীম্ ॥ ৩॥
যদা যদা মাধব! যত্র যত্র গায়ন্তি যে যে তব নামলীলাঃ ।
তত্রৈব কর্ণাযুতধার্য্যমাণাস্তাস্তে সুধা নিত্যমহং ধয়ানি ॥ ৪ ॥
কর্ণাযুতস্যৈব ভবন্তু লক্ষকোট্যো রসজ্ঞা ভগবংস্তদৈব ।
যেনৈব লীলাঃ শৃণুবানি নিত্যং তেনৈব গায়ানি ততঃ সুখং মে ॥ ৫ ॥
কর্ণাযুতস্যেক্ষণকোটিরস্যা হৃৎকোটিরস্যা রসনার্ব্বুদং স্তাৎ ।
শ্রুত্বৈব দৃষ্ট্বা তব রূপসিন্ধুমালিঙ্গ্য মাধুর্য্যমহো! ধয়ানি ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—হে ভগবন্! কৃপাবলম্বনপূর্ব্বক আমাকে যুগপৎ অর্ব্বুদ সংখ্যক দেহ এবং প্রতিদেহে অর্ব্বুদ বদন ও সেই অর্ব্বুদ মুখে অর্ব্বুদ সংখ্যক রসনা প্রদান করুন। হে প্রভো! অপর প্রার্থনা এই যে, আপনার অর্ব্বুদ গুণরাশি, মদীয় অর্ব্বুদ সংখ্যক রসনায় নৃত্য করুক ॥ ১ ॥ হে প্রভো! যে দেহে কোটিসংখ্যক দেহ অবিদ্যমান, তাদৃশ দেহে প্রয়োজন কি? যে দেহে কোটি সংখ্যক বদন নাই, সেই দেহে কি আবশ্যক? যে বদনে কোটি রসনার অভাব, এতাদৃশ আননে কি ফল হইবে? এবং যে জিহ্বায় তোমার "হরে কৃষ্ণ" ইত্যাদি নাম-কোটি বিরাজ না করে, সেই জিহ্বাদ্বারা প্রয়োজন কি? অতএব প্রার্থনা এই যে, কোটি দেহে কোটি মুখ, কোটি মুখে কোটি জিহ্বা, কোটি জিহ্বায় কোটি নাম কীর্ত্তন করুক ॥ ২ ॥ হে নাথ! অপর প্রার্থনা এই যে, আমার আত্মা সর্ব্বদা শত শত দেহবর্ত্তী হইয়া বিদ্যমান থাকুক। দেহে সহস্রবক্ত্র হউক। মদীয় বদন লক্ষ সংখ্যক রসনান্বিত হইয়া অবিরত বিরাজ করুক এবং রসনা আপনার নামসমূহ গ্রহণ করুক ॥ ৩ ॥ হে রাধানাথ! বিশেষ প্রার্থনা এই যে, যে-যে ভক্তগণ যে-যে সময়ে আপনার শ্রীবিগ্রহ-সমীপে বা যে-কোন স্থানে অবস্থান করিয়া ত্বদীয় নাম ও লীলা কীর্ত্তন করেন, সেই স্থানে আমি অযুত কর্ণে আপনার সেই লীলা-সুধা ধারণ করিয়া নিরন্তর পান করিব ॥ ৪ ॥ যে-সময়ে অযুত কর্ণে আপনার নাম ও লীলাসুধা পান করিব, সেইক্ষণে অযুত-সংখ্যক কর্ণের লক্ষ কোটি রসনা হউক, যেহেতু অযুত কর্ণে আপনার লীলা শ্রবণ এবং লক্ষকোটি রসনাদ্বারা

নেত্রার্ব্বুদস্যৈব ভবন্তু কর্ণ-নাসারসজ্ঞা হৃদয়ার্ব্বুদস্বা ।
সৌন্দর্য্য-সৌস্বর্য্য-সুগন্ধপুর-মাধুর্য্য-সংশ্লেষ-রসানুভূত্যৈ ॥ ৭ ॥
ত্বৎপার্শ্বগত্যৈ পদকোটিরস্তু সেবাঃ বিধাতুং মম হস্তকোটিঃ ।
তাং শিক্ষিতুং স্তাদপি বুদ্ধিকোটিরেতান্ বরান্মে ভগবন্! প্রযচ্ছ ॥ ৮ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্তোত্রম্

[শ্রীগোপালতাপনীয়-শ্রুতিধৃতম্]

নমো বিশ্বস্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যন্তহেতবে ।
বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ১ ॥
নমো বিজ্ঞান-রূপায় পরমানন্দ-রূপিণে ।
কৃষ্ণায় গোপীনাথায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ২ ॥
নমঃ কমলনেত্রায় নমঃ কমল-মালিনে ।
নমঃ কমল-নাভায় কমলা-পতয়ে নমঃ ॥ ৩ ॥

লীলা কীর্ত্তন করিয়া পরমানন্দে নিমগ্ন হইব ॥ ৫ ॥ অযুত কর্ণের কোটি নয়ন, কোটি নয়নের কোটি হৃদয়, কোটি হৃদয়ের অর্ব্বুদ-সংখ্যক রসনা হউক । হে প্রভো! সেই অযুতকর্ণে আপনার রূপ-সাগরের মহিমা শ্রবণ ও কোটিনেত্রে দর্শন, কোটি হৃদয়ে আলিঙ্গন এবং অর্ব্বুদ রসনায় তাহার মাধুর্য্য পান করিব ॥ ৬ ॥ হে প্রভো! আপনার দেহ-সৌন্দর্য্যানুভবের নিমিত্ত আমার অর্ব্বুদ নয়ন হউক এবং আপনার সুমধুর কণ্ঠধ্বনি শ্রবণার্থ অর্ব্বুদ কর্ণ, আর শ্রীবিগ্রহের সৌরভ-সমূহ গ্রহণের জন্য নাসিকা, মাধুর্য্য-রসানুভূতির নিমিত্ত রসনা এবং আপনার আলিঙ্গন-রস উপলব্ধির নিমিত্ত আমার অর্ব্বুদ হৃদয় হউক ॥ ৭ ॥ হে ভগবন্! আমাকে এই বর প্রদান করুন, আপনার সমীপে গমনার্থ আমার কোটিপদ, আপনার আরাধনা করিবার জন্য আমার কোটিহস্ত এবং আপনার সেবা-শিক্ষণার্থ আমার কোটি বুদ্ধি হউক ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—যিনি বিশ্বস্বরূপ এবং বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ, সেই বিশ্বময় শ্রীগোবিন্দকে আমি পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ১ ॥ যিনি জ্ঞান ও পরমানন্দ-স্বরূপ, সেই গোবিন্দ গোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণকে আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ॥ ২ ॥ যিনি পদ্মলোচন, পদ্মমালী ও পদ্মনাভ, সেই পদ্মাপতিকে আমি

বর্হাপীড়াভিরামায় রামায়াকুণ্ঠমেধসে ।
রমা-মানস-হংসায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ৪ ॥
কংসবংশ-বিনাশায় কেশি-চানূর-ঘাতিনে ।
বৃষভধ্বজ-বন্দ্যায় পার্থ-সারথয়ে নমঃ ॥ ৫ ॥
বেণুবাদন-শীলায় গোপালায়াহি-মর্দ্দিনে ।
কালিন্দী-কূল-লোলায় লোল-কুণ্ডল-ধারিণে ॥ ৬ ॥
বল্লবী-নয়নাম্ভোজ-মালিনে নৃত্যশালিনে ।
নমঃ প্রণত-পালায় শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ ৭ ॥
নমঃ পাপ-প্রণাশায় গোবর্দ্ধন-ধরায় চ ।
পূতনা-জীবিতান্তায় তৃণাবর্ত্তাসু-হারিণে ॥ ৮ ॥
নিষ্কলায় বিমোহায় শুদ্ধায়াশুদ্ধি-বৈরিণে ।
অদ্বিতীয়ায় মহতে শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ ৯ ॥
প্রসীদ পরমানন্দ! প্রসীদ পরমেশ্বর! ।
আধি-ব্যাধি-ভুজঙ্গেন দষ্টং মামুদ্ধর প্রভো! ॥ ১০ ॥
শ্রীকৃষ্ণ! রুক্মিণীকান্ত! গোপীজন-মনোহর! ।
সংসার-সাগরে মগ্নং মামুদ্ধর জগদ্গুরো! ॥ ১১ ॥

নমস্কার করি ॥ ৩ ॥ যাঁহার শিরোদেশ ময়ূরপুচ্ছে সুশোভিত, যিনি অপরিমিত-জ্ঞানময় ও যিনি লক্ষ্মীদেবীর মানস-সরোবরে হংস-স্বরূপ, সেই শ্রীগোবিন্দকে আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ॥ ৪ ॥ যিনি কংসবংশ-ধ্বংসকারী, যিনি কেশী ও চানূরঘাতী এবং যিনি শ্রীমহাদেবেরও বন্দনীয়, সেই অর্জ্জুন-সারথি শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি ॥ ৫ ॥ যিনি বেণু-বাদন-পরায়ণ, গো-পালক, কালিয়-মর্দ্দন, যমুনাকূল-বিহারী, চঞ্চল-কুণ্ডল-পরিশোভিত, গোপীগণের নয়নকমল-গ্রথিত-মাল্যধারী, নৃত্যপরায়ণ ও প্রণতজনের প্রতিপালক, সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ॥ ৬-৭ ॥ যিনি পাপ-বিনাশন, গোবর্দ্ধন-ধারী, পূতনা-বিনাশ-কারী ও তৃণাবর্ত্ত-প্রাণ-সংহারী, সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি ॥ ৮ ॥ যিনি পূর্ণস্বরূপ, মোহ-বর্জ্জিত, পরম বিশুদ্ধ, পরম পাবন, অদ্বিতীয় ও সর্ব্বপূজ্য, সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ॥ ৯ ॥ হে পরমানন্দ-স্বরূপ! হে পরমেশ্বর! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ; হে প্রভো! মনঃপীড়া-রূপ ও ব্যাধি-রূপ কাল-

কেশব! ক্লেশহরণ! নারায়ণ! জনার্দ্দন! ।
গোবিন্দ! পরমানন্দ! মাং সমুদ্ধর মাধব! ॥ ১২ ॥

শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারি-তত্ত্বাষ্টকম্

(শ্রীকৃষ্ণস্য-গৌর-কান্তি-প্রাপ্তি-হেতুঃ)

[পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যেণাষ্টোত্তরশতশ্রী-শ্রীমতা-ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব-গোস্বমি-মহারাজেন বিরচিতম্]

রাধা-চিন্তা নিবেশেন যস্য কান্তির্বিলোপিতা ।
শ্রীকৃষ্ণচরণং বন্দে রাধালিঙ্গিত-বিগ্রহম্ ॥ ১ ॥
সেব্য-সেবক-সম্ভোগে দ্বয়োর্ভেদঃ কুতো ভবেৎ ।
বিপ্রলম্ভে তু সর্ব্বস্য ভেদঃ সদা বিবর্দ্ধতে ॥ ২ ॥
চিল্লীলা-মিথুনং তত্ত্বং ভেদাভেদমচিন্ত্যকম্ ।
শক্তি-শক্তিমতোরৈক্যং যুগপদ্বর্ত্ততে সদা ॥ ৩ ॥

ভুজঙ্গ আমাকে দংশন করিয়াছে, তাহা হইতে আপনি আমাকে উদ্ধার করুন ॥১০॥ হে কৃষ্ণ! হে রুক্মিণীকান্ত! হে গোপীজন-চিত্তাপহারিন্! হে জগদ্গুরো! আমি সংসার-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, আপনি আমাকে উদ্ধার করুন ॥ ১১ ॥ হে কেশব! হে দুঃখ-বিনাশন! হে নারায়ণ! হে জনার্দ্দন! হে গোবিন্দ! হে পরমানন্দ! হে মাধব! আপনি আমাকে উদ্ধার করুন ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—শ্রীমতী রাধারাণীর অভিমান হইলে তাঁহার বিরহে অত্যন্ত চিন্তা-নিবেশের দ্বারা যাঁহার কৃষ্ণবর্ণ-কান্তি বিলুপ্ত হইয়া শ্রীরাধার ন্যায় হইয়াছিল, আমি সেই রাধাচিহ্নিত-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মকে বন্দনা করি। অথবা মানভঙ্গে শ্রীরাধা-কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের বন্দনা করি ॥ ১ ॥ সেব্য অর্থাৎ ভোক্তা-ভগবান্ যখন ভোগ্য সেবকের সহিত মিলিত হইয়া সম্যক্‌রূপে তাহাকে ভোগ করেন, তখন ভেদ কোথায় থাকে? (অর্থাৎ ভেদ থাকে না—অভেদ বলিয়া গণ্য হয়)। পক্ষান্তরে, বিপ্রলম্ভ অর্থাৎ বিরহ উপস্থিত হইলে কিন্তু সকলের মধ্যেই ভেদ সর্ব্বদা বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইতে থাকে ॥ ২ ॥ শক্তি ও শক্তিমানের ঐক্য-স্বরূপ চিল্লীলা-মিথুন-তত্ত্ব নিত্যকাল অচিন্ত্য-ভেদাভেদরূপে যুগপৎ অবস্থিত। অর্থাৎ, পরতত্ত্ববস্তু কখনও নিঃশক্তিক নহেন। সেই তত্ত্বে শক্তি ও শক্তিমান্ একত্ব-

তত্ত্বমেকং পরং বিদ্যাল্লীলয়া তদ্দ্বিধা-স্থিতম্ ।
গৌরঃ কৃষ্ণঃ স্বয়ং হ্যেতদুভাবুভয়মাপ্নুতঃ ॥ ৪ ॥
সর্ব্বে বর্ণাঃ যত্রাবিষ্টাঃ গৌর-কান্তির্বিকাশতে ।
সর্ব্ব-বর্ণেন হীনস্তু কৃষ্ণ-বর্ণঃ প্রকাশতে ॥ ৫ ॥
সগুণং নির্গুণং তত্ত্বমেকমেবাদ্বিতীয়কম্ ।
সর্ব্ব-নিত্য-গুণৈর্গৌরঃ কৃষ্ণো রসস্তু নির্গুণৈঃ ॥ ৬ ॥
শ্রীকৃষ্ণং মিথুনং ব্রহ্ম ত্যক্ত্বা তু নির্গুণং হি তৎ ।
উপাসতে মৃষা বিজ্ঞাঃ যথা তুষাবঘাতিনঃ ॥ ৭ ॥

রূপে নিত্য বর্ত্তমান। তিনি পূর্ণ চেতনময় লীলাপুরুষোত্তম, স্বয়ং মিথুন-বিগ্রহ, অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষের (শক্তি-শক্তিমানের) সম্মিলিত বিগ্রহ। সেই মিথুন-বিগ্রহই শ্রীরাধাকৃষ্ণ বা গৌরতত্ত্ব। তাহাতে ভেদ ও অভেদস্বরূপ এই বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে যুগপৎ নিত্য বর্ত্তমান ॥ ৩ ॥ পরতত্ত্বকে ‘এক’ বলিয়া জানিবে। কিন্তু সেই এক তত্ত্ববস্তু লীলাদ্বারা দুই প্রকারে অবস্থিত ; যথা—শ্রীগৌর ও শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহারা স্বয়ং সেই তত্ত্ববস্তু। অথবা তত্ত্বতঃ **শ্রীগৌরই স্বয়ং কৃষ্ণ** এবং উভয়ই উভয়তা প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীকৃষ্ণসুন্দর হন এবং শ্রীকৃষ্ণ-সুন্দরও আবার শ্রীগৌরসুন্দর হন ॥ ৪ ॥ [এস্থলে আধুনিক জড়-বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্তদ্বারা শ্রীগৌর-কৃষ্ণ-উপাস্য-তত্ত্বদ্বয়ের নির্দ্দেশ করা যাইতেছে ঃ—] যে-স্থলে সমস্ত বর্ণের (রং-এর) একত্র সমাবেশ হয়, সে-স্থলে গৌর-কান্তির বিকাশ হইয়া থাকে। যেমন, সূর্য্যে যাবতীয় রং থাকায় তাঁহার বর্ণ গৌর। অপর পক্ষে, যে-স্থলে সমস্ত বর্ণের হীনতা বা অভাব হয়, অর্থাৎ কোনও রং-ই থাকে না, সে-স্থলে ‘কৃষ্ণ’ বা ‘কাল’ প্রকাশ হইয়া পড়ে। (যেহেতু বৈজ্ঞানিক-মতে ‘কাল’ কোনও রং নহে) ॥ ৫ ॥ [উক্ত পূর্ব্বশ্লোকের ‘বর্ণ’কে এই শ্লোকে ‘গুণ’-শব্দের সহিত উপমা দিয়া বা তুলনা করিয়া শ্রীগৌর ও কৃষ্ণের তুল্য-উপাস্যত্ব প্রদর্শিত হইতেছে ঃ—] সগুণ ও নিগুর্ণ-তত্ত্ব একই এবং অদ্বিতীয়। যাবতীয় নিত্য সদ্গুণের সমষ্টিদ্বারা শ্রীগৌরসুন্দর এবং নির্গুণে অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার গুণহীনতায় শ্রীকৃষ্ণ রসস্বরূপ। অর্থাৎ সেই বস্তু স্বয়ং রস ; রস নির্গুণ অপ্রাকৃত। উহা কখনও প্রাকৃত গুণ নহে ॥ ৬ ॥ শ্রীকৃষ্ণ বা গৌর মিথুন-ব্রহ্ম। তাঁহাকে (বা তাঁহার ভজন) পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যাজ্ঞানিগণ বা অজ্ঞগণ তুষ পেষণকারিগণের ন্যায় নির্গুণ-ব্রহ্মের বৃথা

শ্রীবিনোদবিহারী যো রাধয়াঃ মিলিতো যদা ।
তদাহং বন্দনং কুর্য্যাং সরস্বতী-প্রসাদতঃ ॥ ৮ ॥
ইতি তত্ত্বাষ্টকং নিত্যং যঃ পঠেৎ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ।
কৃষ্ণ-তত্ত্বমভিজ্ঞায় গৌরপদে ভবেন্মতিঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকম্ (১)

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

দিশি দিশি রচয়ন্তীং সঞ্চরন্নেত্র-লক্ষ্মী-
বিলসতি-খুরলীভিঃ খঞ্জরীটস্য খেলাম্ ।
হৃদয়-মধুপ-মল্লীং বল্লবাধীশ-সূনো-
রখিল-গুণ-গভীরাং রাধিকামর্চ্চয়ামি ॥ ১ ॥
পিতুরিহ বৃষভানোরন্ববায়-প্রশস্তিং
জগতি কিল সমস্তে সুষ্ঠু বিস্তারয়ন্তীম্ ।
ব্রজনৃপতি-কুমারং খেলয়ন্তীং সখীভিঃ
সুরভিণি নিজ-কুণ্ডে রাধিকামর্চ্চয়ামি ॥ ২ ॥

উপাসনা করে। অর্থাৎ তণ্ডুল প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় তুষাবঘাতিগণ যেরূপ বৃথা শ্রম করে, সেইরূপ জ্ঞানিগণ কৃষ্ণসেবা পরিত্যাগ করিয়া নির্গুণ ব্রহ্মের বৃথা উপাসনা-দ্বারা শ্রম স্বীকার করে ; অর্থাৎ তদ্দ্বারা প্রকৃত মোক্ষ কখনও হইবে না ॥ ৭ ॥ শ্রীবিনোদবিহারী কৃষ্ণ যখন শ্রীরাধার সহিত মিলিত হন, শ্রীল সরস্বতী-প্রসাদে অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের কৃপায় আমি তখন যথাবিধি তাঁহাদের বন্দনা করি ॥ ৮ ॥ যিনি এই তত্ত্বাষ্টক শ্রদ্ধান্বিত হইয়া নিত্য পাঠ করিবেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইতে পারিবেন এবং শ্রীগৌরপদে তাঁহার মতি হইবে ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—যিনি কোনদিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলে মনে হয় যেন সেইদিকে খঞ্জনমালা খেলা করিতেছে, অর্থাৎ খঞ্জন-পক্ষীর ন্যায় বিলোকন-পটু সুতীক্ষ্ণ চঞ্চলদৃষ্টি-সম্পন্ন যাঁহার নয়নযুগল, যিনি শ্রীকৃষ্ণের চিত্তরূপ ভ্রমরের মল্লিকা কুসুমস্বরূপ এবং অশেষ গুণের আশ্রয়হেতু যিনি গম্ভীর-প্রকৃতি, সেই শ্রীমতী রাধিকাকে আমি পূজা করি ॥ ১ ॥ যিনি এই নিখিল জগতে স্বীয় পিতা বৃষভানু-রাজের বংশ-শ্লাঘা বিস্তার করিতেছেন এবং বিবিধ জলজ-পুষ্পে সুরভিত নিজ

শরদুপচিত-রাকা-কৌমুদীনাথ-কীর্ত্তি-
প্রকর-দমনদীক্ষা-দক্ষিণ-স্মেরবক্ত্রাম্ ।
নটদঘভিদপাঙ্গোত্তুঙ্গিতানঙ্গ-রঙ্গাং
কলিত-রুচি-তরঙ্গাং রাধিকামর্চ্চয়ামি ॥ ৩ ॥
বিবিধ-কুসুমবৃন্দোৎফুল্ল-ধম্মিল্লধাটী-
বিঘটিত-মদঘূর্ণৎ-কেকিপিচ্ছ-প্রশস্তিম্ ।
মধুরিপু-মুখবিম্বোদ্গীর্ণ-তাম্বূলরাগ-
স্ফুরদমল-কপোলাং রাধিকামর্চ্চয়ামি ॥ ৪ ॥
অমলিন-ললিতান্তঃস্নেহ-সিক্তান্তরঙ্গা-
মখিলবিধ-বিশাখাসখ্য-বিখ্যাতশীলাম্ ।
স্ফুরদঘভিদনর্ঘ-প্রেম-মাণিক্য-পেটীং
ধৃত-মধুর-বিনোদাং রাধিকামর্চ্চয়ামি ॥ ৫ ॥
অতুলমহসি-বৃন্দারণ্য-রাজ্যেঽভিষিক্তাং
নিখিল-সময়ভর্ত্তুঃ কার্ত্তিকস্যাধিদেবীম্ ।
অপরিমিত-মুকুন্দ-প্রেয়সীবৃন্দ-মুখ্যাং
জগদঘহরকীর্ত্তিং রাধিকামর্চ্চয়ামি ॥ ৬ ॥

বিলাস-স্থান শ্রীরাধাকুণ্ডে সখীগণে মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত জলক্রীড়া করিতেছেন, সেই শ্রীমতী রাধিকাকে আমি অর্চ্চনা করি ॥ ২ ॥ যিনি মন্দ-মন্দ হাস্যযুক্ত বদনমণ্ডলদ্বারা শরৎকালীন নির্ম্মল চন্দ্রের শোভাও তিরস্কার করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের চঞ্চল অপাঙ্গদ্বারা যাঁহার অনঙ্গ-রঙ্গ পরিবর্দ্ধিত হয় এবং যিনি শ্রীঅঙ্গে লাবণ্যের তরঙ্গ ধারণ করিতেছেন, সেই শ্রীমতী রাধিকাকে আমি পূজা করি ॥৩॥ নানাবিধ কুসুম-শোভিত কেশপাশদ্বারা যিনি শিখণ্ড-গর্ব্বে গর্ব্বিত শিখণ্ডিগণের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক যাঁহার সুন্দর গণ্ডদেশ তাম্বূলরাগে ঈষৎ রঞ্জিত, সেই শ্রীমতী রাধিকাকে আমি অর্চ্চনা করি ॥ ৪ ॥ যাঁহার অন্তঃকরণ ললিতা-সখীর নির্ম্মল আন্তরিক স্নেহে অভিষিক্ত, বিশাখার সহিত অশেষবিধ সখ্যভাব থাকায় সু-স্বভাব জগদ্বিখ্যাত, যিনি শ্রীকৃষ্ণের অমূল্য প্রেমরূপ মাণিক্যের পেটিকা, মাধুর্য্যবিনোদিনী সেই শ্রীমতী রাধিকাকে আমি পূজা করি ॥ ৫ ॥ যিনি অতুল-প্রভাবসম্পন্ন বৃন্দাবনরাজ্যের অধিশ্বরী, নিখিল সময়ের অধিপতি **কার্ত্তিক-মাসের**

হরি-পদ-নখকোটী-পৃষ্ঠপর্য্যন্তসীমা-
তটমপি কলয়ন্তীং প্রাণকোটেরভীষ্টম্ ।
প্রমুদিত-মদিরাক্ষীবৃন্দ-বৈদগ্ধ্য-দীক্ষা-
গুরুমতি-গুরুকীর্ত্তিং রাধিকামর্চ্চয়ামি ॥ ৭ ॥
অমল-কনকপট্টোদ্‌ঘৃষ্ট-কাশ্মীরগৌরীং
মধুরিম-লহরীভিঃ সংপরীতাং কিশোরীম্ ।
হরিভুজ-পরিরব্ধাং লব্ধ-রোমাঞ্চ-পালিং
স্ফুরদরুণ-দুকূলাং রাধিকামর্চ্চয়ামি ॥ ৮ ॥
তদমল-মধুরিম্নাং কামমাধার-রূপং
পরিপঠতি বরিষ্ঠং সুষ্ঠু রাধাষ্টকং যঃ ।
অহিমকিরণপুত্রী-কূল-কল্যাণচন্দ্রঃ
স্ফুটমখিলমভীষ্টং তস্য তুষ্টস্তনোতি ॥ ৯ ॥

শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকম্ (২)

[শ্রীমদ্-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

রসবলিত-মৃগাক্ষী-মৌলি-মাণিক্য-লক্ষ্মীঃ
প্রমুদিত-মুরবৈরী-প্রেমবাপী-মরালী ।

যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবী উর্জ্জেশ্বরী, শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য প্রেয়সীগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা এবং যাঁহার লীলা নিখিল পাপহারিণী, সেই শ্রীমতী রাধিকাকে আমি অর্চ্চনা করি ॥ ৬ ॥ যিনি শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মস্থ নখপ্রান্তকে প্রাণের অভীষ্ট বলিয়া বোধ করেন অর্থাৎ কৃষ্ণগতপ্রাণ বলিয়া কৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছুই যিনি জানেন না, যিনি নিখিল ব্রজরমণীগণের বাক্‌চাতুর্য্য শিক্ষার গুরু, সেই বিপুলকীর্ত্তি শ্রীমতী রাধিকাকে আমি পূজা করি ॥ ৭ ॥ কনক-কষ্টিপাথরে ঘৃষ্ট কুঙ্কুমের ন্যায় যিনি গৌরাঙ্গী, যাঁহার শ্রীঅঙ্গ মাধুর্য্য-তরঙ্গে পরিব্যাপ্ত, যিনি শ্রীকৃষ্ণের ভুজদ্বারা আলিঙ্গিত হইলে তৎক্ষণাৎ পুলকিত-তনু হন, যাঁহার পরিধানে সুন্দর অরুণবর্ণ বসন, সেই ব্রজকিশোরী শ্রীরাধিকাকে আমি অর্চ্চনা করি ॥ ৮ ॥ শ্রীরাধিকার বিশুদ্ধ স্বরূপ-গুণ-বিভূতিপূর্ণ এই উৎকৃষ্ট অষ্টক যিনি সুষ্ঠভাবে পাঠ করেন, বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সর্ব্বাভীষ্ট পরিপূর্ণ করেন ॥ ৯ ॥

ব্রজবর-বৃষভানোঃ পুণ্য-গীর্ব্বাণবল্লী
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ১ ॥
স্ফুরদরুণ-দুকূল-দ্যোতিতোদ্যন্নিতম্ব-
স্থলমভি-বরকাঞ্চি-লাস্যমুল্লাসয়ন্তী ।
কুচকলস-বিলাস-স্ফীত-মুক্তাসর-শ্রীঃ
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ২ ॥
সরসিজবর-গর্ভাখর্ব্ব-কান্তিঃ সমুদ্যৎ
তরুণিম-ঘনসারাশ্লিষ্ট-কৈশোর-সীধুঃ ।
দর-বিকশিত-হাস্য-স্যন্দি-বিম্বাধরাগ্রা
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৩ ॥
অতি-চটুলতরং তং কাননান্তর্ম্মিলন্তং
ব্রজনৃপতি-কুমারং বীক্ষ্য শঙ্কাকুলাক্ষী ।
মধুর-মৃদুবচোভিঃ সংস্তুতা নেত্রভঙ্গ্যা
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৪ ॥
ব্রজকুল-মহিলানাং প্রাণভূতাখিলানাং
পশুপ-পতি-গৃহিণ্যাঃ কৃষ্ণবৎ প্রেমপাত্রম্ ।

বঙ্গানুবাদ ঃ—যিনি সুরসিকা মৃগাক্ষী স্ত্রীগণের শিরোমাণিক্যের শোভাস্বরূপা এবং আনন্দিত মুরবৈরি শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-দীর্ঘিকার হংসী, যিনি ব্রজশ্রেষ্ঠ শ্রীবৃষভানু-রাজের পবিত্র কল্পলতা-স্বরূপা, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমাকে স্বীয় দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন ॥ ১ ॥ রক্তবর্ণ পট্টবস্ত্র-সুশোভিত নিতম্বোপরি ইতস্ততঃ দোদুল্যমান ক্ষুদ্র-ঘণ্টিকাদ্বারা যিনি নিত্য প্রকাশ করিতেছেন এবং কুচ-কুম্ভোপরি সঞ্চলিত সুদীর্ঘ মুক্তামালার দ্বারা যাঁহার শোভা সম্পন্ন হইতেছে, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমায় নিজ-দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন ॥ ২ ॥ যাঁহার মধ্যদেশ উৎকৃষ্ট পদ্মকর্ণিকার ন্যায় অতিশয় কান্তিবিশিষ্ট, যাঁহার কৈশোরামৃত সমুজ্জ্বল তারুণ্য-রূপ কর্পূরদ্বারা মিশ্রিত হইয়াছে এবং বিম্বাধরাগ্র ঈষৎ-প্রকাশিত হাস্য-প্রকাশিত হাস্য-রূপ বিস্তার করিতেছে, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমাকে স্বীয় দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন ॥৩॥ কাননাগত অতি চপল সেই ব্রজরাজ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া যাঁহার নেত্র-দ্বয় শঙ্কাকুল হইয়াছে এবং যিনি নেত্রভঙ্গি বিস্তার করিয়া সুমধুর মৃদুবাক্যদ্বারা

সুললিত-ললিতান্তঃস্নেহ-ফুল্লান্তরাত্মা
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৫ ॥
নিরবধি সবিশাখা শাখিযূথ-প্রসূনৈঃ
স্রজমিহ রচয়ন্তী বৈজয়ন্তীং বনান্তে ।
অঘবিজয়-বরোরঃপ্রেয়সী শ্রেয়সী সা
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৬ ॥
প্রকটিত-নিজবাসং-স্নিগ্ধবেণু-প্রণাদৈ-
র্দ্রুতগতি-হরিমারাৎ প্রাপ্য কুঞ্জে স্মিতাক্ষী ।
শ্রবণকুহর-কণ্ডুং তন্বতী নম্রবক্ত্রা
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৭ ॥
অমল-কমল-রাজি-স্পর্শি-বাত-প্রশীতে
নিজ-সরসি নিদাঘে সায়মুল্লাসিনীয়ম্ ।
পরিজনগণ-যুক্তা ক্রীড়য়ন্তী বকারিং
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৮ ॥

কৃষ্ণকে স্তব করিয়া থাকেন, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমায় নিজ-দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন ॥ ৪ ॥ যিনি নিখিল ব্রজ-মহিলাগণের প্রাণ-স্বরূপা এবং নন্দরাজ-পত্নী যশোদাদেবীর কৃষ্ণ-তুল্য স্নেহের পাত্রী, যাঁহার অন্তরাত্মা ললিতাসখীর সুললিত আন্তরিক স্নেহে প্রফুল্লিত হয়, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমাকে স্বীয় দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন ॥ ৫ ॥ এই বনমধ্যে যিনি নিরন্তর বিশাখার সহিত নানা বৃক্ষের বিবিধ পুষ্পদ্বারা বৈজয়ন্তী-মালা রচনা করিতেছেন, যিনি শ্রেয়সী অর্থাৎ মঙ্গলাস্বরূপা, অতএব অঘবিজেতা শ্রীকৃষ্ণের উৎকৃষ্ট বক্ষঃস্থলে পরম প্রেয়সীরূপা হইয়াছেন, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমায় নিজ-দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন ॥ ৬ ॥ যিনি বেণুধ্বনি শ্রবণপূর্ব্বক কুঞ্জমধ্যে কৃতনিবাস শ্রীকৃষ্ণের নিকট দ্রুত গমন করিয়া নেত্রদ্বয় ঈষৎ উন্মীলন করত নত-বদনা হইয়া কর্ণকুহরে কণ্ডূয়ণ বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমাকে স্বীয় দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন ॥ ৭ ॥ নির্ম্মল পদ্মরাজি-সংস্পর্শশীল বায়ুদ্বারা সুশীতল নিজ সরোবর রাধাকুণ্ডে যে শ্রীরাধিকা গ্রীষ্ম-সময়ের সায়ংকালে পরমানন্দ লাভ করত সখীগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া বকাসুর-বিনাশী

পঠতি বিমলচেতা মৃষ্ট-রাধাষ্টকং যঃ
পরিহৃত-নিখিলাশা-সন্ততিঃ কাতরঃ সন্ ।
পশুপ-পতি-কুমারঃ কামমামোদিতস্তং
নিজজন-গণমধ্যে রাধিকায়াস্তনোতি ॥ ৯ ॥

শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকম্ (৩)

[শ্রীল-কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

কুঙ্কুমাক্ত-কাঞ্চনাব্জ-গর্ব্বহারি-গৌরভা
পীতনাঞ্চিতাব্জ-গন্ধকীর্ত্তি-নিন্দি-সৌরভা ।
বল্লবেশ-সূনু-সর্ব্ব-বাঞ্ছিতার্থ-সাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ১ ॥
কৌরবিন্দ-কান্দি-নিন্দি-চিত্র-পট্ট-শাটিকা
কৃষ্ণ-মত্তভৃঙ্গ-কেলি-ফুল্ল-পুষ্প-বাটিকা ।
কৃষ্ণ-নিত্য-সঙ্গমার্থ-পদ্মবন্ধু-রাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ২ ॥
সৌকুমার্য্য-সৃষ্ট-পল্লবালি-কীর্ত্তি-নিগ্রহা
চন্দ্র-চন্দনোৎপলেন্দু-সেব্য-শীত-বিগ্রহা ।

শ্রীকৃষ্ণকে ক্রীড়া করাইতেছেন, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমায় নিজ-দাস্যে অভিষিক্ত করিবেন ॥ ৮ ॥ যিনি নিখিল আশা-পরম্পরা পরিত্যাগ করত কাতর-স্বভাবে নির্ম্মলচিত্ত হইয়া এই পরিশুদ্ধ শ্রীরাধাষ্টক পাঠ করেন, গোপরাজ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে শ্রীরাধিকার নিজগণ-মধ্যে পরিগণিত করেন ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—যাঁহার অঙ্গের গৌরকান্তি কুঙ্কুমলিপ্ত স্বর্ণ-কমলের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতেছে, যাঁহার অঙ্গের সুসৌরভ কুঙ্কুমযুক্ত পদ্মের গন্ধ-জনিত কীর্ত্তি ধ্বংস করিতেছে এবং যিনি গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ করিতেছেন, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে নিজ-পাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥ ১ ॥ যাঁহার পট্টশাটী অর্থাৎ পাটের শাড়ী প্রবালের কান্তিকেও নিন্দা করিতেছে, যিনি কৃষ্ণ-রূপ মত্ত ভ্রমরের বিলাসের জন্য পুষ্পোদ্যান-স্বরূপা এবং যিনি কৃষ্ণসঙ্গ লাভ করিবার জন্য নিত্য সূর্য্যদেবের আরাধনা করেন, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে নিজ-পাদপদ্মের দাস্য

স্বাভিমর্ষ-বল্লবীশ-কাম-তাপ-বাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ৩ ॥
বিশ্ববন্দ্য-যৌবতাভিবন্দিতাপি যা রমা
রূপ-নব্য-যৌবনাদি-সম্পদা ন যৎসমা ।
শীল-হার্দ্দ-লীলয়া চ সা যতোঽস্তি নাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ৪ ॥
রাস-লাস্য-গীত-নর্ম্ম-সৎকলালি-পণ্ডিতা
প্রেম-রম্য-রূপ-বেশ-সদ্গুণালি-মণ্ডিতা ।
বিশ্ব-নব্য-গোপ-যোষিদালিতোঽপি যাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ৫ ॥
নিত্য-নব্য-রূপ-কেলি-কৃষ্ণভাব-সম্পদা
কৃষ্ণ-রাগ-বন্ধ-গোপ-যৌবতেষু কম্পদা ।
কৃষ্ণ-রূপ-বেশ-কেলি-লগ্ন-সৎসমাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ৬ ॥

দান করুন ॥ ২ ॥ যাঁহার সুকোমল অঙ্গ পল্লব-শ্রেণীর কীর্ত্তি বিলোপ করিতেছে, যাঁহার সুশীতল অঙ্গকে চন্দ্র, চন্দন, কমল ও কর্পূরাদি নিখিল শীতল বস্তু সেবা করিতেছে এবং যিনি নিজাঙ্গ-স্পর্শ-সুধাদ্বারা গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের কাম-তাপ দূরীভূত করিতেছেন, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে নিজ-পাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥ ৩ ॥ যে লক্ষ্মীদেবীর অভূতপূর্ব্ব রূপ ও নবযৌবনাদি দর্শনে এবং অতি মধুর-স্বভাবজনিত প্রেমলীলা দর্শনে বিস্মিত হইয়া নিখিল বিশ্ববন্দ্য যুবতীবর্গও তাঁহার বন্দনা করেন, সেই পরম ভাগ্যবতী লক্ষ্মীদেবীও যে শ্রীরাধিকার সমান নহেন এবং যে শ্রীরাধিকা হইতে অধিকতর গুণসম্পন্না রমণী কুত্রাপি আর কেহ নাই, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে নিজ-পাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥ ৪ ॥ যিনি রাসক্রীড়ার নৃত্য, গীত ও পরিহাসাদি অত্যুৎকৃষ্ট রসকলা-সমূহে পরম পণ্ডিত, যিনি প্রেম-মণ্ডিত মনোহর রূপ ও বেশ এবং বিবিধ সদ্গুণাবলীদ্বারা বিভূষিত, তথা যিনি বিশ্ববন্দিতা নবীন যৌবন-সম্পন্না গোপ-ললনাগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে নিজ-পাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥ ৫ ॥ যিনি নিত্য নব

স্বেদ-কম্প-কণ্টকাশ্রু-গদ্গদাদি-সঞ্চিতা-
মর্ষ-হর্ষ-বামতাদি-ভাব-ভূষণাঞ্চিতা ।
কৃষ্ণ-নেত্র-তোষি-রত্ন-মণ্ডনালি-দাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ৭ ॥
যা ক্ষণার্দ্ধ-কৃষ্ণ-বিপ্রয়োগ-সন্ততোদিতা-
নেক-দৈন্য-চাপলাদি-ভাববৃন্দ-মোদিতা ।
যত্নলব্ধ-কৃষ্ণসঙ্গ-নির্গতাখিলাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ৮ ॥
অষ্টকেন যস্ত্বনেন নৌতি কৃষ্ণ-বল্লভাং
দর্শনেঽপি শৈলজাদি-যোষিদালি-দুর্ল্লভাম্ ।
কৃষ্ণসঙ্গ-নন্দিতাত্ম-দাস্য-সীধু-ভাজনং
তং করোতি নন্দিতালি-সঞ্চয়াশু সা জনম্ ॥ ৯ ॥

নব রূপ, কেলি ও কৃষ্ণভাব—এই সমস্ত স্বীয় সম্পত্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণে বদ্ধানুরাগা স্বপক্ষ গোপ-যুবতীগণের হর্ষজনিত ও বিপক্ষ যুবতীগণের কাতরতাজনিত কম্প উৎপাদন করিতেছেন এবং যাঁহার চিত্ত কৃষ্ণের রূপ, বেশ ও কেলি-বিষয়ে সর্ব্বদা একাগ্রভাবে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে নিজ-পাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥ ৬ ॥ যিনি স্বেদ, কম্প, পুলক, অশ্রু ও গদ্গদাদি সাত্ত্বিক বিকার-সমূহে পরিশোভিতা, যিনি ক্রোধ, হর্ষ, বামতাদি ভাব-ভূষণে বিভূষিতা এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণের নয়নানন্দকর রত্ন-ভূষণসমূহে সুসজ্জিতা হইয়া রহিয়াছেন, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে নিজ-পাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥ ৭ ॥ যিনি ক্ষণার্দ্ধ-কালও শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে তজ্জনিত দৈন্য, চাপল্যাদি ভাব-সমূহের দ্বারা ব্যথিত হইয়া পড়েন এবং যিনি তৎকালে স্বকৃত বা কৃষ্ণকৃত দূতী-প্রেরণাদি কার্য্যদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গ লাভ করিয়া সমুদায় মনঃকষ্ট দূরীভূত করেন, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে নিজ পাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥ ৮ ॥ যাঁহার দর্শন পার্ব্বতী প্রভৃতি দেবীগণের পক্ষেও সুদুর্ল্লভ, সেই কৃষ্ণপ্রেয়সী শ্রীরাধিকাকে যে ব্যক্তি এই অষ্টকদ্বারা স্তব করেন, শ্রীরাধিকা প্রফুল্লিতা সখীগণ সমভিব্যাহারে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গে আনন্দিত হইয়া সেই ব্যক্তিকে শীঘ্র আপনার দাস্যামৃত প্রদান করেন ॥ ৯ ॥

শ্রীশ্রীনবাষ্টকম্

[শ্রীমদ্-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

গৌরীং গোষ্ঠবনেশ্বরীং গিরিধর-প্রাণাধিক-প্রেয়সীং
স্বীয়-প্রাণপরার্দ্ধ-পুষ্প-পটলী-নির্ম্মঞ্ছ্যা-তৎপদ্ধতিম্ ।
প্রেম্না প্রাণ-বয়স্যয়া ললিতয়া সংলালিতাং নর্ম্মভিঃ
সিক্তাং সুষ্ঠু বিশাখয়া ভজ মনো! রাধামগাধাং রসৈঃ ॥ ১ ॥
স্বীয়-প্রেষ্ঠ-সরোবরান্তিক-বলৎ-কুঞ্জান্তরে সৌরভোৎ-
ফুল্লৎ-পুষ্প-মরন্দ-লুব্ধ-মধুপশ্রেণী-ধ্বনি-ভ্রাজিতে ।
মাদ্যন্মন্মথ-রাজ্য-কার্য্যমসকৃৎ সন্তালয়ন্তীং স্মরা-
মাত্য শ্রীহরিণা সমং ভজ মনো! রাধামগাধাং রসৈঃ ॥ ২ ॥
কৃষ্ণাপাঙ্গ-তরঙ্গ-তুঙ্গিততরানঙ্গাসু-রঙ্গাং গিরাং
ভঙ্গ্যা লঙ্গিমসঙ্গরে বিদধতীং ভঙ্গং নু তদ্রঙ্গিণঃ ।
ফুল্লৎ স্মের-সখীনিকায়-নিহিত-স্বাশীঃ সুধাস্বাদন-
লব্ধোন্মাদ-ধুরোদ্ধুরাং ভজ মনো! রাধামগাধাং রসৈঃ ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—যিনি স্বীয় প্রাণসমূহ-রূপ পুষ্পশ্রেণীদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পথকে নির্ম্মঞ্ছন অর্থাৎ আরতি বা পরিষ্কার করিতেছেন, যিনি গিরিধর শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ হইতেও সমধিক প্রিয়তমা, প্রাণবয়স্যা ললিতা-কর্ত্তৃক যিনি প্রেমদ্বারা সংলালিতা এবং বিশাখা-কর্ত্তৃক যিনি পরিহাস-বাক্যদ্বারা সুন্দররূপে পরিষিক্তা, হে মন! সেই শৃঙ্গারাদি রসোপলক্ষিতা অপর্য্যাপ্ত গুণশালিনী গোষ্ঠবনেশ্বরী গৌরী শ্রীরাধাকে ভজনা কর ॥ ১ ॥ সৌরভশালী পুষ্পের মকরন্দ-পানে অত্যন্ত লুব্ধ মধুপ-শ্রেণীর মনোহর শব্দে যাহা সুশোভিত—এমত স্বীয় প্রিয়তম রাধাকুণ্ড-সমীপে বিরাজিত কুঞ্জমধ্যে কন্দর্পরাজ-মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণের সহিত যিনি উন্মত্ত মন্মথরাজ্যের কার্য্যসকল নিরন্তর অন্বেষণ করিতেছেন, হে মন! সেই শৃঙ্গারাদি রসোপলক্ষিতা-অপর্য্যাপ্ত গুণশালিনী শ্রীরাধাকে ভজনা কর ॥ ২ ॥ যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ শ্রীকৃষ্ণের অপাঙ্গ-তরঙ্গদ্বারা অত্যন্ত বর্দ্ধিত কন্দর্পহেতু নৃত্য করিতেছে, যিনি বাক্য-কৌশলে শ্রীকৃষ্ণকে কামসমর হইতে নিবর্ত্তিত করিয়া হাস্যবদনা বয়স্যাগণের প্রদত্ত স্বীয় অভিলাষ-রূপ অমৃত পান করত অতিশয় উন্মাদে গর্ব্বিতা হইতেছেন, হে মন! সেই শৃঙ্গারাদি রসোপলক্ষিতা অপর্য্যাপ্ত গুণশালিনী শ্রীরাধাকে ভজনা কর ॥৩॥

জিত্বা পাশককেলি-সঙ্গরতরে-নির্ব্বাদ-বিম্বাধরং
স্মিত্বা দ্বিঃ পণিতং ধয়ত্যঘহরে সানন্দ-গর্ব্বোদ্ধুরে ।
ঈষৎ শোণ-দৃগন্ত-কোণমুদয়দ্রোমাঞ্চ-কম্প-স্মিতং
নিঘ্নন্তীং কমলেন তং ভজ মনো! রাধামগাধাং রসৈঃ ॥ ৪ ॥
অংসে ন্যস্য করং পরং বকরিপোর্বাঢ়ং সুসখ্যোন্মদাং
পশ্যন্তীং নব-কানন-শ্রিয়মিমামুদ্যদ্বসন্তোদ্ভবাম্ ।
প্রীত্যা তত্র বিশাখয়া কিশলয়ং নব্যং বিতীর্ণং প্রিয়-
শ্রোত্রে দ্রাগ্দধতীং মুদ্রা ভজ মনো! রাধামগাধাং রসৈঃ ॥ ৫ ॥
মিথ্যা-স্বাপমনল্প-পুষ্প-শয়নে গোবর্দ্ধনাদ্রের্গুহা-
মধ্যে প্রাগ্দধতো হরের্মুরলিকাং হৃত্বা হরন্তীং স্রজম্ ।
স্মিত্বা তেন গৃহীত-কণ্ঠ-নিকটাং ভীত্যাপসারোৎসুকাং
হস্তাভ্যাং দমিত-স্তনীং ভজ মনো! রাধামগাধাং রসৈঃ ॥ ৬ ॥
তূর্ণং গাঃ পূরতো বিধায় সখিভিঃ পূর্ণং বিশন্তং ব্রজে
ঘূর্ণদ্যৌবতকাঙ্ক্ষিতাক্ষি-নটনৈঃ পশ্যন্তমস্যা মুখম্ ।

পাশ-ক্রীড়ায় জয়ী হইলে তুমি বারদ্বয় মদীয় বিম্বাধর-গ্রহণে অধিকারী'—শ্রীরাধিকার এই পণ স্বীকারপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ পাশক্রীড়া-রূপ মহাসংগ্রামে তাঁহাকে জয় করিয়া সানন্দে ও সগর্ব্বে পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত তদীয় অধর-গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলে, যে শ্রীরাধিকা ঈষৎ কটাক্ষ, রোমাঞ্চ, কম্প ও মধুর হাস্য বিস্তারপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে লীলা-কমলদ্বারা আঘাত করিতেছেন ; হে মন! সেই শৃঙ্গারাদি রসোপলক্ষিতা অপর্য্যাপ্ত গুণশালিনী শ্রীরাধাকে ভজনা কর ॥ ৪ ॥ যিনি বকারি শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধদেশে স্বীয় বামকর সমর্পণপূর্ব্বক তদীয় সুসখ্যভাবে অতিশয় উন্মত্ত হইয়া অভিনব বসন্তসম্ভূত নবকাননের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন এবং যিনি বনমধ্যে বিশাখার সহিত হর্ষ ও প্রীতিসহকারে শীঘ্র প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের কর্ণে সুবিস্তীর্ণ নূতন পল্লব পরিধান করাইতেছেন, হে মন! সেই শৃঙ্গারাদি রসোপলক্ষিতা অপর্য্যাপ্ত গুণশালিনী শ্রীরাধাকে ভজনা কর ॥ ৫ ॥ শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের গুহামধ্যে বিবিধ পুষ্পরচিত শয্যায় অলীকভাবে নিদ্রিত হইলে শ্রীরাধা অগ্রে মুরলী হরণ করিয়া পশ্চাৎ মালা হরণ করিতেছিলেন, এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যে তদীয় কণ্ঠের অধঃপ্রদেশ স্পর্শ করায় যিনি ভয়প্রযুক্ত পলায়নে উৎসুক হইয়া দুইহস্তে

শ্যামং শ্যাম-দৃগন্ত-বিভ্রম-ভরৈরান্দোলয়ন্তীতরাং
পদ্মা-ম্লানিকরোদয়াং ভজ মনো! রাধামগাধাং রসৈঃ ॥ ৭ ॥
প্রোদ্যৎ কান্তি-ভরেণ বল্লব-বধূতারাঃ পরার্দ্ধাৎ পরাঃ
কুর্ব্বাণাং মলিনাঃ সদোজ্জ্বল-রসে রাসে লসন্তীরপি।
গোষ্ঠারণ্য-বরেণ্য-ধন্য-গগনে গত্যানুরাধাশ্রিতাং
গোবিন্দেন্দু-বিরাজিতাং ভজ মনো! রাধামগাধাং রসৈঃ ॥ ৮ ॥
প্রীত্যা সুষ্ঠু নবাষ্টকং পটুমতির্ভূমৌ নিপত্য স্ফুটং
কাক্বা গদ্গদ-নিস্বনেন নিয়তং পূর্ণং পঠেদ্‌যঃ কৃতী।
ঘূর্ণন্মত্ত-মুকুন্দ-ভৃঙ্গ-বিলসদ্রাধা-সুধা-বল্লবীং
সেবোদ্রেক-রসেন গোষ্ঠ-বিপিনে প্রেম্না স তাং সিঞ্চতি ॥ ৯ ॥

কুচদ্বয়কে দমন অর্থাৎ নিজায়ত্তীভূত করিয়াছিলেন, হে মন! সেই শৃঙ্গারাদি রসোপলক্ষিতা অপর্য্যাপ্ত গুণশালিনী শ্রীরাধাকে ভজনা কর ॥ ৬ ॥ শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্র গোবৎস-সকল অগ্রে করিয়া শ্রীদামাদি সখাগণের সহিত মিলিত হইয়া ব্রজে প্রবেশ করিতে করিতে চঞ্চল যুবতীবৃন্দের অভিলষিত নেত্র-নটনদ্বারা শ্রীরাধার বদনমণ্ডল দর্শন করিতেছিলেন, যিনি এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত স্বীয় দৃষ্টি-বিলাসদ্বারা ঐ শ্রীকৃষ্ণকে আন্দোলিত করিতেছেন এবং যাঁহার আবির্ভাবে স্বীয় সৌভাগ্য প্রকটন-হেতু চন্দ্রাবলী-সখী পদ্মার গ্লানি উপস্থিত হয়, হে মন! সেই শৃঙ্গারাদি রসোপলক্ষিতা অপর্য্যাপ্ত গুণশালিনী শ্রীরাধাকে ভজনা কর ॥ ৭ ॥ উজ্জ্বল-রসবিশিষ্ট রাসলীলাতেও যাঁহাদিগের শোভা সতত দেদীপ্যমান, তাদৃশ গোপ-বনিতারূপ অসংখ্য তারকাগণকে যিনি প্রকৃষ্ট ও উজ্জ্বলকান্তিদ্বারা মলিন করিতেছেন এবং যিনি শ্রীবৃন্দাবনরূপ উৎকৃষ্ট ও ধন্য গগনপ্রান্তে অনুরাধা-রূপে বিবিধপ্রকারে সেবিতা হইয়া গোবিন্দ-রূপ চন্দ্র-সঙ্গে বিরাজ করিতেছেন, হে মন! সেই শৃঙ্গারাদি রসোপলক্ষিতা অপর্য্যাপ্ত গুণশালিনী শ্রীরাধাকে ভজনা কর ॥ ৮ ॥ যে সুকৃতিমান্ ব্যক্তি ভূমি-নিপতিত হইয়া স্থিরবুদ্ধিতে প্রীতি, কাকু ও গদ্গদস্বরে স্পষ্ট করিয়া অর্থবোধের সহিত এই নবাষ্টক নিয়ত পাঠ করেন, তিনি গোষ্ঠবিপিনে অর্থাৎ বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণরূপ ভ্রমর যাঁহাতে মত্ত হইয়া ঘূর্ণন করিতেছেন, সেই বিলাসশালিনী রাধারূপ অমৃত-লতাকে প্রেমসহকারে সেবা-রূপ উদ্রিক্ত-রসদ্বারা সেচন করেন ॥ ৯ ॥

শ্রীরাধাকৃপাকটাক্ষ-স্তোত্রম্

মুনীন্দ্রবৃন্দ-বন্দিতে ত্রিলোক-শোকহারিণি
প্রসন্ন-বক্ত্রপঙ্কজে নিকুঞ্জ-ভূ-বিলাসিনি।
ব্রজেন্দ্র-ভানু-নন্দিনি ব্রজেন্দ্র-সূনু-সঙ্গতে
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্ ॥ ১ ॥
অশোক-বৃক্ষ-বল্লরী-বিতান-মণ্ডপ-স্থিতে
প্রবালবাল-পল্লব-প্রভাঽরুণাঙ্ঘ্রি-কোমলে।
বরাভয়স্ফুরৎ-করে প্রভূত-সম্পদালয়ে
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্ ॥ ২ ॥
অনঙ্গ-রঙ্গ-মঙ্গল-প্রসঙ্গ-ভঙ্গুরভ্রুবাং
সুবিভ্রমং সসম্ভ্রমং দৃগন্ত-বাণ-পাতনৈঃ।
নিরন্তরং বশীকৃত-প্রতীতি-নন্দনন্দনে
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্ ॥ ৩ ॥
তড়িৎ-সুবর্ণ-চম্পক-প্রদীপ্ত-গৌর-বিগ্রহে
মুখপ্রভা-পরাস্ত-কোটি-শারদেন্দুমণ্ডলে।
বিচিত্র-চিত্র-সঞ্চরচ্চকোর-শাবলোচনে
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্ ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—হে শ্রীরাধিকে! তুমি শুক-নারদাদি মুনিশ্রেষ্ঠবৃন্দ-কর্ত্তৃক নিত্য বন্দনীয়া, লোকত্রয়ের সমূহ শোক অপনোদনকারিণী, প্রসন্ন তোমার বদন-কমল, নিকুঞ্জ-মন্দিরে তুমি নিত্য-বিলাসিনী, ব্রজেন্দ্রনন্দনের সহিত বিহারপরায়ণা। হে বৃষভানু-রাজনন্দিনি! তুমি কবে আমাকে তোমার কৃপাকটাক্ষের পাত্র করিবে?১॥ হে রাধে! তুমি অশোক-বৃক্ষের মনোরম পত্র-পুষ্পাদিদ্বারা চন্দ্রাতপের ন্যায় আচ্ছাদিত নিকুঞ্জমণ্ডপ-নিবাসিনী, প্রবাল-রত্নের ন্যায় নবীন-কোমল পত্রসদৃশ কুঙ্কুম বর্ণের তোমার পদকমল, অভিষ্টদায়িনী ও অভয়-প্রদাত্রী তোমার হস্তপদ্ম, অপার ঐশ্বর্য্যের আলয় তুমি কবে তোমার কৃপাকটাক্ষের আধাররূপে আমাকে নির্দ্ধারণ করিবে? ২ ॥ অপ্রাকৃত প্রেম-কৌতুকের মহামঙ্গলময় প্রসঙ্গে তীব্র-শৃঙ্গরাত্মক ভ্রূকুটিবিলাসদ্বারা নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে নিরন্তর বশীভূতকারিণী তুমি কবে আমাকে তোমার কৃপাকটাক্ষের বিষয় করিবে? ৩ ॥ তড়িৎ স্বর্ণচম্পকবৎ

মদোন্মদাতি-যৌবনে প্রমোদ-মান-মণ্ডিতে
প্রিয়ানুরাগ-রঞ্জিতে কলা-বিলাস-পণ্ডিতে ।
অনন্য-ধন্য-কুঞ্জ-রাজ্য-কামকেলি-কোবিদে
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্ ॥ ৫ ॥
অশেষ-হাব-ভাব-ধীর-হীরহার-ভূষিতে
প্রভূত-শাতকুম্ভ-কুম্ভ-কুম্ভি-কুম্ভ-সুস্তনি ।
প্রশস্ত-মন্দ-হাস্য-চূর্ণ-পূর্ণ-সৌখ্যসাগরে
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্ ॥ ৬ ॥
মৃণাল-বাল-বল্লরী-তরঙ্গ-রঙ্গ-দোর্লতে
লতাগ্র-লাস্য-লোল-নীল-লোচনাবলোকনে ।
ললল্লুলন্মিলন্মনোজ্ঞ-মুগ্ধ-মোহনাশ্রিতে
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্ ॥ ৭ ॥
সুবর্ণ-মালিকাঞ্চিত-ত্রিরেখ-কম্বু-কণ্ঠগে
ত্রিসূত্র-মঙ্গলীগুণ-ত্রিরত্ন-দীপ্তি-দীধিতি ।

উজ্জ্বল গৌরকান্তিবিশিষ্টা তোমার মুখারবিন্দের দীপ্তি কোটী কোটী শারদশশীর শোভাকেও পরাস্ত করে । চকোর শাবকের ন্যায় চঞ্চল ও অত্যন্ত রমণীয় লোচনযুক্তা তুমি কবে আমাকে তোমার কৃপাদৃষ্টি লাভের অধিকারী বিবেচনা করিবে? ৪ ॥ হে বার্ষভানবীদেবী! তুমি আপনার অপার যৌবনের উন্মাদনায় প্রমত্ত, শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবিধানকারী মানে তুমি বিমণ্ডিত, প্রিয়তমের প্রতি প্রেমানু-রাগে সদা রঞ্জিত, নৃত্য-গীতাদি সমগ্র কলায় পরমপণ্ডিত, কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-ধন্য কুঞ্জরাজ্যের প্রেম-বিলাস বিদ্যায় বিদূষী শ্রেষ্ঠা তুমি কবে আমাকে তোমার কৃপাকটাক্ষের পাত্র নির্ণয় করিবে? ৫ ॥ অশেষ হাব-ভাবরূপ শৃঙ্গারাত্মক গাম্ভীর্য্যের হীরক-হারে তুমি বিভূষিত, উন্নত হাস্যরূপ চূর্ণে পরিপূর্ণ তথা নিবিড় সৌখ্যের তুমি সাগর। এহেন, তুমি আমাকে কবে তোমার কৃপাকটাক্ষ লাভের যোগ্যরূপে বিচার করিবে? ৬ ॥ হে বৃষভানুনন্দিনি! তরঙ্গে দোলায়িত পদ্মের কোমল মৃণাল-লতার ন্যায় ভুজযুগলে তুমি শোভিত, সমীরণ-স্পর্শে নৃত্যরত লতাগ্রভাগের ন্যায় চঞ্চল তোমার নীল-নয়নের অবলোকন, প্রেম-বিলাসশীল, প্রেমাকৃষ্ট শ্রীমদন-মোহনের মূল আশ্রয়-স্বরূপ তুমি কবে আমাকে তোমার কৃপাকটাক্ষের পাত্ররূপে

সলোল-নীল-কুন্তল-প্রসূন-গুচ্ছ-গুম্ফিতে
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্ ॥ ৮ ॥
নিতম্ববিম্ব-লম্বমান-পুষ্পমেখলাগুণে
প্রশস্ত-রত্ন-কিঙ্কিণী-কলাপ-মধ্য-মঞ্জুলে ।
করীন্দ্র-শুণ্ড-দণ্ডিকা-বরোহ-সৌভগোরুকে
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্ ॥ ৯ ॥
অনেক-মন্ত্রনাদ-মঞ্জু-নূপুরারবস্খলৎ
সমাজ-রাজহংস-বংশ-নিক্বণাতিগৌরবে ।
বিলোল-হেমবল্লরী-বিড়ম্বি-চারুচংক্রমে
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্ ॥ ১০ ॥
অনন্তকোটি-বিষ্ণুলোক-নম্রপদ্মজার্চিতে
হিমাদ্রিজা-পুলোমজা-বিরিঞ্চজা-বরপ্রদে ।
অপার-সিদ্ধি-ঋদ্ধি-দিগ্ধ-সৎপদাঙ্গুলীনখে
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্ ॥ ১১ ॥

গ্রহণ করিবে? ৭ ॥ স্বর্ণ মালিকা-ভূষিত ও ত্রিবলীযুক্ত শঙ্খের ন্যায় তোমার কণ্ঠ, তাহাতে হীরা, মুক্তা ও মাণিক্য অথবা চন্দ্রকান্ত, সূর্য্যকান্ত ও বৈদূর্য্য মণিত্রয়ে দেদীপ্যমান মঙ্গলময় ত্রিসূত্র শোভা পাইতেছে, পুষ্প-স্তবকে গ্রথিত তোমার চঞ্চল কৃষ্ণকেশরাজি, এহেন তুমি আমাকে কবে তোমার কৃপাকটাক্ষের আস্পদরূপে নিরূপণ করিবে? ৮ ॥ হে শ্রীরাধিকে! কটিপ্রদেশে তোমার দোলায়মান পুষ্প-মেখলা সুশোভিত হইতেছে, তথায় অতি মনোহর রত্নময় ক্ষুদ্র-ঘণ্টিকা ঝঙ্কৃত হইতেছে, গজেন্দ্র-শুড়বৎ সুচারু ঊরুযুগলে ভূষিত তুমি কবে আমাকে তোমার কৃপাদৃষ্টির উপযুক্ত বিবেচনা করিবে? ৯ ॥ হে শ্রীগান্ধর্ব্বিকে! তোমার শ্রীচরণ-কমলে শোভিত নূপুরে বিদ্যমান পরমহংস-সমাজ সদা অজস্র বেদমন্ত্র কীর্ত্তন করিতেছে বিধায় তাহা নিনাদিত হইতেছে, তোমার পদচারণায় তোমার অঙ্গে অত্যন্ত মনোহরা চঞ্চলা স্বর্ণলতার লহরী প্রতীয়মান হয়। এহেন তোমার কৃপাদৃষ্টি কবে আমি ধারণ করিতে পারিব? ১০ ॥ হে বৃষভানুসুতে! অনন্তকোটী বিষ্ণু-লোকের অধিশ্বরী—লক্ষ্মীদেবীরও তুমি নমস্যা, শ্রীপার্ব্বতী, ইন্দ্রাণী এবং সরস্বতীদেবীরও তুমি বর-প্রদাত্রী, যাবৎ সিদ্ধি, ঋদ্ধি প্রদান-সমর্থ তোমার পদ-

মখেশ্বরি ক্রিয়েশ্বরি স্বধেশ্বরি সুরেশ্বরি
ত্রিবেদ-ভারতীশ্বরি প্রমাণ-শাসনেশ্বরি ।
রমেশ্বরি ক্ষমেশ্বরি প্রমোদ-কাননেশ্বরি
ব্রজেশ্বরি ব্রজাধিপে শ্রীরাধিকে নমোঽস্তু তে ॥ ১২ ॥
ইতীমমদ্ভুতং স্তবং নিশম্য ভানুনন্দিনী
করোতু সন্ততং জনং কৃপাকটাক্ষভাজনম্ ।
ভবেত্তদৈব-সঞ্চিত-ত্রিরূপ-কর্ম্মনাশনম্
ভবেত্তদা ব্রজেন্দ্রসূনু-মণ্ডল-প্রবেশনম্ ॥ ১৩ ॥
রাকায়াঞ্চ সিতাষ্টম্যাং দশম্যাং চ বিশুদ্ধধীঃ ।
একাদশ্যাং ত্রয়োদশ্যাং য পঠেৎ পাঠকঃ সুধীঃ ॥ ১৪ ॥
যং যং কাময়তে কামং তং তং প্রাপ্নোতি সাধকঃ ।
রাধাকৃপাকটাক্ষেণ ভক্তিঃ স্যাৎ প্রেমলক্ষণা ॥ ১৫ ॥
ঊরুদঘ্নে নাভিদঘ্নে হৃদ্দঘ্নে কণ্ঠদঘ্নে চ ।
রাধাকুণ্ডজলে স্থিতা যঃ পঠেৎ সাধকঃ শতম্ ॥ ১৬ ॥

নখাগ্র, এরূপ মহিমান্বিতা তুমি কবে আমাকে তোমার কৃপাকটাক্ষভাজন বলিয়া আত্মসাৎ করিবে? ১১ ॥ হে রাধিকে! তুমি সমগ্র যজ্ঞ তথা কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞেরও অধীশ্বরী, মূল-শক্তিতত্ত্ব বিধায় তুমি সমগ্র ক্রিয়ার অধিষ্ঠাত্রী, তুমি স্বধা অর্থাৎ সমূহ দেব-দেব্যাদিকে অর্ঘ্য নিবেদনাত্মক মন্ত্রের অথবা স্বধা-নাম্নী দেবীর স্বামিনী, বেদত্রয়ে বাণীসমূহের ঈশ্বরী, প্রমাণরূপ শাস্ত্র-শাসনের অধিরাজ্ঞী, শ্রীরমাদেবী, ক্ষমাদেবীরও পূজ্যেশ্বরী, প্রমোদ-কানন —শ্রীবৃন্দাবন ধাম তথা সমগ্র ব্রজমণ্ডলের অধিকারিণী এবং পালয়িত্রী তোমাকে আমার সর্ব্বাঙ্গ-প্রণাম ॥১২॥ এই অতি অপরূপ স্তবে বৃষভানুনন্দিনী সন্তুষ্ট হইয়া সন্তপ্তজনকে তাঁহার কৃপা-কটাক্ষভাজন করেন। তখন তাহার প্রারব্ধ-অপ্রারব্ধ-ফলোন্মুখরূপ ত্রিরূপ-কর্ম্মের নাশ ঘটিয়া ব্রজেন্দ্রসুত শ্রীকৃষ্ণের পরিকর-মণ্ডলে প্রবেশ হয় ॥ ১৩ ॥ পূর্ণিমা, শুক্লাষ্টমী, দশমী, একাদশী এবং ত্রয়োদশী-তিথিতে সাধক এই স্তব স্থিরচিত্তে পাঠ করিলে তাহার বাঞ্ছানুরূপ ফল লাভ এবং শ্রীরাধাকৃপাকটাক্ষে পুষ্ট হইয়া প্রেমলক্ষণা ভক্তি লাভ হয় ॥ ১৪-১৫ ॥ শ্রীরাধাকুণ্ডে ঊরু, নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ-পরিমিত-জলে স্থিত হইয়া যে ব্যক্তি একশতবার এই স্তোত্র পাঠ করিবেন, তাহার

তস্য সর্ব্বার্থসিদ্ধিঃ স্যাৎ বাক্সামর্থ্যং ততো লভেৎ ।
ঐশ্বর্য্যঞ্চ লভেৎ সাক্ষাদ্দৃশা পশ্যতি রাধিকাম্ ॥ ১৭ ॥
তেন সা তৎক্ষণাদেব তুষ্টা দত্তে মহাবরম্ ।
যেন পশ্যতি নেত্রাভ্যাং তৎ প্রিয়ং শ্যামসুন্দরম্ ॥ ১৮ ॥
নিত্যলীলা-প্রবেশঞ্চ দদাতি হি ব্রজাধিপঃ ।
অতঃ পরতরং প্রাপ্যং বৈষ্ণবানাং ন বিদ্যতে ॥ ১৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণকৃপাকটাক্ষ-স্তোত্রম্

ভজে ব্রজৈকমণ্ডনং সমস্তপাপখণ্ডনং
স্বভক্তচিত্তরঞ্জনং সদৈবনন্দনন্দনম্ ।
সুপিচ্ছগুচ্ছমস্তকং সুনাদবেণুহস্তকং
অনঙ্গরঙ্গসাগরং নমামি কৃষ্ণনাগরম্ ॥ ১ ॥
মনোজগর্ব্বমোচনং বিশাললোললোচনং
সুপীতবস্ত্রশোভনং নমামি পদ্মলোচনম্ ।
করারবিন্দভূষণং স্মিতাবলোকসুন্দরং
মহেন্দ্রমানদারণং স্মরামি কৃষ্ণবালকম্ ॥ ২ ॥

সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে। বাক্পটুতা এবং পরমৈশ্বর্য্য-লাভ সহ অপ্রাকৃত নেত্রে শ্রীমতী রাধিকার সাক্ষাদ্দর্শন লাভ হইবে ॥ ১৬-১৭ ॥ উক্ত দর্শন হেতু প্রসন্না-রাধিকা তৎক্ষণাৎ মহাবর প্রদান করেন, যাহাতে রাধাবল্লভ শ্রীশ্যামসুন্দরের দর্শন লাভ হয় এবং ব্রজেশ্বর তাহাকে নিত্যলীলায় প্রবেশাধিকার প্রদান করেন। ইহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর প্রাপ্য বৈষ্ণবগণের জন্য আর কিছুই নাই ॥ ১৮-১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—আমি ব্রজের একমাত্র ভূষণস্বরূপ, সমস্ত পাপবিনাশন, নিজ ভক্তবৃন্দের চিত্তরঞ্জনকারী নন্দনন্দনকে সর্ব্বদা ভজন করি । যাঁহার শিরে সুন্দর ময়ূরপুচ্ছগুচ্ছের ভূষণ, সুন্দর নাদযুক্ত বেণু যাঁহার করে বিদ্যমান, যিনি অনঙ্গ-কেলিরঙ্গের সাগর, সেই নাগরকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ১ ॥ কামদেবের গর্ব্ব বিনাশী বিশাল চঞ্চলনয়ন, শোভন সুন্দর পীতবসনে ভূষিত, কমলনয়ন কৃষ্ণকে আমি প্রণাম করি । বাম করকমলে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতধারী, যাঁহার মৃদুমন্দ হাস্যভরে অবলোকন অতীব সুন্দর, যিনি দেবেন্দ্রের অভিমান-চ্ছেদনকারী, সেই বালকৃষ্ণকে

কদম্বসূনুকুণ্ডলং সুচারুগণ্ডমণ্ডলং
ব্রজাঙ্গনৈকবল্লভং নমামি কৃষ্ণদুর্ল্লভম্ ।
যশোদয়া সমোদয়া সকোপয়া দয়ানিধিং
উলুখলে সুদুঃ সহং নমামি নন্দনন্দনম্ ॥ ৩ ॥
নবীনগোপনাগরং নবীনকেলিসাগরং
নবীনমেঘসুন্দরম্ ভজেব্রজৈক মন্দিরম্ ।
সদৈব পাদপঙ্কজং মদীয়মানসে নিজং
স্মরামি নন্দবালকং সমস্ত ভক্তপালনম্ ॥ ৪ ॥
সমস্তগোপনাগরং দৃগম্বুজৈকমোহনং
নমামি কুঞ্জনাদকং প্রসন্নভানুশোভনম্ ।
দৃগন্তকান্তরঞ্জনং সদা সদালি-সঙ্গিনং
দিনে দিনে নবং নবং নমামি নন্দসম্ভবম্ ॥ ৫ ॥
গুণাকরং সুখাকরং কৃপাকরং শুভাকরং
ত্বয়া সুখ প্রদায়কং নমামি প্রেমনায়কম্ ।
সমস্ত-দোষশোষণং সমস্ত-ভক্ত-তোষণং
সমস্ত-দাস মানসং নমামি কৃষ্ণলালসম্ ॥ ৬ ॥

আমি স্মরণ করি ॥২॥ ছোট কদম্ব যাঁহার কর্ণভূষণ, যাঁহার গণ্ডমণ্ডল সুচারু শোভন, যিনি ব্রজাঙ্গনাদিগের প্রাণবল্লভ, সেই দুর্ল্লভ কৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি। যশোদা আনন্দরোষের সহিত যে দয়ানিধিকে উদূখলে বন্ধন করিয়াছেন, সেই সুদুঃসহ নন্দনন্দনকে আমি নমস্কার করি ॥ ৩ ॥ অভিনব সুন্দরী গোপীদিগের নাগর, যিনি নব নব কেলির সাগর, নবীন মেঘের ন্যায় সুন্দর কান্তিমান, ব্রজধাম যাঁহার মন্দির-স্বরূপ, আমি তাঁহাকে ভজন করি। সর্ব্বদা নিজ মানস-মন্দিরে যাঁহার চরণকমল বিরাজিত, যিনি সমস্ত ভক্তবৃন্দের পরিপালক, সেই নন্দবালককে আমি স্মরণ করি ॥ ৪ ॥ সকল গোপের নাগরস্বরূপ, যাঁহার নেত্রকমল সকলের মোহনকারী, যিনি কুঞ্জে বেণুনাদ করেন, যিনি প্রসন্ন সূর্য্যের শোভাকারী, কটাক্ষদ্বারা কান্তাদিগের অনুরঞ্জনকারী, সর্ব্বদা সাধ্বী সখীদিগের সঙ্গী, দিনে দিনে নব নবায়মান সেই নন্দনন্দনকে আমি প্রণাম করি ॥ ৫ ॥ গুণের আকর, সুখের আধার, কৃপার সাগর,

দৃগন্তচারুশায়কং নমামি প্রেমনায়কং
নিকামকামদায়কং নমামি বেণুগায়কম্ ।
মহাভবাগ্নিতারকং ভবাব্ধি কর্ণধারকং
যশোমতীকিশোরকং নমামি দুগ্ধচোরকম্ ॥ ৭ ॥
সমস্তমুগ্ধগোপিকা মনোজকামদায়কং
নমামি ভক্তবর্দ্ধনং দধিপ্রিয়ং জনার্দ্দনম্ ।
কিশোরকান্তিরঞ্জনং দৃগঞ্জনং সুশোভিতং
গজেন্দ্রমোক্ষকারিণং নমামি লোক সন্তোষম্ ॥ ৮ ॥
নিকুঞ্জমঞ্জুমাধুরী প্রিয়ালিবৃন্দসুন্দরীং
লভেহহমিন্দিরাস্তুতাং তথাকৃপা বিধীয়তাম্ ।
প্রমাণিতং স্তবদ্বয়ং পঠন্তি প্রাতরুত্থিতাঃ
ত এব নন্দনন্দনং মিলন্তি ভাবসংস্থিতাঃ ॥ ৯ ॥

শুভের নিদান, সুখপ্রদাতা, প্রেমনায়ক, সমস্তদোষ বিনাশক, ভক্তসকলের তোষণ-কারী, সকল সেবকের প্রাণ, প্রেমবিলাস-লোলুপ কৃষ্ণকে আমি প্রণাম করি ॥৬॥ সুচারু সুন্দর বাণসদৃশ কটাক্ষধারী, নিকুঞ্জনায়ক, নিঃশেষে ভক্তদিগের বাঞ্ছিতপ্রদ, বেণুগানকারীকে প্রণাম করি। সংসার মহাদাবাগ্নি হইতে উদ্ধারকারী, সংসার-সমুদ্রের কর্ণধার-স্বরূপ, দুগ্ধচৌর, স্নেহের যশোদাকিশোর কৃষ্ণকে আমি প্রণাম করি ॥ ৭ ॥ নিজের প্রতি প্রেমমুগ্ধ গোপীগণের মনে কাম প্রদাতা, ভক্তদিগের আনন্দবর্দ্ধনকারী, দধিপ্রিয় জনার্দ্দনকে প্রণাম করি। কৈশোরকান্তিদ্বারা প্রেয়সী-গণের রঞ্জনকারী যাঁহার নয়ন অঞ্জনযোগে সুশোভিত, গ্রাহের মুখ হইতে গজ-রাজের মোচনকারী, লোকসম্মত সেই কৃষ্ণকে আমি প্রণাম করি ॥ ৮ ॥ হে কৃষ্ণ! আমি যাহাতে শ্রীলক্ষ্মীদেবী-কর্ত্তৃক সংস্তুত মনোরম নিকুঞ্জবিলাস-মাধুরীমণ্ডিত প্রিয়নর্ম্মসখী-বৃন্দের সঙ্গ সেবা সম্পত্তি লাভ করিতে পারি, সেইরূপ কৃপা বিধান করুন। প্রাতঃকালে উঠিয়া যাঁহারা এই প্রমাণিত অর্থাৎ প্রমাণিকা পদদ্বয়ে বিরচিত শ্রীকৃষ্ণকৃপাকটাক্ষ-স্তোত্র পাঠ করেন, তাঁহারা ভাবসিদ্ধি-কালে নন্দনন্দনের সহিত মিলিত হন ॥ ৯ ॥

প্রার্থনা-পদ্ধতিঃ

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতা]

শুদ্ধগাঙ্গেয়-গৌরাঙ্গীং কুরঙ্গীলঙ্গিমেক্ষণাম্ ।
জিতকোটীন্দু-বিম্বাস্যামম্বুদাম্বর-সংবৃতাম্ ॥ ১ ॥
নবীনবল্লবীবৃন্দ-ধম্মিল্লোৎফুল্ল-মল্লিকাম্ ।
দিব্যরত্নাদ্যলঙ্কার-সেব্যমান-তনুশ্রিয়ম্ ॥ ২ ॥
বিদগ্ধ-মণ্ডল-গুরুং গুণগৌরব-মণ্ডিতাম্ ।
অতিপ্রেষ্ঠ-বয়স্যাভিরষ্টাভিরভিবেষ্টিতাম্ ॥ ৩ ॥
চঞ্চলাপাঙ্গ-ভঙ্গেন ব্যাকুলীকৃত-কেশবাম্ ।
গোষ্ঠেন্দ্রসুত-জীবাতু-রম্য-বিম্বাধরামৃতম্ ॥ ৪ ॥
ত্বামসৌ যাচতে নত্বা বিলুঠন্ যমুনাতটে ।
কাকুভির্ব্যাকুল-স্বান্তো জনো বৃন্দাবনেশ্বরি ॥ ৫ ॥
কৃতাগস্কেঽপ্যযোগ্যেঽপি জনেঽস্মিন্ কুমতাবপি ।
দাস্যদান-প্রদানস্য লবমপ্যুপপাদয় ॥ ৬ ॥
যুক্তস্ত্বয়া জনো নৈব দুঃখিতোঽয়মুপেক্ষিতুম্ ।
কৃপাদ্যোত-দ্রবচ্চিত্ত-নবনীতাসি যৎ সদা ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—হে বৃন্দাবনেশ্বরি ! তুমি তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় গৌরাঙ্গী, তোমার নয়ন কুরঙ্গীর ন্যায় মনোহর, ত্বদীয় মুখমণ্ডল কোটী চন্দ্রকেও পরাভূত করিয়াছে, নবনীরদের ন্যায় নীলাম্বরে তুমি সুশোভিত ॥ ১ ॥ তুমি নবীনা বল্লবীবৃন্দের কবরীভূষণ বিকসিত-মল্লিকা-কুসুমস্বরূপ, সুদিব্য রত্নাদি অলঙ্কারে তোমার শ্রীঅঙ্গ সুশোভিত ॥ ২ ॥ বিদগ্ধা অর্থাৎ যাবতীয় সুচতুরা গোপীগণের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠা এবং অশেষ গুণগৌরবে সুশোভিত, তুমি অতিপ্রিয়তম অষ্টসখীতে পরিবেষ্টিত ॥ ৩ ॥ তুমি অপাঙ্গ-ভঙ্গীদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে ব্যাকুলিত কর, তোমার অতি-সুন্দর অধরবিম্বামৃত গোষ্ঠেন্দ্রসুত শ্রীকৃষ্ণের জীবনৌষধ-স্বরূপ ॥ ৪ ॥ হে শ্রীমতি ! আমি ব্যাকুল হৃদয়ে যুমনাকূলে লুণ্ঠিত কলেবর হইয়া তোমাকে প্রণামপূর্ব্বক কাকুবাক্যে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আমি অপরাধী, দুষ্টমতি ও অযোগ্য হইলেও আমাকে তোমার দাসত্ব কিঞ্চিৎ প্রদান করিয়া কৃতার্থ কর ॥ ৫-৬ ॥ হে কৃপাময়ি ! এই দুঃখিত জনকে উপেক্ষা করা তোমার কখনই উচিত হয় না, যেহেতু কৃপার প্রভাবে তোমার নবনীত হৃদয় সর্ব্বদা দ্রবীভূত ॥ ৭ ॥

শ্রীপ্রার্থনাশ্রয়-চতুর্দ্দশকম্

[শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

অলং দীপাবল্যাং বিপুলরতি-গোবর্দ্ধন-গিরিং
জনন্যা সংপূজ্যোজ্জ্বলিত-মহিলোদ্গীত-কুতুকৈঃ ।
নিশাদ্রাবৈঃ পৃষ্ঠে রচিত-কর-লক্ষ্মশ্রিয়মসৌ
বহন্ মেঘধ্বানৈঃ কলয় গিরিভৃৎ খেলয়তি গাঃ ॥ ১ ॥
পুরো গোভিঃ সার্দ্ধং ব্রজনৃপতি-মুখ্যা ব্রজজনা
ব্রজন্ত্যেষাং পশ্চান্নিখিল-মহিলাভির্ব্রজনৃপাঃ ।
ততো মিত্রব্রাতৈঃ কৃতবিবিধ-নর্ম্ম ব্রজশশী
ছলৈঃ পশ্যন্ রাধাং সহচরি পরিক্রামতি গিরিম্ ॥ ২ ॥
উদঞ্চৎ কারুণ্যামৃত-বিতরণৈর্জীবিত-জগদ্-
যুবদ্বন্দ্বং গন্ধৈর্গুণ-সুমনসাং বাসিতজনম্ ।
কৃপাঞ্চেন্ময্যেবং কিরতি ন তদা ত্বং কুরু তথা
যথা মে শ্রীকুণ্ডে সখি সকলমঙ্গং নিবসতি ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—দীপান্বিতায় (দীপাবলীতে) যশোদাদেবী সমুজ্জ্বল অলঙ্কারে বিভূষিতা গোপ-মহিলাদিগের সহিত উত্তম গীত-কৌতুকে বিশেষ ভক্তি-সহকারে গোবর্দ্ধন-পূজা করিয়া হরিদ্রা-দ্রবদ্বারা যাঁহার পৃষ্ঠদেশে নিজহস্তের চিহ্ন রচনা করিয়াছেন, (হে রূপমঞ্জরি-সখি !) সেই গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণ-জননী-দত্ত ঐ চিহ্ন পৃষ্ঠে বহন করত মেঘ-গম্ভীর-নিনাদে গো-সকলকে ক্রীড়া করাইতেছেন, দর্শন করুন ॥ ১ ॥ অগ্রে গো-গণের সহিত নন্দরাজ প্রভৃতি ব্রজবাসিগণ এবং ইহাঁ-দিগের পশ্চাৎ নিখিল ব্রজ-মহিলাদিগের সহিত ব্রজেশ্বরী যশোদাদেবী গমন করিতেছেন। তদনন্তর ব্রজশশী শ্রীকৃষ্ণ মিত্রবৃন্দের সহিত বিবিধ কৌতুক করত ছলে শ্রীরাধাকে অবলোকন করিতে করিতে গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিতেছেন, হে সহচরি ! দর্শন করুন ॥ ২ ॥ সমুদিত কারুণ্যামৃত বিতরণ করত যিনি জগৎকে জীবিত করিতেছেন এবং যিনি গুণরূপ পুষ্পসমূহের গন্ধে জন-সকলকে আমোদিত

উদ্দাম-নর্ম্ম-রসকেলি-বিনির্ম্মিতাঙ্গং
রাধা-মুকুন্দ-যুগলং ললিতা-বিশাখে ।
গৌরাঙ্গচন্দ্রমিহ রূপ-যুগং ন পশ্যন্
হা বেদনাঃ কতি সহে স্ফুট রে ললাট ॥ ৪ ॥
ব্রজপতি-কৃত-পর্ব্বানন্দি-নন্দীশ্বরোদ্যৎ-
পরিষদি বদনান্তঃ স্মেরতাং রাধিকায়াঃ ।
রচয়তি হরিরারাদ্দৃগ্বিভঙ্গেন নদ্যাং
রবিরিব কমলিন্যাঃ পুষ্পকান্তিং করেণ ॥ ৫ ॥
উপগিরি-গিরিধর্ত্তুঃ সুস্মিতে বক্ত্রবিম্বে
ভ্রমতি নিভৃত-রাধা-নেত্রভঙ্গীচ্ছলেন ।
অতিতৃষিত-চকোরী-লালসেবাম্বুদস্যো-
পরি শশিনি সুধাঢ্যে মধ্য-আকাশদেশম্ ॥ ৬ ॥
দ্যুতিজিত-রতি-গৌরী-ক্ষ্মা-রমা-সত্যভামা-
ব্রজপুর বরনারীবৃন্দ-চন্দ্রাবলীকাম্ ।

ও তৃপ্ত করিয়াছেন, সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণ যদি আমার প্রতি কৃপা না করেন, তবে হে সখি! যাহাতে আমার সমস্ত অঙ্গ শ্রীকুণ্ডে (রাধাকুণ্ডে) বাস করে, আপনি তাহাই করুন অর্থাৎ আপনার আজ্ঞায় আমি শ্রীকুণ্ডে দেহত্যাগ করি ॥ ৩ ॥ অতিশয় পরিহাস-রসক্রীড়াতেই যাঁহাদিগের অঙ্গ বিনির্ম্মিত, হায়! এতাদৃশ রাধাকৃষ্ণযুগল, ললিতা-বিশাখা, গৌরাঙ্গচন্দ্র এবং রূপ ও সনাতন, ইহঁাদিগকে এই ব্রজে দর্শন না করিয়া আর কতই না বেদনা সহ্য করিব ; আর ললাট, তুমি বিদীর্ণ হও ॥৪॥ (হে সখি!) সূর্য্য যেমন কিরণদ্বারা কমলিনীর পুষ্পকান্তি প্রকাশ করেন, তদ্রূপ ব্রজপতি নন্দ-মহারাজকর্ত্তৃক সম্পাদিত পর্ব্বোপলক্ষে নন্দীশ্বরবাসী জনসকলের সভায় শ্রীকৃষ্ণ দূর হইতে নয়ন-ভঙ্গীদ্বারা শ্রীরাধিকার বদন-মধ্যে মন্দ হাস্য রচনা করিতেছেন ॥ ৫ ॥ (হে সহচরি!) যেমন আকাশ-প্রদেশে মেঘের উপরে সুধা-পূর্ণ চন্দ্রমণ্ডলে অতি তৃষ্ণাতুরা চকোরীর লালসা ভ্রমণ করে, তদ্রূপ গিরি-সমীপে গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর হাস্যপূর্ণ বদন-বিম্বে প্রচ্ছন্নভাবে শ্রীরাধা নেত্রভঙ্গী-চ্ছলে ভ্রমণ করিতেছেন ॥ ৬ ॥ যাঁহার কান্তি কামপত্নী রতি, গৌরী, পৃথিবী, লক্ষ্মী, সত্যভামা ও ব্রজপুরের উত্তম উত্তম রমণীগণ এবং চন্দ্রাবলীকেও জয় করিয়াছে,

গিরিভৃত ইহ রাধাং তন্বতো মণ্ডিতাং তৎ
তদুপকরণমগ্রে কিং নিধাস্যে ক্রমেণ? ৭ ॥
কনক-রচিত-কুম্ভদ্বন্দ্ব-বিন্যাসভঙ্গী-
রুচিহর-কুচযুগ্মং সৌরভোচ্ছুনমস্যাঃ ।
সপুলকমথ-গন্ধৈশ্চিত্রিতং কর্ত্তুমিচ্ছো-
র্গিরিভৃত ইহ হস্তে হন্ত দাস্যে কদা তান্? ৮ ॥
কৃষ্ণস্যাংসে বিনিহিত-ভুজাবল্লিরুৎফুল্ল-রোমা
রামা কেয়ং কলয়তি তরাং ভূধরারণ্য-লক্ষ্মীম্ ।
জ্ঞাতং জ্ঞাতং প্রণয়-চটুলা-ব্যাকুলা রাগপূরৈ-
রন্যা কান্তে সহচরি বিনা রাধিকামীদৃশী বা? ৯ ॥
অপূর্ব্ব-প্রেমাব্ধেঃ পরিমলপয়ঃ-ফেণনিবহৈঃ
সদা যো জীবাতুর্যমিহ কৃপয়া সিঞ্চদতুলম্ ।
ইদানীং দুর্দ্দৈবাং প্রতিপদ-বিপদ্দাব-বলিতো
নিরালম্বঃ সোঽয়ং কমিহ তমৃতে যাতু শরণম? ১০ ॥
শূন্যায়তে মহাগোষ্ঠং গিরীন্দ্রোঽজগরায়তে ।
ব্যাঘ্র-তুণ্ডায়তে কুণ্ডং জীবাতু-রহিতস্য মে ॥ ১১ ॥

এতাদৃশী শ্রীরাধাকে যিনি এই ব্রজ-মধ্যে অলঙ্কৃতা করিয়া বিস্তার করিতেছেন, সেই গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে আমি কবে তৎকালোচিত উপকরণ স্থাপন করিব? ৭ ॥ কনক-রচিত কুম্ভযুগ্মের বিন্যাস-ভঙ্গীর শোভাহারী, সৌরভ-পুষ্ট ও পুলকিত শ্রীরাধার কুচযুগলকে যিনি গন্ধ-দ্রব্যদ্বারা চিত্রিত করিতে ইচ্ছুক, হায়! সেই গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণের হস্তে আমি কবে গন্ধ-দ্রব্যসকল অর্পণ করিব? ৮ ॥ শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধদেশে ভুজলতা স্থাপনপূর্ব্বক পুলকিতাঙ্গী হইয়া অত্যাদরে গোবর্দ্ধন-সমীপ-প্রদেশের বনশোভা দর্শন করিতেছেন, এই রমণী কে? হে সহচরি! জানিলাম,—প্রণয়-চটুলা, ব্যাকুলা এবং অনুরাগসমূহে পরিপূর্ণা শ্রীরাধা ব্যতিরেকে আর কে এ-প্রকার হইবে? ৯ ॥ জীবনোপায়-স্বরূপ শ্রীরূপগোস্বামী অপূর্ব্ব প্রেম-সমুদ্রের সুনির্ম্মল বারি ফেণসমূহদ্বারা সর্ব্বদা মাদৃশ জনকে যে-প্রকার সিক্ত করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই ; সম্প্রতি দুর্দ্দৈববশতঃ ক্ষণে ক্ষণে বিপদ্-রূপ দাবানল-গ্রস্ত হওয়ায় আমি আশ্রয়শূন্য হইয়াছি ; অতএব পূর্ব্ব-কৃপাসিক্ত সেই

ন পততি যদি দেহস্তেন কিং তস্য দোষঃ
স কিল কুলিশসারৈর্যদ্বিধাত্রা ব্যধায়ি ।
অয়মপি পরহেতুর্গাঢ়-তর্কেণ দৃষ্টঃ
প্রকট-কদন-ভারং কো বহত্বন্যথা বা ? ১২ ॥
গিরিবর-তট-কুঞ্জে মঞ্জু-বৃন্দাবনেশা-
সরসি চ রচয়ন্ শ্রীরাধিকা-কৃষ্ণ-কীর্ত্তিম্ ।
ধৃতরতি-রমণীয়ং সংস্মরন্ তৎপদাব্জং
ব্রজ-দধি-ফলমশ্নন্ সর্ব্বকালং বসামি ॥ ১৩ ॥
বসতো গিরিবর-কুঞ্জে লপতঃ শ্রীরাধিকেঽনুকৃষ্ণেতি ।
ধয়তো ব্রজ-দধি-তক্রং নাথ! সদা মে দিনানি গচ্ছন্তু ॥ ১৪ ॥

শ্রীরাধিকায়া আনন্দচন্দ্রিকাখ্য-দশনাম-স্তোত্রম্

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

রাধা-দামোদর-প্রেষ্ঠা রাধিকা বার্ষভানবী ।
সমস্ত-বল্লবীবৃন্দ-ধম্মিলোত্তংস-মল্লিকা ॥ ১ ॥

মদ্বিধ জন এখন উক্ত শ্রীরূপগোস্বামী ব্যতিরেকে আর কাহাকে আশ্রয় করিব ?১০॥ জীবনোপায়-স্বরূপ শ্রীরূপগোস্বামীর সহিত বিচ্ছিন্ন হওয়ায় আমার মহাগোষ্ঠ শূন্যের ন্যায়, গিরিরাজ-গোবর্দ্ধন অজগরের ন্যায় এবং শ্রীরাধাকুণ্ড ব্যাঘ্র-তুণ্ডের ন্যায় বোধ হইতেছে ॥ ১১ ॥ যদি আমার দেহ ভৃগুপাতদ্বারা পতিত না হয় তাহাতে দেহের কোন দোষ নাই, যেহেতু ঐ দেহকে বিধাতা বজ্রসারদ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছেন ; অথবা আমি প্রগাঢ় তর্ক করিয়া এই একটী অন্য কারণ দেখিতেছি যে, আমা ভিন্ন অন্য আর কে এতাদৃশ দুঃখভার বহন করিবে? ১২ ॥ আমি শ্রীরাধাকৃষ্ণের সুবিমল কীর্ত্তি প্রচার করিতে করিতে এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের সানুরাগ রমণীয় চরণারবিন্দকে স্মরণ করিতে করিতে এবং বৃন্দাবনের দধি ও ফল ভোজন করিতে করিতে গোবর্দ্ধন-তটবর্ত্তি-কুঞ্জে শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর যে সরোবর অর্থাৎ শ্রীরাধাকুণ্ড, তাহাতেই যেন সর্ব্বকাল বাস করি ॥ ১৩ ॥ হে নাথ! হে রূপ-গোস্বামিন্! গোবর্দ্ধন-কুঞ্জে বাস, "অগ্রে হে রাধিকে! পশ্চাৎ হে কৃষ্ণ!"—এই

কৃষ্ণপ্রিয়াবলী-মুখ্যা গান্ধর্ব্বা ললিতা-সখী ।
বিশাখা-সখ্য-সুখিনী হরি-হৃদ্ভৃঙ্গ-মঞ্জরী ॥ ২ ॥
ইমাং বৃন্দাবনেশ্বর্য্যা দশনাম-মনোরমাম্ ।
আনন্দচন্দ্রিকাং নাম যো রহস্যাং স্তুতিং পঠেৎ ॥ ৩ ॥
স ক্লেশ-রহিতো ভূত্বা ভূরি-সৌভাগ্য-ভূষিতঃ ।
ত্বরিতং করুণাপাত্রং রাধামাধবয়োর্ভবেৎ ॥ ৪ ॥

শ্রীচাটুপুষ্পাঞ্জলিঃ

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতঃ]

নব-গোরোচনা-গৌরীং প্রবরেন্দীবরাম্বরাম্ ।
মণি-স্তবক-বিদ্যোতি-বেণী-ব্যালাঙ্গনা-ফণাম্ ॥ ১ ॥
উপমান-ঘটামান-প্রহারি-মুখমণ্ডলাম্ ।
নবেন্দু-নিন্দি-ভালোদ্যৎ-কস্তূরী-তিলক-শ্রিয়ম্ ॥ ২ ॥

নামদ্বয় উচ্চারণ এবং ব্রজের দধি ও ঘোল পান করিতে করিতে আমার দিনসমূহ অতিবাহিত হউক ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—রাধা অর্থাৎ যিনি শ্রীকৃষ্ণের অভীষ্টপূরণকারিণী, যিনি দামোদর-প্রিয়তমা ; রাধিকা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের আরাধিকা অথবা শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার আরাধনা করেন ; বার্ষভানবী অর্থাৎ যিনি শ্রীবৃষভানুরাজার নন্দিনী, যিনি সমস্ত ব্রজরমণীগণের শিরোভূষণ মল্লিকা মালাস্বরূপা ॥ ১ ॥ যিনি শ্রীকৃষ্ণের সকল প্রেয়সীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, যিনি সঙ্গীতাদি বিদ্যায় প্রধানা, যিনি শ্রীমতী ললিতার সখী, বিশাখার সহিত সখ্যভাবে যিনি সুখিনী, শ্রীকৃষ্ণের মানস-ভৃঙ্গের পুষ্প-মঞ্জরী-স্বরূপা ॥ ২ ॥ বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকার আনন্দচন্দ্রিকা-নামক মনোরম এবং গোপনীয় এই দশনাম-স্তোত্র যিনি পাঠ করেন, তিনি সৌভাগ্যশালী ও অবিদ্যাদি ক্লেশরহিত হইয়া শীঘ্রই শ্রীশ্রীরাধামাধবের করুণাভাজন হন ॥ ৩-৪ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—হে বৃন্দাবনেশ্বরি! আমি তোমাকে বন্দনা করি, তুমি অভিনব গোরোচনার ন্যায় গৌরাঙ্গী, সুন্দর নীলপদ্মের ন্যায় তোমার বসন, তোমার লম্বিত বেণীর উপরস্থ মণিরত্ন-খচিত কবরীবন্ধ যেন ফণাযুক্ত ভুজঙ্গিনী বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ১ ॥ তোমার মুখমণ্ডলচন্দ্র পদ্ম প্রভৃতি যাবতীয় উপমান পদার্থের

ভ্রূজিতানঙ্গ-কোদণ্ডাং লোল-নীলালকাবলীম্ ।
কজ্জলোজ্জ্বলতা-রাজচ্চকোরী-চারুলোচনাম্ ॥ ৩ ॥
তিলপুষ্পাভ-নাসাগ্র-বিরাজদ্বর-মৌক্তিকাম্ ।
অধরোদ্ধূত-বন্ধুকাং কুন্দালী-বন্ধুর-দ্বিজাম্ ॥ ৪ ॥
সরত্ন-স্বর্ণ-রাজীব-কর্ণিকা-কৃত-কর্ণিকাম্ ।
কস্তূরী-বিন্দু-চিবুকাং রত্ন-গ্রৈবেয়কোজ্জ্বলাম্ ॥ ৫ ॥
দিব্যাঙ্গদ-পরিষ্বঙ্গ-লসদ্ভুজ-মৃণালিকাম্ ।
বলারি-রত্ন-বলয়-কলালম্বি-কলাবিকাম্ ॥ ৬ ॥
রত্নাঙ্গুরীয়কোল্লাসি-বরাঙ্গুলি-করাম্বুজাম্ ।
মনোহর-মহাহার-বিহারি-কুচ-কুট্মলাম্ ॥ ৭ ॥
রোমালি-ভুজগী-মূর্দ্ধরত্নাভ-তরলাঞ্চিতাম্ ।
বলিত্রয়ী-লতাবদ্ধ-ক্ষীণভঙ্গুর-মধ্যমাম্ ॥ ৮ ॥
মণি-সারসনাধার-বিস্ফার-শ্রোণি-রোধসম্ ।
হেমরম্ভা-মদারম্ভ-স্তম্ভনোরু-যুগাকৃতিম্ ॥ ৯ ॥

গর্ব্ব খর্ব্ব করে, নবোদিত ইন্দুকলার ন্যায় তোমার ললাট কস্তূরীতিলকে সুশোভিত ॥ ২ ॥ তোমার ভ্রূযুগলদ্বারা অনঙ্গের শরাসন তিরস্কৃত হইয়াছে, তুমি চঞ্চল নীলবর্ণ কুটিলকুন্তলে সুশোভিত, কজ্জলে সুশোভিত ত্বদীয় নয়নযুগল চকোরী-মিথুন বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ৩ ॥ তিল-কুসুমের মত নাসাগ্রে উৎকৃষ্ট মুক্তা সুশোভিত, বন্ধূক পুষ্পের ন্যায় তোমার অধর ও কুন্দাবলীর ন্যায় দন্তরাজি সুশোভিত ॥ ৪ ॥ রত্নজড়িত স্বর্ণপদ্মের কর্ণিকার তোমার কর্ণভূষণ, তোমার চিবুক কস্তূরী-বিন্দুতে সুশোভিত এবং তুমি রত্নময় কণ্ঠহারে অলঙ্কৃত ॥ ৫ ॥ তোমার মৃণালস্বরূপ ভুজদ্বয় সুন্দর অঙ্গদভূষণে ভূষিত এবং মণিবদ্ধ সুমধুর ধ্বনিবিশিষ্ট ইন্দ্রনীলমণিময় বলয়দ্বারা সুশোভিত ॥ ৬ ॥ তোমার করপদ্মস্থ অঙ্গুলিসকল রত্নাঙ্গুরীয়দ্বারা সুশোভিত, তোমার স্তনযুগল মনোহর মহাহারে বিভূষিত ॥ ৭ ॥ তোমার হৃদয়ে বিরাজিত হার-মধ্যস্থিত মণিকে রোমাবলীরূপ ভুজঙ্গিনীর মস্তক-স্থিত রত্ন বলিয়া বোধ হইতেছে, তোমার অতিশয় ক্ষীণ ও কুচভরে ভঙ্গুর মধ্যস্থান ত্রিবলিরূপ লতাদ্বারা যেন বেষ্টিত হইয়াছে ॥ ৮ ॥ তোমার বিশাল কটিতটে মণিময় কিঙ্কিণী সুশোভিত, তোমার ঊরুযুগল স্বর্ণ-কদলীর মদগর্ব্ব খর্ব্ব করিতেছে ॥৯॥

জানু-দ্যুতি-জিত-ক্ষুল্ল-পীতরত্ন-সমুদ্গকাম্ ।
শরন্নীরজ-নীরাজ্য-মঞ্জীর-বিরণৎ-পদাম্ ॥ ১০ ॥
রাকেন্দু-কোটি-সৌন্দর্য্য-জৈত্র-পাদনখ-দ্যুতিম্ ।
অষ্টাভিঃ সাত্ত্বিকৈর্ভাবৈরাকুলীকৃত-বিগ্রহাম্ ॥ ১১ ॥
মুকুন্দাঙ্গ-কৃতাপাঙ্গামনঙ্গোর্ম্মি-তরঙ্গিতাম্ ।
ত্বামারব্ধ-শ্রিয়ানন্দাং বন্দে বৃন্দাবনেশ্বরি ॥ ১২ ॥
অয়ি প্রোদ্যন্মহাভাব-মাধুরী-বিহ্বলান্তরে ।
অশেষ-নায়িকাবস্থা-প্রাকট্যাদ্ভুত-চেষ্টিতে ॥ ১৩ ॥
সর্ব্বমাধুর্য্য-বিঞ্ছোলী-নির্ম্মঞ্ছিত-পদাম্বুজে ।
ইন্দিরা-মৃগ্য-সৌন্দর্য্য-স্ফুরদঙ্ঘ্রি-নখাঞ্চলে ॥ ১৪ ॥
গোকুলেন্দুমুখী-বৃন্দ-সীমন্তোত্তংস-মঞ্জরি ।
ললিতাদি-সখীযূথ-জীবাতু-স্মিত-কোরকে ॥ ১৫ ॥
চটুলাপাঙ্গ-মাধুর্য্য-বিন্দূন্মাদিত-মাধবে ।
তাতপাদ-যশঃস্তোম-কৈরবানন্দ-চন্দ্রিকে ॥ ১৬ ॥

তোমার সুন্দর জানুযুগলের শোভায় পীতবর্ণ রত্নময় সমুদ্গকের (কৌটার) শোভা তিরস্কৃত হইতেছে, সুন্দর ও শব্দায়মান নূপুরযুক্ত ত্বদীয় পদযুগল শরৎকালীন প্রফুল্ল পদ্মদ্বারা নীরাজিত ॥ ১০ ॥ তোমার পাদপদ্মস্থ নখদ্যুতিদ্বারা কোটি কোটি পূর্ণ শশধরের সৌন্দর্য্য অপহৃত হইয়াছে, স্তম্ভ-স্বেদাদি অষ্টসাত্ত্বিকভাবে কৃষ্ণাঙ্গে অপাঙ্গ সঞ্চালন করিয়া তোমার অনঙ্গ-তরঙ্গ উচ্ছলিত হয় এবং তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া অপার আনন্দ উপভোগ কর, অতএব হে বৃন্দাবনেশ্বরি! এবম্বিধ গুণশালিনী তোমাকে আমি বন্দনা করি ॥ ১১-১২ ॥ অয়ি শ্রীমতি! সমুদিত মহাভাব-মাধুরীদ্বারা তোমার অন্তঃকরণ বিবশ হইয়াছে, তোমাতে অশেষ প্রকার নায়িকার লক্ষণ থাকায় ত্বদীয় ভাব-ভঙ্গী সকলের আশ্চর্য্যকারিণী ॥ ১৩ ॥ সমস্ত নায়িকাগত মাধুর্য্যাদিগুণ তোমার পাদপদ্মের নির্ম্মঞ্ছন করিতেছে, লক্ষ্মীর প্রার্থনীয় সৌন্দর্য্য তোমার পাদপদ্ম-নখপ্রান্তে বিরাজিত ॥ ১৪ ॥ তুমি গোকুল-বাসিনী সমস্ত ব্রজরমণীর শিরোভূষণ কুসুমমঞ্জরী-স্বরূপ, ত্বদীয় মন্দ মন্দ হাস্য-কলিকা ললিতাদি সখীবৃন্দের জীবনৌষধ-স্বরূপ ॥ ১৫ ॥ তুমি চঞ্চল অপাঙ্গরূপ মাধুর্য্য-বিন্দুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে উন্মাদিত কর, তুমি নিজপিতা বৃষভানুর কীর্ত্তিকলাপরূপ কুসুমের

অপার-করুণাপূর-পূরিতান্তর্মনোহ্রদে ।
প্রসীদাস্মিন্ জনে দেবি! নিজদাস্য-স্পৃহাজুষি ॥ ১৭ ॥
কচ্চিত্ত্বং চাটু-পটুনা তেন গোষ্ঠেন্দ্র-সূনুনা ।
প্রার্থ্যমান-চলাপাঙ্গ-প্রসাদা দ্রক্ষ্যসে ময়া? ১৮ ॥
ত্বাং সাধু মাধবী-পুষ্পৈর্মাধবেন কলাবিদা ।
প্রসাধ্যমানাং স্বিদ্যন্তীং বীজয়িষ্যাম্যহং কদা? ১৯ ॥
কেলি-বিস্রংসিনো বক্র-কেশবৃন্দস্য সুন্দরি ।
সংস্কারায় কদা দেবি জনমেতং নিদেক্ষ্যসি? ২০ ॥
কদা বিম্বোষ্ঠি! তাম্বূলং ময়া তব মুখাম্বুজে ।
অর্প্যমাণং ব্রজাধীশ-সূনুরাচ্ছিদ্য ভোক্ষতে? ২১ ॥
ব্রজরাজ-কুমার-বল্লভা-কুলসীমন্তমণি! প্রসীদ মে ।
পরিবারগণস্য তে যথা পদবী মে ন দবীয়সী ভবেৎ ॥ ২২ ॥
করুণাং মুহুরর্থয়ে পরং তব বৃন্দাবন-চক্রবর্ত্তিনি ।
অপি কেশি-রিপোর্যয়া ভবেৎ স চটুপ্রার্থন-ভাজনং জনঃ ॥ ২৩ ॥

আনন্দদায়িনী চন্দ্রিকাস্বরূপ ॥ ১৬ ॥ তোমার অন্তঃকরণরূপ মহাহ্রদ অপার করুণাপ্রবাহে পরিপূর্ণ, হে দেবি! তোমার দাসত্বাভিলাষী এই জনের প্রতি প্রসন্না হও ॥১৭॥ হে দেবি! তোমার মানান্তে চাটুবচন-পটু ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তোমার সহিত মিলন প্রার্থনা করিলে তুমি চঞ্চল অপাঙ্গদ্বারা দৃষ্টিপাত করিয়া প্রসন্না হইতেছ, এই প্রকার তোমার ভাব আমি কবে দেখিতে পাইব? ১৮ ॥ শিল্পকার্য্যে নিপুণ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক সুন্দর মাধবী-কুসুমদ্বারা তুমি অলঙ্কৃত হইতেছ এবং তৎকরস্পর্শে সাত্ত্বিকভাবের উদয়হেতু তোমার কলেবর ঘর্ম্মাক্ত হইলে আমি তালবৃন্ত-দ্বারা তোমার সেই শ্রীঅঙ্গে কবে ব্যজন করিব? ১৯ ॥ হে দেবি! হে সুন্দরি! কৃষ্ণসহ বিহারান্তে ত্বদীয় কুটিল কেশপাশ আলুলায়িত হইলে তাহা পুনর্ব্বার সংস্কার করিবার জন্য এই জনকে কবে আদেশ করিবে? ২০ ॥ হে বিম্বোষ্ঠি! আমি তোমার মুখাম্বুজে তাম্বূল অর্পণ করিব, শ্রীকৃষ্ণ তোমার মুখ হইতে কাড়িয়া লইয়া উহা ভক্ষণ করিবেন, তোমাদিগের উভয়ের এইপ্রকার ভাব আমি কবে দর্শন করিব? ২১ ॥ হে শ্রীমতি! ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় প্রেয়সীগণের শিরোভূষণ অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে তুমিই প্রধানা, অতএব আমার

ইমং বৃন্দাবনেশ্বর্য্যা জনো যঃ পঠতি স্তবম্ ।
চাটুপুষ্পাঞ্জলিং নাম স স্যাদস্যাঃ কৃপাস্পদম্ ॥ ২৪ ॥

শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বা-সংপ্রার্থনাষ্টকম্

[শ্রীল-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

বৃন্দাবনে বিহরতোরিহ কেলিকুঞ্জে,
মত্ত-দ্বিপ-প্রবর-কৌতুক-বিভ্রমেণ ।
সন্দর্শয়স্ব যুবয়োর্বদনারবিন্দ-
দ্বন্দ্বং বিধেহি ময়ি দেবি কৃপাং প্রসীদ ॥ ১ ॥
হা দেবি! কাকুভর-গদ্গদয়াদ্য বাচা
যাচে নিপত্য ভুবি দণ্ডবদুদ্ভটার্ত্তিঃ ।
অস্য প্রসাদমবুধস্য জনস্য কৃত্বা
গান্ধর্ব্বিকে নিজগণে গণনাং বিধেহি ॥ ২ ॥
শ্যামে! রমারমণ-সুন্দরতা-বরিষ্ঠ
সৌন্দর্য্য-মোহিত-সমস্ত-জগজ্জনস্য ।

প্রতি প্রসন্না হও এবং যাহাতে অচিরাৎ তোমার পরিবারগণের মধ্যে গণিত হইতে পারি সেইরূপ অনুকম্পা কর ॥ ২২ ॥ হে বৃন্দাবন-চক্রবর্ত্তিনি! আমি পুনঃ পুনঃ তোমার করুণা প্রার্থনা করিতেছি, আমার প্রতি এইরূপ কর যে, আমি তোমার সখী হইব, তুমি মানিনী হইলে তোমার সখী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ আমার নিকট আসিয়া তোমার সহিত মিলনের জন্য কত চাটুবাক্য বলিবেন, তৎপরে আমি তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া তোমার নিকট লইয়া যাইব ॥ ২৩ ॥ বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকার 'চাটুপুষ্পাঞ্জলি'-নামক এই স্তব যিনি শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ করেন, তিনি অচিরেই তাঁহার কৃপাপাত্র হয়েন ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—হে দেবি! শ্রীবৃন্দাবনে কেলিকুঞ্জে মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় কৌতুকী হইয়া তোমরা দুইজনে নিত্যবিহার করিতেছ, অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তোমাদিগের উভয়ের বদনারবিন্দযুগল একবার দর্শন করাও ॥ ১ ॥ হা দেবি! হা গান্ধর্ব্বিকে! আমি অতিশয় মূঢ়, এক্ষণে ভূমিতে দণ্ডের ন্যায় নিপতিত হইয়া অতিশয় কাকুস্বরে ও গদ্গদ বাক্যে তোমার নিকট

শ্যামস্য-বামভুজ-বদ্ধতনুং কদাহং
ত্বামিন্দিরা-বিরল-রূপভরাং ভজামি? ৩ ॥
ত্বাং প্রচ্ছদেন মুদিরচ্ছবিনা পিধায়
মঞ্জীর-মুক্ত-চরণাঞ্চ বিধায় দেবি!
কুঞ্জে ব্রজেন্দ্র-তনয়েন বিরাজমানে
নক্তং কদা প্রমুদিতামভিসারয়িষ্যে? ৪ ॥
কুঞ্জে প্রসূন-কুল-কল্পিত-কেলিতল্পে
সংবিষ্টয়োর্মধুর-নর্ম্ম-বিলাস-ভাজোঃ ।
লোক-ত্রয়াভরণয়োশ্চরণাম্বুজানি
সম্বাহয়িষ্যতি কদা যুবয়োর্জনোঽয়ম্? ৫ ॥
ত্বৎকুণ্ড-রোধসি বিলাস-পরিশ্রমেণ
স্বেদাম্বু-চুম্বি-বদনাম্বুরুহ-শ্রিয়ৌ বাম্ ।
বৃন্দাবনেশ্বরি! কদা তরুমূলভাজৌ
সম্বীজয়ামি চমরীচয়-চামরেণ? ৬ ॥
লীনাং নিকুঞ্জকুহরে ভবতীং মুকুন্দে
চিত্রৈব সূচিতবতী রুচিরাক্ষি! নাহম্ ।

এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি প্রসন্না হইয়া তোমার নিজ পরিকরমধ্যে আমাকে গণনা কর ॥ ২ ॥ হে শ্রীমতি রাধিকে! যিনি লক্ষ্মীনারায়ণ-মূর্ত্তির সৌন্দর্য্য অপেক্ষাও সমধিক সৌন্দর্য্যদ্বারা ত্রিভুবন বিমোহিত করেন, সেই শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের বামভাগে ত্বদীয় বামহস্তাশ্লিষ্ট হইয়া লক্ষ্মী অপেক্ষাও সমধিক রূপবতী তুমি বিরাজ করিতেছ, ঐরূপ যুগল-মূর্ত্তি আমি কবে ভজনা করিব ? ৩ ॥ হে দেবি! আমি তোমার সখী হইয়া নবীন মেঘের ন্যায় নীলাম্বরে শ্রীঅঙ্গ আচ্ছাদন ও চরণযুগল নূপুরশূন্য অভিসারিকার সমুচিত বেশভূষা করাইয়া অতিশয় হৃষ্ট-চিত্তা তোমাকে রাত্রিযোগে নিকুঞ্জে বিরাজিত শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে কবে অভিসার করাইব? ৪ ॥ হে দেবি! ত্রিভুবনের ভূষণ-স্বরূপ তোমরা নিকুঞ্জে নানাবিধ কুসুম-রচিত শয্যায় শয়ান হইয়া মধুর নর্ম্মবিলাস করিবে, আমি তোমাদের উভয়ের চরণ সেবা করিব, এমত সময় আমার কবে হইবে? ৫ ॥ হে বৃন্দাবনেশ্বরি! স্মরবিলাস পরিশ্রমহেতু তোমাদিগের বদনাম্বুজ ঘর্ম্মজলে আর্দ্র হইলে শ্রান্তি দূর

ভুগ্নাং ভ্রুবং রচয়েতি মৃষারুষাং ত্বা-
মগ্রে ব্রজেন্দ্র-তনয়স্য কদা নু নেষ্যে॥ ৭ ॥
বাগ্‌যুদ্ধ-কেলিকুতুকে ব্রজরাজসূনুং
জিত্বোন্মদামধিক-দর্প-বিকাসি-জল্পাম্ ।
ফুল্লাভিরালিভিরনল্পমুদীর্য্যমাণ-
স্তোত্রাং কদা নু ভবতীমবলোকয়িষ্যে? ৮ ॥
যঃ কোঽপি সুষ্ঠু বৃষভানু-কুমারিকায়াঃ
সংপ্রার্থনাষ্টকমিদং পঠতি প্রপন্নঃ ।
সা প্রেয়সা সহ সমেত্য ধৃতপ্রমোদা
তত্র প্রসাদ-লহরীমুররীকরোতি ॥ ৯ ॥

শ্রীশ্রীরাধাদামোদর-ধ্যানম্

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

অঙ্গশ্যামলিমচ্ছটাভিরভিতো মন্দীকৃতেন্দীবরং
জাড্যং জাগুড়রোচিষাং বিদধতং পট্টাম্বরস্য শ্রিয়া ।

করিবার নিমিত্ত ত্বদীয় কুণ্ডের তীরবর্ত্তী তরুমূলে উপবেশন করিবে, আমি ঐ অবস্থায় তোমাদিগকে কবে চামরদ্বারা ব্যঞ্জন করিব? ৬ ॥ হে রুচিরাক্ষি! তুমি নিকুঞ্জের কোন এক অলক্ষিত স্থানে লুক্কায়িত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহা কোনপ্রকারে জানিতে পারিয়া তোমার নিকট গমন করিলে তখন সন্দিহান হইয়া আমাকে অনুযোগ করিলে (আমি বলিয়া দিয়াছি বলিয়া), 'আমি বলি নাই, চিত্রাসখী বলিয়া দিয়াছে, অতএব আমার উপর ভ্রূকুটী ও বৃথাকোপ করিও না'—এই প্রকার বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে তোমাকে কবে অনুনয়-বিনয় করিব ॥ ৭ ॥ তুমি যখন বাগ্‌যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণকে পরাভব করিয়া সহর্ষচিত্তে দর্পবশতঃ সমধিক বাগ্‌জাল বিস্তার করিতেছ, তখন তোমার সখীগণ আনন্দিত হইয়া "রাধার জয়, রাধার জয়" বলিয়া তোমার স্তব করিবে। এবম্বিধ অবস্থায় তোমাকে আমি কবে অবলোকন করিব? ৮ ॥ যে ব্যক্তি বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকার এই সম্প্রার্থনাষ্টক শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ করেন, সেই শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার নিকট আগমন করিয়া অচিরাৎ তাঁহার প্রতি প্রসন্না হন ॥ ৯ ॥

বৃন্দারণ্য-বিলাসিনং হৃদি লসদ্দামাভিরামোদরং
রাধাস্কন্ধ-নিবেশিতোজ্জ্বল-ভুজং ধ্যায়েম দামোদরম্ ॥ ১ ॥

শ্রীব্রজনবীন-যুবদ্বন্দ্বাষ্টকম্

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

অদুর্বিধ-বিদগ্ধতাস্পদ-বিমুগ্ধ-বেশ-শ্রিয়ো-
রমন্দ-শিখিকন্ধরা-কনক-নিন্দি-বাসস্ত্বিষোঃ ।
স্ফুরৎ-পুরট-কেতকী-কুসুম-বিভ্রমাভ্র-প্রভা-
নিভাঙ্গ-মহসোর্ভজে ব্রজ-নবীন-যূনোর্যুগম্ ॥ ১ ॥
সমৃদ্ধ-বিধু-মাধুরী-বিধুরতা-বিধানোদ্ধুরৈ-
র্নবাম্বুরুহ-রম্যতা-মদ-বিড়ম্বনারম্ভিভিঃ ।
বিলিম্পদিব বর্ণকাবলি-সহোদরৈর্দিক্‌তটী-
র্মুখ-দ্যুতি-ভরৈর্ভজে ব্রজ-নবীন-যূনোর্যুগম্ ॥ ২ ॥
বিলাস-কলহোদ্ধতি-স্খলদমন্দ-সিন্দূরভা-
গখর্ব্ব-মদনাঙ্কুশ-প্রকর-বিভ্রমৈরঙ্কিতম্ ।

বঙ্গানুবাদ ঃ—যাঁহার শ্রীঅঙ্গের শ্যামলকান্তিদ্বারা ইন্দীবর (নীলপদ্ম)-কান্তি মন্দীভূত হইয়াছে, যাঁহার পট্টাম্বর অর্থাৎ রেশমীবস্ত্রের সৌন্দর্য্যে কুঙ্কুমের দীপ্তি নিবারিত হয়, যাঁহার হৃদয়ে বিরাজমান চঞ্চল ফুলদামে (বৈজয়ন্তীমালায়) অভিরাম উদর শোভিত হইতেছে, শ্রীমতী রাধিকার স্কন্ধে উজ্জ্বল (বাম) বাহু ন্যস্ত করিয়া বিরাজমান সেই বৃন্দাবনবিলাসী শ্রীদামোদরকে আমি ধ্যান করি ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—যাঁহারা নৃত্যগীতাদি সমগ্র কলার আশ্রয় ও সুন্দর বেশভূষায় বিভূষিত, ময়ূর-গ্রীবার ন্যায় সুন্দর ও স্বর্ণকেও তিরস্কার করে এরূপ যাঁহাদিগের বসন, প্রফুল্ল সুবর্ণ কেতকী কুসুম ও নবীন মেঘের ন্যায় অঙ্গকান্তিবিশিষ্ট ব্রজের নবীন যুবতী ও যুবক শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আমি ভজনা করি ॥ ১ ॥ পূর্ণশশধরের ও প্রফুল্ল পদ্মের সৌন্দর্য্য খর্ব্ব করে এরূপ শ্রীমুখপ্রভাদ্বারা কুঙ্কুমাদি অনুলেপনের ন্যায় যাঁহারা চতুর্দিক্ রঞ্জিত করিতেছেন, সেই ব্রজের নবীন-যুবদ্বন্দ্বকে আমি ভজনা করি ॥ ২ ॥ বিলাস-কলহে উন্মত্ততাহেতু স্খলিত সিন্দূর-দীপ্তিতে যাঁহাদের শ্রীঅঙ্গ সুশোভিত, কন্দর্প-অঙ্কুশে যাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ চিহ্নিত, প্রফুল্ল কুঞ্জগৃহে মদমত্ত

মদোদ্ধুরমিবেভয়োর্মিথুনমুল্লসদ্বল্লরী-
গৃহোৎসব-রতং ভজে ব্রজ-নবীন-যূনোর্যুগম্ ॥ ৩ ॥
ঘন-প্রণয়-নির্ঝর-প্রসর লব্ধ-পূর্ত্তের্মনো-
হ্রদস্য পরিবাহিতামনুসরদ্ভিরস্রৈঃ প্লুতম্ ।
স্ফুরত্তনুরুহাঙ্কুরৈর্নব-কদম্ব-জৃম্ভ-শ্রিয়ং
ব্রজত্তদনিশং ভজে ব্রজ-নবীন-যূনোর্যুগম্ ॥ ৪ ॥
অনঙ্গ-রণ-বিভ্রমে কিমপি বিভ্রদাচার্য্যকং
মিথশ্চল-দৃগঞ্চল-দ্যুতি-শলাকয়া কীলিতম্ ।
জগত্যতুল-ধর্ম্মভির্মধুর-নর্ম্মভিস্তন্বতো-
র্মিথো বিজয়তাং ভজে ব্রজ-নবীন-যূনোর্যুগম্ ॥ ৫ ॥
অদৃষ্টচর-চাতুরীচল-চরিত্র-চিত্রায়িতৈঃ
সহ প্রণয়িভির্জনৈর্বিহরমানয়োঃ কাননে ।
পরস্পর-মনোমৃগং শ্রবণ-চারুণা চর্চ্চরী-
চয়েন রজয়দ্ভজে ব্রজ-নবীন-যূনোর্যুগম্ ॥ ৬ ॥
মরন্দভর-মন্দির-প্রতিনবারবিন্দাবলী-
সুগন্ধিনি বিহারয়োর্জলবিহার-বিস্ফূর্জ্জিতৈঃ
তপে সরসি বল্লভে সলিল-বাদ্য-বিদ্যাবিধৌ
বিদগ্ধ-ভুজয়োর্ভজে ব্রজ-নবীন-যূনোর্যুগম্ ॥ ৭ ॥

মাতঙ্গমিথুনবৎ মহোৎসবরত সেই ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বকে আমি ভজনা করি ॥ ৩ ॥ প্রগাঢ় প্রণয়রসে পরিপূর্ণ, আনন্দাশ্রু-প্লাবনে ব্যাপ্ত যাঁহাদিগের চিত্ত-সরোবর, নবকদম্বের শোভার ন্যায় যাঁহাদিগের উজ্জ্বল-শ্রীঅঙ্গ রোমাঞ্চে বিজৃম্ভিত, সেই ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বকে আমি নিরন্তর ভজনা করি ॥ ৪ ॥ স্মরযুদ্ধে পরস্পরের আচার্য্য-স্বরূপ যাঁহারা চঞ্চল অপাঙ্গ-দ্যুতি শলাকাদ্বারা পরস্পরকে বিদ্ধ করিতেছেন এবং জগতের অতুল ভাবময় মধুর নর্ম্মবাক্যবিলাসে যাঁহারা পরস্পরকে জয় করিতেছেন, সেই ব্রজের নবীনযুবদ্বন্দ্বকে আমি সদা ভজনা করি ॥ ৫ ॥ অদৃষ্টচর চাতুর্য্য চাঞ্চল্যাদি চরিত্র-চিত্রিতা ললিতাদি সখীগণ সমভিব্যাহারে যাঁহারা কাননে বিহার করিতেছেন, শ্রবণ-মনোহর চর্চ্চরীবাদ্যে পরস্পরের চিত্তমৃগ রঞ্জনরত ব্রজের সেই নবীনযুবদ্বন্দ্বকে আমি ভজনা করি ॥ ৬ ॥ নিদাঘ-কালে মকরন্দপূর্ণ নবপদ্ম-সুগন্ধ-

মৃষা বিজয়-কাশিভিঃ প্রথিত-চাতুরী-রাশিভি-
র্গ্লহস্য হরণং হঠাৎ প্রকটয়দ্ভিরুচ্চৈর্গিরা ।
তদক্ষ-কলি-দক্ষয়োঃ কলিত-পক্ষয়োঃ সাক্ষিভিঃ
কুলৈঃ স্বসুহৃদাং ভজে ব্রজ-নবীন-যূনোর্যুগম্ ॥ ৮ ॥
ইদং বলিত-তুষ্টয়ঃ পরিপঠন্তি পদ্যাষ্টকং
দ্বয়োর্গুণ-বিকাশি যে ব্রজ-নবীন-যূনোর্জনাঃ ।
মুহুর্নব-নবোদয়াং প্রণয়-মাধুরীমেতয়ো-
রবাপ্য নিবসন্তি তে পদসরোজ-যুগ্মান্তিকে ॥ ৯ ॥

শ্রীশ্রীনবযুবদ্বন্দ্ব-দিদৃক্ষাষ্টকম্

[শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

স্ফুরদমল-ধূলীপূর্ণ-রাজীবরাজ-
ন্নব-মৃগমদ-গন্ধ-দ্রোহি-দিব্যাঙ্গ-গন্ধম্ ।
মিথ ইত উদিতৈরুন্মাদিতান্তর্বিঘূর্ণ-
দ্ব্রজভুবি নবযূনোর্দ্বন্দ্ব-রত্নং দিদৃক্ষে ॥ ১ ॥

ময় প্রিয় শ্রীরাধাকুণ্ডে জলবিহাররত যাঁহারা উদ্দাম ক্রীড়াহেতু কণ্ঠস্থ মাল্যছিন্ন হইয়া ভুজদ্বয়ে মনোহর জলবাদ্য বিস্তার করিতেছেন, এরূপ ব্রজের বিদগ্ধ নবীন-যুবদ্বন্দ্বকে আমি ভজনা করি ॥ ৭ ॥ পাশাক্রীড়ানিরত হইলে ললিতাদি স্বপক্ষীয় সখীগণ তাহাদের চাতুরীরাশি প্রকাশপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে "শ্রীরাধিকারই জয় হইয়াছে"—এরূপ মিথ্যা-বিজয় ঘোষণা করিতেছেন, কখনবা মধুমঙ্গলাদি শ্রীকৃষ্ণ-পক্ষীয় বয়স্যগণ শ্রীকৃষ্ণের জয় ঘোষণা করিতেছেন। এবম্প্রকার দ্যূতক্রীড়াশক্ত সেই ব্রজের নবীন যুবক-যুবতীকে আমি ভজনা করি ॥ ৮ ॥ শ্রীশ্রীব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের নানান মনোজ্ঞ-গুণ-বিকাশক এই পদ্যাষ্টক যিনি শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করেন, তিনি তাঁহাদের নিত্য নবনবায়মান প্রণয়-মাধুরী আস্বাদন করত তাঁহাদের পাদপদ্মযুগল-প্রান্তে বাস করেন ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—যাঁহাদের উৎকৃষ্ট অঙ্গ-গন্ধ প্রকাশমান ও নির্ম্মল মধুপূর্ণ পদ্ম-স্থিত সুন্দর কস্তূরীর গন্ধকে ন্যক্কার করিতেছে এবং ব্রজমধ্যে পরস্পরের উদয়ে যাঁহাদের অন্তঃকরণ আন্দোলিত হইতেছে, সেই নবযুবদ্বন্দ্ব-রত্ন অর্থাৎ শ্রীরাধা-

কনকগিরি-খলোদ্যৎ-কেতকী-পুষ্প-দীব্য-
ন্নব-জলধর-মালাদ্বেষি-দিব্যোরু-কান্ত্যা ।
সবলমিব বিনোদৈরীক্ষয়ৎ স্বং মিথস্ত-
দ্ব্রজভুবি নবযূনোর্দ্বন্দ্ব-রত্নং দিদৃক্ষে ॥ ২ ॥
নিরুপম-নবগৌরী-নবকন্দর্প-কোটি-
প্রথিত-মধুরিমোর্ম্মি-ক্ষালিত-শ্রীনখান্তম্ ।
নব-নব-রুচিরাগৈর্হৃষ্টমষ্টৈর্মিথস্ত-
দ্ব্রজভুবি নবযূনোর্দ্বন্দ্ব-রত্নং দিদৃক্ষে ॥ ৩ ॥
মদন-রস-বিঘূর্ণন্নেত্র-পদ্মান্ত-নৃত্যৈঃ
পরিকলিত-মুখেন্দু-হ্রী-বিনম্রং মিথোঽল্পৈঃ ।
অপি চ মধুর-বাচং শ্রোতুমাবর্দ্ধিতাশং
ব্রজভুবি নবযূনোর্দ্বন্দ্ব-রত্নং দিদৃক্ষে ॥ ৪ ॥
স্মর-সমর-বিলাসোদ্গারমঙ্গেষু রঙ্গৈ-
স্তিমিত-নবসখীষু প্রেক্ষমাণাসু ভঙ্গ্যা ।

কৃষ্ণকে আমি ব্রজভূমিতে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥ ১ ॥ কনকগিরি খলে অর্থাৎ সুমেরু পর্ব্বত-স্থানে সঞ্জাত কেতকী-পুষ্পের সহিত শোভমান নূতন মেঘসমূহকে উৎকৃষ্ট ও মহতী কান্তিদ্বারা যাঁহারা দ্বেষ করিতেছেন এবং যাঁহারা পরস্পর ক্রীড়াদ্বারা আপনাকে মিলিতের ন্যায় জন-সকলকে দেখাইতেছেন, সেই নবযুবদ্বন্দ্ব-রত্ন অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আমি ব্রজভূমিতে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥ ২ ॥ নিরুপম নবগৌরী এবং কোটি-সংখ্যক অভিনব কন্দর্পের সুবিখ্যাত মাধুর্য্য-তরঙ্গদ্বারা নির্ম্মলীকৃত পরমশোভা যাঁহাদের নখপ্রান্তে বিনাশ-প্রাপ্ত হইতেছে এবং যাঁহারা পরস্পর অভিনব রুচি-বিশিষ্ট অনুরাগসমূহে হৃষ্ট হইতেছেন, সেই নবযুবদ্বন্দ্ব-রত্ন অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আমি ব্রজভূমিতে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥ ৩ ॥ মদন-রসে বিঘূর্ণিত লোচন-কমলের ঈষৎ কটাক্ষ সঞ্চালন-যুক্ত মুখচন্দ্র-সম্ভূত লজ্জায় যাঁহারা পরস্পর অত্যন্ত বিনম্র হইয়াছেন এবং পরস্পরের মধুর-বাক্য শ্রবণে যাঁহাদের অতিশয় আশা বর্দ্ধিত হইতেছে, সেই নবযুবদ্বন্দ্ব-রত্ন অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আমি ব্রজভূমিতে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥ ৪ ॥ স্নিগ্ধ-স্বভাব নূতন বয়স্যাগণ রঙ্গভঙ্গী-সহকারে ঈষৎ হাস্যযুক্ত

স্মিত-মধুর-দৃগন্তৈর্হ্রীণ-সংফুল্ল-বক্ত্রং
ব্রজভুবি নবযূনোর্দ্বন্দ্ব-রত্নং দিদৃক্ষে ॥ ৫ ॥
মদন-সমরচর্য্যাচার্য্যমাপূর্ণ-পুণ্য-
প্রসর-নববধূভিঃ প্রার্থ্য-পাদানুচর্য্যাম্ ।
সমর-রসিকমেকপ্রাণমন্যোন্য-ভূষং
ব্রজভুবি নবযূনোর্দ্বন্দ্ব-রত্নং দিদৃক্ষে ॥ ৬ ॥
তট-মধুর-নিকুঞ্জে শ্রান্তয়োঃ শ্রীসরস্যাঃ
প্রচুর-জল-বিহারৈঃ স্নিগ্ধবৃন্দৈঃ সখীনাম্ ।
উপহৃত-মধু-রঙ্গৈঃ পায়য়ত্তন্মিথস্তৈ-
ব্রজভুবি নবযূনোর্দ্বন্দ্ব-রত্নং দিদৃক্ষে ॥ ৭ ॥
কুসুম-শর-রসৌঘ-গ্রন্থিভিঃ প্রেমদাম্না
মিথ ইহ বশবৃত্ত্যা প্রৌঢ়য়াদ্ধা নিবদ্ধম্ ।
অখিল-জগতি রাধামাধবাখ্যা প্রসিদ্ধং
ব্রজভুবি নবযূনোর্দ্বন্দ্ব-রত্নং দিদৃক্ষে ॥ ৮ ॥

মধুর নয়নাঞ্চলদ্বারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কন্দর্প-যুদ্ধের বিলাসসূচক চিহ্নসকল অবলোকন করিতে থাকিলে, যাঁহারা লজ্জায় প্রফুল্ল-বদন হইয়াছেন, সেই নবযুবদ্বন্দ্ব-রত্ন অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আমি ব্রজভূমিতে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥ ৫ ॥ যাঁহারা কন্দর্প-যুদ্ধচর্য্যার আচার্য্য, যাঁহাদের পদদ্বয়ের সেবা প্রভৃত পুণ্য-পুঞ্জ-শালিনী নব বধূসকল প্রার্থনা করিয়া থাকেন, যাঁহারা সমর-রসিক ও পরস্পর এক প্রাণ এবং উভয়েই উভয়ের ভূষণ, সেই নবযুবদ্বন্দ্ব-রত্ন অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আমি ব্রজভূমিতে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥ ৬ ॥ শ্রীরাধাকুণ্ডের প্রচুরতর জলবিহারে পরিশ্রান্ত হইয়া তীরস্থ মধুর-কুঞ্জমধ্যে যাঁহারা সুস্নিগ্ধ সখীবৃন্দ-কর্ত্তৃক রঙ্গ-সহকারে উপহৃত মধু লইয়া ঐ সকল সখীগণের সহিত পরস্পর পরস্পরকে পান করাইতেছেন, সেই নবযুবদ্বন্দ্ব-রত্ন অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আমি ব্রজভূমিতে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥ ৭ ॥ এই ব্রজমণ্ডলে মধুর-রসাশ্রিত গ্রন্থাচার্য্যগণ অতিশয় বশবর্ত্তিরূপ প্রেমরজ্জুদ্বারা সাক্ষাৎ যাঁহাদের পরস্পরকে বন্ধন করিয়াছেন এবং যাঁহারা নিখিল জগতে "রাধামাধব" এই নামে প্রসিদ্ধ, সেই নবযুবদ্বন্দ্ব-রত্ন অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আমি ব্রজভূমিতে দর্শন করিতে ইচ্ছা

প্রণয়-মধুরমুচ্চৈর্নব্য-যূনোর্দিদৃক্ষা-
ষ্টকমিদমতিযত্নাদ্যঃ পঠেৎ স্ফারদৈন্যৈঃ ।
স খলু পরম-শোভাপুঞ্জ-মঞ্জু-প্রকামং
যুগলমতুলমক্ষ্ণোঃ সেব্যমারাৎ করোতি ॥ ৯ ॥

শ্রীললিতাষ্টকম্

[শ্রীল-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

রাধামুকুন্দ-পদসম্ভব-ঘর্ম্মবিন্দু-
নির্ম্মঞ্ছনোপকরণীকৃত-দেহলক্ষাম্ ।
উত্তুঙ্গ-সৌহৃদ-বিশেষ-বশাৎ প্রগল্ভাং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ১ ॥
রাকাসুধা-কিরণ-মণ্ডল-কান্তি-দণ্ডি-
বক্ত্রশ্রিয়ং চকিত-চারু-চমূরু-নেত্রাম্ ।
রাধা-প্রসাধন-বিধানকলা-প্রসিদ্ধাং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ২ ॥
লাস্যোল্লসদ্ভুজগ-শত্রু-পতত্রচিত্র-
পট্টাংশুকাভরণ-কঞ্চুলিকাঞ্চিতাঙ্গীম্ ।

করিতেছি ॥ ৮ ॥ যিনি প্রণয়-হেতু এই সুমধুর নবযুবদ্বন্দ্ব-দিদৃক্ষাষ্টক যত্ন-সহকারে অতি দীনভাবে পাঠ করেন, তিনি নিশ্চয়ই পরম শোভাপুঞ্জে অতি মনোজ্ঞ শ্রীরাধাকৃষ্ণের অতুল যুগলমূর্ত্তিকে শীঘ্র সেব্যরূপে নেত্রদ্বয়ের গোচরীভূত করিতে সমর্থ হন ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—শ্রীরাধামাধবের চরণসম্ভূত ঘর্ম্মবিন্দুর অপনয়নরূপ উপকারে যাঁহার শরীর নিযুক্ত এবং অত্যুন্নত সৌহৃদ্যরসে যিনি অবশ, সেই সৌন্দর্য্য-গাম্ভীর্য্যাদি মিশ্রগুণে মনোহারিণী প্রগল্ভা ললিতা দেবীকে নমস্কার করি ॥ ১ ॥ যাঁহার মুখশোভা পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলের কান্তিকেও তিরস্কৃত করিতেছে, চকিত মৃগের নেত্রতুল্য যাঁহার নয়নদ্বয় অতি চঞ্চল এবং শ্রীরাধিকার প্রসাধনকার্য্যে অর্থাৎ বেশ-রচনা ব্যাপারে যিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠা, সেই অশেষ গুণ-রাশিসম্পন্না ললিতাদেবীকে নমস্কার করি ॥ ২ ॥ উদ্ধত নৃত্যে সাতিশয় উল্লসিত ময়ূরের বিচিত্রবর্ণ পিচ্ছের

গোরোচনা-রুচি-বিগর্হণ-গৌরিমাণং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ৩ ॥
ধূর্ত্তে ব্রজেন্দ্র-তনয়ে তনু সুষ্ঠু বাম্যং
মা দক্ষিণা ভব কলঙ্কিনি! লাঘবায় ।
রাধে! গিরং শৃণু হিতামিতি শিক্ষয়ন্তীং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ৪ ॥
রাধামভি ব্রজপতেঃ কৃতমাত্মজেন
কূটং মনাগপি বিলোক্য বিলোহিতাক্ষীম্ ।
বাগ্‌ভঙ্গিভিস্তমচিরেণ বিলজ্জয়ন্তীং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ৫ ॥
বাৎসল্যবৃন্দ-বসতিং পশুপাল-রাজ্ঞ্যাঃ
সখ্যানুশিক্ষণ-কলাসু গুরুং সখীনাম্ ।
রাধা-বলাবরজ-জীবিত-নির্ব্বিশেষাং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ৬ ॥
যাং কামপি ব্রজকুলে বৃষভানুজায়াঃ
প্রেক্ষ্য স্বপক্ষ-পদবীমনুরুদ্ধমানাম্ ।

ন্যায় পট্টবস্ত্রের ও আবরণ এবং কুচপট্টের (কাঁচুলীর) দ্বারা যাঁহার শরীর অতি ভূষিত এবং স্বকীয় গৌরবর্ণদ্বারা যিনি গোরোচনার রুচিকেও বিগর্হিত করিতেছেন, সেই অসীম গুণবতী ললিতাদেবীকে নমস্কার করি ॥ ৩ ॥ হে কলঙ্কিনি! রাধিকে! তুমি অতিধূর্ত্ত ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রতি ঔদার্য্য প্রকাশ করিও না, সর্ব্বতোভাবে প্রতিকূলতাই কর এবং আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ কর,—এমন প্রকারে যিনি শ্রীরাধিকাকে শিক্ষা দান করিতেছেন সেই সমূহ গুণবতী ললিতাদেবীকে নমস্কার করি ॥ ৪ ॥ শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অল্পমাত্রও চাতুরীপর বাক্য বিন্যাস শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া "তুমি অতি সত্যবাদী, সরল ও বিশুদ্ধ প্রণয়ী" ইত্যাদি বাগ্‌ভঙ্গিদ্বারা যিনি শ্রীকৃষ্ণকে লজ্জিত করিতেছেন, সেইসকল গুণনিলয়া ললিতাদেবীকে নমস্কার করি ॥ ৫ ॥ যিনি পশুপাল রাজমহিষীর অর্থাৎ যশোদা-দেবীর বাৎসল্যরসের বসতিস্থান এবং সমূহ-সখীদিগের সখ্যশিক্ষা বিষয়ের গুরু এবং রাধিকা ও বলদেবের অবরজ (কনিষ্ঠ) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার জীবনস্বরূপ,

সদ্যস্তদিষ্ট-ঘটনেন কৃতার্থয়ন্তীং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ৭ ॥
রাধা-ব্রজেন্দ্রসুত-সঙ্গম-রঙ্গচর্য্যাং
বর্য্যাং বিনিশ্চিতবতীমখিলোৎসবেভ্যঃ ।
তাং গোকুল-প্রিয়সখী-নিকুরম্ব-মুখ্যাং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ৮ ॥
নন্দন্নমূনি ললিতা-গুণ-লালিতানি
পদ্যানি যঃ পঠতি নির্ম্মল-দৃষ্টিরষ্টৌ ।
প্রীত্যা বিকর্ষতি জনং নিজবৃন্দমধ্যে
তং কীর্ত্তিদাপতি-কুলোজ্জ্বল-কল্পবল্লী ॥ ৯ ॥

অভীষ্টপ্রার্থনাষ্টকম্

[শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

**কদা গোষ্ঠে গোষ্ঠক্ষিতিপ গৃহদেব্যা কিল তয়া
সবাষ্পং কুর্ব্বত্যা বিলসতি সুতে লালনবিধিম্ ।
মুহুর্দৃষ্টাং রোহিণ্যপিহিতনিবেশামবনতাং
নিষেবে তাম্বূলৈ রহমপি বিশাখা প্রিয়সখীম্ ॥ ১ ॥**

সেই নিখিল গুণসিন্ধু ললিতা আমার নমস্যা হউন ॥ ৬ ॥ বৃন্দাবন-ভবনে যে কোন যুবতীকে দেখিয়া, বৃষভানুনন্দিনী রাধার স্বপক্ষ জ্ঞানে তৎক্ষণাৎ ঐ যুবতীর অভিলষিত কার্য্যের ঘটনাদ্বারা যিনি কৃতার্থ করিতেছেন, সেই গুণগ্রামসম্পন্না ললিতাদেবীকে প্রণাম করি ॥ ৭ ॥ রাধামাধবের সম্মিলনে যে বিনোদনক্রিয়া তাহাই যাঁহার শ্রেষ্ঠকার্য্য এবং অন্যান্য নিখিল উৎসব হইতে তদ্বিষয়ে যাঁহার অত্যন্ত স্পৃহা, সেই গোকুলের প্রিয়সখীদিগের প্রধানতমা ও সকল গুণাশ্রয়া ললিতা-দেবীকে প্রণাম করি ॥ ৮ ॥ যে ব্যক্তি আনন্দিত এবং নির্ম্মল অন্তঃকরণ হইয়া লালিত্যগুণে সুললিত এই ললিতাদেবীর অষ্টকপদ্য পাঠ করে, কীর্ত্তিদাপতি বৃষভানুরাজার কুলের উজ্জ্বল কল্পলতা সেই শ্রীরাধিকা তাঁহাকে প্রীতিপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া স্বকীয় সখীবৃন্দে পরিগণিত করেন ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—ব্রজরাজপত্নী শ্রীযশোদা দেবী বাষ্পাকুল-লোচনে খেলারত

কদাগান্ধর্ব্বায়াং শুচিবিরচয়ন্ত্যাং হরিকৃতে
মুদা হারান্ বৃন্দৈঃ সহ সবয়সামাত্মসদনে।
বিচিত্যে শ্রীহস্তে মণিমিহ মুহুঃ সম্পুটচয়া-
দহো বিন্যস্যন্তী সফলয়তি সেয়ং ভুজলতাম্ ॥ ২ ॥
কদা লীলারাজ্যে ব্রজবিপিনরূপে বিজয়িনী
নিজং ভাগ্যং সাক্ষাদিহ বিদধতী বল্লভতয়া।
সমন্তাৎ ক্রীড়ন্তী পিক মধুপ মুখ্যাভিরভিতঃ
প্রজাভিঃ সংযুক্তা প্রমদয়তি সা মাং মদধিপা ॥ ৩ ॥
কদা কৃষ্ণাতীরে ত্রিচতুর সখীভিঃ সমমহো
প্রসূনং গুম্ফন্তীং রবিসখসুতা মানততয়া।
সমেত্য প্রচ্ছন্নং সপদি পরিরিপ্সোর্বকরিপো-
র্নিষেধে ভ্রূভঙ্গ্যাং ভৃশ মনুভজেহহং ব্যজনিনী ॥ ৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণের লালন-কার্য্য করিতে করিতেই যাঁহাকে বারম্বার অবলোকন করিয়াছেন এবং রোহিণীদেবী অতিশয় দর্শনোৎকণ্ঠায় নিকটে থাকিয়া যাঁহার প্রবেশ আবরণ করিয়াছেন, সুতরাং যিনি নতমুখী হইয়াছেন, সেই বিশাখার প্রিয়সখী শ্রীরাধাকে আমিও বৃন্দাবনে কবে তাম্বূলদ্বারা সেবা করিব? ১ ॥ [অনন্তর শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী আপনার সিদ্ধাবস্থাতেও পূর্ব্বকৃত সেই সেবাসুখ প্রাপ্ত না হইয়া অতি দৈন্যসহকারে সেই অবস্থায় সেবা বিশেষ আকাঙ্ক্ষা করিয়া কহিতেছেন।] কি আশ্চর্য্য! শ্রীরাধা নিজ গৃহে নিজ বয়স্যাগণের সহিত আনন্দসহকারে শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত নির্ম্মল হার রচনা করিতে আরম্ভ করিলে পর সেই এই মাদৃশদাসী রসমঞ্জরী সম্পুট (কৌটা) হইতে মণি অন্বেষণ করিয়া বারম্বার তদীয় হস্তে সমর্পণ করত এই বৃন্দাবনে কবে ভুজলতাকে সার্থক করিব? ২ ॥ যিনি ব্রজবিপিনরূপ লীলা-রাজ্যে বিজয়িনী এবং যিনি প্রিয়তাবশতঃ নিজ ভাগ্যকে প্রাণ অপেক্ষাও প্রীতি-ভাজনরূপে সাক্ষাৎ বিধান করিতেছেন তথা যিনি সমস্ত কোকিল ও ভ্রমর সমূহ-রূপ প্রজাবর্গের সহিত সম্যক্ সম্মীলিতা হইয়া ক্রীড়া করিতেছেন, সেই মদীশ্বরী শ্রীরাধা কবে আমাকে হর্ষিত করিবেন ॥ ৩ ॥ আহা! যমুনাতীরে তিন চারিটী সখীর সহিত নম্রবদনে পুষ্প গ্রন্থন করিতেছেন, এমন সময় প্রচ্ছন্নভাবে শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিয়া সহসাই আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা করায় যিনি ভ্রূভঙ্গীদ্বারা নিষেধ

কদা শুভ্রে তস্মিন্ পুলিনবলয়ে রাসমহসা
সুবর্ণাঙ্গী সঙ্ঘেম্বহমহমিকা মত্ত মতিষু।
হরৌ যাতে নীলোৎপলনিকষতাং জিত্বরগুণা-
দ্গুণাদস্মান্ দিব্যদ্রবিণমিব রাধা মদয়তি ॥ ৫ ॥
কদা ভাণ্ডীরস্য প্রথিতরুচিরোৎসঙ্গনিলয়ে
বরা মধ্যাসীনাং কুসুমময়তুলীমতুলিতাম্।
প্রিয়ে চিত্রং পত্রং লিখতি নিহিতস্বাঙ্গ লতিকাং
বিশাখাপ্রণালীং ভজতি দিশতী বর্ণকমসৌ ॥ ৬ ॥
কদা তুঙ্গে তুঙ্গে রহসি গিরিশৃঙ্গে ব্রততিজান্
প্রিয়ে পূর্ব্বা লীলা নিগময়তি সংস্তাব্য নিলয়ান্।
মদেনাবিস্পষ্টাং শকলিতপদাং ব্রীড়িততয়া-
দ্রুতা মৌৎক্যেনৈষা বিরচয়তি পৃচ্ছাং মম পুরঃ ॥ ৭ ॥

করিতেছেন, সেই বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধাকে আমি চামর গ্রহণ করিয়া কবে অতিশয় সেবা করিব? ৪ ॥ নির্ম্মল পুলিনমণ্ডলে রাসসৌন্দর্য্য হেতুক সমস্ত সুবর্ণাঙ্গী গোপীগণ "আমিই সুন্দরী, আর কেহই নহে" এইরূপে উন্মত্তচিত্ত হইলে পর শ্রীকৃষ্ণ নীলোৎপল রূপনিকষ পাষাণ হইলেন অর্থাৎ স্বর্ণপরীক্ষকের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ আলিঙ্গনদ্বারা গোপীগণকে পরীক্ষা করিলে পর, তাঁহার নিকট যে স্বর্ণাঙ্গী শ্রীরাধা সকল হইতে উৎকৃষ্ট স্বর্ণের ন্যায় সর্ব্বোত্তমা হইয়াছেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বোত্তমজ্ঞানে যাঁহাকে আসক্ত হইয়াছেন, সেই স্বর্ণতুল্য শ্রীরাধা বিজয়শীলা প্রভাবেও সৌন্দর্য্যবশতঃ কবে আমাকে আনন্দিত করিবেন? ৫ ॥ ভাণ্ডীরবটের বিখ্যাত মনোজ্ঞ গৃহমধ্যে নিরুপম পুষ্পময় তুলিকায় যিনি উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন এবং প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ চিত্রপত্র লিখিতে থাকিলে যিনি তদীয় অঙ্গে অঙ্গলতিকা ন্যস্ত করিয়াছেন, সেই বিশাখার প্রাণসখী শ্রীরাধাকে এই মদ্বিধ জন শ্রীকৃষ্ণ হস্তে বর্ণক অর্থাৎ চিত্র-সাধন দ্রব্যবিশেষ (আর্দ্র রং) সমর্পণপূর্ব্বক কবে সেবা করিবে? ৬ ॥ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের অত্যুচ্চ প্রদেশে নির্জ্জনস্থানে লতারচিত গৃহসকলকে প্রশংসা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বলীলাসকল জ্ঞাপন করাইলে এই শ্রীরাধা ঔৎসুক্যবশতঃ নিজে অনভিজ্ঞতারূপ জ্ঞানাবরোধক অহঙ্কারে অবিস্পষ্ট অতএব খণ্ডিতপদ এবং লজ্জাহেতু শীঘ্র উচ্চরিত প্রশ্ন কবে আমার অগ্রে রচনা করিবেন

গতির্যন্মে নিত্যা যদখিলমপি স্বং সবয়সাং
মদীশ্বর্য্যাঃ প্রেষ্ঠ প্রণয়কৃত সৌভাগ্য বরিমা ।
হরের্যৎ প্রেমশ্রীর্নিবসতিরমুষ্যাস্তুলনয়া
সদা তস্মিন্ কুণ্ডে লসতু ললিতালী মম দৃশি ॥ ৮ ॥

স্বপ্নবিলাসামৃতাষ্টকম্

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতম্]

প্রিয়ে! স্বপ্নে দৃষ্টা সরিদিনসুতেবাত্র পুলিনং
যথা বৃন্দারণ্যে নটনপটবস্তত্র বহবঃ ।
মৃদঙ্গাদ্যং বাদ্যং বিবিধমিহ কশ্চিদ্দ্বিজমণিঃ
স বিদ্যুদ্গৌরাঙ্গঃ ক্ষিপতি জগতীং প্রেমজলধৌ ॥ ১ ॥
কদাচিৎ কৃষ্ণেতি প্রলপতি রুদন্ কর্হিচিদসৌ
ক্ব রাধে! হা হেতি শ্বসিতি পততি প্রোজ্ঝতি ধৃতিম্ ।

অর্থাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন ॥ ৭ ॥ যিনি আমার নিত্য গতি, যিনি সখীদিগের নিখিলধন, যিনি মদীশ্বরী শ্রীরাধার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের প্রণয় সম্পাদিত সৌভাগ্যের মাহাত্ম্যস্বরূপ এবং শ্রীরাধার ন্যায় যাঁহাতে শ্রীকৃষ্ণের সমধিক প্রেম নিয়ত বাস করিতেছে, সেই ললিতা সখী শ্রীরাধাকুণ্ডের সমীপপ্রদেশে আমার নেত্রগোচর হউন ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—কোন একদিন নিশাবসানে শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—হে প্রিয়তম! আমি অদ্য স্বপ্নে দেখিলাম যে, কোথাও যেন ঠিক যমুনার ন্যায় কোন একটী নদী অর্থাৎ এই যমুনা যেমন বৃন্দাবন পরিবেষ্টিতা, তদ্রূপ সে দেশীয় সেস্থান সেই নদীতে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। এ বৃন্দাবনে যেমন পুলিন সেখানেও তেমন পুলিন, এ বৃন্দাবনে যেমন অনেকেই নৃত্যবিষয়ে পারদর্শী সেখানেও এমনই দেখিলাম। এখানে যেমন মৃদঙ্গাদিবাদ্য সেখানেও এইরূপ বাদ্য দেখিলাম। এখানে যেমন তুমি ও আমি, তদ্রূপ সেখানে এক দ্বিজমণিও দেখিলাম। বিদ্যুতের ন্যায় গৌরাঙ্গ সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ যেন এ ব্রহ্মাণ্ডকে প্রেমসাগরে ডুবাইতেছেন ॥১॥ সেই গৌরাঙ্গ কোন সময় রোদনপূর্ব্বক হে কৃষ্ণ! বলিয়া প্রলাপ করিতেছেন, কখন বা হা হা রাধে! তুমি কোথায় রহিলে বলিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ

নটত্যুল্লাসেন ক্বচিদপি গণৈঃ স্বৈঃ প্রণয়িভি-
স্তৃণাদিব্রহ্মান্তং জগদতিতরাং রোদয়তি সঃ ॥ ২ ॥
ততো বুদ্ধির্ভ্রান্তা মম সমজনি প্রেক্ষ্য কিমহো!
ভবেৎ সোঽয়ং কান্তঃ কিময়মহমেবাস্মি ন পরঃ ।
অহঞ্চেৎ ক্ব প্রেয়ান্মম স কিল চেৎ ক্বাহমিতি মে
ভ্রমো ভূয়ো ভূয়ানভবদথ নিদ্রাং গতবতী ॥ ৩ ॥
প্রিয়ে! দৃষ্টা তাস্তাঃ কুতুকিনি! ময়া দর্শিতচরী
রমেশাদ্যা মূর্ত্তীর্ন খলু ভবতী বিস্ময়মগাৎ ।
কথং বিপ্রো বিস্মাপয়িতুমশকৎ ত্বাং তব কথং
তথা ভ্রান্তিং ধত্তে স হি ভবতি কো হন্ত! কিমিদম্ ॥ ৪ ॥

করিতেছেন, কখনও ভূতলে পতিত হইতেছেন, কখন বা ধৈর্য্যশূন্য হইতেছেন, কোন সময় আনন্দের সহিত নৃত্য করিতেছেন, কখন কখন নিজ প্রণয়িগণের সহিত প্রলাপ, দীর্ঘনিঃশ্বাস, ভূমিতে পতন, অচেতন, নৃত্য ও রোদন এই সকলদ্বারা তৃণাদি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে অত্যন্ত রোদন করাইতেছেন ॥২॥ এই অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শনে আমার বুদ্ধি ভ্রান্ত হইল। তাঁহাকে হে রাধে! তুমি কোথায় আছ ইত্যাদিরূপে আমার নাম গ্রহণাদি করিতে দেখিয়া মনে করিলাম এই পুরুষ কি আমার প্রাণবল্লভ সেই শ্রীকৃষ্ণ, যদি তাই হয় তবে আমি কোথায়? এইরূপে হে কৃষ্ণ! তুমি কোথায় রহিলে ইত্যাদি কার্য্য দেখিয়া ভাবিলাম, এই দ্বিজমণি আমিই, অন্য কেহ নহে। যদি আমিই হই, তবে আমার প্রিয়তম মাধব কোথায়? এই-রূপে বারম্বার আমার ভ্রম হইতে লাগিল, অনন্তর নিদ্রাভিভূতা হইলাম ॥ ৩ ॥ এইরূপে শ্রীরাধার স্বপ্ন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে প্রিয়তম কুতুকিনি! আমি তোমাকে অনন্তশায়ী নারায়ণাদি বহুবিধ মূর্ত্তি দর্শন করাইয়াছি, তাহা দেখিয়া তুমি কখনও বিস্মিত হও নাই, এখন সে ব্রাহ্মণ কি-প্রকারে তোমার বিস্ময় জন্মাইতে সমর্থ হইলেন? আর কেনই বা তোমার চিত্ত ভ্রান্তিযুক্ত হইল? কি আশ্চর্য্য! সে বিপ্রই বা কে হয়? তাৎপর্য্যার্থ এই যে, কোন সময় বাগ্‌ভঙ্গিচ্ছলে শ্রীরাধা বলিলেন,—মাধব! আমাকে নারায়ণ মূর্ত্তি দেখাও এবং রঘুনাথ মূর্ত্তি দেখাও। এইরূপ প্রিয়ার কৌতুকময় বাক্য শ্রবণান্তে শ্রীকৃষ্ণ সেই সেই মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন, এমন কি অদ্যাবধি শ্রীকাম্যবনে শেষশায়ী নারায়ণ-মূর্ত্তি বর্ত্তমান

ইতি প্রোচ্য প্রেষ্ঠাং ক্ষণমথ পরামৃষ্য রমণো
হসন্নাকৃতজ্ঞং ব্যনুদদথ তং কৌস্তুভমণিম্ ।
তথা দীপ্তং তেনে সপদি স যথা দৃষ্টমিব ত-
দ্বিলাসানাং লক্ষ্মং স্থিরচরগণৈঃ সর্ব্বমভবৎ ॥ ৫ ॥
বিভাব্যাথ প্রোচে প্রিয়তম! ময়া জ্ঞাতমখিলং
তবাকূতং যত্ত্বং স্মিতমতনুথাস্তত্ত্বমসি সঃ ।
স্ফুটং যন্নাবাদীর্যদভিমতিরত্রাপ্যহমিতি
স্ফুরন্তী মে তস্মাদহমপি স এবেত্যনুমিমে ॥ ৬ ॥

রহিয়াছেন এবং কোন দিবস কৌতুকবশে পরস্পর কথাপ্রসঙ্গে শ্রীরাধিকা বলিলেন,—হে প্রিয়তম! যেমন রহস্যলীলাজনিত সুখাদি পুরুষের চাঞ্চল্যভাব দর্শন করিয়া স্ত্রীগণ জানিতে পারে, তেমন পুরুষগণ স্ত্রীদিগের মনোগত ভাব জানিতে পারে না। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—প্রিয়ে! আমি একমূর্ত্তিতে সর্ব্বদাই তাহা অনুভব করিয়া থাকি। তখন শ্রীরাধিকা বলিলেন,—প্রাণনাথ! তুমি সকলই মিথ্যা বলিতেছ। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি। শ্রীরাধিকা পুনর্ব্বার বলিলেন, তবে আমাকে সেই মূর্ত্তি দর্শন করাও, অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে স্বপ্নে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মূর্ত্তি দর্শন করাইয়াছিলেন ॥ ৪ ॥ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে ছলনা বাক্য বলিয়া তৎপর ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া ঈষৎ হাস্য-পূর্ব্বক স্বীয় অভিপ্রায়জ্ঞ সেই কৌস্তুভ মণিকে সঞ্চালন করিলেন। অনন্তর তৎক্ষণাৎ সেই মণি এইরূপ দীপ্তি পাইতে লাগিল যে, শ্রীমতী স্বপ্নাবস্থাতে যেরূপ দর্শন করিয়াছিলেন তদ্রূপ স্থাবর-জঙ্গমের সহিত তাঁহার বিলাসের চিহ্নসকল সম্যক্‌রূপে লক্ষিত হইতে লাগিল ॥ ৫ ॥ তৎপর শ্রীরাধিকা স্বপ্নাবস্থায় যাহা দর্শন করিয়াছিলেন, প্রকাশিত কৌস্তুভের প্রভাবে জাগরিতাবস্থাতেও সেইসকল দেখিতে পাওয়ায়, "আহা! প্রাণবল্লভের চাতুর্য্যের এত প্রাচুর্য্য যে তাহার পরি-সংখ্যা করাও অসাধ্য" এইরূপে নানাবিধ জল্পনা করিয়া পশ্চাৎ বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া বলিলেন,—হে প্রিয়তম! আমি তোমার সকল অভিপ্রায়ই জানিতে পারিলাম। আমি স্বপ্নে যে গৌরকান্তিধারী দ্বিজমণিকে দেখিয়াছি, সেই দ্বিজোত্তম গৌরাঙ্গ সাক্ষাৎ তুমিই, যেহেতু তুমি ঈষৎ হাস্য করাতে সেই গৌরাঙ্গ তুমিই বলিয়া অভিমান প্রকাশ করিয়াছ। কিন্তু তাহা আমার নিকট স্পষ্ট কিছুই প্রকাশ কর নাই, সেই হেতু আমারও দেহে অভিমান স্ফূর্ত্তি পাইতেছে যে আমিও ঐ

যদপ্যস্মাকীনং রতিপদমিদং কৌস্তুভমণিং
প্রদীপ্যাত্রৈবাদীদৃশদখিলজীবানপি ভবান্ ।
স্বশক্ত্যাবির্ভূয় স্বমখিলবিলাসং প্রতিজনং
নিগদ্য প্রেমাব্ধৌ পুনরপি তদাধাস্যসি জগৎ ॥ ৭ ॥
যদুক্তং গর্গেণ ব্রজপতিসমক্ষং শ্রুতিবিদা
ভবেৎ পীতো বর্ণঃ ক্বচিদপি তবৈতন্ন হি মৃষা ।
অতঃ স্বপ্নঃ সত্যো মম চ ন তদা ভ্রান্তিরভব-
ত্ত্বমেবাসৌ সাক্ষাদিহ যদনুভূতোঽসি তদৃতম্ ॥ ৮ ॥
পিবেদ্ যস্য স্বপ্নামৃতমিদমহো! চিত্তমধুপঃ
স সন্দেহস্বপ্নাত্ত্বরিতমিহ জাগর্ত্তি সুমতিঃ ।
অবাপ্তৈশ্চৈতন্যং প্রণয়জলধৌ খেলতি যতো
ভৃশং ধত্তে তস্মিন্নতুলকরুণাং কুঞ্জনৃপতিঃ ॥ ৯ ॥

গৌরাঙ্গ। উভয়ের এইরূপ অভিমান হওয়ায় বোধ হয় তুমিও আমি উভয়ে মিলিত হইয়াই ঐ রূপ হইয়াছি ॥ ৬ ॥ হে প্রিয়তম! যেহেতু তুমি এই কৌস্তুভ-মণিকে প্রকাশিত করিয়া ঐ মণিতেই আমাদিগের রতিপ্রদ অর্থাৎ রতির স্থান জীবসকলকে বারম্বার দেখাইয়াছ, এখন বোধ হইতেছে যে, স্বয়ংই নিজশক্তি-গণের সহিত আবির্ভূত হইয়া আপনাকে ও আপনার নিখিল লীলাকে প্রত্যেক লোকের নিকট ব্যক্ত করিয়া পুনর্ব্বার এই চরাচর জগৎকে প্রেমসাগরে নিমগ্ন করিবে ॥ ৭ ॥ শ্রীমতী বলিলেন,—হে প্রিয়তম! ইতিপূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছি যে, তোমার নামকরণকালে বেদজ্ঞ গর্গাচার্য্য মহাশয় শ্রীব্রজপতি নন্দমহরাজকে বলিয়াছিলেন যে, হে নন্দ! তোমার পুত্র কোনকালে শুক্লবর্ণ ও রক্তবর্ণ হইয়াছিল, এখন কৃষ্ণবর্ণ হইল, পুনর্ব্বার কোনযুগে পীতবর্ণও ধারণ করিবে, এই বাক্য কখনও মিথ্যা হইবার নয়। অতএব আমার স্বপ্নও সত্য এই বিষয়ে আমার কোন ভ্রমও হয় নাই। এই গৌরাঙ্গ সাক্ষাৎ তুমিই অনুভবনীয় হইতেছ, তাহাও সত্য ॥ ৮ ॥ যাঁহার চিত্তভ্রমর এই আশ্চর্য্য স্বপ্নামৃত অর্থাৎ স্বপ্নবিলাসামৃত পান করিবে, সেই সুমতি অচিরে এই সন্দেহ স্বপ্ন হইতে জাগরিত হইবেন। অর্থাৎ শ্রীনন্দনন্দনই শ্রীশচীনন্দন কি না এইরূপ সন্দেহ নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া পরে শ্রীচৈতন্যকে প্রাপ্ত হইয়া প্রেমসাগরে বিহার করিবেন, যেহেতু সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকম্

[শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

বৃষভ-দনুজ-নাশান্নর্ম্ম-ধর্ম্মোক্তি-রঙ্গৈ-
র্নিখিল-নিজসখীভির্যৎ স্বহস্তেন পূর্ণম্ ।
প্রকটিতমপি বৃন্দারণ্য-রাজ্ঞা প্রমোদৈ-
স্তদতি-সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ১ ॥
ব্রজভুবি মুরশত্রোঃ প্রেয়সীনাং নিকামৈ-
রসুলভমপি তূর্ণং প্রেম-কল্পদ্রুমং তম্ ।
জনয়তি হৃদি ভূমৌ স্নাতুরুচ্চৈঃ প্রিয়ং য-
ত্তদতি-সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ২ ॥
অঘরিপুরপি যত্নাদত্র দেব্যাঃ প্রসাদ-
প্রসর-কৃতকটাক্ষ-প্রাপ্তিকামঃ প্রকামম্ ।
অনুসরতি যদুচ্চৈঃ স্নান-সেবানুবন্ধৈ-
স্তদতি-সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ৩ ॥

তাঁহার প্রতি অসীম করুণা ধারণ করেন অর্থাৎ তিনি শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়-ভাজন হয়েন ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—শ্রীকৃষ্ণ বৃষরূপী দৈত্যকে বিনাশ করিলে বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধা-রাণীর পরিহাসগর্ভ-বাক্যে [অর্থাৎ—তুমি ব্রজরাজনন্দন হইয়া বৃষাসুর বধ করায় তোমার গো-হত্যাজনিত পাপ হইয়াছে ; রাজকৃত পাপ প্রজাসকলকেও স্পর্শ করে, অতএব আমাদের যে পাপ হইয়াছে তজ্জন্য আমাদিগকেও সর্ব্বতীর্থের জলে অভিষেকদ্বারা শুদ্ধ হইতে হইবে।] নিজের সমস্ত সখীগণের সহস্তানীত জলে পরিপূর্ণ হইয়া যে রাধাকুণ্ড শ্রীনন্দনন্দন-কর্ত্তৃক আমোদপূর্ব্বক এই পৃথিবীতে প্রকটিত হইয়াছেন, সেই অতি রমণীয় সুপ্রসিদ্ধ শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥ ১ ॥ যে রাধাকুণ্ড, স্নানকারী ব্যক্তির হৃদয়-ক্ষেত্রে চন্দ্রা-রুক্মিণী-সত্যভামা প্রভৃতি মুরনাশন শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীগণের বাঞ্ছাতিশয়দ্বারাও দুষ্প্রাপ্য অতি সুপ্রসিদ্ধ প্রেমকল্পতরু উৎপাদন করেন, সেই অতি মনোহর শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥ ২ ॥ অন্যের কথা কি বলিব, স্বয়ং অঘশত্রু শ্রীকৃষ্ণও মানিনী

ব্রজভুবন-সুধাংশোঃ প্রেমভূমির্নিকামং
ব্রজ-মধুর-কিশোরী-মৌলিরত্ন-প্রিয়েব ।
পরিচিতমপি নাম্না যচ্চ তেনৈব তস্যা-
স্তদতি-সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ৪ ॥
অপি জন ইহ কশ্চিদ্ যস্য সেবা-প্রসাদৈঃ
প্রণয়-সুরলতা স্যাত্তস্য গোষ্ঠেন্দ্র-সূনোঃ ।
সপদি কিল মদীশা-দাস্য-পুষ্প-প্রশস্যা
তদতি-সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ৫ ॥
তট-মধুর-নিকুঞ্জাঃ ক্লৃপ্ত-নামান উচ্চৈ-
র্নিজ-পরিজনবর্গৈঃ সং বিভজ্যাশ্রিতাস্তৈঃ!
মধুকর-রুত-রম্যা যস্য রাজন্তি কাম্যা-
স্তদতি-সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ৬ ॥
তট-ভুবি বরবেদ্যাং যস্য নর্ম্মাতি-হৃদ্যাং
মধুর-মধুরবার্ত্তাং গোষ্ঠচন্দ্রস্য ভঙ্গ্যা ।

শ্রীরাধার বিস্তৃত প্রসাদ-জনিত কটাক্ষলাভের আশায় স্নান-সেবানুবন্ধন-হেতু সযত্নে যে রাধাকুণ্ডের অনুসরণ করেন, সেই অতি মনোরম শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥ ৩ ॥ ব্রজের মধুর-রসাশ্রিত কিশোরীগণের শিরোমণি-স্বরূপা প্রিয়তমা শ্রীরাধার ন্যায় যাহা ব্রজভুবনচন্দ্র কৃষ্ণের অতিশয় প্রেমভাজন এবং যাহা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকর্ত্তৃকই শ্রীরাধার নামদ্বারা প্রচারিত অর্থাৎ 'শ্রীরাধাকুণ্ড' এই নামে প্রকাশিত, সেই অতি কমনীয় শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥ ৪ ॥ এ-জগতে বিবেকাদিশূন্য ব্যক্তিও যে রাধাকুণ্ডের সেবানুগ্রহে তৎক্ষণাৎ শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়াস্পদরূপ প্রেম-কল্পলতিকা হইয়া মদীশ্বরী শ্রীরাধার দাস্যরূপ পুষ্প-সমৃদ্ধি-লাভে প্রশংসনীয় হন, সেই অতি রমণীয় শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥ ৫ ॥ শ্রীরাধার নিজ পরিজনবর্গ অর্থাৎ শ্রীললিতাদি সখীগণকর্ত্তৃক প্রদত্ত উৎকৃষ্ট নামবিশিষ্ট, [অর্থাৎ—পূর্ব্বতটে চিত্রা-সুখদকুঞ্জ, অগ্নিকোণে ইন্দুলেখা-সুখদকুঞ্জ ইত্যাদি নামে বিখ্যাত] এবং সখীগণের বিভাগক্রমে পরিজনবর্গ-কর্ত্তৃক আশ্রিত, ভ্রমর-গুঞ্জনরম্য, সকলের বাঞ্ছনীয়, মধুররসের উদ্দীপক যাঁহার তটস্থিত নিকুঞ্জসমূহ শোভা পাইতেছে, সেই অতি মনোহর শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয়

প্রথয়তি মিথ ঈশা প্রাণসখ্যালিভিঃ সা
তদতি-সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ৭ ॥
অনুদিনমতি-রঙ্গৈঃ প্রেমমত্তালি-সঙ্ঘৈ-
র্বরসরসিজ-গন্ধৈর্হারি-বারি-প্রপূর্ণে ।
বিহরত ইহ যস্মিন্ দম্পতী তৌ প্রমত্তৌ
তদতি-সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ৮ ॥
অবিকলমতি দেব্যাশ্চারু-কুণ্ডাষ্টকং যঃ
পরিপঠতি তদীয়োল্লাসি-দাস্যার্পিতাত্মা ।
অচিরমিহ-শরীরে দর্শয়ত্যেব তস্মৈ
মধুরিপুরতিমোদৈঃ শ্লিষ্যমাণাং প্রিয়াং তাম্ ॥ ৯ ॥

শ্রীশ্যামকুণ্ডাষ্টকম্

বৃষভ-দনুজ নাশানন্তরং যৎ স্বগোষ্ঠী-
ময়সি বৃষভ-শত্রো মা স্পৃশ ত্বং বদন্তাম্ ।
ইতি বৃষরবিপুত্র্যাং কৃষ্ণপার্ষ্ণিং প্রখাতং
তদতি-বিমল-নীরং শ্যামকুণ্ডং গতির্মে ॥ ১ ॥

হউন ॥ ৬ ॥ যাঁহার তট-প্রদেশস্থ উত্তম বেদিকার উপরিভাগে ঈশ্বরী শ্রীরাধিকা-দেবী প্রাণসখীগণের সহিত বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীব্রজরাজনন্দনের ক্রীড়া-কৌতুকাদি সম্বন্ধীয় অতি মধুর বার্ত্তাসমূহ পরস্পর বাক্-চাতুর্য্যসহকারে প্রকাশ করিতেছেন, সেই অতি মনোরম শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥৭॥ উত্তম কমল-সৌরভ-যুক্ত মনোহর সলিলপূর্ণ যে রাধাকুণ্ডে সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণযুগল প্রমত্ত হইয়া প্রেমমত্ত সখীগণের সহিত অতিরঙ্গে প্রত্যহ বিহার করিতেছেন, সেই অতি রমণীয় শ্রীরাধা-কুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥ ৮ ॥ যিনি শ্রীরাধার নিয়ত-উল্লাসদায়ী দাস্যে আত্ম-সমর্পণপূর্ব্বক শ্রীরাধিকার এই মনোহর কুণ্ডাষ্টক নির্ম্মলচিত্তে সর্ব্বতোভাবে পাঠ করেন, মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণ আনন্দিত হইয়া পরম-হর্ষযুক্তা প্রেয়সী শ্রীরাধাকে সেই সাধকের এই শরীরে অবস্থিতিকালেই দর্শন লাভ করাইয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—বৃষভাসুর বধের পর বৃষভানুসুতা—"হে বৃষভশত্রু, তুমি নিজের গোষ্ঠীতে আসিতেছ? যাও (আমার গোষ্ঠীকে) স্পর্শ করিও না" এই

ত্রিজগতি নিবসদ্ যৎ তীর্থবৃন্দং তমোঘ্নং
ব্রজনৃপতি-কুমারেণাহৃতং তত সমগ্রম্ ।
স্বয়মিদবগাঢ়ং যন্মহিম্নঃ প্রকাশং
তদতি-বিমল-নীরং শ্যামকুণ্ডং গতির্মে ॥ ২ ॥
যদতি-বিমল নীরে তীর্থরূপে প্রশস্তে
ত্বমপি কুরু কৃশাঙ্গি! স্নানমত্রৈব রাধে ।
ইতি বিনয় বচোভিঃ প্রার্থনাকৃত স কৃষ্ণ—
স্তদতি-বিমল-নীরং শ্যামকুণ্ডং গতির্মে ॥ ৩ ॥
বৃষভ-দনুজ-নাশাদুত্থ-পাপং সমাপ্তং
দ্যুমনি-সখ-জয়োচ্চৈর্বর্জয়িত্বেতি তীর্থম্ ।
নিজমখিল-সখীভিঃ কুণ্ডমেব প্রকাশ্যং
তদতি-বিমল-নীরং শ্যামকুণ্ডং গতির্মে ॥ ৪ ॥
যদতি সকল-তীর্থৈস্ত্যক্তবাক্যৈঃ প্রভীতৈঃ
সবিনয়মভিযুক্তে কৃষ্ণচন্দ্রে নিবেদ্য ।
অগতিকগতি-রাধা বর্জনান্নো গতিঃ কা
তদতি-বিমল-নীরং শ্যামকুণ্ডং গতির্মে ॥ ৫ ॥

কথা বলিলে কৃষ্ণ পার্ষ্ণি-প্রহারের দ্বারা যাহা আবিষ্কৃত হন, সেই অতি বিমল-জলযুক্ত শ্রীশ্যামকুণ্ডই আমার গতি ॥ ১ ॥ ত্রিজগতে তমোনাশক যত তীর্থবৃন্দ বাস করেন, ব্রজনৃপতি কুমার স্বয়ং তাহাদের সকলকে যেখানে আহরণ করিয়া-ছিলেন, ইহাই যাঁহার অতি গাঢ় মহিমার প্রকাশ, সেই অতি বিমলজলযুক্ত শ্রীশ্যাম-কুণ্ডই আমার গতি ॥ ২ ॥ অতি বিমল জলযুক্ত প্রশস্ত তীর্থরূপ এই কুণ্ডে হে কৃশাঙ্গি রাধে! তুমিও এইখানেই স্নান কর—এইরূপ বিনয়বাক্যে সেই কৃষ্ণ (যেখানে) প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেই অতি বিমলজলযুক্ত শ্রীশ্যামকুণ্ডই আমার গতি ॥ ৩ ॥ বৃষভাসুর-নাশোত্থ পাপ নষ্ট হইল দেখিয়া বৃষভানুসুতা নিজ অখিল সখীগণ সহিত এইপ্রকার নিজেও যে তীর্থ-ভিন্ন এরূপ একটী কুণ্ড প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলেন, সেই অতি বিমলজলযুক্ত শ্রীশ্যামকুণ্ডই আমার গতি ॥ ৪ ॥ সকল তীর্থগণ বিনাবাক্যে অত্যন্ত ভীতবৎ শ্রীরাধাকর্ত্তৃক অভিযুক্ত হইয়া—অগতির গতি শ্রীরাধারাণী আমাদিগকে বর্জ্জন করিলে আমাদের কি গতি হইবে? যেখানে

যদতি-বিকল-তীর্থং কৃষ্ণচন্দ্রং প্রসুস্থং
অতি-লঘু-নতি-বাক্যৈঃ সুপ্রসন্নেতি রাধা ।
বিবিধ-চটুল-বাক্যৈঃ প্রার্থনাঢ্যা ভবন্তী
তদতি-বিমল-নীরং শ্যামকুণ্ডং গতির্মে ॥ ৬ ॥
যদতিললিত-পাদৈস্তাং প্রসাদ্যাপ্তৈর্থৈ—
স্তদতিশয়-কৃপার্দ্রৈঃ সঙ্গমেন প্রবিষ্টৈঃ ।
ব্রজ নবযুব-রাধাকুণ্ডমেব প্রপন্নং
তদতি-বিমল-নীরং শ্যামকুণ্ডং গতির্মে ॥ ৭ ॥
যদতি-নিকট তীরে ক্লৃপ্ত-কুঞ্জং সুরম্যং
সুবল-বটু-মুখেভ্যো রাধিকাদ্যৈঃ প্রদত্তম্ ।
বিবিধ-কুসুম-বল্লী-কল্পবৃক্ষাদি-রাজং
তদতি-বিমল-নীরং শ্যামকুণ্ডং গতির্মে ॥ ৮ ॥
পরিপঠতি সুমেধাঃ শ্যামকুণ্ডাষ্টকং যো
নব-জলধর-রূপে স্বর্ণকান্ত্যাং চ রাগাৎ ।
ব্রজ-নরপতি-পুত্রস্তস্য লভ্যঃ সুশীঘ্রং
সহ সগণ-সখীভি রাধয়া স্যাৎ সুভজ্যঃ ॥ ৯ ॥

এইরূপ নিবেদন করিয়াছিলেন, সেই অতি বিমলজলযুক্ত শ্রীশ্যামকুণ্ডই আমার গতি ॥ ৫ ॥ যেখানে তীর্থগণকে অতি বিকল এবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে সুস্থ দেখিয়া শ্রীরাধা অতি কোমল প্রণতি-বাক্যে আমি সুপ্রসন্না, এই কথা বিবিধ চাটুবাক্যে প্রার্থনা-ভঙ্গীতে শ্রীকৃষ্ণকে জানাইয়াছিলেন, সেই অতি বিমলজলযুক্ত শ্রীশ্যাম-কুণ্ডই আমার গতি ॥ ৬ ॥ যিনি অতি ললিত পাদের দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া অতিশয় কৃপার্দ্র সঙ্গম প্রবিষ্ট-তৈর্থিকগণের সহিত ব্রজনবযুবাদ্বয়ের শ্রীরাধা-কুণ্ডেই আশ্রয় নিয়াছিলেন, সেই অতি বিমলজলযুক্ত শ্রীশ্যামকুণ্ডই আমার গতি ॥ ৭ ॥ যাঁহার অতি নিকট-তীরে বিবিধ কুসুমবল্লী-কল্পবৃক্ষাদিযুক্ত কুঞ্জ নির্ম্মাণ করিয়া রাধিকাদি কর্ত্তৃক সুবল-বটুপ্রমুখ সখাগণকে প্রদত্ত হইয়াছিল, সেই অতি বিমল-জলযুক্ত শ্রীশ্যামকুণ্ডই আমার গতি ॥ ৮ ॥ যে সুমেধা এই শ্যামকুণ্ডাষ্টক পাঠ করেন, নবজলধরকান্তি শ্রীকৃষ্ণে এবং স্বর্ণকান্তিযুক্ত শ্রীরাধায় অনুরাগহেতু

শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডাষ্টকম্

[শ্রীমদ্-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতম্]

কিং তপশ্চচার তীর্থলক্ষমক্ষয়ং পুরা
সুপ্রসীদতি স্ম কৃষ্ণ এব সদ্বরং যতঃ ।
যত্র বাসমাপ সাধু তৎ সমস্ত-দুর্ল্লভে
তত্র কৃষ্ণকুণ্ড এব সংস্থিতিঃ স্তুতাস্তু নঃ ॥ ১ ॥
যদ্যরিষ্টদানবোঽপি দানদো মহানিধে-
রস্মদাদি-দুর্মতিভ্য ইত্যহোবসীয়তে ।
যো মৃতিচ্ছলেন যত্র মুক্তিমদ্ভুতাং ব্যধাৎ
তত্র কৃষ্ণকুণ্ড এব সংস্থিতিঃ স্তুতাস্তু নঃ ॥ ২ ॥
গোবধস্য নিষ্কৃতিস্ত্রিলোকতীর্থ-কোটিভী-
রাধয়েত্যবাদি তেন তা হরিঃ সমাহ্বয়ৎ ।
যত্র পার্ষ্ণিঘাতজে মমজ্জ চ স্বয়ং মুদা
তত্র কৃষ্ণকুণ্ড এব সংস্থিতিঃ স্তুতাস্তু নঃ ॥ ৩ ॥
ক্বাপি পাপনাশ এব কর্ম্মবন্ধ-বন্ধনাদ্
ব্রহ্মসৌখ্যমেব বিষ্ণুলোকবাসিতা ক্বচিৎ ।

তাহার ব্রজনরপতি-পুত্র সখীযুক্তা শ্রীরাধার সহিত শীঘ্র লভ্য হন এবং তাঁহারা সহজে ভজনীয়ও হন ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—পুরাকালে তীর্থসমূহ কি অনির্ব্বচনীয় তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, যেহেতু সর্ব্বারাধ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই তাঁহাদের প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছিলেন এবং সুর্ব্বদুর্ল্লভ শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডে তাঁহারা উত্তমরূপে বাস লাভ করিয়াছিলেন, সেই সর্ব্বস্তুত্য শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডে আমাদিগের সম্যক্ স্থিতি হউক্ ॥১॥ অরিষ্টাসুর দানব হইলেও মাদৃশ দুর্ব্বুদ্ধিজনগণকে মহানিধি শ্রীকৃষ্ণকুণ্ড দান করিয়াছেন এবং মৃত্যুচ্ছলে যথা অত্যদ্ভুত মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন, অহো ! সর্ব্ব-স্তুতার্হ সেই শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডে আমাদের নিরন্তর বাস হউক্ ॥২॥ বৃষরূপী অরিষ্টাসুর শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিহত হইলে শ্রীরাধিকা পরিহাসচ্ছলে তাঁহাকে গোবধজনিত পাপের নিষ্কৃতি-লাভার্থে ত্রিলোকস্থিত সমূহ তীর্থে স্নান করিতে বলায় শ্রীহরি তীর্থসমূহকে আহ্বান করিলেন এবং সজোরে পার্ষ্ণি (গোড়ালি)-দ্বারা পৃথিবীতে আঘাত করিয়া

প্রেমরত্নমত্যযত্নমেব যত্র লভ্যতে
তত্র কৃষ্ণকুণ্ড এব সংস্থিতিঃ স্তুতাস্তু নঃ ॥ ৪ ॥
ফুল্ল-মাধবী-রসাল-নীপকুঞ্জমণ্ডলে
ভৃঙ্গকোক-কোকিলাদি-কাকলী যদঞ্চতি ।
অষ্টযামিকাবিতর্ক-কোটিভেদ-সৌরভং
তত্র কৃষ্ণকুণ্ড এব সংস্থিতিঃ স্তুতাস্তু নঃ ॥ ৫ ॥
দোল-কেলি-চিত্ররাস-নৃত্যগীতিবাদনৈ-
র্নিহ্নব-প্রসূনযুদ্ধ-সীধুপান-কৌতুকৈঃ ।
যত্র খেলতঃ কিশোরশেখরৌ সহালিভি-
স্তত্র কৃষ্ণকুণ্ড এব সংস্থিতিঃ স্তুতাস্তু নঃ ॥ ৬ ॥
দিব্যরত্ন-নির্ম্মিতাবতার-সারসৌষ্ঠবৈ-
শ্ছত্রিকা বিরাজি চারু কুট্টিম-প্রভাভরৈঃ ।
সর্ব্বলোক-লোচনাতিধন্যতা যতো ভবেৎ
তত্র কৃষ্ণকুণ্ড এব সংস্থিতিঃ স্তুতাস্তু নঃ ॥ ৭ ॥

সেই আঘাতোত্থিত জলে স্বয়ং সানন্দে অবগাহন করিয়াছিলেন। সেই নিত্যস্তুত্য শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডে আমাদের নিত্য বাস হউক্ ॥ ৩ ॥ কোন তীর্থে বাস করিলে পাপের বিনাশ ঘটে, কোন তীর্থ-বাসে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মসুখ প্রাপ্তি সম্ভব হয়, আবার কোন তীর্থ বৈকুণ্ঠ-বাস প্রদানে সমর্থ, কিন্তু যেস্থানে অনায়াসেই প্রেম-রত্ন লাভ হয়, সেই সর্ব্বপ্রণম্য শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডে আমাদের সংস্থিতি হউক্ ॥ ৪ ॥ মাধবীলতা, আম্রবৃক্ষ, কদম্ববৃক্ষাদিময় কুঞ্জদ্বারা পরিবেষ্টিত, ভ্রমর, চক্রবাক্ ও কোকিলাদির সুমধুর ধ্বনিতে ঝঙ্কৃত, অষ্টপ্রহর অতুলনীয় বিবিধ সুগন্ধে সুরভিত, সেই শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডে স্তুতিমুখে আমাদের নিরন্তর বাস হউক্ ॥ ৫ ॥ যেস্থানে শ্রীরাধাগোবিন্দ—কিশোর-কিশোরী ললিতাদি সখীগণসহ হিন্দোল, বিচিত্র রাস-কেলি, নৃত্য, গীত, বাদ্য, বংশীহরণ, অনঙ্গযুদ্ধ, মধুপান প্রভৃতি বিবিধ কৌতুকময়ী লীলায় রত থাকেন, সেই সর্ব্ব-প্রশংসনীয় শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডে আমাদিগের নিত্য-বাসস্থান হউক্ ॥ ৬ ॥ দিব্যাতিদিব্য শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ রত্নসমূহে নির্ম্মিত ছত্রিকা যাঁহার চতুর্দ্দিকে বিরাজিত হইয়া শোভামান্ হইতেছে, যে শোভাতিশয্যে সর্ব্বজনের নয়নের সার্থকতা লাভ হয়, সেই সর্ব্বাকাঙ্ক্ষিত শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডে আমাদের অনুক্ষণ অবস্থিতি

মাথুরং বিকুণ্ঠতোঽপি জন্মধাম দুর্ল্লভং
বাসকাননন্ততোঽপি পাণিনাং ধৃতো গিরিঃ ।
শ্রীহরেস্ততোঽপি যৎপরং সরোঽতিপাবনং
তত্র কৃষ্ণকুণ্ড এব সংস্থিতিঃ স্তুতাস্তু নঃ ॥ ৮ ॥
কৃষ্ণকুণ্ডতীরবাস-সাধকং পঠেদিদং
যোঽষ্টকং ধিয়ং নিমজ্য কেলিকুঞ্জরাজিতোঃ ।
রাধিকা-গিরিন্দ্রধারিণোঃ পদাম্বুজেষু স
প্রেমদাস্যমেব শীঘ্রমাপ্নুয়াদনাময়ম্ ॥ ৯ ॥

শ্রীদান-নির্ব্বর্ত্তন-কুণ্ডাষ্টকম্

[শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

স্ব-দয়িত-গিরিকচ্ছে গব্য-দানার্থমুচ্চৈঃ
কপট-কলহ-কেলিং কুর্ব্বতোর্নব্যযূনোঃ ।
নিজজন-কৃতদর্পৈঃ ফুল্লতো রীক্ষকেঽস্মিন্
সরসি ভবতু বাসো দাননির্ব্বর্ত্তনে নঃ ॥ ১ ॥
নিভৃতমজনি যস্মাদ্দান-নির্বৃত্তিরস্মিন্
তত ইদমভিধানং প্রাপ যত্তৎ সভায়াম্ ।

হউক্ ॥ ৭ ॥ বৈকুণ্ঠাপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-ক্ষেত্র—মথুরাধাম শ্রেষ্ঠ, আবার শ্রীবৃন্দাবন হইতেও শ্রীকৃষ্ণ হস্তদ্বারা যাঁহাকে সপ্তাহকাল ধারণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগিরিরাজ-গোবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠ, পুনরায় তাহা অপেক্ষাও শ্রীকুষ্ণকুণ্ডাখ্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ-কৃত অতিপবিত্র সরোবর শ্রেষ্ঠ। সুতরাং সর্ব্ববন্দ্য সেই শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডে আমাদের নিরন্তর-বাসরূপ সৌভাগ্য লাভ হউক্ ॥ ৮ ॥ শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডতীরে বাস-প্রদায়ক এই শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডাষ্টক যিনি নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করেন, তিনি শ্রীকুণ্ডতীরস্থ কেলিকুঞ্জে বিরাজিত শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর চরণকমলে অতি শীঘ্রই অকৈতব প্রেমদাস্য লাভে ধন্য হইবেন ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—নিজ-প্রিয় গোবর্দ্ধন-গিরির নিকটস্থ প্রদেশে গব্য-দানের নিমিত্ত যাঁহারা প্রচুর কপট-কেলিতে কলহ করিতেছেন এবং নিজজনের দর্পহেতু যাঁহারা আনন্দিত, এতাদৃশ ব্রজনবযুবদ্বন্দ্ব অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ যাহার দর্শনীয়

রসবিমুখ-নিগূঢ়ে তত্র তজ্জ্ঞৈকবেদ্যে
সরসি ভবতু বাসো দাননির্বর্ত্তনে নঃ ॥ ২ ॥
অভিনব-মধুগন্ধোন্মত্ত-রোলম্বসংঘ-
ধ্বনি-ললিত-সরোজব্রাত-সৌরভ্য-শীতে ।
নব-মধুর-খগালী-ক্ষ্বেলি-সঞ্চার-কম্রে
সরসি ভবতু বাসো দাননির্বর্ত্তনে নঃ ॥ ৩ ॥
হিম-কুসুম-সুবাস-স্ফার-পানীয়পূরে
রস-পরিলসদালী-শালিনোর্নব্যযূনোঃ ।
অতুল-সলিল-খেলা-লব্ধ-সৌভাগ্য-ফুল্লে
সরসি ভবতু বাসো দাননির্বর্ত্তনে নঃ ॥ ৪ ॥
দর-বিকসিত-পুষ্পৈর্বাসিতান্তর্দিগন্তা
খগ-মধুপ-নিনাদৈর্মোদিত-প্রাণিজাতাঃ ।
পরিত উপরি যস্য ক্ষ্মারুহা ভান্তি তস্মিন্
সরসি ভবতু বাসো দাননির্বর্ত্তনে নঃ ॥ ৫ ॥

হইতেছেন, সেই দাননির্বর্ত্তন-কুণ্ড তীরে আমাদের বাস হউক ॥ ১ ॥ নির্জ্জন-স্থানে দান-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল বলিয়া দান-সভাতে যে কুণ্ড "দাননির্বর্ত্তন"—এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছে এবং যাহা অরসিক ব্যক্তির নিকট অপ্রকাশিত ও বৃন্দাবনবাসী রসিকজনের একমাত্র বেদ্য, সেই দাননির্বর্ত্তন সরোবর-তীরে আমাদের বাস হউক ॥ ২ ॥ অভিনব মধু-গন্ধোন্মত্ত ভ্রমর-সমূহের গুঞ্জন-ধ্বনিদ্বারা যাহাতে মনোহর পদ্মসমূহ সৌরভ্য ও শীতল এবং যাহা নূতন মনোজ্ঞ পক্ষিশ্রেণীর কূজন-ক্রীড়াদ্বারা মনোহর, সেই দাননির্বর্ত্তন-কুণ্ড-তীরে আমাদের বাস হউক ॥ ৩ ॥ যাহার জলসমূহ হিমবৎ শীতল ও পুষ্প-গন্ধযুক্ত এবং শৃঙ্গার-রসদ্বারা শোভমান সখীযুক্ত নব্য-যুবদ্বন্দ্ব শ্রীরাধাকৃষ্ণের অতুল সলিল-ক্রীড়া-লব্ধ সৌভাগ্যে যে অতিশয় প্রফুল্ল, সেই দাননির্বর্ত্তন-সরোবর-তীরে আমাদের বাস হউক ॥ ৪ ॥ ঈষৎ বিকশিত পুষ্পসমূহে যে বৃক্ষরাজি দিগ্‌দিগন্ত আমেদিত করিতেছে এবং যাহাদিগের শাখাস্থিত খগ ও মধুপের নিনাদে প্রাণীসকল হৃষ্ট হইতেছে, তাদৃশ তীরস্থ বৃক্ষশ্রেণী যে সরোবরের চতুর্দ্দিকে শোভা পাইতেছে, সেই দাননির্বর্ত্তন-কুণ্ড-তীরে আমাদিগের বাস হউক ॥ ৫ ॥ যে কুণ্ডে প্রণয়ি-নব-সখীগণ নিজ নিজ

নিজ-নিজ-নবকুঞ্জে গুঞ্জি রোলম্ব-পুঞ্জে
প্রণয়ি-নব-সখিভিঃ সংপ্রবেশ্য প্রিয়ৌ তৌ ।
নিরুপম-নবরঙ্গস্তন্যতে যত্র তস্মিন্
সরসি ভবতু বাসো দাননির্বর্ত্তনে নঃ ॥ ৬ ॥
স্ফটিক-সমমতুচ্ছং যস্য পানীয়মচ্ছং
খগ-নর-পশু-গোভিঃ সংপিবন্তীভিরুচ্চৈঃ ।
নিজ-নিজ-গুণবৃদ্ধির্লভ্যতে দ্রাগমুষ্মিন্
সরসি ভবতু বাসো দাননির্বর্ত্তনে নঃ ॥ ৭ ॥
সুরভি-মধুর-শীতং যৎ পয়ঃ প্রত্যহং তাঃ
সখিগণ-পরিবীতো ব্যাহরন্ পায়য়ন্ গাঃ ।
স্বয়মথ পিবতি শ্রীগোপচন্দ্রোঽপি তস্মিন্
সরসি ভবতু বাসো দাননির্বর্ত্তনে নঃ ॥ ৮ ॥
পঠতি সুমতিরেতদ্দান-নির্বর্ত্তনাখ্যং
প্রথিত-মহিম-কুণ্ডস্যাষ্টকং যো যতাত্মা ।
স চ নিয়ত-নিবাসং সুষ্ঠু সংলভ্য কালে
কলয়তি কিল রাধাকৃষ্ণয়োর্দান-লীলাম্ ॥ ৯ ॥

ভ্রমর-গুঞ্জিত নবকুঞ্জে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে প্রবেশ করাইয়া নিরুপম নবরঙ্গ বিস্তার করিতেছেন, সেই দাননির্বর্ত্তন-সরোবর-তীরে আমাদিগের বাস হউক ॥ ৬ ॥ খগ, নর, পশু ও গো-সকল যাহার স্ফটিক-তুল্য নির্ম্মল ও মনোজ্ঞ জল সমধিক পান করিয়া শীঘ্র নিজ নিজ গুণে অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেই দাননির্বর্ত্তন-কুণ্ড-তীরে আমাদিগের বাস হউক ॥ ৭ ॥ গোপচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ বয়স্যবর্গে পরিবৃত হইয়া কথোপকথন করিতে করিতে যাহার সুগন্ধ, সুমধুর ও শীতল জল প্রত্যহ প্রসিদ্ধ গো-সকলকে পান করাইয়া আপনিও পান করেন, সেই দাননির্বর্ত্তন-সরোবর-তীরে আমাদিগের বাস হউক ॥ ৮ ॥ যে সুবুদ্ধি ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া সুবিখ্যাত মাহাত্ম্যশালী কুণ্ডের এই "দান-নির্বর্ত্তন"-নামক অষ্টক পাঠ করেন, তিনি উক্ত কুণ্ড-তীরে সুষ্ঠুভাবে নিয়ত বাস লাভ করিয়া যথাসময়ে শ্রীরাধাকৃষ্ণের দানলীলা দর্শনের অধিকারী হন ॥ ৯ ॥

শ্রীগোবর্দ্ধনাষ্টকম্ (১)

[শ্রীল-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

গোবিন্দাস্যোত্তংসিত-বংশী-ক্বণিতোদ্য-
ল্লাস্যোৎকণ্ঠা-মত্ত-ময়ূরব্রজ-বীত ! ।
রাধাকুণ্ডোত্তুঙ্গ-তরঙ্গাঙ্কুরিতাঙ্গ !
প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন ! পূর্ণাম্ ॥ ১ ॥
যস্যোৎকর্ষাদ্বিস্মিত-ধীভির্ব্রজদেবী-
বৃন্দৈর্বর্য্যং বর্ণিতমাস্তে হরিদাস্যম্ ।
চিত্রৈর্যুঞ্জন্ স দ্যুতিপুঞ্জৈরখিলাশাং
প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন ! পূর্ণাম্ ॥ ২ ॥
বিন্দদ্ভির্যো মন্দিরতাং কন্দরবৃন্দৈঃ
কন্দৈশ্চেন্দোর্বন্ধুভিরানন্দয়তীশম্ ।
বৈদূর্য্যাভৈর্নির্ঝরতোয়ৈরপি সোঽয়ং
প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন ! পূর্ণাম্ ॥ ৩ ॥
শশ্বদ্বিশ্বালঙ্করণালঙ্কৃতি-মেধ্যৈঃ
প্রেম্না ধৌতৈর্ধাতুভিরুদ্দীপিত-সানো ।
নিত্যাক্রন্দৎ-কন্দর-বেণুধ্বনি-হর্ষাৎ
প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন ! পূর্ণাম্ ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—শ্রীকৃষ্ণের অধর-শোভিত মুরলী-ধ্বনি শ্রবণে নৃত্যোন্মত্ত ময়ূরগণদ্বারা তুমি বেষ্টিত রহিয়াছ এবং শ্রীরাধাকুণ্ডের উন্নত তরঙ্গমালাদ্বারা তোমার অঙ্গে অভিনব হরিত-তৃণ-লতা অঙ্কুরিত হইয়াছে ; হে শৈলরাজ গোবর্দ্ধন ! তুমি আমার অভিলাষ পূর্ণ কর ॥ ১ ॥ শ্রীকৃষ্ণ-সম্পাদিত উৎকর্ষপ্রযুক্ত বিস্ময়াপন্ন গোপীগণ যাঁহাকে **'হরিদাস-বর্য্য'** বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, বিবিধ বর্ণের চন্দ্রকান্তাদি মণিগণের কান্তিদ্বারা যাঁহার তেজঃপুঞ্জ প্রকাশ পাইতেছে, সেই গোবর্দ্ধন ! তুমি আমার বাঞ্ছা সফল কর ॥ ২ ॥ তুমি মন্দির-তুল্য কন্দরসমূহ, চন্দ্রবন্ধু কুমুদ-মৃণালাদির ন্যায় উজ্জ্বল ও সুস্বাদু কন্দমূল এবং বৈদূর্য্যতুল্য স্বচ্ছ নির্ঝর-বারি-ধারাদ্বারা সপরিকর শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দিত করিতেছ ; হে গোবর্দ্ধন ! তুমি আমার অভীষ্ট পূরণ কর ॥ ৩ ॥ জগন্মণ্ডলের মণ্ডনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গের ভূষণ-

প্রাজ্যা রাজির্যস্য বিরাজত্যুপলানাং
কৃষ্ণেনাসৌ সন্ততমধ্যাসিত-মধ্যা ।
সোঽয়ং বন্ধুর্বন্ধুর-ধর্ম্মা সুরভীণাং
প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন ! পূর্ণাম্ ॥ ৫ ॥
নির্ধুন্বানঃ সংহৃতি-হেতুং ঘনবৃন্দং
জিত্বা জম্ভারাতিমসম্ভাবিত-বাধম্ ।
স্বানাং বৈরং যঃ কিল নির্যাপিতবান্ সঃ
প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন ! পূর্ণাম্ ॥ ৬ ॥
বিভ্রাণো যঃ শ্রীভুজ-দণ্ডোপরি ভর্ত্তু-
শ্ছত্রীভাবং নাম যথার্থং স্বমকার্ষীৎ ।
কৃষ্ণোপজ্ঞং যস্য মখস্তিষ্ঠতি সোঽয়ং
প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন ! পূর্ণাম্ ॥ ৭ ॥
গান্ধর্ব্বায়াঃ কেলিকলা-বান্ধব ! কুঞ্জে
ক্ষুণ্ণৈস্তস্যাঃ কঙ্কণ-হারৈঃ প্রযতাঙ্গ ! ।
রাসক্রীড়া-মণ্ডিতয়োপত্যকয়াঢ্য !
প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন ! পূর্ণাম্ ॥ ৮ ॥

ব্যাপারে বিশুদ্ধ প্রেম-প্রক্ষালিত গৈরিকাদি ধাতুদ্বারা তোমার সানুদেশ উদ্দীপিত হইয়াছে এবং কীচকাখ্য বেণুধ্বনিরূপ আনন্দবশতঃ তোমার কন্দরসকল সর্ব্বদাই প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে ; হে গোবর্দ্ধন ! তুমি আমার বাসনা সফল কর ॥ ৪ ॥ তোমার গণ্ডশৈলশ্রেণী শ্রীকৃষ্ণের নিরন্তর উপবেশনবশতঃ সাতিশয় শোভা পাইতেছে এবং তুমি গো-গণের পালন-জন্য তাহাদের বন্ধু হইয়াছ ; সুতরাং তোমার পালন-ধর্ম্ম বিশেষভাবে সমৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে ; হে শৈলপতে গোবর্দ্ধন ! তুমি আমার প্রত্যাশা পূর্ণ কর ॥ ৫ ॥ সংহার-নিমিত্ত জগদ্বিপ্লবকারী জলদ-সমূহের প্রেরক ও সর্ব্বত্র বিজয়ী জম্ভারাতি ইন্দ্রকে পরাজয়পূর্ব্বক তুমি স্বীয় জ্ঞাতিবর্গ পর্ব্বত-সমূহের শত্রু বিনাশ করিয়াছ ; হে ইন্দ্রবিজয়িন্ গোবর্দ্ধন ! তুমি আমার কামনা সিদ্ধ কর ॥ ৬ ॥ তুমি শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ডোপরি ছত্ররূপে অবস্থান করিয়া স্বকীয় 'গিরিরাজ'—এই নামের সার্থকতা করিয়াছ এবং তোমার যজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণেরই প্রথম পরিজ্ঞাত ; হে গোবর্দ্ধন ! তুমি আমার আকাঙ্ক্ষা পূরণ কর ॥ ৭ ॥ তুমি গান্ধর্ব্বা

অদ্রিশ্রেণী-শেখর! পদ্যাষ্টকমেতৎ
কৃষ্ণান্তোদপ্রেষ্ঠ! পঠেদ্‌স্তব দেহী ।
প্রেমানন্দং তুন্দিলয়ন্ ক্ষিপ্রমমন্দং
তং হর্ষেণ স্বীকুরুতাং তে হৃদয়েশঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীগোবর্দ্ধনাষ্টকম্ (২)

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

নীলস্তম্ভোজ্জ্বল-রুচিভরৈর্মণ্ডিতে বাহুদণ্ডে
ছত্রচ্ছায়াং দধদঘরিপোর্লব্ধ-সপ্তাহবাসঃ ।
ধারাপাত-গ্লপিতমনসাং রক্ষিতা গোকুলানাং
কৃষ্ণপ্রেয়ান্ প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্দ্ধনো নঃ ॥ ১ ॥
ভীতো যস্মাদ্‌পরিগণয়ন্ বান্ধব-স্নেহবন্ধান্
সিন্ধাবদ্রিস্ত্বরিতমবিশৎ পার্ব্বতী-পূর্ব্বজোঽপি ।
যস্তং জম্ভদ্বিষমকুরুত স্তম্ভ-সংভেদশূন্যং
স প্রৌঢ়াত্মা প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্দ্ধনো নঃ ॥ ২ ॥

শ্রীরাধিকার কেলিকলার সাহায্যকারী, তোমার অঙ্গ নিকুঞ্জ-নিপতিত শ্রীরাধিকার কঙ্কণ ও মাল্যদ্বারা বিভূষিত হইয়াছে এবং তোমার উপত্যকা-প্রদেশ শ্রীকৃষ্ণের রাসক্রীড়ায় মণ্ডিত ; হে গোবর্দ্ধন! তুমি আমার মনোঽভীষ্ট পূর্ণ কর ॥ ৮ ॥ হে গিরিরাজ! হে গোবর্দ্ধন! যিনি তোমার এই পদ্যাষ্টক পাঠ করেন, তোমার হৃদয়েশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অতি সত্বর তাঁহার নিরতিশয় প্রেমানন্দ বর্দ্ধনপূর্ব্বক সানন্দে তাঁহাকে নিজজন বলিয়া গ্রহণ করেন ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—নীলস্তম্ভের ন্যায় উজ্জ্বল কান্তি-মণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ডে যিনি ছত্রশোভা ধারণ করিয়াছিলেন এবং ঐ অঘাসুর-হন্তার হস্তে যিনি সপ্তাহ-কাল বাস করিয়াছিলেন, মেঘবৃন্দের অবিরল বারিবর্ষণে ব্যাকুলিত গোকুল ও গোপকুলের রক্ষক সেই গিরিরাজ গোবর্দ্ধন সর্ব্বদা আমাদিগের মঙ্গল বিস্তার করুন ॥ ১ ॥ পার্ব্বতীপূর্ব্বজ মৈনাক-পর্ব্বতও যে ইন্দ্র হইতে অত্যন্ত ভীত হইয়া স্বীয় বান্ধবগণের স্নেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক শীঘ্র সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই জম্ভশত্রু ইন্দ্রেরও যিনি গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছিলেন, সে প্রগল্‌ভচেতা গোবর্দ্ধন

আবিষ্কৃত্য প্রকট-মুকুটাটোপমঙ্গং স্থবীয়ঃ
শৈলোঽস্মীতি স্ফুটমভিদধত্তুষ্টি-বিস্ফারদৃষ্টিঃ ।
যস্মৈ কৃষ্ণঃ স্বয়মরসয়দ্বল্লবৈর্দত্তমন্নং
ধন্যঃ সোঽয়ং প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্দ্ধনো নঃ ॥ ৩ ॥
অদ্যাপ্যূর্জ্জ-প্রতিপদি মহান্ ভ্রাজতে যস্য যজ্ঞঃ
কৃষ্ণোপজ্ঞং জগতি সুরভি-সৈরিভী-ক্রীড়য়াঢ্যঃ ।
শষ্পালম্বোত্তম-তটতয়া যঃ কুটুম্বং পশূনাং
সোঽয়ং ভূয়ঃ প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্দ্ধনো নঃ ॥ ৪ ॥
শ্রীগান্ধর্ব্বা-দয়িতসরসী-পদ্মসৌরভ্য-রত্নং
হৃত্বা শঙ্কোৎকরপরবশৈরস্বনং সঞ্চরদ্ভিঃ ।
অন্তঃক্ষোদ-প্রহরিককূলেনাকুলেনানুযাতৈ-
র্বাতৈর্জুষ্টঃ প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্দ্ধনো নঃ ॥ ৫ ॥
কংসারাতেস্তরিবিলসিতৈরাতরানঙ্গ-রঙ্গে-
রাভীরীণাং প্রণয়মভিতঃ পাত্রমুন্মীলয়ন্ত্যাঃ ।
ধৌত-গ্রাবাবলিরমলিনৈর্মানসামর্ত্ত্যসিন্ধো-
র্বীচিব্রাতৈঃ প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্দ্ধনো নঃ ॥ ৬ ॥

আমাদিগের কুশল বিস্তার করুন ॥ ২ ॥ অহঙ্কারযুক্ত অতি স্থূলতর কায় বিস্তার করিয়া "আমি শৈলরাজ গোবর্দ্ধন"—ইহা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে পর্ব্বতরাজের প্রতি গোপগোপীগণ-কর্ত্তৃক প্রদত্ত চতুর্ব্বিধ অন্ন ভোজন করিয়াছিলেন, সেই ধন্যতম গিরিবর গোবর্দ্ধন সদা আমাদিগের মঙ্গল বিস্তার করুন ॥ ৩ ॥ অদ্যাবধি কার্ত্তিক-মাসের প্রতিপৎ-তিথিতে যাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-প্রকটিত অন্নযজ্ঞ হইয়া থাকে এবং গৃহপালিত গো-মহিষাদি যাঁহাতে ক্রীড়া করে, বহু নির্ঝরবারি-সিঞ্চনোৎপন্ন অভিনব তৃণ ধারণবশতঃ যিনি পশুগণের কুটুম্ব-স্বরূপ হইয়াছেন, সেই গোবর্দ্ধন-গিরি আমাদের মঙ্গল আবিষ্কার করুন ॥ ৪ ॥ শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের পদ্মসৌরভ-রূপ রত্ন অপহরণের নিমিত্ত যিনি অত্যন্ত শঙ্কাকুল, অতএব নিঃশব্দ এবং বারিবিন্দু-স্বরূপ প্রহরিগণ-কর্ত্তৃক অনুধাবিত অর্থাৎ স্নিগ্ধ সুশীতল পবন-পরিসেবিত, সেই গোবর্দ্ধন সর্ব্বদা আমাদিগের মঙ্গল বিস্তার করুন ॥ ৫ ॥ যাঁহার তরঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের নিকট নাবিক হইয়া নৌকা-পণ গ্রহণ করিয়াছিলেন,

যস্যাধ্যক্ষঃ সকল-হঠিনামাদদে চক্রবর্ত্তী
শুল্কং নান্যদ্‌ব্রজমৃগদৃশামর্পণাদ্বিগ্রহস্য ।
ঘট্টস্যোচ্চৈর্মধুকররুচস্তস্য ধাম-প্রপঞ্চৈঃ
শ্যামপ্রস্থঃ প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্দ্ধনো নঃ ॥ ৭ ॥
গান্ধর্ব্বায়াঃ সুরত-কলহোদ্দামতাবাবদূকৈঃ
ক্লান্ত-শ্রোত্রোৎপল-বলয়িভিঃ ক্ষিপ্ত-পিঞ্ছাবতংসৈঃ ।
কুঞ্জৈস্তল্পোপরি পরিলুঠদ্বৈজয়ন্তী-পরীতৈঃ
পুণ্যাঙ্গশ্রীঃ প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্দ্ধনো নঃ ॥ ৮ ॥
যস্তুষ্টাত্মা স্ফুটমনুপঠেচ্ছ্রদ্ধয়া শুদ্ধয়ান্ত-
র্মেধ্যঃ পদ্যাষ্টকমচটুলঃ সুষ্ঠু গোবর্দ্ধনস্য ।
সান্দ্রং গোবর্দ্ধনধর-পদদ্বন্দ্বশোণারবিন্দে
বিন্দন্ প্রেমোৎকরমিহ করোত্যদ্রিরাজে স বাসম্ ॥ ৯ ॥

শ্রীগোবর্দ্ধনাষ্টকম্ (৩)

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতম্]

কৃষ্ণপ্রসাদেন সমস্তশৈলসাম্রাজ্যমাপ্নোতি চ বৈরিণোঽপি ।
শক্রস্য যঃ প্রাপ বলিং স সাক্ষাদ্ গোবর্দ্ধনো মে দিশতামভীষ্টম্ ॥ ১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ-সমর্পিতাত্মা আভীরীদিগের প্রণয়বর্দ্ধনকারিণী সেই মানসীগঙ্গার তরঙ্গ-মালার যাঁহার শীলাসমূহ ক্ষালিত হইতেছে, সেই গিরিরাজ আমাদের কল্যাণ বিস্তার করুন ॥ ৬ ॥ মরকত শিলা-নির্ম্মিত ঘট্টপ্রদেশের কান্তিতে যাঁহার সানুদেশ শ্যামবর্ণ হইয়াছে এবং সকল ঘট্টস্থিত জনগণের অধ্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার ঘট্টের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নায়ক হইয়া গোপীগণের দেহার্পণ ভিন্ন অন্য কোন পণ গ্রহণ করেন নাই, সেই গোবর্দ্ধনগিরি সদা আমাদিগের মঙ্গল বিস্তার করুন ॥ ৭ ॥ যে কুঞ্জে কর্ণোৎপল ম্লান হইয়া পতিত রহিয়াছে এবং মৃণাল-বলয়, ময়ূরপুচ্ছ-নির্ম্মিতা কর্ণভূষণ যে-স্থানে পতিত এবং শয্যোপরি বৈজয়ন্তী-মালাও বিলুণ্ঠিত, শ্রীরাধার প্রণয়-মাধুর্য্য প্রকাশকারী সেই কুঞ্জসমূহে যাঁহার মনোহর শোভা হইয়াছে, সেই গিরিবর গোবর্দ্ধন আমাদিগের মঙ্গল বিস্তার করুন ॥ ৮ ॥ যিনি শুদ্ধান্তঃকরণ ও সুদৃঢ় শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শ্রীগোবর্দ্ধনের এই মনোহর পদ্যাষ্টক পাঠ করেন, তিনি শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মযুগলে গাঢ়তর প্রেমভক্তি লাভ করিয়া গোবর্দ্ধন-গিরিতে বাস করেন ॥ ৯ ॥

স্বপ্রেষ্ঠহস্তাম্বুজ সৌকুমার্য্য সুখানুভূতে রতিভূম্নি বৃত্তে ।
মহেন্দ্র-বজ্রাহতিমপ্যজানন্ গোবর্দ্ধনো মে দিশতামভীষ্টম্ ॥ ২ ॥
যত্রৈব কৃষ্ণো বৃষভানুপুত্র্যা দানং গ্রহীতুং কলহং বিতেনে ।
শ্রুতেঃস্পৃহা যত্র মহত্যতঃ শ্রীগোবর্দ্ধনো মে দিশতামভীষ্টম্ ॥ ৩ ॥
স্নাত্বা সরঃস্বাশু সমীর হস্তী যত্রৈব নীপাদি-পরাগ-ধূলীঃ ।
আলোলয়ন্ খেলতি চারু স শ্রীগোবর্দ্ধনো মে দিশতামভীষ্টম্ ॥ ৪ ॥
কস্তূরিকাভিঃ শয়িতং কিমত্রেত্যূহং প্রভোঃ স্বস্য মুহুর্বিতন্বন্ ।
নৈসর্গিক-স্বীয়শিলা-সুগন্ধৈ-র্গোবর্দ্ধনো মে দিশতামভীষ্টম্ ॥ ৫ ॥
বংশ-প্রতিধ্বন্যনুসারবর্ত্মা দিদৃক্ষবো যত্র হরিং হরিণ্যঃ ।
যান্ত্যো লভন্তে ন হি বিস্মিতাঃ স গোবর্দ্ধনো মে দিশতামভীষ্টম্ ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—অনন্তর সকল পর্ব্বতবৃন্দকর্ত্তৃক যাঁহার শ্রীচরণযুগল সমর্চ্চিত হইতেছেন, সেই শ্রীগিরিরাজ-গোবর্দ্ধনের মহিমা বর্ণিত হইতেছেন—যিনি শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় নিজ জ্ঞাতি-বন্ধুস্থানীয় নিখিল পর্ব্বতের শক্র ইন্দ্রের পূজা সকলের সম্মুখে সাক্ষাৎরূপে লাভ করিয়াছেন এবং যিনি নিখিল পর্ব্বতগণের সম্রাট্ পদবী প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই হরিদাসবর্য্য শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধন আমার সর্ব্ব অভীষ্ট প্রদান করুন ॥ ১ ॥ যিনি স্বীয় প্রিয়তমের করকমলে সৌকুমার্য্য সুখানুভবের আতিশর্য্যে মহেন্দ্রের অসংখ্য বজ্রের আঘাতও জানিতে পারেন নাই, সেই শ্রীগোবর্দ্ধন আমার সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট প্রদান করুন ॥ ২ ॥ যে দানঘাটী-নামক স্থানে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকার সহিত দান গ্রহণের নিমিত্ত প্রেমকলহ করিয়াছিলেন এবং যেস্থান দর্শন করিতেই রসিকগণের হৃদয়ে কলহবার্ত্তা শ্রবণের নিমিত্ত মহতী সমুৎকণ্ঠা সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই শ্রীগোবর্দ্ধন আমার সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান করুন ॥৩॥ যাঁহার তটস্থিত সরোবর মানস-গঙ্গাদিতে পবনরূপী হস্তী স্নান করিয়া কদম্বাদি পুষ্পের পরাগে ধূসরিত হইয়া সুন্দররূপে খেলা করিতেছে, সেই শ্রীগোবর্দ্ধন আমার সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট প্রদান করুন ॥ ৪ ॥ যিনি স্বাভাবিক শিলাসমূহের সুগন্ধিদ্বারা ভক্তগণের হৃদয়ে বারম্বার এখানে কি শ্রীকৃষ্ণ কস্তূরী শয্যায় শায়িত আছেন, এইপ্রকার তর্ক-বিতর্ক উদ্ভাবন

যত্রৈব গঙ্গামনু নাবি রাধামারোহ্য মধ্যে তু নিমগ্ননৌকঃ ।
কৃষ্ণো হি রাধানুগলো বভৌ স গোবর্দ্ধনো মে দিশতামভীষ্টম্ ॥ ৭ ॥
বিনা ভবেৎ কিং হরিদাসবর্য্য-পদাশ্রয়ং ভক্তিরতঃ শ্রয়ামি ।
যমেব স্বপ্রেম নিজেশয়োঃ শ্রীগোবর্দ্ধনো মে দিশতামভীষ্টম্ ॥ ৮ ॥
এতৎ পঠেদ্ যো হরিদাসবর্য্য-মহানুভাবাষ্টকমার্দ্রচেতাঃ ।
শ্রীরাধিকা-মাধবয়োঃ পদাব্জ-দাস্যং স বিন্দেদচিরেণ সাক্ষাৎ ॥ ৯ ॥

শ্রীগোবর্দ্ধনবাস-প্রার্থনাদশকম্

[শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

নিজপতিভুজদণ্ডচ্ছত্রভাবং প্রপদ্য
প্রতিহতমদধৃষ্টোদ্দণ্ড-দেবেন্দ্রগর্ব্ব ।
অতুল-প্রথুল-শৈলশ্রেণিভূপ প্রিয়ং মে
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন! ত্বম্ ॥ ১ ॥

করাইয়া থাকেন, সেই শ্রীগোবর্দ্ধন আমার সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট প্রদান করুন ॥৫॥ যেখানে হরিণীগণ শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন-লালসায় শ্রীগিরিরাজস্থিত বংশের ধ্বনিকে বংশীর ধ্বনি মনে করিয়া সেই বংশীধ্বনির মার্গে গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দর্শন না হওয়ায় বিস্ময়াপন্ন হইয়া ইতঃস্তত ভ্রমণ করিয়া থাকে, সেই শ্রীগোবর্দ্ধন আমার সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট প্রদান করুন ॥ ৬ ॥ যাঁহার হৃদয়োত্থিত মানসীগঙ্গার মধ্যভাগে নৌকোপরি শ্রীরাধিকাকে উপবেশন করাইয়া শ্রীকৃষ্ণ গঙ্গার মধ্যভাগে নৌকা ডুবাইয়া দিয়া শ্রীস্বামিনী-জীউকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করত গলদেশে বাহুযুগল অর্পণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগোবর্দ্ধন আমার সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট প্রদান করুন ॥ ৭ ॥ শ্রীহরিদাসবর্য্য শ্রীগোবর্দ্ধনের পাদপদ্ম আশ্রয় ব্যতীত কখনও ভক্তিলাভ হয় কি! কখনই নহে, সুতরাং নিজ ঈশ্বর ও ঈশ্বরীর শ্রীচরণকমলে প্রেমভক্তি প্রাপ্তির লালসায় শ্রীহরিদাসবর্য্য শ্রীগোবর্দ্ধনের আশ্রয় গ্রহণ করি, এবম্বিধ শ্রীগোবর্দ্ধন আমার সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট প্রদান করুন ॥ ৮ ॥ যিনি ভক্তি গদ্গদচিত্তে হরিদাসবর্য্য মহানুভব শ্রীগোবর্দ্ধনের এই অষ্টক পাঠ করিবেন, তিনি অতি শীঘ্রই শ্রীরাধামাধবের চরণকমলে সাক্ষাৎ দাস্য সেবা লাভ করিবেন ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—হে গোবর্দ্ধন! আপনি অতুলনীয় অত্যুন্নত শৈলরাজির অধীশ্বর

প্রমদ-মদন-লীলাঃ কন্দরে-কন্দরে তে
রচয়তি নবযূনোর্দ্বন্দ্বমস্মিন্নমন্দম্ ।
ইতি কিল কলনার্থং লগ্নকস্তদ্দ্বয়োর্মে
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন! ত্বম্ ॥ ২ ॥
অনুপম-মণিবেদী-রত্নসিংহাসনোর্ব্বী-
রুহঝর-দরসানুদ্রোণি-সঙ্ঘেষু রঙ্গৈঃ ।
সহ বলসখিভিঃ সংখেলয়ন্ স্বপ্রিয়ং মে
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন! ত্বম্ ॥ ৩ ॥
রসনিধি-নবযূনোঃ সাক্ষিণীং দানকেলে-
র্দ্যুতিপরিমলবিদ্ধাং শ্যামবেদীং প্রকাশ্য ।
রসিকবরকুলানাং মোদমাস্ফালয়ন্মে
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন! ত্বম্ ॥ ৪ ॥
হরিদয়িতমপূর্ব্বং রাধিকাকুণ্ডমাত্ম-
প্রিয়সখমিহ কণ্ঠে নর্ম্মণালিঙ্গ্য গুপ্তঃ ।

এবং আপনিই নিজপতি শ্রীকৃষ্ণের ভুজরূপ দণ্ডের উপরে ছত্রভাব ধারণ করিয়া গর্ব্বিত, ধৃষ্ট ও উদ্ধত দেবরাজ ইন্দ্রের অহঙ্কার বিনাশ করিয়াছেন। আপনি আমাকে অভীষ্ট আপনার নিজ-নিকটে (শ্রীরাধাকুণ্ড-তটে) বাসস্থান প্রদান করুন ॥ ১ ॥ হে গোবর্দ্ধন! ব্রজ-নবযুগযুগল আপনার এই প্রতিকন্দরে কন্দর্পোন্মাদজনিত ক্রীড়াসমূহ প্রচুরভাবে অনুষ্ঠান করিতেছেন, এইহেতু তাঁহাদের উভয়ের সেই লীলাসমূহ প্রদর্শনের জন্য মধ্যস্থ হইয়া আপনি আমাকে আপনার নিজ-নিকটে বাসস্থান প্রদান করুন ॥ ২ ॥ হে গোবর্দ্ধন! আপনি অনুপম মণিবেদিরূপ রত্ন-সিংহাসন, তরু, ঝর অর্থাৎ ক্ষুদ্র তরু-সমাচ্ছন্ন নিবিড় বনভাগ, গর্ত্ত, সমদেশ ও দ্রোণি অর্থাৎ অন্তরাল-প্রদেশসমূহে বলদেব ও সহচরগণের সহিত নিজপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে রঙ্গসহকারে ক্রীড়া করাইতেছেন, আমাকে আপনার নিজ-নিকটে বাসস্থান প্রদান করুন ॥৩॥ হে গোবর্দ্ধন! আপনি পরম-রসময় নবযুবযুগলের দান-লীলার প্রকাশিকা। আপনি কান্তি-সৌরভ-সমন্বিতা শ্যামবেদীর প্রকটন-পূর্ব্বক নিজ ভক্তবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া আমাকে আপনার নিজ-নিকটে বাসস্থান প্রদান করুন ॥ ৪ ॥ হে গোবর্দ্ধন! আপনি যে-স্থানে নিজ প্রিয় সখা ও

নবযুবযুগখেলাস্তত্র পশ্যন্ রহো মে
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন! ত্বম্ ॥ ৫ ॥
স্থল-জল-তল-শষ্পৈর্ভূরুহচ্ছায়য়া চ
প্রতিপদমনুকালং হন্ত সম্বর্দ্ধয়ন্ গাঃ ।
ত্রিজগতি নিজগোত্রং সার্থকং খ্যাপয়ন্মে
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন! ত্বম্ ॥ ৬ ॥
সুরপতিকৃত-দীর্ঘদ্রোহতো গোষ্ঠরক্ষাং
তব নবগৃহরূপস্যান্তরে কুর্ব্বতৈব ।
অঘ-বক-রিপুণোচ্চৈর্দত্তমান! দ্রুতং মে
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন! ত্বম্ ॥ ৭ ॥
গিরিনৃপ! হরিদাস-শ্রেণীবর্য্যেতি নামা-
মৃতমিদমুদিতং শ্রীরাধিকা-বক্ত্রচন্দ্রাৎ ।
ব্রজনব-তিলকত্বে ক্লৃপ্তো বেদৈঃ স্ফুটং মে
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন! ত্বম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় পরম বিচিত্র শ্রীরাধাকুণ্ডকে কৌতুকভরে কণ্ঠদেশে আলিঙ্গনপূর্ব্বক এস্থলে গুপ্ত হইয়া নবযুবযুগলের ক্রীড়া-সমূহ অবলোকন করিতে করিতে অবস্থান করিতেছেন, সেই নির্জ্জন-প্রদেশে আমাকে আপনার নিজ-নিকটে বাসস্থান প্রদান করুন ॥ ৫ ॥ হে গোবর্দ্ধন! আপনি সর্ব্বদা নানাস্থানে স্থল, জল, তল, নূতন তৃণ এবং তরুছায়াদ্বারা গো-সমূহকে সম্বর্দ্ধিত করিয়া ত্রিলোকে নিজ নাম অর্থাৎ 'গোবর্দ্ধন' এই নাম যথাযথরূপে প্রকাশ করিতেছেন, আপনি আমাকে নিজসমীপ-বাস প্রদান করুন ॥ ৬ ॥ হে গোবর্দ্ধন! অঘ-বক-শত্রু শ্রীকৃষ্ণ নূতন গৃহরূপী আপনার মধ্যভাগেই ইন্দ্রকৃত দীর্ঘকালব্যাপী দ্রোহ অর্থাৎ বজ্র-বারি-বর্ষণরূপ উৎপীড়ন হইতে নিজ গোষ্ঠের রক্ষা করিয়া অধিকরূপে আপনাকে মান দান করিয়াছেন ; আপনি আমাকে সত্বর নিজসমীপ-বাস প্রদান করুন ॥ ৭ ॥ হে গিরি-রাজ! গোবর্দ্ধন! শ্রীরাধিকার মুখচন্দ্র হইতে আপনার 'হরিদাস-বর্য্য' এই প্রসিদ্ধ নামরূপ অমৃত প্রকাশিত হইয়াছে, আর আপনি বেদগণকর্ত্তৃক ব্রজের নূতন তিলক-চিহ্নরূপে স্পষ্টরূপেই কল্পিত হইয়াছেন। আপনি আমাকে নিজসমীপ-বাস প্রদান করুন ॥ ৮ ॥ হে গোবর্দ্ধন! আপনি নিজগণের সহিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের

নিজজনযুত-রাধাকৃষ্ণ-মৈত্রীরসাক্ত-
ব্রজনর-পশু-পক্ষি-ব্রাত-সৌখ্যৈকদাতঃ ।
অগণিত-করুণত্বান্মামুরীকৃত্য তান্তং
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন! ত্বম্ ॥ ৯ ॥
নিরুপধি-করুণেন শ্রীশচীনন্দনেন
ত্বয়ি কপটি-শঠোঽপি ত্বৎপ্রিয়েণার্পিতোঽস্মি ।
ইতি খলু মম যোগ্যাযোগ্যতাং তামগৃহ্নন্
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন! ত্বম্ ॥ ১০ ॥
রসদ-দশকমস্য শ্রীল-গোবর্দ্ধনস্য
ক্ষিতিধর-কুলভর্ত্তুর্যঃ প্রযত্নাদধীতে ।
স সপদি সুখদেঽস্মিন্ বাসমাসাদ্য সাক্ষা-
চ্ছুভদ-যুগলসেবারত্নমাপ্নোতি তূর্ণম্ ॥ ১১ ॥

শ্রীগোবর্দ্ধনাশ্রয়-দশকম্

[শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

সপ্তাহং মুরজিৎ-করাম্বুজ-পরিভ্রাজৎ-কনিষ্ঠাঙ্গুলি-
প্রোদ্যদ্বল্গু-বরাটকোপরি-মিলন্মুগ্ধ-দ্বিরেফোঽপি যঃ ।

মৈত্রীরসে আপ্লুত ব্রজের মানব, পশু ও বিহঙ্গসমূহের একমাত্র সুখদায়ক ; আপনি অপার করুণাবশে আমাকে নিতান্তভাবে অঙ্গীকারপূর্ব্বক নিজসমীপ-বাস প্রদান করুন ॥ ৯ ॥ হে গোবর্দ্ধন! আমি কপটী এবং শঠ হইলেও আপনার প্রিয় অহৈতুক কৃপাময় শ্রীশচীনন্দন-কর্ত্তৃক আপনার নিকটে অর্পিত হইয়াছি ; কেবল এইহেতুই আমার সেই প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট যোগ্যতা বা অযোগ্যতা গ্রহণ না করিয়া আপনি নিজসমীপ-বাস প্রদান করুন ॥ ১০ ॥ যিনি পর্ব্বতকুলপতি শ্রীমদ্ গোবর্দ্ধনের রসপ্রদ দশশ্লোক প্রযত্ন-সহকারে পাঠ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ সুখপ্রদ এই গোবর্দ্ধনে বসতি লাভ করিয়া সাক্ষাদ্ভাবে পরমমঙ্গলপ্রদ শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা-রত্ন সত্বর প্রাপ্ত হন ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—যিনি সপ্তাহকাল শ্রীকৃষ্ণের করপদ্মস্থিত কনিষ্ঠাঙ্গুলিরূপ পদ্মকোষে মুগ্ধভ্রমরের ন্যায় অবস্থিত হইয়া অতি বৃষ্টিকারী শক্রুরূপ নক্রমুখ

পাথঃ-ক্ষেপক-শক্রনক্র-মুখতঃ ক্রোড়ে ব্রজং দ্রাগপাৎ
কস্তং গোকুল-বান্ধবং গিরিবরং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ? ১ ॥
ইন্দ্রত্বে নিভৃতং গবাং সুরনদী-তোয়েন দীনাত্মনা
শক্রেণানুগতা চকার সুরভির্যেনাভিষেকং হরেঃ।
যৎ-কচ্ছেঽজনি তেন নন্দিতজনং গোবিন্দকুণ্ডং কৃতী
কস্তং গো-নিকরেন্দ্র-পট্ট-শিখরং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ? ২ ॥
স্বর্ধুন্যাদি-বরেণ্য-তীর্থগণতো হৃদ্যান্যজস্রং হরেঃ
সীরি-ব্রহ্ম-হরাপ্সরঃ-প্রিয়ক-তৎ শ্রীদানকুণ্ডান্যপি।
প্রেম-ক্ষেম-রুচি-প্রদানি পরিতো ভ্রাজন্তি যস্য ব্রতী
কস্তং মান্য-মুনীন্দ্র-বর্ণিতগুণং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ? ৩ ॥
জ্যোৎস্না-মোক্ষণ-মাল্যহার-সুমনোগৌরী-বলারিধ্বজা
গান্ধর্ব্বাদি-সরাংসি নির্ঝর-গিরিঃ শৃঙ্গার-সিংহাসনম্।
গোপালোঽপি হরিস্থলং হরিরপি স্ফূর্জ্জন্তি যৎ সর্ব্বতঃ
কস্তং গো-মৃগ-পক্ষি-বৃক্ষ-ললিতং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ? ৪ ॥

হইতে ব্রজমণ্ডলকে রক্ষা করিয়াছেন, সেই গোকুলবান্ধব গিরিবর গোবর্দ্ধনকে কোন্ প্রাণী সেবা না করে? ১ ॥ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক উদ্ধৃত গোবর্দ্ধন হইতে গোকুল রক্ষা হইল বলিয়া ইন্দ্রকর্ত্তৃক আনীতা সুরভী, নিভৃতভাবে যে-স্থানে আগমনপূর্ব্বক গঙ্গাজল-দ্বারা গোগণের ইন্দ্রত্ব পদে অর্থাৎ গোপালন কর্ত্তৃত্বপদে শ্রীকৃষ্ণকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন এবং যাঁহার কচ্ছপ্রদেশে অর্থাৎ সমীপে অদ্যাপি সর্ব্বজন-নয়নানন্দপ্রদ গোবিন্দকুণ্ড বিরাজ করিতেছে, সেই ব্রজেন্দ্রনন্দনের বিশ্রামস্থান শ্রীগোবর্দ্ধনকে কোন্ পণ্ডিত আশ্রয় না করেন? ২ ॥ গঙ্গাদি তীর্থ অপেক্ষা হৃদয়-ঙ্গম এবং ভক্তি, মঙ্গল ও কান্তি প্রদান করিয়া থাকেন এমন শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব, ব্রহ্মা, হর ও অপ্সরাদিগের প্রীতিজনক এবং শ্রীদানকুণ্ড প্রভৃতি বহুতর কুণ্ডসকল যাঁহার চতুর্দ্দিকে শোভা পাইতেছে এবং মহামান্য মুনিবর শুকদেব-কর্ত্তৃক যাঁহার গুণ বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে, সেই গোবর্দ্ধন কোন্ ব্রতপরায়ণজনের আশ্রয়ণীয় নহে? ৩ ॥ যাঁহার চতুর্দ্দিকে জ্যোৎস্না, মোক্ষণ, মাল্য, হার, সুমনঃ, গৌরী, বলারিধ্বজ, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতির সরোবর-সকল ও নির্ঝর গিরি বিরাজ করিতেছে এবং স্বয়ং ভগবান্ গোপাল-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া যে-স্থানে বিহার করিতেছেন এবং যিনি

গঙ্গা-কোট্যধিকং বকারি-পদজারিষ্টারি-কুণ্ডং বহন্
ভক্ত্যা যঃ শিরসা নতেন সততং প্রেয়ান্ শিবাদপ্যভূৎ।
রাধাকুণ্ডমণিং তথৈব মুরজিৎ প্রৌঢ়-প্রসাদং দধৎ
প্রেয়স্তব্য তমোঽভবৎ ক ইহ তং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ? ৫ ॥
যস্যাং মাধব-নাবিকো রসবতীমাধায় রাধাং তরৌ
মধ্যে চঞ্চলকেলিপাত-বলনাত্রাসৈঃ স্তবত্যাস্ততঃ।
স্বাভীষ্টং পণমাদধে বহতি সা যস্মিন্মনোজাহ্নবী
কস্তং তন্নবদম্পতী-প্রতিভুবং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ? ৬ ॥
রাসে শ্রীশতবন্দ্য-সুন্দর-সখীবৃন্দাঞ্চিতা সৌরভ-
ভ্রাজৎ-কৃষ্ণরসাল-বাহু-বিলসৎ-কণ্ঠী মধৌ মাধবী।
রাধা নৃত্যতি যত্র চারু বলতে রাসস্থলী সা পরা
যস্মিন্ কঃ সুকৃতী তমুন্নতময়ে গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ? ৭ ॥

শৃঙ্গার-রসের সিংহাসন-স্বরূপ, তথা যিনি গো, মৃগ, পক্ষী ও বৃক্ষাদিদ্বারা অতি মনোহর শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়স্থান হইয়াছেন, সেই গোবর্দ্ধনকে কোন্ ব্যক্তি আশ্রয় না করে? ৪ ॥ যিনি নত-মস্তকে ভক্তিপূর্ব্বক কোটী গঙ্গা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মসম্ভূত অরিষ্টকুণ্ড অর্থাৎ শ্যামকুণ্ড এবং অমূল্য মণিস্বরূপ শ্রীরাধাকুণ্ডকে বহন করিয়া মহাদেব অপেক্ষাও অতিশয় মাননীয় হইতেছেন এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণের নিয়ত অনুগ্রহের ভাজন হইয়া ভক্তবৃন্দের অতিশয় স্তবনীয় হইয়াছেন, এই সংসারে কোন্ ব্যক্তি সেই গোবর্দ্ধনকে আশ্রয় না করে? ৫ ॥ যে-স্থানে শ্রীকৃষ্ণ নাবিক হইয়া রসবতী শ্রীরাধিকাকে নৌকামধ্যে গ্রহণপূর্ব্বক তরঙ্গময় মধ্যজলে নৌকার কম্পনহেতু ভয়-বিহ্বলা শ্রীরাধিকাকর্ত্তৃক স্তুত হইয়া নিজাভীষ্ট পণ গ্রহণ করিয়া-ছেন, এবম্বিধ মানসগঙ্গা সর্ব্বদা যেস্থানে প্রবাহিত হইতেছে এবং যিনি নব-দম্পতী অর্থাৎ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মধ্যস্থস্বরূপ, ঈদৃশ গোবর্দ্ধনকে কোন্ জন আশ্রয় না করে? ৬ ॥ যে-স্থলে রাসক্রীড়ায় শত শত লক্ষ্মীর বন্দনীয় অতি রমণীয় সখীগণে পরিবৃত ও শ্রীকৃষ্ণের রসময় সৌরভ-শোভিত বাহুতে সংসক্তকণ্ঠ হইয়া মাধব-প্রিয়া শ্রীরাধিকা মধুমাসে নৃত্য করিয়াছিলেন, এ নিমিত্তই যে-স্থানে অদ্যাপি দ্বিতীয় রাসস্থলী বিরাজ করিতেছে, অতএব হে ভক্তগণ! এতাদৃশ অত্যুন্নত সেই গোবর্দ্ধনকে কোন্ পুণ্যবান্ ব্যক্তি আশ্রয় না করে? ৭ ॥ যে-স্থানে স্বীয়গণের

যত্র স্বীয়গণস্য বিক্রমভৃতা বাচা মুহুঃ ফুল্লতোঃ
স্মের-ক্রূর-দৃগন্ত-বিভ্রম-শরৈঃ শশ্বন্মিথো বিদ্ধয়োঃ ।
তদ্যূনোর্নবদান-সৃষ্টিজকলির্ভঙ্গ্যা হসন্ জৃম্ভতে
কস্তং তৎ-পৃথুকেলিসূচন-শিলং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ? ৮ ॥
শ্রীদামাদি-বয়স্য-সঞ্চয়বৃতঃ সঙ্কর্ষণেনোল্লসন্
যস্মিন গোচয়-চারু-চারণপরো রী-রীতি গায়ত্যসৌ ।
রঙ্গে গূঢ়-গুহাসু চ প্রথয়তি স্মারক্রিয়াং রাধয়া
কস্তং সৌভগ-ভূষিতাঞ্চিত-তনুং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ? ৯ ॥
কালিন্দীং তপনোদ্ভবাং গিরিগণানত্যুন্নমচ্ছেখরান্
শ্রীবৃন্দাবিপিনং জনেপ্সিতধরং নন্দীশ্বরং চাশ্রয়ম্ ।
হিত্বা যং প্রতিপূজয়ন্ ব্রজকৃতে মানং মুকুন্দো দদৌ
কস্তং শৃঙ্গি-কিরীটিনং গিরিনৃপং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ? ১০ ॥
তস্মিন্ বাসদমস্য রম্যদশকং গোবর্দ্ধনস্যেহ যৎ
প্রাদুর্ভূতমিদং যদীয়কৃপয়া জীর্ণান্ধবক্ত্রাদপি ।
তস্যোদ্যদ্গুণবৃন্দ-বন্ধুরখনের্জীবাতু-'রূপস্য' তৎ-
তোষায়াপি অলং ভবত্বিতি ফলং পক্বং ময়া মৃগ্যতে ॥ ১১ ॥

বিক্রমপূর্ণ বাক্যদ্বারা হৃষ্টচিত্ত এবং পুনঃ পুনঃ ঈষৎ হাস্য ও কুটিলতর অপাঙ্গ-চালনরূপ বাণবর্ষণে পরস্পর বিদ্ধ যে শ্রীরাধাকৃষ্ণ তাঁহাদের নূতন দান সৃষ্টিজনিত বাক্‌কলহ পরিবর্দ্ধিত হইতেছে এবং যে-স্থানে এইরূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণের নব নব লীলাসূচক শিলাসকল পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, সেই গোবর্দ্ধনকে কোন্ জন আশ্রয় না করে? ৮ ॥ যে-স্থলে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামাদি বয়স্যগণ ও বলদেব-সহিত মিলিত হইয়া গোচারণ করিতে করিতে রী রী ইত্যাকার মধুর স্বরে গান করিয়াছিলেন এবং যাঁহার নিভৃত গুহামধ্যে রঙ্গস্থল করিয়া শ্রীরাধিকার সহিত কন্দর্পকেলি করিয়া-ছিলেন, ঈদৃশ সৌভাগ্যশালী সেই গোবর্দ্ধনকে কোন্ জন আশ্রয় না করে? ৯ ॥ শ্রীকৃষ্ণ রবিতনয়া কালিন্দীকে ও অত্যুন্নত গিরিগণকে এবং ব্রজবাসি-জনগণের আশ্রয়ীভূত ও ঈপ্সিতপ্রদ নন্দীশ্বরকেও ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন রক্ষার্থ পর্ব্বতগণের শিরোভূষণস্বরূপ যাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া সম্মান প্রদান করিয়াছিলেন, সেই গিরি-রাজ গোবর্দ্ধনকে কোন্ ব্যক্তি আশ্রয় না করে? ১০ ॥ যাঁহার অনুগ্রহে জীর্ণান্ধ ব্যক্তির বদন হইতেও এই রমণীয় গোবর্দ্ধন-বাসপ্রদ গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের দশক প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, সেই আভ্যুদয়িক ও উন্নতোন্নতখনি আমার জীবাতুস্বরূপ শ্রীগুরুদেব শ্রীরূপগোস্বামীর সন্তোষ-বিধানে এই দশক সমর্থ হউক্—ইহাই আমি প্রার্থনা করি ॥ ১১ ॥

শ্রীশ্রীবৃন্দাদেব্যষ্টকম্

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতম্]

গাঙ্গেয়-চাম্পেয়-তড়িদ্‌বিনিন্দি-রোচিঃপ্রবাহ-স্নপিতাত্মবৃন্দে!
বন্ধূক-রন্ধু-দ্যুতি-দিব্যবাসো বৃন্দে! নুমস্তে চরণারবিন্দম্ ॥ ১ ॥
বিম্বাধরোদিত্বর-মন্দহাস্য নাসাগ্র-মুক্তাদ্যুতি-দীপিতাস্যে!
বিচিত্র-রত্নাভরণাশ্রিয়াঢ্যে! বৃন্দে! নুমস্তে চরণারবিন্দম্ ॥ ২ ॥
সমস্ত-বৈকুণ্ঠ-শিরোমণৌ শ্রীকৃষ্ণস্য বৃন্দাবন-ধন্য-ধাম্নি ।
দত্তাধিকারে বৃষভানু-পুত্র্যা বৃন্দে! নুমস্তে চরণারবিন্দম্ ॥ ৩ ॥
ত্বয়াজ্ঞয়া পল্লব-পুষ্প-ভৃঙ্গ-মৃগাদিভির্মাধব-কেলিকুঞ্জাঃ ।
মধ্বাদিভির্ভান্তি বিভূষ্যমাণা বৃন্দে! নুমস্তে চরণারবিন্দম্ ॥ ৪ ॥
ত্বদীয়-দূত্যেন নিকুঞ্জ-যূনো-রত্যুৎকয়োঃ কেলি-বিলাস-সিদ্ধিঃ ।
ত্বৎ-সৌভগং কেন নিরুচ্যতাং তদ্ বৃন্দে! নুমস্তে চরণারবিন্দম্ ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—হে অত্যুজ্জ্বল-রক্তবর্ণ-বসন-ধারিণি বৃন্দে! তুমি স্বীয় পরম সুন্দর অঙ্গকান্তিদ্বারা স্বর্ণ, চম্পকপুষ্প ও সৌদামিনীকেও তিরস্কার করিতেছ এবং তদ্দ্বারা স্বজনগণ অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তগণকে অভিষিক্ত করিতেছ; তোমার শ্রীচরণার-বিন্দে নমস্কার করি ॥ ১ ॥ হে বৃন্দে! তোমার বিম্ব-সদৃশ রক্তবর্ণ অধরোদ্গত মৃদু-মধুর হাস্য নাসিকাগ্রবর্ত্তী মুক্তা-কান্তিদ্বারা ত্বদীয় বদনমণ্ডল পরিশোভিত হইয়াছে এবং তুমি বিচিত্র রত্নাভরণে সৌন্দর্য্যান্বিতা হইয়াছ; তোমার শ্রীচরণপদ্মে নমস্কার করি ॥ ২ ॥ হে বৃন্দে! বৃষভানুরাজনন্দিনী শ্রীরাধিকা নিখিল বৈকুণ্ঠসমূহের শিরোমণি ও অশেষ-গুণ-সমন্বিত পরম পবিত্র শ্রীকৃষ্ণ-ধাম শ্রীবৃন্দাবনে তোমাকে অধিকার প্রদান করিয়াছেন; তোমার শ্রীপাদসরোজে নমস্কার করি ॥ ৩ ॥ হে বৃন্দে! তোমারই আদেশে শ্রীবৃন্দাবনে পত্র, পুষ্প, ভ্রমর, মৃগ, ময়ূর, শুক-শারী প্রভৃতি পশু-পক্ষিগণে ও চির-বসন্তে শ্রীকৃষ্ণের কেলিকুঞ্জসমূহ বিভূষিত হইয়া পরম শোভা পাইতেছে; তোমার শ্রীপদারবিন্দে প্রণাম করি ॥ ৪ ॥ হে বৃন্দে!

রাসাভিলাষো বসতিশ্চ বৃন্দাবনে ত্বদীশাঙ্ঘ্রি-সরোজ-সেবা ।
লভ্যা চ পুংসাং কৃপয়া তবৈব বৃন্দে! নুমস্তে চরণারবিন্দম্ ॥ ৬ ॥
ত্বং কীর্ত্ত্যসে সাত্বত-তন্ত্রবিদ্ভির্লীলাভিধানা কিল-কৃষ্ণ-শক্তিঃ ।
তবৈব মূর্ত্তিস্তুলসী নৃলোকে বৃন্দে! নুমস্তে চরণারবিন্দম্ ॥ ৭ ॥
ভক্ত্যা বিহীনা অপরাধ-লক্ষৈঃ ক্ষিপ্তাশ্চ কামাদি-তরঙ্গ-মধ্যে ।
কৃপাময়ি! ত্বাং শরণং প্রপন্না বৃন্দে! নুমস্তে চরণারবিন্দম্ ॥ ৮ ॥
বৃন্দাষ্টকং যঃ শৃণুয়াৎ পঠেদ্ বা বৃন্দাবনাধীশ-পদাব্জ-ভৃঙ্গঃ ।
স প্রাপ্য বৃন্দাবন-নিত্যবাসং তৎ-প্রেমসেবাং লভতে কৃতার্থঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীবৃন্দাবনাষ্টকম্ (১)

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

মুকুন্দ-মুরলীরব-শ্রবণ-ফুল্ল-হৃদ্বল্লবী-
কদম্বক-করম্বিত-প্রতিকদম্ব-কুঞ্জান্তরা ।
কলিন্দগিরি-নন্দিনী-কমল-কন্দলান্দোলিনা
সুগন্ধিরনিলেন মে শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ১ ॥
বিকুণ্ঠপুর-সংশ্রয়াদ্বিপিনতোঽপি নিঃশ্রেয়সাৎ
সহস্রগুণিতাং শ্রিয়ং প্রদুহতী রস-শ্রেয়সীম্ ।
চতুর্ম্মুখ-মুখৈরপি স্পৃহিত-তার্ণ-দেহোদ্ভবা
জগদ্গুরুভিরগ্রিমৈঃ শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ২ ॥
অনারত-বিকস্বর-ব্রততিপুঞ্জ-পুষ্পাবলী-
বিসারি-বরসৌরভোদ্গম-রমা-চমৎকারিণী ।
অমন্দ-মকরন্দভৃদ্বিটপিবৃন্দ-বন্দীকৃত-
দ্বিরেফকুল-বন্দিতা শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ৩ ॥
ক্ষণদ্যুতি-ঘন-শ্রিয়োর্ব্রজনবীনযূনোঃ পদৈঃ
সুবল্গুভিরলঙ্কৃতা ললিত-লক্ষ্ম-লক্ষ্মীভরৈঃ ।
তয়োর্নখরমণ্ডলী-শিখর-কেলিচর্য্যোচিতৈ-
র্বৃতা-কিশলয়াঙ্কুরৈঃ শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ৪ ॥

তোমার দূতীত্বের চাতুর্য্য-প্রভাবেই বিলাস-বাসনাময়ী শ্রীরাধাকৃষ্ণের কেলিবিলাস সম্পন্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ তুমিই দূতীরূপে শ্রীরাধা-গোবিন্দের সুদুর্ঘট মিলন সম্পাদন করাইয়া, তাঁহাদিগের লীলা-বিলাসের সহায়তা করিয়া থাক ; অতএব এ সংসারে তোমার সৌভাগ্যের সীমা বর্ণনা করিতে কে সক্ষম হইবে? তোমার শ্রীপাদপদ্মে নমস্কার করি ॥ ৫ ॥ হে বৃন্দে! কৃষ্ণভক্তগণ তোমারই কৃপায় শ্রীরাস-লীলা-দর্শনাভিলাষ, শ্রীবৃন্দাবনে বাস ও ত্বদীয় প্রাণবল্লভ শ্রীরাধামাধবের চরণ-সেবা লাভ করিয়া থাকেন ; তোমার শ্রীপদকমলে নমস্কার করি ॥ ৬ ॥ হে বৃন্দে! শ্রীনারদাদি ভক্তগণ-বিরচিত তন্ত্রসমূহে সুনিপুণ পণ্ডিতগণ তোমাকে শ্রীকৃষ্ণের লীলাশক্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং এই নরলোকে সুপ্রসিদ্ধ বৃক্ষরূপিণী শ্রীতুলসীদেবী হইতেছেন তোমারই মূর্ত্তি ; তোমার শ্রীচরণপঙ্কজে অভিবাদন করি ॥ ৭ ॥ হে কৃপাময়ি দেবি! আমরা ভক্তিহীন বলিয়া শত শত অপরাধ-প্রযুক্ত ভব-সমুদ্রের কাম-ক্রোধাদি-রূপ ভীষণ তরঙ্গ-মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি ; অতএব তোমার শরণাগত হইলাম, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই সুদুস্তর ভব-জলধি হইতে উদ্ধার কর ; তোমার শ্রীচরণ-সরোজে নমস্কার করি ॥ ৮ ॥ যে ব্যক্তি বৃন্দাবনাধিপতি শ্রীরাধা-গোবিন্দের চরণ-কমলের ভৃঙ্গ-স্বরূপ হইয়া শ্রীবৃন্দাদেবীর এই অষ্টক পাঠ বা শ্রবণ করেন, তিনি শ্রীবৃন্দাবনে নিত্য-বাস প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবা লাভ করত কৃতার্থ হইয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—শ্রীকৃষ্ণের মুরলী-রব-শ্রবণে উৎফুল্লচিত্তা গোপীগণ-কর্ত্তৃক যাঁহার কদম্বাদি কুঞ্জমধ্যে পূরিত হইয়াছে এবং কলিন্দগিরি-নন্দিনী যমুনাদেবীর পদ্মবৃন্দ-সঞ্চালক-সমীরণদ্বারা যাঁহার সৌরভ সম্পাদিত হইতেছে, সেই বৃন্দাটবী অর্থাৎ বৃন্দারণ্য আমার আশ্রয় হউন ॥১॥ বৈকুণ্ঠপুর হইতেও অর্থাৎ পরব্যোমস্থিত নিঃশ্রেয়স হইতেও সহস্রগুণিত শ্রেয় (দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর) রস-সম্পত্তি যিনি প্রদান করেন, জগদ্গুরু চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাও যে-স্থানের তৃণ-গুল্ম-লতাদিরূপ (হীন) জন্ম প্রার্থনা করেন, সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়ণীয়া হউন ॥ ২ ॥ যিনি নিয়ত-পুষ্পিত লতাশ্রেণীর দূরগামী সৌরভদ্বারা লক্ষ্মী-দেবীরও বিস্ময় সম্পাদন করিতেছেন এবং নিরতিশয় পুষ্পরস-বর্ষণশীল বৃক্ষগণে ভ্রমণকারী সমস্ত ভ্রমর-বৃন্দও যাঁহাকে বন্দনা করিতেছে, সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়ীভূতা হউন ॥৩॥ যাঁহার সমূহ অবয়ব—সৌদামিনী ও জলধরের ন্যায় সম্মিলিত বৃন্দাবনের নবীন শ্রীরাধাগোবিন্দের অতি-মনোহর ও ললিত বজ্রাঙ্কুশাদি-চিহ্নিত পদ-পঙ্ক্তিদ্বারা

ব্রজেন্দ্রসখনন্দিনী-শুভতরাধিকার-ক্রিয়া-
প্রভাবজ-সুখোৎসব-স্ফুরিত-জঙ্গম-স্থাবরা ।
প্রলম্বদমনানুজ-ধ্বনিত-বংশিকা-কাকলী-
রসজ্ঞ-মৃগমণ্ডলা শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ৫ ॥
অমন্দ-মুদিরার্ব্বুদাভ্যধিক-মাধুরী-মেদুর-
ব্রজেন্দ্রসুত-বীক্ষণোন্নটিত-নীলকণ্ঠোৎকরা ।
দিনেশ-সুহৃদাত্মজাকৃত-নিজাভিমানোল্লস-
ল্লতা-খগ-মৃগাঙ্গনা শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ৬ ॥
অগণ্যগুণ-নাগরীগণ-গরিষ্ঠগান্ধর্ব্বিকা-
মনোজ-রণ-চাতুরী-পিশুন-কুঞ্জপুঞ্জোজ্জ্বলা ।
জগত্রয়-কলাগুরোর্ললিতলাস্য-বল্গৎপদ-
প্রয়োগবিধি-সাক্ষিণী শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ৭ ॥
বরিষ্ঠ-হরিদাসতা-পদসমৃদ্ধ-গোবর্দ্ধনো
মধূদ্বহবধূ-চমৎকৃতিনিবাস-রাসস্থলা ।

অঙ্কিত রহিয়াছে এবং সেই রাধাকৃষ্ণের নখরশ্রেণীর অনুকারী কিশলয় ও অঙ্কুরদ্বারাও যিনি পরিবৃতা, সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়ণীয়া হউন ॥ ৪ ॥ নন্দরাজের প্রিয়বন্ধু বৃষভানুরাজ-দুহিতা শ্রীরাধিকার অনুমতিবশতঃ আনন্দোৎসব বৃদ্ধির জন্য বৃন্দাসখী যে-স্থানের স্থাবর-জঙ্গম (বৃক্ষ-মনুষ্যাদি) উভয়বিধ প্রাণি-দিগেরই উল্লাস সম্পাদন করিয়াছেন ও প্রলম্বারি বলদেবের অনুজ শ্রীকৃষ্ণবাদিত বংশীকাকলী-রসজ্ঞ মৃগমণ্ডল যে-স্থানে বিচরণ করিতেছে, সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়ীভূতা হউন ॥ ৫ ॥ ময়ূরগণ শ্রীকৃষ্ণের অভিনব জলধরের ন্যায় কান্তি দর্শনপূর্ব্বক যে-স্থানে কৌতুহল-সহকারে নৃত্য করিতেছে এবং সূর্য্যসুহৃদ্ বৃষভানু-রাজনন্দিনী শ্রীরাধিকার আত্মাভিমান অর্থাৎ "এই বৃন্দাটবী আমার"—এই প্রীতিসূচক বাক্যে লতা, মৃগ এবং পক্ষিগণ মিথুন হইয়া যে-স্থানে উল্লসিত হইতেছে, সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়ণীয়া হউন ॥ ৬ ॥ অগণ্যগুণগ্রামসম্পন্না শ্রীরাধিকার কামযুদ্ধ-চাতুরীকে যাঁহার কুঞ্জসকল সূচিত করিতেছে এবং যিনি ত্রিভুবনের প্রধান কলা-কৌশলের গুরু শ্রীকৃষ্ণের নৃত্য-কার্য্যে পদ-চালনার সাক্ষি-স্বরূপা, সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়ীভূতা হউন ॥ ৭ ॥ জনদুর্ল্লভ হরিদাসত্ব

অগূঢ়গহনশ্রিয়ো মধুরিম-ব্রজেনোজ্জ্বলা
ব্রজস্য সহজেন মে শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥ ৮ ॥
ইদং নিখিল-নিষ্কুটাবলিবরিষ্ঠ-বৃন্দাটবী-
গুণস্মরণকারি যঃ পঠতি সুষ্ঠু পদ্যাষ্টকম্ ।
বসন্ ব্যসন-মুক্তাধীরনিশমত্র সদ্বাসনঃ
স পীতবসনে বশীরতিমবাপ্য বিক্রীড়তি ॥ ৯ ॥

শ্রীবৃন্দাবনাষ্টকম্ (২)

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতম্]

ন যোগসিদ্ধির্ন মমাস্তু মোক্ষো, বৈকুণ্ঠলোকেঽপি ন পার্ষদত্বম্ ।
প্রেমাপি ন স্যাদিতি চেত্তরাং তু, মমাস্তু বৃন্দাবন এব বাসঃ ॥ ১ ॥
তার্ণং জনুর্যত্র বিধির্যযাচে, সদ্ভক্তচূড়ামণিরুদ্ধবোঽপি ।
বীক্ষ্যৈব মাধুর্য্যধূরাং তদস্মিন্, মমাস্তু বৃন্দাবন এব বাসঃ ॥ ২ ॥

লাভ করিয়া গিরিরাজ গোবর্দ্ধন স্বয়ং যে-স্থানে বাস করিতেছেন এবং মধুসূদন-বধূ গোপাঙ্গনাদিগের চমৎকারকারী রাসমণ্ডল যে-স্থানে রহিয়াছে, সেই অপ্রকট-কাননশোভা-বিধায়ক বৃন্দাবনের মাধুর্য্যকুলদ্বারা উজ্জ্বলকান্তি বৃন্দাটবী স্বভাবতঃ আমার আশ্রয়ণীয়া হউন ॥ ৮ ॥ নিখিল বনশ্রেষ্ঠ বৃন্দাটবী-গুণ-স্মরণকারী এই পদ্যাত্মক মনোহর অষ্টক যিনি সুষ্ঠুভাবে পাঠ করেন, তিনি সমূহ দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া এবং সর্ব্বশুভ-কামনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণে লব্ধানু-রাগপূর্ব্বক সুখে বিহার করেন ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—অনিমাদি যোগসিদ্ধির কামনা নাই, মোক্ষ লাভের বাসনাও আমার নাই, এমনকি বৈকুণ্ঠের পার্ষদদেহ লাভের অভিলাষও আমার নাই, আর যদি প্রেমলাভ বল, সেও না হয় উত্তম কিন্তু এই শ্রীবৃন্দাবনেই যেন আমার বাস হয় ॥ ১ ॥ যেস্থানে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা তৃণসম্বন্ধীয় যে কোন জন্মলাভের প্রার্থনা করিয়াছেন, অপর ভক্ত চূড়ামণি শ্রীউদ্ধব মহাশয়ও যে শ্রীবৃন্দাবনে গুল্ম-লতাদি-রূপে জন্মলাভের অভিলাষ করিয়াছেন, শ্রীবৃন্দাবনের এই প্রকার মাধুর্য্যাতিশয় দর্শন করিয়া আমার একমাত্র অভিলাষ, এই শ্রীবৃন্দাবনেই যেন আমার বাস

কিং তে কৃতং হন্ততপঃ ক্ষিতীতি, গোপ্যোঽপি ভূমে স্তুবতে রস কীর্ত্তিম্ ।
যেনৈব কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি-পদাঙ্কিতেঽস্মিন্, মমাস্তু বৃন্দাবন এব বাসঃ ॥ ৩ ॥
গোপাঙ্গনালম্পটতৈব যত্র, যস্যাং রসঃ পূর্ণতমত্বমাপ ।
যতো রসো বৈ স ইতি শ্রুতিস্ত-, ন্মমাস্তু বৃন্দাবন এব বাসঃ ॥ ৪ ॥
ভাণ্ডীর-গোবর্দ্ধন-রাসপীঠৈ-, স্ত্রীসীমকে যোজন-পঞ্চকেন ।
মিতে বিভুত্বাদমিতেঽপি চাস্মিন্, মমাস্তু বৃন্দাবন এব বাসঃ ॥ ৫ ॥
যত্রাধিপত্যং বৃষভানুপুত্র্যা, যেনোদয়েৎ প্রেমসুখং জনানাম্ ।
যস্মিন্মমাশা বলবত্যতোঽস্মিন্, মমাস্তু বৃন্দাবন এব বাসঃ ॥ ৬ ॥
যস্মিন্ মহারাসবিলাসলীলা, ন প্রাপ যাং শ্রীরপি সা তপোভিঃ ।
তত্রোল্লসন্মঞ্জু-নিকুঞ্জপুঞ্জে, মমাস্তু বৃন্দাবন এব বাসঃ ॥ ৭ ॥

হয় ॥ ২ ॥ শ্রীব্রজগোপীগণও শ্রীবৃন্দাবনভূমির সৌভাগ্যাতিশয়কে স্তুতি করিয়া বলিলেন,—হে ভূমে! তুমি কি তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলে, যে তপস্যাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্নে বিভূষিতা হইয়া অঙ্গে পুলকাবলী ধারণ করিয়াছ? অতএব শ্রীকৃষ্ণের পদাঙ্ক-বিলসিত এই শ্রীবৃন্দাবনেই যেন আমার বাস হয় ॥ ৩ ॥ শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের ব্রজরামাগণের সমভিব্যহারে রসময়ী রাসাদিলীলা প্রকটিত হওয়ায়, এই ব্রজভূমিতে তাঁহার রসের পূর্ণতমত্ব অভিব্যক্ত হইয়াছে, বেদ-শিরোভাগ শ্রুতিও এই অভিপ্রায়ে তাঁহাকে "রসো বৈ সঃ" অর্থাৎ তিনিই রসস্বরূপ, এইরূপ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, অতএব এই শ্রীবৃন্দাবনেই আমার বাস হউক ॥ ৪ ॥ শ্রীকৃষ্ণ-তনুসম অসীম শ্রীবৃন্দাবন বিভু বস্তু হইলেও ভাণ্ডীরবট, শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধন ও রাসপীঠ, শ্রীবৃন্দাবন এই ত্রিবিধ সীমায় পঞ্চযোজন পরিমাণ বলিয়া পুরাণাদিতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই এই শ্রীবৃন্দাবনেই আমার বাস হউক ॥৫॥ যে স্থানে শ্রীবৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী শ্রীরাধিকার পরিপূর্ণ প্রভুত্ব রহিয়াছে, যাঁহার দর্শন স্মরণ ও বাসদ্বারা জনগণের শ্রীরাধাগোবিন্দে প্রেমানন্দের উদয় হইয়া থাকে এবং যেস্থানে বাসের নিমিত্ত আমার বলবতী আকাঙ্ক্ষা সেই এই শ্রীবৃন্দাবনেই আমার বাস হউক ॥ ৬ ॥ যেস্থানে শ্রীনন্দনন্দনের শ্রীরাধাদি ব্রজরামাগণের সহিত নিত্যই মহারাসবিলাস সম্পন্ন হইতেছে, যাহা শ্রীনারায়ণ-বক্ষঃবিলাসিনী শ্রীলক্ষ্মীদেবীও বৈকুণ্ঠগত বৈভবকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তপস্যা করিয়াও লাভ করিতে পারেন নাই, সে স্থানের শোভাতিশায়ি মনোহর নিকুঞ্জ-

সদা রুরু-ন্যঙ্কমুখা বিশঙ্কং, খেলতি কূজন্তি পিকালিকীরাঃ ।
শিখণ্ডিনো যত্র নটন্তি তস্মিন্, মমাস্তু বৃন্দাবন এব বাসঃ ॥ ৮ ॥
বৃন্দাবনস্যাষ্টকমেতদুচ্চৈঃ, পঠন্তি যে নিশ্চলবুদ্ধয়স্তে ।
বৃন্দাবনেশাঙ্ঘ্রি-সরোজসেবাং, সাক্ষাল্লভন্তে জনুষোঽন্ত এব ॥ ৯ ॥

শ্রীমথুরাস্তবঃ

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

মুক্তের্গোবিন্দ-ভক্তের্বিতরণ-চতুরং সচ্চিদানন্দরূপং
যস্যাং বিদ্যোতি বিদ্যাযুগলমুদয়তে তারকং পারকঞ্চ ।★
কৃষ্ণস্যোৎপত্তি-লীলা-খনিরখিল-জগন্মৌলি-রত্নস্য সা তে
বৈকুণ্ঠাদ্যা প্রতিষ্ঠা প্রথয়তু মথুরা মঙ্গলানাং কলাপম্ ॥ ১ ॥
কোটীন্দু-স্পষ্টকান্তী রভসযুত-ভবক্লেশ-যোধৈরযোধ্যা
মায়া-বিত্রাসি-বাসা মুনি-হৃদয়-মুষো দিব্যলীলাঃ স্রবন্তী ।

পুঞ্জে শ্রীরাধাশ্যামসুন্দর নিত্য বিবিধ বিহার করিতেছেন সেই এই শ্রীবৃন্দাবনেই আমার বাস হউক ॥ ৭ ॥ নৈসর্গিক হিংসা শূন্যবশতঃ যেস্থানে হরিণ ও ব্যাঘ্রাদি নিঃশঙ্কচিত্তে মিত্রভাবে বিহার করিয়া থাকে, কোকিল, ভৃঙ্গ ও শুক-শারী কর্ণরসায়ন মধুর নিনাদ করিয়া থাকে এবং ময়ূর-ময়ূরী পুচ্ছ বিস্তারপূর্ব্বক মনোহর নৃত্য করিয়া থাকে, সেই এই শ্রীবৃন্দাবনেই আমার বাস হউক ॥ ৮ ॥ শ্রীরাধাগোবিন্দে মনোনিবেশবশতঃ নিশ্চলবুদ্ধি যে-সমস্ত জনগণ এই শ্রীবৃন্দাবনাষ্টক উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করেন, তাঁহারা দেহান্তে শ্রীবৃন্দাবনাধীশ শ্রীরাধাগোবিন্দের চরণকমলে সাক্ষাৎ সেবা লাভ করিয়া ধন্য হইয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মে ভক্তিরূপ মুক্তিবিতরণে নিপুণ এবং 'তারক' ও 'পারক' প্রভাবদ্বয় যাহাতে শোভিত এবং নিখিল জগন্মণ্ডলের শিরোরত্ন শ্রীকৃষ্ণের শৈশবাদি লীলার স্থান, সেই বৈকুণ্ঠধামাপেক্ষাও মহাগৌরবান্বিতা, সেই শ্রীমথুরাপুরী তোমার কুশল-সমূহ বিস্তার করুন ॥ ১ ॥ যাঁহার কান্তি কোটিসংখ্যক

★ তারকং পারকং তস্য প্রভাবোঽয়মনাহতঃ। তারকাৎ জায়তে মুক্তিঃ প্রেমভক্তিস্তু পারকাৎ ॥ (পাদ্মে)। অর্থাৎ মথুরাপুরীর 'তারক' ও 'পারক' নামে দুইটী অপ্রতিহত শক্তি রহিয়াছে; তারক-শক্তি হইতে মুক্তি ও পারক-শক্তি হইতে প্রেমভক্তি লাভ হইয়া থাকে।

সাশীঃ কাশীশ-মুখ্যামরপতিভিরলং প্রার্থিত-দ্বারকার্য্যা
বৈকুণ্ঠোদ্গীত-কীর্ত্তির্দিশতু মধুপুরী প্রেমভক্তিশ্রিয়ং বঃ ॥ ২ ॥
বীজং মুক্তিতরোরনর্থ-পটলী-নিস্তারকং তারকং
ধাম প্রেমরসস্য বাঞ্ছিত-ধুরা-সংপারকং পারকম্ ।
এতদ্‌যত্র নিবাসিনামুদয়তে চিচ্ছক্তি-বৃত্তিদ্বয়ং
মথ্নাতু ব্যসনানি মাথুরপুরী সা বঃ শ্রিয়ঞ্চ ক্রিয়াৎ ॥ ৩ ॥
অদ্যাবন্তি! পতদ্‌গ্রহং কুরু করে মায়ে! শনৈর্বীজয়-
চ্ছত্রং কাঞ্চি! গৃহাণ কাশি! পুরতঃ পাদূযুগং ধারয় ।
নাযোধ্যে! ভজ সম্ভ্রমং স্তুতিকথাং নোদ্গারয় দ্বারকে!
দেবীয়ং ভবতীষু হন্ত মথুরা দৃষ্টিপ্রসাদং দধে ॥ ৪ ॥

চন্দ্র হইতেও স্নিগ্ধ ও মনোহর, সংসারের অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশরূপ যোদ্ধাগণও যাঁহাকে পরাস্ত করিতে সমর্থ নহে অর্থাৎ যে-স্থানে বাস করিলে ভব-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হওয়া যায় এবং যে পুরীর বাস-মাহাত্ম্যে অমিত-প্রভাবময়ী মায়াও সমীপে আসিতে ভীতা হয় এবং যথায় শুক-শৌণকাদি মুনিগণের চিত্তাপহারিণী শ্রীকৃষ্ণ-দিব্যলীলাসমূহ নিত্য সম্পাদিত হইতেছে, সাধকগণের সর্ব্বকামনা যিনি পূর্ণ করেন, শিবাদি দেবগণও যে নগরে দ্বারপালের কার্য্য-প্রাপ্তির প্রার্থনা করেন, শ্রীবৈকুণ্ঠধামও যাঁহার কীর্ত্তি উদ্‌গায়ন করেন অথবা শ্রীবরাহদেবও যাঁহার যশঃ কীর্ত্তন করেন, সেই শ্রীমথুরাপুরী তোমাদিগকে প্রেম-ভক্তি সম্পত্তি প্রদান করুক ॥ ২ ॥ মুক্তিবৃক্ষের বীজস্বরূপ ও অনর্থ পরম্পরার নিস্তারকারী, অপরদিকে প্রেমরসের আস্পদ্-স্বরূপ—শ্রীকৃষ্ণের এই চিচ্ছক্তিবৃত্তিদ্বয় যে স্থান-নিবাসি-গণের হৃদয়ে উদিত হন, সেই শ্রীমথুরাপুরী তোমাদিগের লিঙ্গ-শরীর পর্য্যন্তও পাপরাশি ধ্বংস করুন, তথা তোমাদিগকে প্রেমভক্তি প্রদান করুন ॥ ৩ ॥ হে অবন্তি (উজ্জয়িনী)! তুমি অদ্য হস্তে পিক্‌দান গ্রহণপূর্ব্বক প্রতীক্ষা কর ; হে মায়াপুরি (হরিদ্বার)! তুমি মৃদু মৃদু চামর-ব্যজন কর ; হে কাঞ্চি (মাদ্রাজ হইতে অনতিদূরে 'কাঞ্জিভেরাম্' নামক স্থান)! তুমি ছত্র গ্রহণ কর ; হে কাশি! তুমি অগ্রে পাদুকাদ্বয় স্থাপন কর ; হে অযোধ্যে! তুমি আর ভীত হইও না ; হে দ্বারকে! তুমি আর অধিক স্তুতি করিও না, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের রাজমহিষীস্বরূপা শ্রীমথুরা দেবী তোমাদিগের প্রতি প্রসন্না হইয়া কৃপাদৃষ্টিপাত করিতেছেন ॥ ৪ ॥

শ্রীযমুনাষ্টকম্

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

ভ্রাতুরন্তকস্য পত্তনেঽভিপত্তি-হারিণী
প্রেক্ষয়াতি-পাপিনোঽপি পাপসিন্ধু-তারিণী ।
নীর-মাধুরীভিরপ্যশেষ-চিত্ত-বন্ধিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধু-নন্দিনী ॥ ১ ॥
হারি-বারি-ধারয়াভিমণ্ডিতোরু-খাণ্ডবা
পুণ্ডরীক-মণ্ডলোদ্যদণ্ডজালি-তাণ্ডবা ।
স্নানকাম-পামরোগ্র-পাপসম্পদন্ধিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধু-নন্দিনী ॥ ২ ॥
শীকরাভিমৃষ্ট-জন্তু-দুর্ব্বিপাক-মর্দ্দিনী
নন্দ-নন্দনান্তরঙ্গ-ভক্তিপূর-বর্দ্ধিনী ।
তীর-সঙ্গমাভিলাষি-মঙ্গলানুবন্ধিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধু-নন্দিনী ॥ ৩ ॥
দীপচক্রবাল-জুষ্ট-সপ্তসিন্ধু-ভেদিনী
শ্রীমুকুন্দ-নির্ম্মিতোরু-দিব্যকেলি-বেদিনী ।

বঙ্গানুবাদ ঃ—যিনি স্বীয় পবিত্র দর্শন-দানেই অতিপাতকী জনগণকেও পাপসিন্ধু হইতে পরিত্রাণ করিয়া স্বাগ্রজ যমরাজের নগরাভিমুখে গমন হইতে নিবৃত্ত করিয়া থাকেন, যিনি স্বকীয় নীর-মধুরিমায় অশেষ দেব ও নরগণের চিত্ত বশীভূত করিয়া থাকেন, সেই পদ্মবন্ধু ভানু-নন্দিনী শ্রীযমুনাদেবী সর্ব্বদা আমাকে পবিত্র করুন ॥ ১ ॥ চিত্তহারিণী বারি-প্রবাহে যিনি ইন্দ্রের সুবৃহৎ খাণ্ডব-বন বিশেষরূপে মণ্ডিত করিয়াছেন, যাঁহার শুভ্র পঙ্কজসমূহে খঞ্জনাদি পক্ষীশ্রেণী পরম-সুখে নৃত্য করিতেছে, স্নানকারী ব্যক্তিগণের কি কথা, স্নানেচ্ছু জনগণেরও অতি তীব্র পাপরাশিকে যিনি ক্ষীণ করিয়া থাকেন, সেই কমল-বন্ধু সূর্য্যকন্যা যমুনাদেবী নিয়ত আমাকে পবিত্র করুন ॥ ২ ॥ যিনি অম্বুকণ-সংস্পৃষ্ট প্রাণিগণের দুষ্কর্ম-ফল বিনাশ করিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণে রাগাত্মিকা ভক্তি-প্রবাহ বর্দ্ধন করেন এবং যিনি নিজ তট-নিবাসেচ্ছু জনগণের পরম কল্যাণকারিণী, সেই রবিসুতা শ্রীযমুনাদেবী সর্ব্বদা আমাকে পবিত্র করুন ॥ ৩ ॥ যিনি সপ্তদ্বীপ-সেবিত সপ্ত-

কান্তি-কন্দলীভিরিন্দ্রনীলবৃন্দ-নিন্দিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধু-নন্দিনী ॥ ৪ ॥
মাথুরেণ মণ্ডলেন চারুণাভিমণ্ডিতা
প্রেমনদ্ধ-বৈষ্ণবাধ্ব-বর্দ্ধনায় পণ্ডিতা ।
ঊর্ম্মি-দোর্বিলাস-পদ্মনাভ-পাদ-বন্দিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধু-নন্দিনী ॥ ৫ ॥
রম্যতীর-রম্ভমাণ-গোকদম্ব-ভূষিতা
দিব্যগন্ধভাক্কদম্ব-পুষ্পরাজি-রূষিতা ।
নন্দসূনু-ভক্তসঙ্ঘ-সঙ্গমাভিনন্দিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধু-নন্দিনী ॥ ৬ ॥
ফুল্লপক্ষ-মল্লিকাক্ষ-হংসলক্ষ-কূজিতা
ভক্তিবিদ্ধ-দেব-সিদ্ধ-কিন্নরালি-পূজিতা ।
তীর-গন্ধবাহ-গন্ধ-জন্মবন্ধ-রন্ধিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধু-নন্দিনী ॥ ৭ ॥

সমুদ্রের ভেদকারিণী অর্থাৎ সপ্তসাগর-সঙ্গতা, যিনি শ্রীমুকুন্দের প্রকটিত সর্ব্বোত্তম দিব্য কেলিসমূহের পরিজ্ঞাতা, স্বকীয় দিব্যোজ্জ্বল কান্তি-প্রভাবে ইন্দ্রনীলমণিরও কান্তিসমূহকে যিনি পরাভব করিতেছেন, সেই আদিত্য-তনয়া যমুনাদেবী সদা আমাকে পবিত্র করুন ॥ ৪ ॥ যিনি মনোহর মথুরামণ্ডলদ্বারা মণ্ডিতা হইয়া পরম শোভিতা হইয়াছেন, প্রেমৈকনিষ্ঠ বৈষ্ণবগণের যিনি বিশুদ্ধ রাগানুগা ভক্তির পরিবর্দ্ধনকারিণী এবং যিনি স্বীয় তরঙ্গরূপ বাহুযুগলদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চরণ-বন্দনে তৎপরা, সেই দুহিতা শ্রীযমুনাদেবী নিয়ত আমাকে পবিত্র করুন ॥ ৫ ॥ অতি রমণীয় উভয় তীরস্থিত 'হম্বা'-ধ্বনিকারী গোবৎসগণ-কর্ত্তৃক যাঁহার শোভা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং কদম্ব-পুষ্পশ্রেণীর দিব্যগন্ধে যিনি সাতিশয় আমোদিত হইয়াছেন, নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণের সম্মেলনে যাঁহার আনন্দের উল্লাস হইয়া থাকে, সেই দিবাকর-নন্দিনী শ্রীযমুনাদেবী সর্ব্বকাল আমাকে পবিত্র করুন ॥ ৬ ॥ আনন্দে পক্ষ-বিস্তারকারী মলিন-চঞ্চু-চরণ রাজহংস-বিশেষের মনোহর কলরবে যিনি প্রতিশব্দিতা হইতেছেন, ভক্তিতে আকৃষ্টচেতা দেব-সিদ্ধ-কিন্নর-অধিপতিগণও স্ব-স্ব যূথ-পরিবৃত হইয়া যাঁহার পূজায় রত থাকেন এবং যিনি উভয়তীরস্থ গন্ধ-

চিদ্বিলাস-বারিপূর-ভূর্ভুবঃ-স্বরাপিণী
কীর্ত্তিতাপি দুর্ম্মদোরু-পাপমর্ম্ম-তাপিনী ।
বল্লবেন্দ্র-নন্দনাঙ্গরাগ-ভঙ্গ-গন্ধিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধু-নন্দিনী ॥ ৮ ॥
তুষ্টবুদ্ধিরষ্টকেন নির্ম্মলোর্ম্মি-চেষ্টিতাং
ত্বামনেন ভানুপুত্রি! সর্ব্বদেব-বেষ্টিতাম্ ।
যঃ স্তবীতি বর্দ্ধয়স্ব সর্ব্বপাপ-মোচনে
ভক্তিপূরমস্য দেবি! পুণ্ডরীক-লোচনে ॥ ৯ ॥

শ্রীগঙ্গাস্তোত্রম্

[শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিতম্]

দেবি! সুরেশ্বরি! ভগবতি! গঙ্গে!, ত্রিভুবন-তারিণি! তরল-তরঙ্গে! ।
শঙ্কর-মৌলি-নিবাসিনি! বিমলে!, মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে ॥ ১ ॥
ভাগীরথি! সুখ-দায়িনি! মাত-, স্তব জল-মহিমা নিগমে-খ্যাতঃ ।
নাহং জানে তব মহিমানং, ত্রাহি কৃপাময়ি! মামজ্ঞানম্ ॥ ২ ॥

বাহী পরিমলদ্বারা প্রাণীসমূহের জন্ম-বন্ধন বিমোচন করেন, সেই ভাস্কর-দুহিতা যমুনাদেবী সর্ব্বদা আমাকে পবিত্র করুন ॥৭॥ চিদ্বিলাস অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা, তদাত্মক বারিপ্রবাহদ্বারা যিনি 'ভূঃ-ভুবঃ-স্বর' এই লোকত্রয় ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন, —সে-কারণ যিনি 'ব্রহ্মবিদ্যা' এই নামে পরিচিতা, যিনি উচ্চারিতা হইয়াও অত্যন্ত দুর্দ্দমনীয় পাপরাশির মর্ম্মান্তঃ বিনাশকারিণী, ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণের জল-ক্রীড়াহেতু তদীয় অঙ্গরাগ-গলিত কুঙ্কুমাদি অনুলেপন গন্ধদ্বারা যিনি সুরভিতা, সেই সবিতৃ-তনয়া শ্রীযমুনাদেবী নিয়ত আমাকে পবিত্র করুন ॥ ৮ ॥ হে সর্ব্বপাপ-মোচনকারিণী! হে ভানুপুত্রি! পবিত্র তরঙ্গ-বিস্তারই তোমার চেষ্টা এবং তুমি সর্ব্ব-দেবগণের আশ্রয়স্বরূপা। যিনি সন্তুষ্টচিত্তে এই অষ্টক পাঠ করিয়া তোমার স্তব করেন, তুমি কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে তাঁহার ভক্তিপ্রবাহ বর্দ্ধন কর ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—সুরেশ্বরী, ভগবতী, ত্রিভুবনতারিণী, তরলতরঙ্গযুক্তা, শঙ্কর মৌলিনিবাসিনী, বিমলা, দেবী গঙ্গা, তোমার পাদপদ্মে আমার সুমতি হউক ॥১॥ ভাগীরথী সুখদায়িনী মা, তোমার জলের মহিমা নিগমে খ্যাত ; আমি তোমার

হরি-পাদপদ্ম-বিহারিণি! গঙ্গে!, হিম-বিধু-মুক্তা-ধবল-তরঙ্গে! ।
দূরীকুরু মম দুষ্কৃতি-ভারং, কুরু কৃপয়া ভব-সাগর-পারম্ ॥ ৩ ॥
তব জলমমলং যেন নিপীতং, পরম-পদং খলু তেন গৃহীতম্ ।
মাতর্গঙ্গে! ত্বয়ি যো ভক্তঃ, কিল তং দ্রষ্টুং ন যমঃ শক্তঃ ॥ ৪ ॥
পতিতোদ্ধারিণি! জাহ্নবি! গঙ্গে!, খণ্ডিত-গিরিবর-মণ্ডিত-ভঙ্গে! ।
ভীষ্ম-জননি! খলু মুনিবর-কন্যে!, পতিতোদ্ধারিণি! ত্রিভুবন-ধন্যে! ॥৫॥
কল্পতামিব ফলদাং লোকে, প্রণমতি যস্ত্বাং ন পততি শোকে ।
পারাবার-বিহারিণি! মাতর্গঙ্গে!, বিমুখ-বনিতাকৃত-তরলাপাঙ্গে! ॥ ৬ ॥
তব কৃপয়া চেৎ স্রোতঃস্নাতঃ, পুনরপি জঠরে সোঽপি ন জাতঃ ।
নরক-নিবারিণি! জাহ্নবি! গঙ্গে!, কলুষ-বিনাশিনি! মহিমোত্তুঙ্গে! ॥ ৭ ॥
পরিসরদঙ্গে! পুণ্য-তরঙ্গে!, জয় জয় জাহ্নবি! করুণাপাঙ্গে! ।
ইন্দ্র-মুকুটমণি-রাজিত-চরণে!, সুখদে! শুভদে! সেবক-শরণে ॥ ৮ ॥
রোগং শোকং তাপং পাপং, হর মে ভগবতি! কুমতি-কলাপম্! ।
ত্রিভুবন-সারে! বসুধা-হারে!, ত্বমসি গতির্মম খলু সংসারে ॥ ৯ ॥

মহিমা জানি না ; হে কৃপাময়ি, অজ্ঞ আমাকে ত্রাণ কর ॥ ২ ॥ হরির পাদপদ্ম হইতে তরঙ্গাকারে নির্গতা এবং হিমচন্দ্র ও মুক্তার ন্যায় শুভ্রতরঙ্গযুক্তা গঙ্গে, আমার দুষ্কর্ম্মের ভার দূর কর এবং কৃপাপূর্ব্বক আমায় ভবসাগর হইতে উদ্ধার কর ॥ ৩ ॥ তোমার অমল জল যে পান করিয়াছে, সে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধাম প্রাপ্ত হইয়াছে। মা গঙ্গে, যে তোমার ভক্ত তাহাকে যম নিশ্চয়ই দেখিতে অসমর্থ (অর্থাৎ সে অমর) ॥ ৪ ॥ হে পতিত-উদ্ধারিণী, জাহ্নবী, খণ্ডিত গিরিবরের দ্বারা মণ্ডিত তরঙ্গশালিনী, ভীষ্মজননী, জহ্নুকন্যা, পতিত-নিবারিণী গঙ্গা, তুমি ত্রিভুবনে ধন্যা ॥ ৫ ॥ পারাবারবিহারিণী, দেববধূগণকর্ত্তৃক চঞ্চল কটাক্ষে অবলোকিতা গঙ্গা, পৃথিবীতে কল্পলতার ন্যায় ফলদা তোমাকে যে প্রণাম করে সে ইহলোকে পতিত হয় না ॥ ৬ ॥ নরকনিবারিণী, কলুষবিনাশিনী, স্বমহিমায় অতি যশস্বিনী জাহ্নবী গঙ্গা, তোমার কৃপাবশতঃ কেহ যদি তোমার স্রোতে স্নান করে, তবে সে পুনর্ব্বার মাতৃ-গর্ভে প্রবেশ করে না ॥ ৭ ॥ উজ্জ্বল অঙ্গবিশিষ্টা, পবিত্র তরঙ্গা, কৃপাকটাক্ষময়ী, ইন্দ্রের মুকুটমণির দ্বারা রাজিতচরণা, সুখদা, শুভদা, সেবকের আশ্রয়স্বরূপা, জাহ্নবী, তুমি জয়যুক্ত হও, জয়যুক্ত হও ॥ ৮ ॥ ভগবতি, তুমি

অলকানন্দে! পরমানন্দে!, কুরু ময়ি করুণাং কাতর-বন্দ্যে ।
তব তট-নিকটে যস্য নিবাসঃ, খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাসঃ ॥ ১০ ॥
বরমিহ নীরে কমঠো মীনঃ, কিম্বা তীরে শরটঃ ক্ষীণঃ ।
অথবা গব্যূতি-শ্বপচো দীন-, স্তব ন হি দূরে নৃপতিঃ কুলীনঃ ॥ ১১ ॥
ভো ভুবনেশ্বরি! পুণ্যে! ধন্যে!, দেবি! দ্রবময়ি! মুনিবর-কন্যে! ।
গঙ্গা-স্তবমিমমমলং নিত্যং, পঠতি নরো যঃ স জয়তি সত্যম্ ॥ ১২ ॥
যেষাং হৃদয়ে গঙ্গাভক্তি-, স্তেষাং ভবতি সদা সুখ-মুক্তিঃ ।
মধুর-মনোহর-পজ্ঝটিকাভিঃ, পরমানন্দ-কলিত-ললিতাভিঃ ॥ ১৩ ॥
গঙ্গাস্তোত্রমিদং ভবসারং, বাঞ্ছিত-ফলদং বিগলিত-ভারম্ ।
শঙ্করসেবক-শঙ্কর-রচিতং, পঠতি চ বিষয়ীদমিতি সমাপ্তম্ ॥ ১৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টকম্

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

নিখিল-শ্রুতিমৌলি-রত্নমালা-, দ্যুতিনীরাজিত-পাদপঙ্কজান্ত! ।
অয়ি! মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং, পরিতস্ত্বাং হরিনাম! সংশ্রয়ামি ॥ ১ ॥

আমার রোগ, শোক, পাপ, তাপ ও কুমতিকলাপ দূর কর। ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠা, বসুধার হারস্বরূপা তুমি নিশ্চয়ই সংসারে আমার একমাত্র গতি ॥ ৯ ॥ স্বর্গের আনন্দ-বিধায়িণী, পরমানন্দরূপিণী, কাতরজনের বন্দিতা তুমি আমার প্রতি করুণা কর। তোমার তটসমীপে যাহার বাস, তাহার বৈকুণ্ঠেই নিবাস বলিতে হইবে ॥ ১০ ॥ এই জলে বরং কচ্ছপ বা মৎস্য, কিংবা এই তীরে ক্ষুদ্র টিকটিকি অথবা দুই ক্রোশমধ্যে দীন কুক্কুরভোজী হইয়াও থাকা ভাল, তথাপি তোমা হইতে দূরে নৃপতিশ্রেষ্ঠ হওয়াও ভাল নহে ॥ ১১ ॥ হে ভুবনেশ্বরি, পুণ্যময়ি, ধন্যে, দ্রবময়ি, মুনিবর-কন্যা দেবি, যে মনুষ্য এই অমল গঙ্গাস্তব নিত্য পাঠ করে সে অবশ্যই জয়যুক্ত হয় ॥ ১২ ॥ যাহাদের হৃদয়ে গঙ্গাভক্তি আছে তাহারা সর্ব্বদা অনায়াসে মুক্ত হয়। সংসারের সারস্বরূপ, বাঞ্ছিত ফলপ্রদ, বিখ্যাত এবং উদার এই গঙ্গাস্তোত্রটি পরমানন্দে নিবদ্ধ, সুন্দর, মধুর ও মনোমুগ্ধকর পজ্ঝটিকাছন্দে মহাদেবের সেবক শঙ্করের দ্বারা রচিত হইয়াছে ; এবং যে ব্যক্তি বিষয়ভোগে নিমগ্ন সে ইহা পাঠ করুক ॥ ১৩-১৪ ॥

জয় নামধেয়! মুনিবৃন্দগেয়!, জনরঞ্জনায় পরমক্ষরাকৃতে ।
ত্বমনাদরাদপি মনাগুদীরিতং, নিখিলোগ্রতাপ-পটলীং বিলুম্পসি ॥ ২ ॥
যদাভাসোঽপ্যুদ্যন্ কবলিত-ভবধ্বান্তবিভবো
দৃশং তত্ত্বান্ধানামপি দিশতি ভক্তিপ্রণয়িনীম্ ।
জনস্তস্যোদাত্তং জগতি ভগবন্নামতরণে!
কৃতী তে নির্ব্বক্তুং ক ইহ মহিমানং প্রভবতি ॥ ৩ ॥
যদ্‌ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকৃতি-নিষ্ঠয়াপি, বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ ।
অপৈতি নাম! স্ফুরণেন তত্তে, প্রারব্ধকর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ ॥ ৪ ॥
অঘদমন-যশোদানন্দনৌ নন্দসূনো!
কমলনয়ন-গোপীচন্দ্র-বৃন্দাবনেন্দ্রাঃ! ।
প্রণতকরুণ-কৃষ্ণাবিত্যনেকস্বরূপে
ত্বয়ি মম রতিরুচ্চৈর্বর্দ্ধতাং নামধেয়! ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—নিখিলবেদের সারাংশ উপনিষদ্-রত্নমালার প্রভানিকরদ্বারা তোমার পাদপদ্মের শেষ-সীমা নীরাজিত হইয়াছে এবং নিত্যসিদ্ধ ও সাধনসিদ্ধ মুক্তকুলকর্ত্তৃক তুমি নিত্য উপাসিত। অতএব হে হরিনাম! আমি সর্ব্বতোভাবে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি ॥ ১ ॥ হে নামধেয়, তুমি জয়যুক্ত হও! মুনিগণ তোমাকে নিরন্তর কীর্ত্তন করেন, জীবের পরানন্দ বিধানার্থে তুমি পরম-অক্ষর-রূপ পরিগ্রহ করিয়াছ। অনাদরবশতঃ তুমি একবারও উচ্চারিত হইলে নামাভাস-জনিত ফলস্বরূপে উচ্চারণকারীর নিখিল উগ্রতাপরাশি বিনাশ করিয়া থাক (সুতরাং পরম আদরে তোমাকে কেহ উচ্চারণ করিলে তাঁহাকে যে পূর্ণফল শ্রীকৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিয়া থাক, ইহাতে কোনরূপ সংশয় নাই) ॥ ২ ॥ হে ভগবন্নামরূপ সূর্য্য! তোমার পূর্ণোদয়ের পূর্ব্বেই যে আভাস দৃষ্ট হয়, তাহাতে সংসারের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হয়, তত্ত্বদৃষ্টিহীন ব্যক্তি তখন শুদ্ধাভক্তিমূলা দৃষ্টি লাভ করেন। অতএব এ জগতে তোমার অসীম মহিমা কোন্ বিদ্বান্ ব্যক্তি সম্যগ্‌ভাবে বর্ণনা করিতে সমর্থ হন? ৩ ॥ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হয় এরূপ পরম নিষ্ঠাতেও প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ ব্যতীত বিনষ্ট হয় না। কিন্তু হে শ্রীনাম! তোমার স্ফূর্ত্তিমাত্রেই কর্ম্মবাসনা পর্য্যন্ত বিনাশ প্রাপ্ত হয়—বেদ ইহা উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করেন ॥ ৪ ॥ অঘদমন, যশোদানন্দন নন্দসূনু, কমলনয়ন, গোপীচন্দ্র, বৃন্দাবনেন্দ্র, প্রণতকরুণ, কৃষ্ণ—

বাচ্যং বাচকমিত্যুদেতি ভবতো নাম! স্বরূপদ্বয়ং
পূর্ব্বস্মাৎ পরমেব হন্ত! করুণং তত্রাপি জানীমহে ।
যস্তস্মিন্ বিহিতাপরাধ-নিবহঃ প্রাণী সমন্তাদ্ভবে
দাস্যেনেদমুপাস্য সোঽপি হি সদানন্দাম্বুধৌ মজ্জতি ॥ ৬ ॥
সূদিতাশ্রিত-জনার্ত্তিরাশয়ে, রম্য-চিদ্‌ঘন-সুখস্বরূপিণে! ।
নাম! গোকুল-মহোৎসবায় তে, কৃষ্ণ! পূর্ণবপুষে নমো নমঃ ॥ ৭ ॥
নারদ-বীণোজ্জীবন! সুধোর্ম্মি-নির্যাস-মাধুরীপূর! ।
ত্বং কৃষ্ণনাম! কামং স্ফুর মে রসনে রসেন সদা ॥ ৮ ॥

শ্রীশিক্ষাষ্টকম্

[শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভোর্মুখাব্জ-বিগলিতম্]

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরব-চন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্ ॥ ১ ॥

এইরূপ বহুস্বরূপবিশিষ্ট তোমায়, হে নামধেয়! আমার অনুরাগ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক্ ॥ ৫ ॥ হে শ্রীনাম! 'বাচ্য' অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ এবং 'বাচক' অর্থাৎ অপ্রাকৃত শব্দ-ব্রহ্ম—এই দুইটী তোমার স্বরূপ। কিন্তু আমরা তোমার বাচ্যস্বরূপ অপেক্ষা বাচকস্বরূপকেই অধিক কৃপাময়রূপে জানি। কারণ তোমার বাচ্যস্বরূপে (অজ্ঞানবশতঃ) অপরাধ সংঘটিত হইলেও জীবগণ তোমার বাচকস্বরূপে দাস্যভাব অবলম্বনদ্বারা এই সংসারে নিরন্তর ভগবৎ-প্রেমানন্দ-সিন্ধুতে নিমজ্জিত হন ॥৬॥ হে শ্রীনাম! তুমি তোমার আশ্রিত জীবগণের দুঃখরাশি বিনাশ কর, পরম রমণীয় চিদ্‌ঘনানন্দ-স্বরূপ তুমি গোকুলের মহোৎসব। হে কৃষ্ণ! পরিপূর্ণতম বিগ্রহ তোমার প্রতি আমার পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ৭ ॥ হে নারদ-মুনির বীণাযন্ত্রের উজ্জীবন! সুধাসমুদ্রের নির্য্যাসরূপ ঘনীভূত মাধুর্য্যবিশিষ্ট হে কৃষ্ণনাম! তুমি আমার জিহ্বায় কামাত্মিক অনুরাগের সহিত নিরন্তর স্ফূর্ত্ত হও ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—চিত্তরূপ দর্পণের মার্জ্জনকারী, ভবরূপ মহাদাবাগ্নির নির্ব্বাপণ-কারী, জীবের মঙ্গলরূপ কৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণকারী, বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ,

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥ ২ ॥
তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা ।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ৩ ॥
ন ধনং ন জনং সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে ।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ ৪ ॥
অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত-ধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥ ৫ ॥
নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদগদরুদ্ধয়া গিরা ।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ ৬ ॥

আনন্দ-সমুদ্রের বর্দ্ধনকারী, পদে পদে পূর্ণামৃতাস্বাদনস্বরূপ এবং সর্ব্বস্বরূপের শীতলকারী শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন বিশেষরূপে জয়যুক্ত হউন ॥১॥ হে ভগবন্! তোমার নামই জীবের সর্ব্বমঙ্গল বিধান করেন, এইজন্য তোমার 'কৃষ্ণ', 'গোবিন্দাদি' বহুবিধ নাম তুমি বিস্তার করিয়াছ। সেই নামে তুমি স্বীয় সর্ব্বশক্তি অর্পণ করিয়াছ এবং সেই নাম স্মরণের কালাদি নিয়ম (বিধি বা বিচার) কর নাই। প্রভো, জীবের পক্ষে এইরূপ কৃপা করিয়া তুমি তোমার নামকে সুলভ করিয়াছ, তথাপি আমার নামাপরাধরূপ দুর্দ্দৈব এরূপ করিয়াছে যে, তোমার সুলভ নামেও আমার অনুরাগ জন্মিতে দেয় না ॥ ২ ॥ যিনি তৃণাপেক্ষা আপনাকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন, যিনি তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হন, নিজে মানশূন্য ও অপরকে সম্মান প্রদান করেন, তিনিই সদা হরিকীর্ত্তনের অধিকারী ॥ ৩ ॥ হে জগদীশ! আমি ধন, জন বা সুন্দরী কবিতা (জড়াবিদ্যা বা পুষ্পিত বাক্যময় ত্রিগুণাত্মক বেদধর্ম্ম) কামনা করি না ; আমি মনে এই কামনা করি যে, জন্মে জন্মে আপনাতেই আমার অহৈতুকী ভক্তি হউক্ ॥ ৪ ॥ ওহে নন্দনন্দন! আমি তোমার নিত্য কিঙ্কর হইয়াও স্বকর্ম্ম-বিপাকে বিষম ভবসমুদ্রে পড়িয়াছি, তুমি কৃপা করিয়া তোমার পাদপদ্মস্থিত ধূলীসদৃশ করিয়া আমাকে চিন্তা কর ॥ ৫ ॥ হে নাথ! তোমার নামগ্রহণে কবে আমার নয়নযুগল গলদশ্রুধারায় শোভিত হইবে? বাক্যনিঃসরণ সময়ে বদনে গদ্গদ-

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্ ।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে ॥ ৭ ॥
আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা,-মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা ।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো, মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীউপদেশামৃতম্

[শ্রীল-রূপ-গোস্বামি-কৃতম্]

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্ ।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ ॥ ১ ॥
অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি ॥ ২ ॥
উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ তত্তৎকর্ম্ম-প্রবর্ত্তনাৎ ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতো বৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি ॥ ৩ ॥

স্বর বাহির হইবে এবং আমার সমস্ত শরীর পুলকে রোমাঞ্চিত হইবে? ৬ ॥ হে গোবিন্দ! তোমার অদর্শনে আমার 'নিমেষ'-সকল 'যুগ'বৎ বোধ হইতেছে ; চক্ষু হইতে বর্ষার ন্যায় জল পড়িতেছে ; সমস্ত জগৎ শূন্যপ্রায় বোধ হইতেছে ॥ ৭ ॥ এই পাদরতা দাসীকে কৃষ্ণ আলিঙ্গনপূর্ব্বক পেষণ করুন অথবা অদর্শনদ্বারা মর্ম্মাহতাই করুন, তিনি—লম্পট পুরুষ আমার প্রতি যেরূপেই বিধান করুন না কেন, তিনি অপর কেহ নন, আমারই প্রাণনাথ ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—যে ধীর মানব বাক্যবেগ, মনোবেগ, ক্রোধবেগ, জিহ্বাবেগ, উদরবেগ ও উপস্থবেগ—এই ছয়বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হন, তিনি এই সমগ্র পৃথিবীকেও শাসন করিতে পারেন ॥ ১ ॥ (কোন বস্তুর) অধিক সংগ্রহ ও সঞ্চয়, প্রাকৃত বিষয়ে অধিক পরিশ্রম বা চেষ্টা, বৃথা বাক্যব্যয়, নিয়মের প্রতি অত্যধিক আদর ও অগ্রহণ (বা অপালন), কৃষ্ণভক্তিবিমুখ লোকের সঙ্গ এবং চিত্তের চঞ্চলতা বা অব্যবস্থিত ভাব—এই ছয়দোষে ভক্তি নষ্ট হইয়া যায় ॥ ২ ॥ (ভক্তিসাধনে) উৎসাহ, দৃঢ় বিশ্বাস বা সঙ্কল্প, ধৈর্য্য, ভক্তির অনুকূল বিবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান,

দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি ।
ভুঙ্ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্বিধং প্রীতি-লক্ষণম্ ॥ ৪ ॥
কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত
দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্ ।
শুশ্রূষয়া ভজন-বিজ্ঞমনন্যমন্য-
নিন্দাদিশূন্য-হৃদমীপ্সিত-সঙ্গলব্ধ্যা ॥ ৫ ॥
দৃষ্টৈঃ স্বভাব-জনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈ-
র্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদফেন-পঙ্কৈ-
র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ ॥ ৬ ॥
স্যাৎ কৃষ্ণনাম-চরিতাদি-সিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্ত-রসনস্য ন রোচিকা নু ।

আসক্তি ও অসৎসঙ্গ-ত্যাগ এবং সাধুর বৃত্তি অর্থাৎ সদাচার অবলম্বন—এই ছয়টীর দ্বারা ভক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ॥ ৩ ॥ প্রীতিপূর্ব্বক ভক্তের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ভক্তকে দেওয়া, ভক্ত-দত্ত বস্তু প্রতিগ্রহণ করা, স্বীয় গুপ্তকথা ভক্তের নিকট ব্যক্ত করা, ভক্তের গুপ্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করা, ভক্ত-দত্ত অন্নাদি ভোজন করা এবং ভক্তকে প্রীতিপূর্ব্বক ভোজন করান—এই ছয়টী সৎপ্রীতির লক্ষণ ॥ ৪ ॥ যাঁহার বাক্যমধ্যে অর্থাৎ মুখে "হে কৃষ্ণ"—এই শব্দ বা কথা বর্ত্তমান, (মধ্যম অধিকারী) তাঁহাকে মনে মনে আদর করিবেন। যদি শ্রীসদ্গুরু-পাদপদ্ম হইতে দীক্ষাপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, তবে তাদৃশ শ্রীভগবদ্ভজনকারীকে যদ্রূপ মনে মনে, তদ্রূপ প্রণতিদ্বারাও আদর করিবেন। অনন্য অর্থাৎ একান্তী বা কৃষ্ণেতর-প্রতীতিরহিত, অতএব অপরের নিন্দা প্রভৃতি হইতে মুক্তহৃদয় অর্থাৎ সর্ব্বত্র সমদর্শী, শ্রীকৃষ্ণভজনবিজ্ঞ মহাভাগবতকে অভীষ্ট-সঙ্গ জানিয়া শুশ্রূষা অর্থাৎ প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-সহকারে সমাদর করিবেন ॥ ৫ ॥ এই জগতে অবস্থিত শুদ্ধভক্তের স্বভাবে ও দেহে আপাতদৃষ্ট দোষসমূহের কারণে তাঁহাকে প্রাকৃতরূপে (মর্ত্ত্যবুদ্ধিতে) দেখিতে হইবে না। জলের ধর্ম্ম—বুদ্বুদ্, ফেন ও পঙ্কের বিদ্যমানতা-হেতু গঙ্গাজলের দ্রবব্রহ্মভাব (দ্রবীভূত ব্রহ্মবস্তুত্ব) কখনও লোপ হয় না ॥ ৬ ॥ শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলা-রূপ মিছরিও অবিদ্যারূপ পিত্তের দ্বারা অতিশয়-তপ্ত

কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী ॥ ৭ ॥
তন্নাম-রূপ-চরিতাদি-সুকীর্ত্তনানু-
স্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনা-মনসী নিযোজ্য ।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগি-জনানুগামী
কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশ-সারম্ ॥ ৮ ॥
বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্-
বৃন্দারণ্যমুদারপাণি-রমণাত্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ? ৯ ॥
কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিন-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্ত-ভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপাল-পঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়-সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী? ১০ ॥

জিহ্বায় রুচিকরী হইতে পারে না। কিন্তু তাহাই প্রত্যহ শ্রদ্ধা (বা অপ্রাকৃত বুদ্ধি)-সহকারে সেবিত হইলে নিশ্চয়ই ক্রমে ক্রমে তাহা স্বাদু হইয়া রোগমূল-বিনাশক হইয়া থাকেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণনামই সাধ্য এবং সাধন ॥ ৭ ॥ (অজাতরুচি সাধক) শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির সুষ্ঠু কীর্ত্তনমুখে অনুস্মরণে (অনুক্ষণ স্মরণে) স্বীয় অন্য-রুচিপর রসনা (জিহ্বা) ও অন্যাভিলাষী মনকে ক্রমে ক্রমে নিযুক্ত করিয়া (জাত-রুচি-ক্রমে) ব্রজে বাসপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণানুরাগী ব্রজবাসিজনের অনু-গামী হইয়া কালাতিপাত করিবেন—ইহাই অখিল উপদেশসার ॥ ৮ ॥ অজ শ্রীনারায়ণের ধাম—বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলার প্রকাশহেতু মথুরা-পুরী শ্রেষ্ঠা। সেই মথুরামণ্ডল-মধ্যেও রাসোৎসব-নিবন্ধন শ্রীবৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ। প্রেমবিতরণে উদারপাণি শ্রীকৃষ্ণের নানাপ্রকার রমণস্থান বলিয়া শ্রীগোবর্দ্ধন তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। তাঁহার প্রদেশ-মধ্যেও শ্রীরাধাকুণ্ড গোকুলপতির প্রেমামৃতের পূর্ণতম প্লাবনক্ষেত্র বলিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অতএব শ্রীগোবর্দ্ধন-তটে বিরাজিত এই শ্রীকুণ্ডের সেবা কোন্ ভজন-বিচক্ষণ ব্যক্তিই না করিবেন? ৯ ॥ সত্ত্বনিষ্ঠ কর্ম্মিগণ অপেক্ষা গুণত্রয়বর্জ্জিত ব্রহ্মানুসন্ধানকারী জ্ঞানিগণ শ্রীকৃষ্ণের সমধিক প্রিয়রূপে

কৃষ্ণস্যোচ্চৈঃ প্রণয়বসতিঃ প্রেয়সীভ্যোঽপি রাধা
কুণ্ডং চাস্যা মুনিভিরভিতস্তাদৃগেব ব্যধায়ি ।
যৎ প্রেষ্ঠৈরপ্যলমসুলভং কিং পুনর্ভক্তিভাজাং
তৎ প্রেমেদং সকৃদপি সরঃ স্নাতুরাবিষ্করোতি ॥ ১১ ॥

শ্রীমনঃশিক্ষা

[শ্রীমদ্-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতা]

গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু সুজনে ভূসুরগণে
স্বমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজনবযুবদ্বন্দ্ব-শরণে ।
সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরা-
ময়ে স্বান্তর্ভ্রাতশ্চটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ ॥ ১ ॥
ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণ-নিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুর পরিচর্য্যামিহ তনু ।

প্রকাশপ্রাপ্ত। তাঁহাদিগের অপেক্ষা নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানবিমুক্ত (কিন্তু অপ্রাকৃত সবিশেষ-জ্ঞানযুক্ত) শুদ্ধভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। তাদৃশ শুদ্ধভক্তগণ অপেক্ষাও প্রেমৈক-নিষ্ঠগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। তাঁহাদিগের হইতেও কমলাক্ষী-গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের অধিক প্রিয়। সমগ্র গোপীগণমধ্যে শ্রীমতী রাধিকা সর্ব্বাধিক প্রিয়। তাঁহার তুল্য এই শ্রীসরোবরও (শ্রীরাধাকুণ্ড) শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। অতএব তাঁহাকে (সেই শ্রীরাধাকুণ্ডকে) কোন্ সুকৃতিমান্ জনই না আশ্রয় করিবেন? ১০ ॥ শ্রীকৃষ্ণের সকল প্রেয়সী অপেক্ষা শ্রীমতী রাধিকাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা এবং তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) প্রণয়বসতি। তাঁহার কুণ্ডও (শ্রীরাধাকুণ্ডও) তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া মুনিগণ শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অন্যান্য সাধক-ভক্তদিগের কি কথা, যে প্রেম শ্রীনারদাদি প্রেষ্ঠবর্গের পক্ষেও অতি দুর্ল্লভ, এই শ্রীরাধাকুণ্ড একবার-মাত্র স্নান-কারীর হৃদয়েও সেই প্রেম প্রকাশ করেন ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—ওরে ভাই মন! আমি (তোমার) চরণ ধরিয়া চাটুবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি সর্ব্বদা দম্ভ পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীগুরুদেবে, শ্রীব্রজধামে, ব্রজবাসি-গণে, সজ্জনে অর্থাৎ বৈষ্ণবে, ব্রাহ্মণগণে, নিজ দীক্ষামন্ত্রে, শ্রীহরিনামে ও ব্রজের নব-তরুণযুগলের (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের) চরণাশ্রয়ে সমধিকভাবে অপূর্ব্ব অনুরাগ

শচীসূনুং নন্দীশ্বর-পতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ ॥ ২ ॥
যদীচ্ছেরাবাসং ব্রজভুবি সরাগং প্রতিজনু-
র্যুবদ্বন্দ্বং তচ্চেৎ পরিচরিতুমারাদভিলষেঃ ।
স্বরূপং শ্রীরূপং সগণমিহ তস্যাগ্রজমপি
স্ফুটং প্রেম্ণা নিত্যং স্মর নম তদা ত্বং শৃণু মনঃ ॥ ৩ ॥
অসদ্বার্ত্তা-বেশ্যা বিসৃজ মতিসর্ব্বস্বহরণীঃ
কথা মুক্তি-ব্যাঘ্রা ন শৃণু কিল সর্ব্বাত্মগিলনীঃ ।
অপি ত্যক্ত্বা লক্ষ্মীপতিরতিমিতো ব্যোমনয়নীং
ব্রজে রাধাকৃষ্ণৌ স্বরতি-মণিদৌ ত্বং ভজ মনঃ ॥ ৪ ॥
অসচ্চেষ্টা-কষ্টপ্রদ-বিকট-পাশালিভিরিহ
প্রকামং কামাদি-প্রকট-পথপাতি-ব্যতিকরৈঃ ।
গলে বদ্ধা হন্যেঽহমিতি বকভিদ্বর্ত্মপগণে
কুরু ত্বং ফুৎকারানবতি স যথা ত্বাং মন ইতঃ ॥ ৫ ॥

অবলম্বন কর ॥ ১ ॥ হে মন! তুমি সত্যই শাস্ত্রকথিত (পুণ্যাত্মক) ধর্ম্ম বা (পাপা-ত্মক) অধর্ম্ম আচরণ করিও না। কিন্তু এই ব্রজধামে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রচুর সেবা অনুষ্ঠান করিতে থাক ; আর শ্রীশচীনন্দনকে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে এবং শ্রীগুরু-দেবকে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তমরূপে সর্ব্বদা চিন্তা কর ॥ ২ ॥ হে মন! যদি তুমি প্রতিজন্মে ব্রজভূমিতে অনুরাগের সহিত বসবাস করিতে ইচ্ছা কর, আর যদি সাক্ষাদ্ভাবে সেই তরুণযুগলের সেবা করিতে বাসনা কর, তাহা হইলে স্পষ্টই শুন,—তুমি এই জীবনেই শ্রীস্বরূপগোস্বামী, সগোষ্ঠী শ্রীরূপগোস্বামী ও তদগ্রজ শ্রীসনাতন গোস্বামীকে সর্ব্বদা প্রীতিভরে স্মরণ কর ॥ ৩ ॥ হে মন! তুমি সদ্বুদ্ধিরূপ সর্ব্বস্বের অপহারিণী অসৎকথারূপিণী বেশ্যাকে অর্থাৎ জড়বিষয়কথা পরিত্যাগ কর, মুক্তিরূপিণী ব্যাঘ্রীর সর্ব্বদেহ-গ্রাসিনী কথা কখনও শুনিও না। তুমি পরব্যোমে বৈকুণ্ঠ-প্রদায়িনী শ্রীনারায়ণ-ভক্তিও পরিত্যাগ করিয়া এই ব্রজে নিজপ্রেম-রত্নদাতা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজন কর ॥ ৪ ॥ হে মন! এই সংসারে প্রকাশ্যপথে আক্রমণ-কারী (বাটপাড়) কাম প্রভৃতি ব্যসনগণ (রিপুগণ) অনিত্য-বিষয়চেষ্টারূপ দুঃখ-প্রদ ভয়ঙ্কর রজ্জুসমূহের দ্বারা গলায় বন্ধন করিয়া আমাকে যথেচ্ছভাবে প্রহার করিতেছে,—এই বলিয়া তুমি বকারি শ্রীকৃষ্ণের পথরক্ষিগণকে অর্থাৎ বৈষ্ণব-

অরে চেতঃ প্রোদ্যৎ-কপট-কুটিনাটী-ভর-খর-
ক্ষরন্মূত্রে স্নাত্বা দহসি কথমাত্মানমপি মাম্‌ ।
সদা ত্বং গান্ধর্ব্বা-গিরিধরপদ-প্রেমবিলসৎ-
সুধাম্ভোধৌ স্নাত্বা স্বমপি নিতরাং মাঞ্চ সুখয় ॥ ৬ ॥
প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা শ্বপচ-রমণী মে হৃদি নটেৎ
কথং সাধুঃ প্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্ননু মনঃ ।
সদা ত্বং সেবস্ব প্রভুদয়িত-সামন্তমতুলং
যথা তাং নিষ্কাশ্য ত্বরিতমিহ তং বেশয়তি সঃ ॥ ৭ ॥
যথা দুষ্টত্বং মে দবয়তি শঠস্যাপি কৃপয়া
যথা মহ্যং প্রেমামৃতমপি দদাত্যুজ্জ্বলমসৌ ।
যথা শ্রীগান্ধর্ব্বা-ভজন-বিধয়ে প্রেরয়তি মাং
তথা গোষ্ঠে কাক্কা গিরিধরমিহ ত্বং ভজ মনঃ ॥ ৮ ॥
মদীশানাথত্বে ব্রজবিপিনচন্দ্রং ব্রজবনে-
শ্বরীং মন্নাথত্বে তদতুল-সখীত্বে তু ললিতাম্‌ ।

গণকে প্রচুরভাবে ফুকারিয়া ডাক, যাহাতে তাঁহারা তোমাকে এই শত্রুগণ হইতে রক্ষা করেন ॥ ৫ ॥ ওরে মন! (সর্ব্বদা) প্রকাশমান কপট-কুটীনাটীপূর্ণ ক্ষরণ-শীল গর্দ্দভ-মূত্রে স্নান করিয়া কেন নিজকে এবং আমাকেও দগ্ধ করিতেছ? তুমি শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর পাদাশ্রয়ের প্রেমজনিত বিশুদ্ধ চিদ্বিলাসরূপ অমৃতসমুদ্রে নিত্যস্নান করিয়া নিজকে ও আমাকেও অতিশয় সুখী কর ॥ ৬ ॥ হে মন! ধৃষ্টা চণ্ডালিনী প্রতিষ্ঠাশা আমার হৃদয়ে নৃত্য করিতেছে। বলি, তখন কিরূপে পবিত্র সাধু-প্রেম সে হৃদয়কে স্পর্শ করিবে? অতএব, তুমি প্রভু শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় অতুলনীয় সেনাপতিকে (শ্রীগুরু-বৈষ্ণবকে) সর্ব্বদা সেবা কর, যাহাতে তিনি উক্ত চণ্ডালিনীকে শীঘ্র বহিষ্কৃত করিয়া এই হৃদয়ে সেই প্রেমকে প্রবিষ্ট করেন ॥ ৭ ॥ হে মন! তুমি এই ব্রজে সেইরূপ কাকুতির সহিত শ্রীগিরিধারীর ভজনা কর, যাহাতে তিনি কৃপাপূর্ব্বক মাদৃশ শঠেরও দুষ্টস্বভাব দূর করেন, উজ্জ্বল প্রেমামৃত প্রদান করেন এবং শ্রীমতী রাধিকার ভজন-বিষয়ে আমাকে প্রেরণা (বুদ্ধিযোগ) দান করেন ॥ ৮ ॥ হে মন! তুমি বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে আমার অধীশ্বরী শ্রীমতী রাধিকার প্রাণনাথরূপে, ব্রজেশ্বরী শ্রীরাধাকে নিজ ঈশ্বরীরূপে,

বিশাখাং শিক্ষালী-বিতরণ-গুরুত্বে প্রিয়সরো-
গিরীন্দ্রৌ তৎপ্রেক্ষা-ললিতরতিদত্বে স্মর মনঃ ॥ ৯ ॥
রতিং গৌরী-লীলে অপি তপতি সৌন্দর্য্য-কিরণৈঃ
শচী-লক্ষ্মী-সত্যাঃ পরিভবতি সৌভাগ্যবলনৈঃ ।
বশীকারৈশ্চন্দ্রাবলীমুখ-নবীনব্রজসতীঃ
ক্ষিপত্যারাদ্‌ যা তাং হরিদয়িত-রাধাং ভজ মনঃ ॥ ১০ ॥
সমং শ্রীরূপেণ স্মর-বিবশ-রাধাগিরিভৃতো-
র্ব্রজে সাক্ষাৎসেবা-লভন-বিধয়ে তদ্‌গণযুজোঃ ।
তদিজ্যাখ্যা-ধ্যান-শ্রবণ-নতি-পঞ্চামৃতমিদং
ধয়ন্নীত্যা গোবর্দ্ধনমনুদিনুং ত্বং ভজ মনঃ ॥ ১১ ॥
মনঃশিক্ষাদৈকাদশক-বরমেতন্মধুরয়া
গিরা গায়ত্যুচ্চৈঃ সমধিগত-সর্ব্বার্থততি যঃ ।
সযূথ-শ্রীরূপানুগ ইহ ভবন্‌ গোকুলবনে
জনো রাধাকৃষ্ণাতুল-ভজনরত্নং স লভতে ॥ ১২ ॥

শ্রীললিতাকে তাঁহার অতুলনীয় সখীরূপে, শ্রীবিশাখাকে সকল শিক্ষা-বিতরণের গুরুরূপে এবং প্রিয়সরোবর শ্রীরাধাকুণ্ড ও গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধনকে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের দর্শন ও প্রেমবিলাসে রতিদায়করূপে চিন্তা কর ॥ ৯ ॥ হে মন! যিনি নিজ সৌন্দর্য্যের কিরণে শ্রীরতিদেবী, শ্রীগৌরীদেবী ও শ্রীলীলাদেবীকে সন্তপ্ত করেন, সৌভাগ্যের (প্রিয়তমের সোহাগের) আতিশয্যে ইন্দ্রাণী, লক্ষ্মী ও সত্যভামাকে পরাভূত করেন, কৃষ্ণবশীকারশক্তিদ্বারা চন্দ্রাবলীপ্রমুখ তরুণী ব্রজললনাগণকে দূরে নিক্ষেপ করেন, তুমি সেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী শ্রীরাধার ভজনা কর ॥ ১০ ॥ হে মন! তুমি ব্রজে শ্রীরূপ-সহিত মদনবিহ্বল শ্রীশ্রীরাধা-গিরিধারীর সাক্ষাৎ সেবা লাভ করিতে চাহিলে সগণ শ্রীরূপসহ শ্রীরাধাকৃষ্ণের ইজ্যা (অর্চ্চন), আখ্যা (কীর্ত্তন), ধ্যান (স্মরণ), শ্রবণ, নতি (প্রণাম)—এই পঞ্চামৃত নিয়মপূর্ব্বক পান করিতে করিতে শ্রীগোবর্দ্ধনকে ভজনা কর ॥ ১১ ॥ যিনি সযূথ শ্রীরূপের অনুগত হইয়া সমস্ত অর্থের সম্যক্‌ ধারণাসহকারে মনের শিক্ষাপ্রদ এই উত্তম একাদশ শ্লোক মধুর-স্বরে উচ্চকীর্ত্তন করেন, তিনি এই গোকুলবনে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অতুল ভজন-রত্ন লাভ করেন ॥ ১২ ॥

শ্রীস্বনিয়ম-দশকম্

[শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

গুরৌ মন্ত্রে নাম্নি প্রভুবর-শচীগর্ব্ভজ-পদে
স্বরূপে শ্রীরূপে গণযুজি তদীয় প্রথমজে ।
গিরীন্দ্রে গান্ধর্ব্বাসরসি মধুপুর্য্যাং ব্রজবনে
ব্রজে ভক্তে গোষ্ঠালয়িষু পরমাস্তাং মম রতিঃ ॥ ১ ॥
ন চান্যত্র ক্ষেত্রে হরিতনুসনাথেঽপি সুজনাদ্
রসাস্বাদং প্রেম্না দধদপি বসামি ক্ষণমপি ।
সমং ত্বেতদ্গ্রাম্যাবলিভিরভি তন্বন্নপি কথাং
বিধাস্যে সংবাসং ব্রজভুবন এব প্রতিভবম্ ॥ ২ ॥
সদা রাধাকৃষ্ণোচ্ছলদতুল-খেলাস্থলযুজং
ব্রজং সন্ত্যজ্যৈতদ্-যুগবিরহিতোঽপি ত্রুটিমপি ।
পুনর্দ্বারাবত্যাং যদুপতিমপি প্রৌঢ়বিভবৈঃ
স্ফুরন্তং তদ্বাচাপি হি ন হি চলামীক্ষিতুমপি ॥ ৩ ॥
গতোন্মাদৈ রাধা স্ফুরতি হরিণা শ্লিষ্টহৃদয়া
স্ফুটং দ্বারাবত্যামিতি যদি শৃণোমি শ্রুতিতটে ।

বঙ্গানুবাদ ঃ—শ্রীগুরুদেবে, ইষ্টমন্ত্রে, শ্রীহরিনামে, প্রভুবর শ্রীশচীনন্দনের শ্রীপাদপদ্মে, সগণ শ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামী, শ্রীরূপগোস্বামী ও শ্রীসনাতন গোস্বামীতে, গিরিবর শ্রীগোবর্দ্ধনে, শ্রীরাধাকুণ্ডে, শ্রীমথুরাধামে, শ্রীবৃন্দাবনে, শ্রীগোষ্ঠে, শুদ্ধভক্তে ও শ্রীগোষ্ঠবাসিজনে আমার নিরতিশয় রতি হউক্ ॥ ১ ॥ শ্রীহরির বিগ্রহ-ভূষিত কোন ক্ষেত্রে সুজন অর্থাৎ বৈষ্ণবসঙ্গে প্রেমভরে রসাস্বাদন সম্ভব হইলেও তথায় ক্ষণকালও বাস করিব না। বরং এই ব্রজভূমিতেই এই সকল গ্রাম্যলোকের সহিত গ্রাম্যবার্ত্তালাপ করিয়াই অবস্থান করিব ॥ ২ ॥ আমি যুগ যুগ ধরিয়া বিরহকাতর হইলেও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সদা অতুলনীয় লীলা উচ্ছলিত স্থানবিশিষ্ট এই ব্রজধাম পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ ঐশ্বর্য্যে দীপ্তিমান্ শ্রীযদুপতি আমাকে বলিলেও তাঁহাকে দর্শন করিতে ক্ষণকালের জন্যও দ্বারকায় যাইব না ॥ ৩ ॥ শ্রীমতী রাধিকা বিরহোন্মাদবশতঃ দ্বারকায় গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত আলিঙ্গিত-হৃদয়ে নিশ্চয়ই বিরাজ করিতেছেন,—ইহা যদি কখনও কর্ণপুটে শ্রবণ

তদাহং তত্রৈবোদ্ধতমতি পতামি ব্রজপুরাৎ
সমুড্ডীয় স্বান্তাধিকগতি-খগেন্দ্রাদপি জবাৎ ॥ ৪ ॥
অনাদিঃ সাদির্ব্বা পটুরতিমৃদুর্ব্বা প্রতিপদ-
প্রমীলৎকারুণ্যঃ প্রগুণকরুণাহীন ইতি বা ।
মহাবৈকুণ্ঠেশাধিক ইহ নরো বা ব্রজপতে-
রয়ং সূনুর্গোষ্ঠে প্রতিজনি মমাস্তাং প্রভুবরঃ ॥ ৫ ॥
অনাদৃত্যোদ্গীতামপি মুনিগণৈর্বৈণিকমুখৈঃ
প্রবীণাং গান্ধর্ব্বামপি চ নিগমৈস্তৎপ্রিয়তমাম্ ।
য একং গোবিন্দং ভজতি কপটী দাম্ভিকতয়া
তদভ্যর্ণে শীর্ণে ক্ষণমপি ন যামি ব্রতমিদম্ ॥ ৬ ॥
অজাণ্ডে রাধেতি-স্ফুরদভিধয়া সিক্তজনয়া-
ঽনয়া সাকং কৃষ্ণং ভজতি য ইহ প্রেমনমিতঃ ।
পরং প্রক্ষাল্যৈতচ্চরণকমলে তজ্জলমহো
মুদা পীত্বা শশ্বচ্ছিরসি চ বহামি প্রতিদিনম্ ॥ ৭ ॥
পরিত্যক্তঃ প্রেয়োজন-সমুদয়ৈর্বাঢ়মসুধী-
র্দুরন্ধো নীরন্ধ্রং কদনভরবার্দ্ধৌ নিপতিতঃ ।

করি, তখনই আমি মন হইতেও অধিক বেগে, শ্রীগরুড় অপেক্ষাও দ্রুতগতিতে ব্রজপুর হইতে উড়িয়া গিয়া তথায় উদ্ধত (উন্মত্ত) হৃদয়ে উপস্থিত হইব ॥ ৪ ॥ আদি-রহিত বা আদি-সহিত, পটু (নিষ্ঠুর) বা অতি মৃদু (কোমল), প্রতিক্ষণ কারুণ্য-প্রকাশশীল অথবা নিতান্ত করুণাহীন, মহাবৈকুণ্ঠাধিপতি শ্রীনারায়ণ অপেক্ষাও পরতত্ত্ব কিংবা ব্রজের এক সাধারণ নরবালক—যাহাই হউন, ব্রজরাজের (নন্দ-মহারাজের) এই পুত্র প্রতিজন্মে আমার পরমপ্রভু, হউন ॥ ৫ ॥ বৈণিক (বীণা-বাদনকারী) শ্রীনারদাদিপ্রমুখ মুনিগণকর্ত্তৃক এবং সকল বেদাদিশাস্ত্রকর্ত্তৃকও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা বলিয়া উদ্‌ঘোষিত সর্ব্বোত্তমা শ্রীমতী রাধিকাকে অনাদর করিয়া যে কপটী দম্ভবশতঃ একল গোবিন্দকে ভজনা করে, আমি তাঁহার শীর্ণ (শুষ্ক)-সান্নিধ্যে ক্ষণকালের জন্যও গমন করি না—ইহা আমার ব্রত ॥ ৬ ॥ ‘শ্রীমতী রাধা’—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে এই নামে প্রসিদ্ধা যিনি সকলকে প্রেমাসিক্ত করেন, সেই তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ সহিত যে ব্যক্তি প্রীতিপূর্ব্বক প্রণত হইয়া ভজনা করেন,

তৃণং দন্তৈর্দষ্ট্বা চটুভিরভিযাচেঽদ্য কৃপয়া
স্বয়ং শ্রীগান্ধর্ব্বা স্বপদনলিনান্তং নয়তু মাম্ ॥ ৮ ॥
ব্রজোৎপন্ন-ক্ষীরাশন-বসন-পাত্রাদিভিরহং
পদার্থৈর্নির্ব্বাহ্য ব্যবহৃতিমদম্ভং সনিয়মঃ ।
বসামীশাকুণ্ডে গিরিকুলবরে চৈব সময়ে
মরিষ্যে তু প্রেষ্ঠে সরসি খলু জীবাদি-পুরতঃ ॥ ৯ ॥
স্ফুরল্লক্ষ্মী-লক্ষ্মী-ব্রজবিজয়িলক্ষ্মীভর-লসদ্-
বপুঃ শ্রীগান্ধর্ব্বা-স্মরনিকর-দীব্যদ্ গিরিভৃতোঃ ।
বিধাস্যে কুঞ্জাদৌ বিবিধবরিবস্যাঃ সরভসং
রহঃ শ্রীরূপাখ্য-প্রিয়তম-জনস্যৈব চরমঃ ॥ ১০ ॥
কৃতং কেনাপ্যেতন্নিজ-নিয়মশংসি-স্তবমিমং
পঠেৎ যো বিস্রব্ধঃ প্রিয়যুগলরূপেঽর্পিতমনাঃ
দৃঢ়ং গোষ্ঠে হৃষ্টো বসতি-বসতিং প্রাপ্য সময়ে
মুদা রাধাকৃষ্ণৌ ভজতি স হি তেনৈব সহিতঃ ॥ ১১ ॥

অহো! আমি প্রত্যহ তাঁহার চরণকমল প্রক্ষালন করিয়া সেই জল নিরন্তর পান-পূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করি ॥ ৭ ॥ শ্রীরূপ-সনাতনাদি প্রিয়তম জনগণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, সত্য-সত্যই অজ্ঞান, অতিশয় অন্ধ পরমদুঃখসাগরে নিরন্তর নিপতিত —আমি অদ্য দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া কাতরভাবে এই যাচ্ঞা করিতেছি,—স্বয়ং শ্রীরাধিকা আমাকে স্বীয় পাদপদ্ম-সমীপে কৃপাপূর্ব্বক আকর্ষণ করুন ॥ ৮ ॥ ব্রজ-ধামে উৎপন্ন দুগ্ধাদি খাদ্য, বস্ত্র, পাত্রাদি পদার্থসমূহদ্বারা আমি দম্ভহীনভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে করিতে নিয়মসহকারে ঈশাকুণ্ডে (শ্রীরাধাকুণ্ডে) ও গিরিবর-গোবর্দ্ধনে বাস করিব এবং সময় আসিলে প্রিয়তম সরোবর শ্রীরাধাকুণ্ডেই শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতির সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিব ॥ ৯ ॥ দীপ্যমান-শোভাবিশিষ্টা লক্ষ্মী-বৃন্দেরও পরাভবকারী সৌন্দর্য্যরাশিতে বিভূষিতা শ্রীরাধিকা এবং কোটীকন্দর্প হইতেও সমুজ্জ্বল শ্রীগিরিধারীর বিবিধসেবা আমি শ্রীরূপ-নামক প্রিয়তমজনের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াই তাহা সানন্দে সম্পাদন করিব ॥ ১০ ॥ কোনও অকিঞ্চন-কৃত নিজের নিয়ম-সূচক এই স্তবটী যিনি প্রিয়যুগল—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীরূপে সমর্পিতচিত্ত হইয়া দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত পাঠ করেন, তিনি যথাসময়ে শ্রীব্রজধামে অবশ্যই বসতি লাভ করিয়া সানন্দে অবস্থান করিবেন এবং তাঁহারই (শ্রীরূপেরই) সহিত পরমানন্দে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হইবেন ॥ ১১ ॥

শ্রীস্বনিয়ম-দ্বাদশকম্

[শ্রীল-সচ্চিদানন্দ-ভক্তিবিনোদ-ঠক্কুর-কৃতম্]

গুরৌ শ্রীগৌরাঙ্গে তদুদিত-সুভক্তি-প্রকরণে
শচীসূনোর্লীলা-বিকসিত-সুতীর্থে নিজমনৌ ।
হরের্নাম্নি প্রেষ্ঠে হরিতিথিষু রূপানুগজনে
শুকপ্রোক্তে শাস্ত্রে প্রতিজনি মমাস্তাং খলু রতিঃ ॥ ১ ॥
সদা বৃন্দারণ্যে মধুররস-ধন্যে রসময়ঃ
পরাং শক্তিং রাধাং পরমরসমূর্ত্তিং রময়তি ।
স চৈবায়ং কৃষ্ণো নিজভজন-মুদ্রামুপদিশন্
শচীসূনুর্গৌড়ে প্রতিজনি মমাস্তাং প্রভুবরঃ ॥ ২ ॥
ন বৈরাগ্যং গ্রাহ্যং ভবতি ন হি যদ্ ভক্তিজনিতং
তথা জ্ঞানং ভানং চিতি যদি বিশেষং ন মনুতে ।
স্পৃহা মে নাষ্টাঙ্গে হরিভজন-সৌখ্যং ন হি যত-
স্ততো রাধাকৃষ্ণ-প্রচুরপরিচর্য্যা ভবতু মে ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—শ্রীগুরুদেবে, শ্রীগৌরসুন্দরে, তাঁহাকর্ত্তৃক উপদিষ্ট শুদ্ধভক্তির প্রসঙ্গে, শ্রীশচীনন্দনের লীলা বিকসিত শ্রীনবদ্বীপাদি উত্তম তীর্থে (অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীশচীনন্দনের লীলার প্রকাশহেতু যে-সকল স্থান সুতীর্থত্ব লাভ করিয়াছিল, সে-সকল স্থানে), স্বীয় দীক্ষা-মন্ত্রে, শ্রীহরিনামে, শ্রীহরিবাসরাদি তিথিসমূহে, শ্রীরূপানুগ সাধুজনে, শ্রীশুকদেব গোস্বামি-কথিত শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে প্রতিজন্মে আমার প্রীতি হউক্ ॥ ১ ॥ মধুররস-ধন্য শ্রীবৃন্দাবনে অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পরাশক্তি পরম-রসরূপিণী (বিপ্রলম্ভরসমূর্ত্তি) শ্রীমতী রাধার সহিত সদা চিদ্-বিলাসে নিযুক্ত থাকেন। সেই শ্রীকৃষ্ণই গৌড়দেশে নিজ ভজন-প্রণালী উপদেশ-কারী এই শচীনন্দন—তিনি আমার প্রতিজন্মে পরমপ্রভু হউন ॥ ২ ॥ যে বৈরাগ্য ভক্তিজনিত নহে, তাহা গ্রাহ্যই হয় না ; এবং যে জ্ঞান চেতনে বিশেষত্ব (ব্যক্তিত্ব, বিলাস ইত্যাদি) স্বীকার করে না, তাহা ভানমাত্র ; অষ্টাঙ্গযোগেও আমার স্পৃহা নাই যেহেতু তাহাতে শ্রীহরির সুখবিধান হয় না। অতএব শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের

কুটীরেঽপি ক্ষুদ্রে ব্রজভজনযোগ্যে তরুতলে
শচীসূনোস্তীর্থে ভবতু নিতরাং মে নিবসতিঃ।
ন চান্যত্র ক্ষেত্রে বিবুধগণসেব্যে পুলকিতো
বসামি প্রাসাদে বিপুলধন-রাজ্যান্বিত ইহ ॥ ৪ ॥
ন বর্ণে সক্তির্মে ন খলু মমতা হ্যাশ্রমবিধৌ
ন ধর্ম্মে নাধর্ম্মে মম রতিরিহাস্তে ক্বচিদপি।
পরং তত্তদ্ধর্ম্মে মম জড়শরীরং ধৃতমিদ-
মতো ধর্ম্মান্ সর্ব্বান্ সুভজন-সহায়ান্নভিলষে ॥ ৫ ॥
সুদৈন্যং সারল্যং সকলসহনং মানদদনং
দয়াং স্বীকৃত্য শ্রীহরিচরণ-সেবা মম তপঃ।
সদাচারোঽসৌ মে প্রভুপদপরৈর্যঃ সমুদিতঃ
প্রভোশ্চৈতন্যস্যাক্ষয়-চরিত-পীযূষ-কৃতিষু ॥ ৬ ॥
ন বৈকুণ্ঠে রাজ্যে ন চ বিষয়কার্য্যে মম রতি-
র্ন নির্ব্বাণে মোক্ষে মম মতিরিহাস্তে ক্ষণমপি।
ব্রজানন্দাদন্যদ্ধরি-বিলসিতং পাবনমপি
কথঞ্চিন্মাং রাধান্বয়-বিরহিতং নো সুখয়তি ॥ ৭ ॥

প্রচুর-পরিচর্য্যাই আমার (সাধ্য-সাধন) হউক্ ॥ ৩ ॥ শ্রীগৌরতীর্থ—নবদ্বীপধামে কোনও বৃক্ষতলে ব্রজভজনোপযোগী ক্ষুদ্র কুটীরেও আমার একান্ত বসতি হউক্। কিন্তু এই পৃথিবীতে দেবভোগ্য বিপুলধন ও রাজ্যসমন্বিত অন্য কোনও ক্ষেত্রে বা প্রাসাদে আমি বাস করিব না ॥ ৪ ॥ ব্রাহ্মণাদি বর্ণে আমার আসক্তি নাই, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমবিধানেও আমার কোন মমতা নাই, এই পৃথিবীতে কোন পুণ্য-দায়ক ধর্ম্মে বা পাপজনক অধর্ম্মে আমার কিছুমাত্র আগ্রহ নাই। পরন্তু সেইসকল বর্ণাশ্রমগত ধর্ম্মে [এতাবৎকাল] এই জড়শরীর ধারণ করিয়াছি। অতএব (এক্ষণে) আমি সুভজন অর্থাৎ শুদ্ধাভক্তির সহায়ক ধর্ম্মসকল অভিলাষ করি ॥ ৫ ॥ সুদীনতা, সরলতা, সর্ব্ববিষয়ে সহিষ্ণুতা, অন্যকে মানদান ও দয়া স্বীকারপূর্ব্বক শ্রীহরি-পাদপদ্ম-সেবাই আমার তপস্যা। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অক্ষয়-চরিতসুধাময় গ্রন্থসমূহে তাঁহার পাদপদ্মপরায়ণ ভক্তগণকর্ত্তৃক যে-সকল আচার উপদিষ্ট হইয়াছে, উহাই আমার সদাচার ॥ ৬ ॥ বৈকুণ্ঠরাজ্য-প্রতি কিংবা জড়-বিষয়কার্য্যে

ন মে পত্নী-কন্যা-তনয়-জননী-বন্ধুনিচয়া
হরৌ ভক্তে ভক্তৌ ন খলু যদি তেষাং সুমমতা।
অভক্তানামন্ন-গ্রহণমপি দোষো বিষয়িণাং
কথং তেষাং সঙ্গাদ্ধরিভজন-সিদ্ধির্ভবতি মে ॥ ৮ ॥
অসত্তর্কৈরন্ধান্ জড়সুখপরান্ কৃষ্ণবিমুখান্
কুনির্ব্বাণাসক্তান্ সততমতিদূরে পরিহরন্।
অরাধং গোবিন্দং ভজতি নিতরাং দাম্ভিকতয়া
তদভ্যাসে কিন্তু ক্ষণমপি ন যামি ব্রতমিদম্ ॥ ৯ ॥
প্রসাদান্ন-ক্ষীরাশন-বসন-পাত্রাদিভিরহং
পদার্থৈর্নির্ব্বাহ্য ব্যবহৃতিমসঙ্গঃ কুবিষয়ে।
বসন্নীশাক্ষেত্রে যুগল-ভজনানন্দিতমনা-
স্তনুং মোক্ষে কালে যুগপদপরাণাং পদতলে ॥ ১০ ॥
শচীসূনোরাজ্ঞা-গ্রহণচতুরো যো ব্রজবনে
পরারাধ্যাং রাধাং ভজতি নিতরাং কৃষ্ণরসিকাম্।
অহং ত্বেতৎপাদামৃতমনুদিনং নৈষ্ঠিকমনা
বহেয়ং বৈ পীত্বা শিরসি চ মুদা সন্নতিযুতঃ ॥ ১১ ॥

আমার কোন অনুরাগ নাই ; নির্ব্বাণরূপ মোক্ষে ক্ষণকালের জন্যও মতি হয় না। শ্রীব্রজানন্দ ব্যতীত শ্রীরাধিকা-সম্বন্ধরহিত শ্রীহরির অন্যান্য লীলা পবিত্রকারী হইলেও আমাকে কিছুমাত্র সুখ দান করে না ॥ ৭ ॥ পত্নী, কন্যা, পুত্র, জননী ও বন্ধুগণ আমার কেহ নহে—যদি শ্রীহরিতে, ভগবদ্ভক্তে ও ভক্তিতে সত্যই তাহাদের সুদৃঢ় মমতা না থাকে। অভক্ত বিষয়িগণের অন্নগ্রহণও দোষ (অধঃপাতকর) ; অতএব তাহাদের সঙ্গ করিলে কিরূপে আমার হরিভজনে সিদ্ধিলাভ হইবে ? ৮॥ কুতর্কে অন্ধ, জড়সুখপ্রমত্ত, কৃষ্ণসেবাবিমুখ, ছলনাময় নির্ব্বাণে (মোক্ষাদিতে) আসক্ত জনগণকে সদা অতিদূরে পরিহার করিয়াও যে ব্যক্তি নিতান্ত দাম্ভিকতা-বশে শ্রীরাধা-বিরহিত গোবিন্দের ভজনা করে, আমি তাহার নিকটে ক্ষণকালের জন্যও যাইব না—ইহা আমার ব্রত ॥ ৯ ॥ আমি প্রসাদী অন্ন-দুগ্ধাদি খাদ্য, বসন, পাত্রাদি পদার্থদ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করত জড়বিষয়ের সংসর্গ-রহিত হইয়া ঈশা-ক্ষেত্র—শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবায় আনন্দিত চিত্তে বাস করিতে

হরের্দ্দাস্যং ধর্ম্মো মম তু চিরকালং প্রকৃতিতো
মহামায়া-যোগাদভিনিপতিতঃ দুঃখ-জলধৌ ।
ইতো যাস্যাম্যূর্দ্ধ্বং স্বনিয়ম-সুরত্যা প্রতিদিনং
সহায়ো মে মাত্রং বিতথদলনী বৈষ্ণব-কৃপা ॥ ১২ ॥
কৃতং কেনাপ্যেতৎ-স্বভজনবিধৌ স্বং নিয়মকং
পঠেদ্ যো বিশ্রব্ধঃ প্রিয়যুগলরূপেঽর্পিতমনাঃ ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণৌ ভজতি কিল সংপ্রাপ্য নিলয়ং
স্বমঞ্জর্য্যাঃ পশ্চাদ্ বিবিধ-বরিবস্যাং স কুরুতে ॥ ১৩ ॥

শ্রীদশমূল-শ্লোকাঃ

[জগদ্গুরু-শ্রীল-সচ্চিদানন্দ-ভক্তিবিনোদ-ঠক্কুর-কৃতাঃ]

আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ ।

করিতে যথাসময়ে শ্রীযুগলপাদপদ্ম-পরায়ণ ভক্তগণের পদান্তিকে এই শরীর ত্যাগ করিব ॥ ১০ ॥ শ্রীশচীনন্দনের আজ্ঞা-গ্রহণে চতুর যে ব্যক্তি বৃন্দাবনে পরমারাধ্যা কৃষ্ণরসজ্ঞা শ্রীমতী রাধাকে একান্তভাবে ভজনা করেন, আমি তাঁহার চরণামৃত নিষ্ঠাপূর্ণ হৃদয়ে প্রণতিসহকারে সানন্দে পান করিয়া মস্তকে অবশ্যই ধারণ করিব ॥ ১১ ॥ শ্রীহরির দাসত্বই নিত্যকাল আমার স্বভাবগত ধর্ম্ম ; কিন্তু মায়ার প্রবল সংযোগহেতু দুঃখসমুদ্রে আমি নিপতিত। প্রতিদিন স্বনিয়মে দৃঢ়-নিষ্ঠা-বলে ইহা হইতে ঊর্দ্ধে—ভগবদ্ধামে গমন করিব। তজ্জন্য বিতথদলনী (মায়া-নাশিনী) বৈষ্ণব-কৃপাই আমার একমাত্র সহায় ॥ ১২ ॥ নিজভজনক্রিয়া-বিষয়ে কোনও নিষ্কিঞ্চন-বৈষ্ণবকর্ত্তৃক রচিত নিজ-নিয়মসূচক এই শ্লোকসমূহ যিনি বিশ্বাসভরে ও প্রিয়যুগল—শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহে অথবা রাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমূর্ত্তিতে অথবা শ্রীরাধাগোবিন্দ তথা শ্রীগৌর-সুন্দরের প্রিয়জন শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুতে সমর্পিত-চিত্ত হইয়া পাঠ করেন, তিনি সত্যই ব্রজধামে স্থান লাভ করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজনা করেন এবং স্বীয় মঞ্জরীর পশ্চাতে থাকিয়া বিবিধসেবা করিতে থাকেন ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমদ্গৌরচন্দ্র শ্রদ্ধাবান্ জীবগণকে দশটী তত্ত্ব

ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ ॥ ১ ॥
স্বতঃসিদ্ধো বেদো হরিদয়িত-বেধঃ প্রভৃতিতঃ
প্রমাণং সৎপ্রাপ্তং প্রমিতি-বিষয়ান্ তান্নববিধান্ ।
তথা প্রত্যক্ষাদি-প্রমিতিসহিতং সাধয়তি নঃ
ন যুক্তিস্তর্কাখ্যা প্রবিশতি তথা শক্তিরহিতা ॥ ২ ॥
হরিস্ত্বেকং তত্ত্বং বিধি-শিব-সুরেশ-প্রণমিতঃ
যদেবেদং ব্রহ্ম প্রকৃতি-রহিতং তত্তনুমহঃ ।
পরাত্মা তস্যাংশো জগদনুগতো বিশ্বজনকঃ
স বৈ রাধাকান্তো নবজলদকান্তিশ্চিদুদয়ঃ ॥ ৩ ॥
পরাখ্যায়াঃ শক্তেরপৃথগপি স স্বে মহিমনি
স্থিতো জীবাখ্যাং স্বামচিদভিহিতাং তাং ত্রিপদিকাম্ ।
স্বতন্ত্রেচ্ছাশক্তিং সকলবিষয়ে প্রেরণপরঃ
বিকারাদ্যৈঃ শূন্যঃ পরমপুরুষোঽয়ং বিজয়তে ॥ ৪ ॥

উপদেশ করিয়াছেন,—গুরু-পরম্পরাপ্রাপ্ত বেদবাক্যই আম্নায়। বেদ ও তদনুগত শ্রীমদ্ভাগবতাদি স্মৃতিশাস্ত্র তথা তদনুগত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণই প্রমাণ। সেই প্রমাণ-দ্বারা স্থির হয় যে, শ্রীহরিই পরম তত্ত্ব, তিনি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, তিনি অখিলরসামৃত-সিন্ধু ; মুক্ত ও বদ্ধ—দুইপ্রকার জীবই তাঁহার বিভিন্নাংশ ; বদ্ধজীব মায়াগ্রস্ত ও মুক্তজীব মায়ামুক্ত ; চিদচিৎ সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরির অচিন্ত্যভেদাভেদ প্রকাশ ; ভক্তিই একমাত্র সাধন এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিই সাধ্যবস্তু ॥ ১ ॥ শ্রীহরির কৃপাপাত্র ব্রহ্মাদিক্রমে সম্প্রদায়ে যে স্বতঃসিদ্ধ বেদ পাওয়া গিয়াছে, সেই আম্নায়বাক্য তদনুগত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সাহচর্য্যে নববিধ প্রমেয়-তত্ত্বকে সাধন করেন। যে যুক্তিতে কেবল তর্ক, সেই যুক্তি অচিন্ত্য বিষয়-বিচারে অক্ষম, অতএব তর্ক সেই বিচারে প্রবেশ করিতে পারে না ॥ ২ ॥ ব্রহ্মা-শিব-ইন্দ্র-প্রণমিত শ্রীহরিই একমাত্র পরমতত্ত্ব। শক্তিশূন্য নির্ব্বিশেষ যে ব্রহ্ম, তিনি শ্রীহরির অঙ্গকান্তিমাত্র। জগৎকর্ত্তা জগৎপ্রবিষ্ট যে পরমাত্মা, তিনি শ্রীহরির অংশমাত্র। সেই শ্রীহরিই আমাদের নবনীরদকান্তি চিৎস্বরূপ শ্রীরাধাবল্লভ ॥ ৩ ॥ তাঁহার অচিন্ত্যপরাশক্তি হইতে তিনি অভিন্ন হইয়াও স্বতন্ত্র ইচ্ছাময়। সেই পরমপুরুষ স্বমহিমস্বরূপে নিত্য

স বৈ হ্লাদিন্যায়াঃ প্রণয়বিকৃতের্হ্লাদনরতঃ
তথা সম্বিচ্ছক্তি-প্রকটিত-রহোভাব-রসিতঃ ।
তয়া শ্রীসন্ধিন্যা কৃতবিশদতদ্ধামনিচয়ে
রসাম্ভোধৌ মগ্নো ব্রজরসবিলাসী বিজয়তে ॥ ৫ ॥
স্ফুলিঙ্গাঃ ঋদ্ধাগ্নেরিব চিদণবো জীবনিচয়াঃ
হরেঃ সূর্য্যস্যৈবাপৃথগপি তু তদ্ভেদবিষয়াঃ ।
বশে মায়া যস্য প্রকৃতিপতিরেবেশ্বর ইহ
স জীবো মুক্তোঽপি প্রকৃতিবশযোগ্যঃ স্বগুণতঃ ॥ ৬ ॥
স্বরূপার্থৈর্হীনান্ নিজসুখপরান্ কৃষ্ণবিমুখান্
হরের্মায়া দণ্ড্যান্ গুণনিগড়জালৈঃ কলয়তি ।
তথা স্থূলৈর্লিঙ্গৈর্দ্বিবিধাবরণৈঃ ক্লেশনিকরৈ-
র্মহা-কর্ম্মালানৈর্নয়তি পতিতান্ স্বর্গনিরয়ৌ ॥ ৭ ॥
যদা ভ্রামং ভ্রামং হরিরস-গলদ্বৈষ্ণবজনং
কদাচিৎ সংপশ্যন্ তদনুগমনে স্যাদ্রুচিরিহ ।

অবস্থিত। জীবশক্তি, চিচ্ছক্তি ও মায়াশক্তিরূপ-ত্রিপদিক শক্তিকে উপযুক্ত বিষয়-ব্যাপারে সর্ব্বদা প্রেরণ করিতেছেন। তাহা করিয়াও স্বয়ং নির্ব্বিকার পরমতত্ত্বস্বরূপ ভগবান্ পূর্ণরূপে নিত্য বিরাজমান ॥ ৪ ॥ স্বরূপশক্তির তিনটী প্রভাব—হ্লাদিনী, সম্বিৎ ও সন্ধিনী। হ্লাদিনীর প্রণয়-বিকারে কৃষ্ণ সর্ব্বদা অনুরক্ত এবং সম্বিচ্ছক্তি-প্রকটিত অন্তরঙ্গভাবদ্বারা সর্ব্বদা রসিত-স্বভাব। সন্ধিনীশক্তি-প্রকটিত নির্ম্মল বৃন্দাবনাদি-ধামে নিত্যরসসাগরে মগ্ন সেই স্বেচ্ছাময় ব্রজরসবিলাসী কৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন ॥ ৫ ॥ জ্বলন্ত অগ্নি হইতে যেরূপ বিস্ফুলিঙ্গ বাহির হয়, সেইরূপ চিৎসূর্য্য-রূপ শ্রীহরির কিরণ-কণস্থানীয় চিৎপরমাণুস্বরূপ অনন্ত জীব। শ্রীহরি হইতে অপৃথক্ হইয়াও জীবসকল নিত্যপৃথক্। মায়াশক্তি যাঁহার নিত্য বশীভূতা ও যিনি স্বভাবতঃ প্রকৃতির অধীশ্বর, তিনি ঈশ্বর ; যিনি মুক্ত-অবস্থাতেও স্বভাবানুসারে মায়াপ্রকৃতির বশযোগ্য, তিনি জীব ॥ ৬ ॥ স্বরূপতঃ জীব কৃষ্ণানুগত দাস। সেই স্বরূপহীন, নিজসুখপর, কৃষ্ণবিমুখ, দণ্ড্য জীবসকলকে মায়াশক্তি সত্ত্বরজস্তমো-গুণ-নিগড়-সমূহদ্বারা কবলিত করেন। স্থূল ও লিঙ্গদেহরূপ দ্বিবিধ আবরণ ও ক্লেশসমূহে পরিপূর্ণ কর্ম্মবন্ধনের দ্বারা তাহাদিগকে নিপতিত করিয়া কখনও স্বর্গে

তদা কৃষ্ণাবৃত্ত্যা ত্যজতি শনকৈর্মায়িকদশাং
স্বরূপং বিভ্রাণো বিমলরসভোগং স কুরুতে ॥ ৮ ॥
হরেঃ শক্তেঃ সর্ব্বং চিদচিদখিলং স্যাৎ পরিণতিঃ
বিবর্ত্তং নো সত্যং শ্রুতিমত-বিরুদ্ধং কলিমলম্ ।
হরের্ভেদাভেদৌ শ্রুতিবিহিততত্ত্বং সুবিমলং
ততঃ প্রেম্ণঃ সিদ্ধির্ভবতি নিতরাং নিত্য-বিষয়ে ॥ ৯ ॥
শ্রুতিঃ কৃষ্ণাখ্যানং স্মরণ-নতি-পূজাবিধিগণাঃ
তথা দাস্যং সখ্যং পরিচরণমপ্যাত্মদদনম্ ।
নবাঙ্গান্যেতানীহ বিধিগত-ভক্তেরনুদিনং
ভজন্ শ্রদ্ধাযুক্তঃ সুবিমলরতিং বৈ স লভতে ॥ ১০ ॥
স্বরূপাবস্থানে মধুররস-ভাবোদয় ইহ
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-স্বজনজনভাবং হৃদি বহন্ ।
পরানন্দে প্রীতিং জগদতুলসম্পৎ সুখমহো
বিলাসাখ্যে তত্ত্বে পরমপরিচর্য্যাং স লভতে ॥ ১১ ॥

এবং কখনও নরকে লইয়া বেড়ান ॥ ৭ ॥ সংসারে উচ্চাবচ যোনিসমূহে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন হরিরস-বিগলিত বৈষ্ণবের দর্শন হয়, তখন মায়াবদ্ধ জীবের বৈষ্ণবানুগমনে রুচি জন্মে ; কৃষ্ণনামাদি আবৃত্তিক্রমে অল্পে অল্পে মায়িক-দশা দূর হইতে থাকে—জীব ক্রমশঃ স্বরূপ লাভ করত বিমল কৃষ্ণসেবারস ভোগ করিতে যোগ্য হন ॥ ৮ ॥ সমস্ত চিৎ-অচিৎ জগৎ কৃষ্ণশক্তির পরিণতি ; বিবর্ত্তবাদ সত্য নহে—তাহা কলিযুগের মল ও শ্রুতিজ্ঞানবিরুদ্ধ ; অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বই শ্রুতিসম্মত সুবিমল তত্ত্ব—তাহা হইতে সর্ব্বদা নিত্যতত্ত্বে প্রেমসিদ্ধি হয় ॥ ৯ ॥ শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নববিধা বৈধীভক্তি যিনি শ্রদ্ধাসহকারে অনুদিন অনুশীলন করেন, তিনি বিমল কৃষ্ণরতি প্রাপ্ত হন ॥ ১০ ॥ সাধনভক্তির পরিপক্কাবস্থায় জীব যখন স্বীয় স্বরূপে অবস্থিত হয়, তখন হলাদিনীশক্তিবলে মধুররসে ভাবোদয় হয়—ব্রজে রাধাকৃষ্ণের স্বজনগণের অনুগত ভাব হৃদয়ে উদিত হয় ; ক্রমশঃ পরানন্দতত্ত্বে জগতের মধ্যে অতুল সম্পদ্‌সুখ ও বিলাসাখ্যতত্ত্বে পরমপরিচর্য্যা লাভ হয়—

প্রভুঃ কঃ কো জীবঃ কথমিদমচিদ্বিশ্বমিতি বা
বিচার্য্যৈতানর্থান্ হরিভজন-কৃচ্ছাস্ত্রচতুরঃ।
অভেদাশাং ধর্ম্মান্ সকলমপরাধং পরিহরন্
হরের্নামানন্দং পিবতি হরিদাসো হরিজনৈঃ॥ ১২ ॥
সংসেব্য দশমূলং বৈ হিত্বাঽবিদ্যাময়ং জনঃ।
ভাবপুষ্টিং তথা তুষ্টিং লভতে সাধুসঙ্গতঃ॥ ১৩ ॥

শ্রীমুকুন্দমালা-স্তোত্রম্

[শ্রীমৎকুলশেখর-কৃতম্]

শ্রীবল্লভেতি বরদেতি দয়াপরেতি
ভক্তিপ্রিয়েতি ভবলুণ্ঠন-কোবিদেতি।
নাথেতি নাগশয়নেতি জগন্নিবাসে-
ত্যালাপনং প্রতিপদং কুরু মে মুকুন্দ॥ ১ ॥
জয়তু জয়তু দেবো দেবকীনন্দনোঽয়ং
জয়তু জয়তু কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ।
জয়তু জয়তু মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তু জয়তু পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ॥ ২ ॥

ইহাপেক্ষা জীবের আর লাভ নাই ॥১১॥ কৃষ্ণ কে? আমি জীবই বা কে? এই অচিৎ বিশ্বই বা কি? এইসকল বিষয় বিচারপূর্ব্বক হরিভজনশীল শাস্ত্রচতুর ব্যক্তি অভেদাশা, সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম ও সকলপ্রকার অপরাধ পরিহার করত হরিজনসঙ্গে হরিদাস-স্বরূপে হরিনামানন্দ পান করিতে থাকেন ॥ ১২ ॥ এই দশমূল সেবন করত জীব অবিদ্যা-রূপ আময় ধ্বংসপূর্ব্বক সাধুসঙ্গদ্বারা ভাবপুষ্টি ও তুষ্টি লাভ করেন ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—হে মুকুন্দ! হে শ্রীবল্লভ (লক্ষ্মীপতে)! হে বরদ! দয়াপর! ভক্তিপ্রিয়! ভবমোচনদক্ষ! হে নাথ! অনন্তশয়ন! জগন্নাথ!—এই বলিয়া প্রতিপদে আমাকে কীর্ত্তনপর কর ॥ ১ ॥ এই ক্রীড়াময় দেবকীনন্দন জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন; যাদবকুল-প্রদীপ শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক, জয় হউক; কোমলাঙ্গ মেঘশ্যামল শ্রীকৃষ্ণ নিত্য জয়যুক্ত হউন; ভূভারহর শ্রীমুকুন্দের পুনঃ পুনঃ জয় হউক ॥২॥

মুকুন্দ মূর্দ্ধ্না প্রণিপত্য যাচে, ভবন্তমেকান্তমিয়ন্তমর্থম্।
অবিস্মৃতিস্ত্বচ্চরণারবিন্দে, ভবে ভবে মেঽস্তু ভবৎপ্রসাদাৎ॥ ৩ ॥
নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্।
রম্যা-রামা-মৃদুতনুলতা-নন্দনে নাভিরন্তুং
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্॥ ৪ ॥
নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে
যদ্ যদ্ ভব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি
ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু॥ ৫ ॥
দিবি বা ভুবি বা মমাস্তু বাসো, নরকে বা নরকান্তক প্রকামম্।
অবধীরিত-শারদারবিন্দৌ, চরণৌ তে মরণেঽপি চিন্তয়ামি॥ ৬ ॥
চিন্তয়ামি হরিমেব সন্ততং, মন্দ-মন্দ-হসিতাননাম্বুজম্।
নন্দগোপতনয়ং পরাৎপরং, নারদাদি-মুনিবৃন্দ-বন্দিতম্॥ ৭ ॥

হে মুকুন্দ! মস্তকদ্বারা প্রণত হইয়া তোমার নিকট একান্তরূপে শুধুমাত্র এই ধন প্রার্থনা করিতেছি যে তোমার প্রসাদে তোমার পাদপদ্মের স্মরণ যেন আমার প্রতিজন্মেই হয় ॥ ৩ ॥ হে হরে! আমি মুক্তি (অদ্বন্দ্ব)-জন্য তোমার চরণযুগল বন্দনা করি না, অথবা কুম্ভীপাক কিংবা গুরুতর অন্য কোনও নরক হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য বন্দনা করি না, অথবা স্বর্গস্থ নন্দনকাননে রমণীয়া সুররামাগণের সুকোমল তনুলতাতে অভিরমণার্থেও তোমার স্তুতি করি না, কেবল ভাবের প্রতিস্তরে বিলাস করিবার জন্যই হৃদয়মন্দিরে তোমার পাদপদ্ম চিন্তা করি ॥ ৪ ॥ হে ভগবন্! পুণ্যাত্মক ধর্ম্মে অথবা ধনরত্নসমূহে কিংবা কামোপভোগে কিছুতেই আমার আকাঙ্ক্ষা নাই। পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে আমার যাহা হইবার, তাহা হউক। শুধুমাত্র আমার ইহাই বহুমানিত প্রার্থনা যাহাতে জন্মজন্মান্তরেও তোমার শ্রীপাদপদ্ম-যুগলগতা নিশ্চলা ভক্তি আমার থাকে ॥ ৫ ॥ হে নরকান্তক! স্বর্গে, মর্ত্ত্যে অথবা নরকে আমার বাস হউক, তথাপি শারদীয় পদ্মরূপ উপমান অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট তোমার শ্রীচরণযুগল যেন মৃত্যুকালেও চিন্তা করিতে পারি ॥ ৬ ॥ আমি সতত নারদাদি মুনিবৃন্দ-বন্দিত পরাৎপরতত্ত্ব, মন্দমন্দ হাস্যময় মুখপদ্ম সেই নন্দগোপ-

করচরণ-সরোজে কান্তিমন্নেত্রমীনে
শ্রমমুষি ভুজবীচি-ব্যাকুলেঽগাধমার্গে ।
হরিসরসি বিগাহ্যাপীয় তেজোজলৌঘং
ভবমরুপরিখিন্নঃ ক্লেশমদ্য ত্যজামি ॥ ৮ ॥
সরসিজ-নয়নে সশঙ্খ-চক্রে, মুরভিদি মা বিরমস্ব চিত্ত রন্তুন্ ।
সুখতরমপরং ন জাতু জানে, হরিচরণ-স্মরণামৃতেন তুল্যম্ ॥ ৯ ॥
মা ভীর্মন্দমনো বিচিন্ত্য বহুধা যামীশ্চিরং যাতনা
নামী নঃ প্রভবন্তি পাপরিপবঃ স্বামী ননু শ্রীধরঃ ॥ ৯ ॥
আলস্যং ব্যপনীয় ভক্তিসুলভং ধ্যায়স্ব নারায়ণং
লোকস্য ব্যসনাপনোদনকরো দাসস্য কিং ন ক্ষমঃ ॥ ১০ ॥
ভবজলধিগতানাং দ্বন্দ্ববাতাহতানাং
সুত-দুহিতৃ-কলত্র-ত্রাণ-ভারার্দ্দিতানাম্ ।
বিষম-বিষয়তোয়ে মজ্জতামপ্লবানাং
ভবতু শরণমেকো বিষ্ণুপোতো নরাণাম্ ॥ ১১ ॥
ভবজলধিমগাধং দুস্তরং নিস্তরেয়ং
কথমহমিতি চেতো মাস্ম গাঃ কাতরত্বম্ ।

তনয় হরিকেই চিন্তা করি ॥ ৭ ॥ সংসার-মরুভূমিতে পরিক্লিষ্ট আমি আজ শ্রীহস্ত-পদরূপ কমল শোভিত, দীপ্তোজ্জ্বল-নেত্ররূপ মীনবিশিষ্ট, ক্লেশহরণকারী বাহু-রূপ তরঙ্গব্যাপৃত, অতলস্পর্শ শ্রীহরিরূপ সরোবরে অবগাহন করিয়া ও তাঁহার কৃপাশক্তিরূপ জলরাশি পান করিয়া সকল দুঃখরহিত হইলাম ॥ ৮ ॥ হে চিত্ত! কমলনয়ন শঙ্খচক্রধারী মুরারিতে রমণে বিরাম লইও না। শ্রীহরির চরণস্মরণা-মৃতের তুল্য অধিক সুখদ অন্য কিছুই আমি জানি না ॥ ৯ ॥ রে মন্দমন! ভয় নাই। যে পাপরিপু-সমূহকে চিরকাল চিন্তা করিয়া বহুপ্রকার যাতনা হইয়াছে, তাহার আর আমাদের প্রতি প্রভুত্ব করিতে পারিবে না। কারণ শ্রীধরই আমাদের প্রভু। আলস্য ছাড়িয়া একমাত্র ভক্তিদ্বারা সুলভ শ্রীনারায়ণকে ধ্যান কর। যিনি সমগ্র জগতের বিপদ-অপনোদনকারী, তিনি তাঁহার দাসের জন্য কি-ই না করিতে সমর্থ? ১০ ॥ সংসারসমুদ্রে পতিত, সুখ-দুঃখাদি বিরুদ্ধ ঝঞ্ঝায় হত, পুত্রকন্যা-ভার্য্যাপালনভারে প্রপীড়িত, ভীষণবিষয়জলে নিমগ্ন তরণীহীন মানবগণের জন্য

সরসিজদৃশি দেবে তাবকী ভক্তিরেকা
নরকভিদি নিষণ্ণা তারয়িষ্যত্যবশ্যম্ ॥ ১২ ॥
তৃষ্ণাতোয়ে মদনপবনোদ্ধূতি-মোহোর্ম্মিমালে
দারাবর্ত্তে তনয়-সহজ-গ্রাহসঙ্ঘাকুলে চ ।
সংসারাখ্যে মহতি জলধৌ মজ্জতাং ন স্ত্রিধামন্
পদাম্ভোজে বরদ ভবতো ভক্তিভাবং প্রযচ্ছ ॥ ১৩ ॥
পৃথ্বীরেণুরণুঃ পয়াংসি কণিকাঃ ফল্গুস্ফুলিঙ্গো লঘু-
স্তেজো নিঃশ্বসনং মরুত্তনুতরাং রন্ধ্রং সুসূক্ষ্মং নভঃ ।
ক্ষুদ্রা রুদ্রপিতামহ-প্রভৃতয়ঃ কীটাঃ সমস্তাঃ সুরাঃ
দৃষ্টো যত্র স তাবকো বিজয়তে ভূমাবধূতাবধিঃ ॥ ১৪ ॥
হে লোকাঃ শৃণুত প্রসূতি-মরণ ব্যাধেশ্চিকিৎসামিমাং
যোগজ্ঞাঃ সমুদাহরন্তি মুনয়ো যাং যাজ্ঞবল্ক্যাদয়ঃ ।
অন্তর্জ্যোতিরয়মেকমমৃতং কৃষ্ণাখ্যমাপীয়তাং
তৎ পীতং পরমৌষধং বিতনুতে নির্ব্বাণমাত্যন্তিকম্ ॥ ১৫ ॥
হে মর্ত্ত্যাঃ পরমং হিতং শৃণুত বো বক্ষ্যামি সংক্ষেপতঃ
সংসারার্ণবমাপদূর্ম্মি-বহুলং সম্যক্ প্রবিশ্য স্থিতাঃ ।

বিষ্ণুপাদরূপ নৌকা একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ হউক ॥ ১১ ॥ হে মন! আমি কিরূপে এই অগাধ দুস্তর ভবসাগর পার হইব, এই বলিয়া কাতর হইও না। নরকান্তক কমলনয়নদেবে ত্বদীয়া কেবলাভক্তি স্থিতা হইলে অবশ্যই তোমাকে উদ্ধার করিবে ॥ ১২ ॥ হে ত্র্যধীশ! তৃষ্ণারূপ জল, কামরূপ বায়ুবিক্ষেপ, মোহ-রূপ তরঙ্গমালা, দারাবর্ত্ত এবং পুত্রকন্যাদি—সহজ জলজন্তুসমূহে পরিব্যাপ্ত সংসারাখ্য মহাসমুদ্রে আমরা নিমগ্ন। হে বরদ! তোমার পাদপদ্মে আমাদিগকে ভক্তিভাব দাও ॥ ১৩ ॥ যাঁহার নিকট পৃথিবী ক্ষুদ্র রেণুতুল্য, সিন্ধুসমূহ জল-কণাসদৃশ, সূর্য্য নিস্তেজ, বায়ু ক্ষুদ্রতর নিঃশ্বাসবৎ, আকাশ সুসূক্ষ্ম রন্ধ্রমাত্র, রুদ্র-ব্রহ্মাদি সকল দেবতাগণ কীটতুল্য, এতাদৃশ দৃষ্ট অবধূতরূপ পরমহংসগণ প্রাপ্য সেই ভূমা পুরুষ সর্ব্বদা জয়যুক্ত হউন ॥ ১৪ ॥ হে মানবগণ! জন্মমৃত্যুব্যাধির এই চিকিৎসার কথা শ্রবণ কর, যাহা যাজ্ঞবল্ক্যাদি যোগবিৎ মুনিগণ সর্ব্বদা নির্দ্দেশ করেন—'কৃষ্ণ'-নামক অন্তঃতেজবিশিষ্ট এই একমাত্র অমৃত আকণ্ঠ পান কর। সেই

নানাজ্ঞানমপাস্য চেতসি নমো নারায়ণায়েত্যমুং
মন্ত্রং সপ্রণবং প্রণামসহিতং প্রাবর্ত্তয়ধ্বং মুহুঃ ॥ ১৬ ॥
নাথে নঃ পুরুষোত্তমে ত্রিজগতামেকাধিপে চেতসা
সেব্যে স্বস্য পদস্য দাতরি পরে নারায়ণে তিষ্ঠতি ।
যং কঞ্চিৎ পুরুষাধমং কতিপয়-গ্রামেশমল্পার্থদং
সেবায়ৈ মৃগয়ামহে নরমহো মূঢ়া বরাকা বয়ম্ ॥ ১৭ ॥
বদ্ধেনাঞ্জলিনা নতেন শিরসা গাত্রৈঃ সরোমোদ্গমৈঃ
কণ্ঠেন স্বরগদ্গদেন নয়নেনোদ্গীর্ণ-বাষ্পাম্বুনা ।
নিত্যং ত্বচ্চরণারবিন্দযুগল-ধ্যানামৃতাস্বাদিনা-
মস্মাকং সরসীরুহাক্ষ সততং সম্পদ্যতাং জীবিতম্ ॥ ১৮ ॥
যৎ কৃষ্ণপ্রণিপাত-ধূলিধবলং তদ্বর্ষ্ম তদ্বৈশির-
স্তে নেত্রে তমসোজ্ঝিতে সুরুচিরে যাভ্যাং হরির্দৃশ্যতে ।
সা বুদ্ধির্বিমলেন্দু-শঙ্খধবলা যা মাধব-ধ্যায়িনী
সা জিহ্বাঽমৃতবর্ষিণী প্রতিপদং যা স্তৌতি নারায়ণম্ ॥ ১৯ ॥

পরমৌষধ পান করিলে তাহা বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রি-সেবালাভরূপ আত্যন্তিক মুক্তি প্রদান করে ॥ ১৫ ॥ হে মর্ত্ত্যবাসী জীবগণ! পরম হিতকথা শ্রবণ কর—সংক্ষেপে তোমাদিগকে বলিতেছি। বিপদ্রূপ তরঙ্গবহুল যে সংসারসাগরের গভীরে প্রবেশ করিয়া তোমরা অবস্থিত আছ, [তাহা হইতে যদি পরিত্রাণ চাহ, তবে] কৃষ্ণেতর নানান্ জ্ঞান পরিত্যাগপূর্ব্বক "নমো নারায়ণায়"—ইহা প্রণবসুংযুক্ত করিয়া প্রণতিসহ হৃদয়ে ঐ মন্ত্র মুহুর্মুহুঃ আবৃত্তি কর অর্থাৎ জপ কর ॥ ১৬ ॥ আমাদের পরম নাথ সেই পুরুষোত্তম, যিনি ত্রিভুবনের একমাত্র অধিপতি, হৃদয়ে সদা সেব্য, স্ব-চরণদাতা, সেই নারায়ণ থাকিতে আমরা কিনা কয়েকটী গ্রামের যিনি মালিক মাত্র, যিনি জীবের সামান্য প্রয়োজন পূরণকারী (অর্থাৎ সমগ্র প্রয়োজন-পূরণে অসমর্থ), সেই অকিঞ্চিৎকর পুরুষাধমকে সেবার জন্য অন্বেষণ করি! অহো! আমরা কিরূপ মূঢ় ও নির্ব্বোধ ॥ ১৭ ॥ হে কমলনয়ন! তোমার চরণ-কমলযুগল-ধ্যানামৃত-আস্বাদনরত আমাদিগের জীবনপ্রতি [এই কৃপা] সম্পাদন কর, যাহাতে আমরা সতত বদ্ধাঞ্জলি ও প্রণত হইয়া [তোমার নাম গ্রহণে] রোমাঞ্চিত গাত্র, গদ্গদ কণ্ঠস্বর এবং সাশ্রু নেত্রবিশিষ্ট হইতে পারি ॥ ১৮ ॥

জিহ্বে কীর্ত্তয় কেশবং মুররিপুং চেতো ভজ শ্রীধরং
পাণিদ্বন্দ্ব সমর্চ্চয়াচ্যুতকথাঃ শ্রোত্রদ্বয় ত্বং শৃণু ।
কৃষ্ণং লোকয় লোচনদ্বয় হরের্গচ্ছাঙ্ঘ্রি-যুগ্মালয়ং
জিঘ্র ঘ্রাণ মুকুন্দপাদতুলসীং মূর্দ্ধন্নমাধোক্ষজম্ ॥ ২০ ॥
আম্নায়াভ্যসনান্যরণ্যরুদিতং বেদব্রতান্যন্বহং
মেদশ্ছেদফলানি পূর্ত্তবিধয়ঃ সর্ব্বং হুতং ভস্মনি ।
তীর্থানামবগাহনানি চ গজস্নানং বিনা যৎপদ-
দ্বন্দ্বাম্ভোরুহ-সংস্মৃতিং বিজয়তে দেবঃ স নারায়ণঃ ॥ ২১ ॥
মদন পরিহর স্থিতিং মদীয়ে, মনসি মুকুন্দপদারবিন্দধাম্নি ।
হরনয়ন-কৃশানুনা কৃশোঽসি, স্মরসি ন চক্রপরাক্রমং মুরারেঃ ॥ ২২ ॥
নাথে ধাতরি ভোগি-ভোগশয়নে নারায়ণে মাধবে
দেবে দেবকীনন্দনে সুরবরে চক্রায়ুধে শার্ঙ্গিণি ।

তাহাই প্রকৃত দেহ এবং মস্তক, যাহা শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া ধূলি-ধূসরিত হয়; তাহাই সেই তমোরহিত এবং মনোহর নেত্র, যদ্দ্বারা শ্রীহরি দৃষ্ট হন ; যে বুদ্ধি সতত মাধবের ধ্যানে রতা, তাহা চন্দ্রের ন্যায় বিমল এবং শঙ্খের ন্যায় ধবলা ; সেই জিহ্বাই অমৃতবর্ষণকারিণী, যাহা প্রতিপদে নারায়ণকে স্তুতি করে ॥ ১৯ ॥ হে জিহ্বে ! তুমি কেশবের কীর্ত্তন কর, হে চিত্ত ! তুমি মুরারিকে ভজনা কর, হে করযুগল ! তুমি শ্রীধরকে অর্চ্চন কর, হে কর্ণদ্বয় ! তুমি অচ্যুতকথা শ্রবণ কর, হে লোচনদ্বয় ! তুমি শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন কর, হে পদদ্বন্দ্ব ! তুমি হরিমন্দিরে গমন কর, হে নাসিকে ! তুমি শ্রীমুকুন্দের পাদপদ্মের তুলসীর ঘ্রাণ গ্রহণ কর, হে মস্তক ! তুমি শ্রীঅধোক্ষজকে নমস্কার কর ॥ ২০ ॥ যাঁহার পদকমলদ্বন্দ্বের নিরন্তর স্মরণ বিনা সকল প্রকার আম্নায়াভ্যাস অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন অরণ্যে বৃথা রোদন মাত্র, উপবাসাদি বেদব্রতসকল কেবল মেদশ্ছেদফলদায়ক অর্থাৎ শরীর-সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান মাত্র, কূপখননাদি জনহিতকর কার্য্যসমূহ ভস্মে আহুতিদানতুল্য এবং তীর্থসমূহে অবগাহনও হস্তিস্নানে পরিণত হয়, সেই শ্রীনারায়ণদেব বিশেষ-রূপে জয়যুক্ত হউন ॥ ২১ ॥ রে (প্রাকৃত) মদন ! মুকুন্দ-পাদপদ্মের আশ্রয়স্বরূপ যে আমার মন, তাহাতে বাস পরিহার কর। তুমি শঙ্কর-নেত্রাগ্নিতে অঙ্গহীন হইয়াছ। তোমার কি শ্রীমুরারির সুদর্শনচক্রের পরাক্রম স্মরণ হয় না? ২২ ॥

লীলাশেষ-জগৎ-প্রপঞ্চ-জঠরে বিশ্বেশ্বরে শ্রীধরে
গোবিন্দে কুরু চিত্তবৃত্তিমচলামন্যৈস্তু কিং বর্ত্তনৈঃ ॥ ২৩ ॥
মা দ্রাক্ষং ক্ষীণপুণ্যান্ ক্ষণমপি ভবতো ভক্তিহীনান্ পদাব্জে
মা শ্রৌষং শ্রাব্যবন্ধং তব চরিতমপাস্যান্যদাখ্যানজাতম্ ।
মা স্মার্ষং মাধব ত্বামপি ভুবনপতে চেতসাঽপহ্নুবানান্
মা ভুবং ত্বৎসপর্য্যা-ব্যতিকর-রহিতো জন্মজন্মান্তরেঽপি ॥ ২৪ ॥
মজ্জন্মনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে
মৎপ্রার্থনীয় মদনুগ্রহ এষ এব ।
ত্বদ্ভৃত্যভৃত্য-পরিচারক-ভৃত্যভৃত্য-
ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ ॥ ২৫ ॥
তত্ত্বং ব্রুবাণানি পরং পরস্তান্মধুক্ষরন্তীব মুদাবহানি ।
প্রাবর্ত্তয় প্রাঞ্জলিরস্মি জিহ্বে নামানি নারায়ণ-গোচরাণি ॥ ২৬ ॥
নমামি নারায়ণ-পাদপঙ্কজং, করোমি নারায়ণ-পূজনং সদা ।
বদামি নারায়ণনাম নির্ম্মলং, স্মরামি নারায়ণতত্ত্বমব্যয়ম্ ॥ ২৭ ॥

[হে জীব!] তুমি সর্ব্বদা তোমার চিত্তবৃত্তিকে জগন্নাথে, বিশ্বপিতাতে, অনন্ত-শায়ীতে, নারায়ণে, মাধবে, লীলাময়-শ্রীহরিতে, দেবকীনন্দনে, সুরশ্রেষ্ঠে, চক্র-পাণিতে, শার্ঙ্গধরে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডসমূহকে অনায়াসে জঠরে ধারণকারী, সেই বিশ্বপতিতে, শ্রীধরে, গোবিন্দে অচলা অর্থাৎ স্থির কর। অন্য সকল পথে কি প্রয়োজন? ২৩ ॥ হে মাধব! তোমার পাদপদ্মে ভক্তিহীন এবং সুকৃতিহীন ব্যক্তিদিগকে আমি একক্ষণও দর্শন করিব না, তোমার শ্রুতিমধুর চরিতকথা ত্যাগ করিয়া অন্য কোন আখ্যান শ্রবণ করিব না, হে ভুবনপতে! তোমার অবহেলা-কারিগণকে মনদ্বারা স্মরণও করিব না, জন্মজন্মান্তরেও তোমার সেবা-সম্বন্ধহীন হইব না ॥ ২৪ ॥ হে মধুকৈটভশাতন! হে লোকনাথ! আমার জন্মের ইহাই ফল, ইহাই আমার প্রার্থনা এবং ইহাই আমার প্রতি অনুগ্রহ যে তুমি আমাকে তোমার ভৃত্যের ভৃত্য, তাঁহার ভৃত্যের ভৃত্য, তাঁহার ভৃত্যের ভৃত্য ও সেই ভৃত্যের ভৃত্যরূপে মনে কর ॥ ২৫ ॥ হে জিহ্বে! আমি তোমার নিকট অঞ্জলিবদ্ধ হইতেছি—তুমি সেই পরতত্ত্ব ঘোষণাকারী, মধুশ্রাবী, পরানন্দদায়ক নারায়ণ-বিষয়ক নামসমূহ আবৃত্তি কর ॥ ২৬ ॥ আমি সর্ব্বদা শ্রীমন্নারায়ণ-পাদপদ্মে প্রণাম করিব, তাঁহার

শ্রীনাথ নারায়ণ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ ভক্তপ্রিয় চক্রপাণে ।
শ্রীপদ্মনাভাচ্যুত কৈটভারে, শ্রীরাম পদ্মাক্ষ হরে মুরারে ॥ ২৮ ॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ, মুকুন্দ কৃষ্ণ, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ।
বক্তুং সমর্থোঽপি ন বক্তি কশ্চি-, দহো! জনানাং ব্যসনাভিমুখ্যম্ ॥ ২৯ ॥
ভক্তাপায়-ভুজঙ্গগারুড়মণি স্ত্রৈলোক্য-রক্ষামণি-
র্গোপীলোচন-চাতকাম্বুদমণিঃ সৌন্দর্য্য-মুদ্রামণিঃ ।
যঃ কান্তামণি-রুক্মিণী-ঘনকুচদ্বন্দ্বৈক-ভূষামণিঃ
শ্রেয়ো দেবশিখামণির্দিশতু নো গোপালচূড়ামণিঃ ॥ ৩০ ॥
শত্রুচ্ছেদৈকমন্ত্রং সকলমুপনিষদ্ বাক্যসম্পূজ্য-মন্ত্রং
সংসারোচ্ছেদমন্ত্রং সমুচিত-তমসঃ সঙ্ঘনির্য্যাণমন্ত্রম্ ।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যৈকমন্ত্রং ব্যসনভুজগ সন্দষ্ট সন্ত্রাণমন্ত্রং
জিহ্বে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রং জপ জপ সততং জন্মসাফল্যমন্ত্রম্ ॥ ৩১ ॥
ব্যামোহ-প্রশমৌষধং মুনিমনোবৃত্তি-প্রবৃত্ত্যৌষধং
দৈত্যেন্দ্রার্ত্তিকরৌষধং ত্রিভুবনে সঞ্জীবনৈকৌষধম্ ।

অর্চ্চন করিব, নির্ম্মল নারায়ণ-নাম উচ্চারণ করিব, অব্যয়তত্ত্ব-নারায়ণকে স্মরণ করিব ॥ ২৭ ॥ হে শ্রীনাথ! নারায়ণ! বাসুদেব! শ্রীকৃষ্ণ! ভক্তপ্রিয়! চক্রপাণে! পদ্মনাভ! অচ্যুত! কৈটভারে! রাম! পদ্মাক্ষ! হরে! মুরারে ॥ ২৮ ॥ অনন্ত! বৈকুণ্ঠ! মুকুন্দ! কৃষ্ণ! গোবিন্দ! দামোদর! মাধব! ইত্যাদি নাম বলিতে সমর্থ হইয়াও কেহ তাহা বলেন না। অহো! মানবগণের কিরূপ বিপন্মুখী গমন ॥ ২৯ ॥ যিনি ভক্তের বিপদ্রূপ ভুজঙ্গদমনে গরুড়-পৃষ্ঠস্থ মণিস্বরূপ, ত্রিলোকের রক্ষামণিস্বরূপ, গোপীগণের লোচনরূপ চাতকপক্ষীর নিকট মেঘমণিস্বরূপ, সৌন্দর্য্যের সীমা-স্বরূপ, কান্তাশ্রেষ্ঠা রুক্মিণীর ঘনকুচদ্বয়ের ভূষণমণিস্বরূপ, দেবশিরোমণি সেই শ্রীগোপালচূড়ামণি আমাদের অশেষ-মঙ্গল বিধান করুন ॥ ৩০ ॥ হে জিহ্বে! তুমি সর্ব্বদা শত্রুবিনাশকারী একমাত্র মন্ত্র, সকল শ্রুতিবাক্যদ্বারা পরমপূজ্য মন্ত্র, সংসারনাশন মন্ত্র, অজ্ঞান-সমূহ বিনাশের উপযুক্ত মন্ত্র, সর্ব্বৈশ্বর্য্যের একমাত্র মন্ত্র, বিষয়সর্পের দংশন হইতে পরিত্রাণ লাভের মন্ত্র, জন্ম সার্থককর মন্ত্রস্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র জপ কর, জপ কর ॥ ৩১ ॥ হে মন! তুমি নিরন্তর প্রবল মোহ-প্রশমন-কারী ঔষধ, মুনিমনো-বৃত্তি-দমনকারী ঔষধ, দৈত্যরাজেরও পীড়নকারী ঔষধ,

ভক্তাত্যন্ত-হিতৌষধং ভবভয়-প্রধ্বংসনৈকৌষধং
শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিকরৌষধং পিব মনঃ শ্রীকৃষ্ণদিব্যৌষধম্ ॥ ৩২ ॥
কৃষ্ণ ত্বদীয়-পদপঙ্কজ-পঞ্জরান্ত-
মদ্যৈব মে বিশতু মানস-রাজহংসঃ।
প্রাণপ্রয়াণসময়ে কফবাতপিত্তৈঃ
কণ্ঠাবরোধনবিধৌ স্মরণং কুতস্তে ॥ ৩৩ ॥
চেতশ্চিন্তয় কীর্ত্তয়স্ব রসনে নম্রীভব ত্বং শিরো
হস্তাবঞ্জলিসম্পুটং রচয়তং বন্দস্ব দীর্ঘং বপুঃ।
আত্মন্ সংশ্রয় পুণ্ডরীকনয়নং নাগাচলেন্দ্রস্থিতং
ধন্যং পুণ্যতমং তদেব পরমং দৈবং হি সৎসিদ্ধয়ে ॥ ৩৪ ॥
শৃণ্বন্ জনার্দ্দন-কথা-গুণ-কীর্ত্তনানি
দেহে ন যস্য পুলকোদ্গম-রোমরাজিঃ।
নোৎপদ্যতে নয়নয়োর্বিমলাম্বুমালা
ধিক্ তস্য জীবিতমহো পুরুষাধমস্য ॥ ৩৫ ॥
অন্ধস্য মে হৃতবিবেক-মহাধনস্য
চৌরৈঃ প্রভো বলিভিরিন্দ্রিয়-নামধেয়ৈঃ।

ত্রিভুবন-সঞ্জীবনের একমাত্র ঔষধ, ভক্তগণের আত্যন্তিক হিতকর ঔষধ, ভবভয়-বিনাশকারী একমাত্র ঔষধ, নিত্যমঙ্গল-লাভের ঔষধস্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণনামরূপ অপ্রাকৃত-মহৌষধ পান কর ॥ ৩২ ॥ হে কৃষ্ণ! তোমার পাদপদ্মরূপ পিঞ্জরে অদ্যই আমার চিত্তরূপ রাজহংসের প্রবেশ ঘটুক, কারণ প্রাণবিয়োগ-সময়ে কফ-বাত-পিত্তদ্বারা কণ্ঠরোধ হইলে তোমার স্মরণ কিরূপে সম্ভব? ৩৩ ॥ হে মন! তুমি শেষনাগ অথবা গিরিরাজ-গোবর্দ্ধনস্থিত সেই কমলনয়নকে নিত্য চিন্তা কর। হে জিহ্বে! তাঁহার অমৃতকথা কীর্ত্তন কর। হে মস্তক! তাঁহার চরণে নত হও, হে হস্তদ্বয়! তাঁহার সেবানিমিত্ত অঞ্জলিসম্পুট রচনা কর, হে দীর্ঘ বপু! তাঁহার বন্দনা কর, হে আত্মন্! তাঁহাকে সম্যক্‌রূপে আশ্রয় কর। সর্ব্বার্থসিদ্ধির জন্য তিনিই শ্রেষ্ঠ, পবিত্রতম, পরম দেবতা ॥ ৩৪ ॥ অহো! শ্রীজনার্দ্দনের কথা ও গুণকীর্ত্তনসকল শ্রবণ করিয়া যাহার দেহে রোমরাজি পুলকিত না হয়, নয়নদ্বয়ে বিমল (অর্থাৎ যাহা পিচ্ছিল-স্বভাবজনিত নহে) অশ্রুধার নির্গত না হয়,

মোহান্ধ-কূপকুহরে বিনিপাতিতস্য
দেবেশ দেহি কৃপণস্য করাবলম্বম্ ॥ ৩৬ ॥
ইদং শরীরং পরিণামপেশলং, পতত্যবশ্যং শতসন্ধি-জর্জ্জরম্।
কিমৌষধং পৃচ্ছসি মূঢ় দুর্ম্মতে, নিরাময়ং কৃষ্ণরসায়নং পিব ॥ ৩৭ ॥
আশ্চর্য্যমেতৎ হি মনুষ্যলোকে, সুধাং পরিত্যজ্য বিষং পিবন্তি।
নামানি নারায়ণ-গোচরাণি, ত্যক্তান্যবাচঃ কুহকাঃ পঠন্তি ॥ ৩৮ ॥
ত্যজন্তু বান্ধবাঃ সর্ব্বে, নিন্দন্তু গুরবো জনাঃ।
তথাপি পরমানন্দো, গোবিন্দো মম জীবনম্ ॥ ৩৯ ॥
সত্যং ব্রবীমি মনুজাঃ স্বয়মূর্দ্ধবাহু-,
র্যো যো মুকুন্দ নরসিংহ জনার্দ্দনেতি।
জীবো জপত্যনুদিনং মরণে রণে বা
পাষাণ-কাষ্ঠসদৃশায় দদাত্যভীষ্টম্ ॥ ৪০ ॥
নারায়ণায় নম ইত্যমুমেব মন্ত্র, সংসার-ঘোরবিষ-নির্হরণায় নিত্যম্।
শৃণ্বন্তু ভব্যমতয়ো যতয়োঽনুরাগা-, দুচ্চৈস্তরামুপদিশাম্যহমূর্দ্ধবাহুঃ ॥ ৪১ ॥

সেই নরাধমের জীবনে ধিক্ ॥৩৫॥ হে প্রভো! ইন্দ্রিয়-নামক বলবান্ চোরগণ আমার বিবেকরূপ মহাধন হরণ করিয়াছে, মোহান্ধকূপ-গহ্বরে আমি নিপাতিত। হে দেবদেব! এই অন্ধ ও কৃপণ আমাকে তোমার করাবলম্বন প্রদান কর ॥৩৬॥ রে মূঢ়! দুর্ম্মতে! শতসন্ধি-জর্জ্জর পরিণামপিষ্ট এই শরীরের অবশ্যই পতন হইবে। সুতরাং তুমি কোন্ ঔষধ অনুসন্ধান করিতেছ? একমাত্র সর্ব্বমহৌষধি শ্রীকৃষ্ণনাম পান কর ॥ ৩৭ ॥ এই পৃথিবীতে ইহাই আশ্চর্য্য যে মনুষ্যগণ সুধা পরিত্যাগ করিয়া বিষ পান করে। নারায়ণাত্মক নামসমূহ তাহারা ত্যাগ করিয়া ছলময় অন্যকথা পাঠ করে অর্থাৎ চর্চ্চা করে ॥ ৩৮ ॥ আমার সকল বন্ধুবর্গ আমাকে ত্যাগ করুক্, সকল গুরুজন আমাকে নিন্দা করুক্, তথাপি পরমানন্দ-গোবিন্দই আমার জীবন ॥ ৩৯ ॥ হে মানবগণ! যে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া আমার মুকুন্দ, নরসিংহ ও জনার্দ্দন নাম প্রত্যহ জপ করে, যুদ্ধে বা মৃত্যুসময়ে পাষাণকাষ্ঠ-সদৃশ জীবকেও তাহার অভীষ্ট প্রদান করি! ॥ ৪০ ॥ হে শান্তমতি যতিগণ! আমি ঊর্দ্ধবাহু হইয়া উচ্চকণ্ঠে উপদেশ করিতেছি, শ্রবণ করুন, সংসাররূপ বিষম-বিষ নির্ম্মল করিতে আপনারা অনুরাগের সহিত 'নারায়ণায় নমঃ'—ঐ একমাত্র মন্ত্র

চিত্তং নৈব নিবর্ত্ততে ক্ষণমপি শ্রীকৃষ্ণপাদাম্বুজাৎ
নিন্দন্তু প্রিয়বান্ধবা গুরুজনা গৃহ্ণন্তু মুঞ্চন্তু বা।
দুর্ব্বাদং পরিঘোষয়ন্তু মনুজা বংশে কলঙ্কোঽস্তু বা
তাদৃক্ প্রেমধরানুরাগমধুনা মত্তায় মানং তু মে ॥ ৪২ ॥
কৃষ্ণো রক্ষতু নো জগত্রয়গুরুঃ কৃষ্ণং নমধ্বং সদা
কৃষ্ণেনাখিলশত্রবো বিনিহতাঃ কৃষ্ণায় তস্মৈ নমঃ।
কৃষ্ণাদেব সমুত্থিতং জগদিদং কৃষ্ণস্য দাসোঽস্ম্যহং
কৃষ্ণে তিষ্ঠতি বিশ্বমেতদখিলং হে কৃষ্ণ রক্ষস্ব মাম্ ॥ ৪৩ ॥
হে গোপালক হে কৃপাজলনিধে হে সিন্ধুকন্যাপতে
হে কংসঘাতক হে গজেন্দ্রকরুণাপারীণ হে মাধব।
হে রামানুজ হে জগত্রয়গুরো হে পুণ্ডরীকাক্ষ মাং
হে গোপীজননাথ পালয় পরং জানামি ন ত্বাং বিনা ॥ ৪৪ ॥
দারা বারাকরবরসুতা তে তনুজো বিরিঞ্চিঃ
স্তোতা বেদস্তব সুরগণা ভৃত্যবর্গঃ প্রমাদঃ।
মুক্তির্মায়া জগদবিকলং তাবকী দেবকী তে
মাতা মিত্রং বলরিপুসুত স্তত্ত্বদন্যং ন জানে ॥ ৪৫ ॥

নিত্য জপ করুন ॥ ৪১ ॥ শ্রীকৃষ্ণচরণ কমল হইতে আমার চিত্ত ক্ষণকালও নিবৃত্ত হইবে না, বরং তাহা প্রেমময় ভগবানের প্রতি অনুরাগরূপ মধুতে এরূপ মত্ত যে—প্রিয়বন্ধু আমাকে নিন্দা করুক্, গুরুজনগণ আমাকে গ্রহণ বা ত্যাগ যাহাই করুক্, নিন্দুক-মানবগণ দুর্নাম পরিঘোষণা করুক্ অথবা বংশে আমার কলঙ্ক যাহাই হউক্—উহারা আমার নিকট সম্মান-স্বরূপ ॥ ৪২ ॥ ত্রিজগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে সদা রক্ষা করুন, শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার কর ; নিখিল শত্রুগণ কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, সেই শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার ; কৃষ্ণ হইতেই এই জগৎ সমুদ্ভূত হইয়াছে, আমি শ্রীকৃষ্ণের দাস হই ; এই নিখিল বিশ্ব কৃষ্ণে অবস্থান করে, হে কৃষ্ণ আমাকে রক্ষা কর ॥ ৪৩ ॥ হে গোপাল, হে কৃপাসমুদ্র, হে লক্ষ্মীপতে, হে কংসঘাতক, হে গজেন্দ্রপ্রতি করুণাসাগর, হে মাধব, হে শ্রীবলরামের অনুজ, হে ত্রিজগদ্গুরো, হে পুণ্ডরীকাক্ষ, হে গোপীজনবল্লভ, আমাকে কৃপাপূর্ব্বক পালন করুন, আমি তোমা বিনা আর কোন শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব জানি না ॥ ৪৪ ॥ জলনিধি—সিন্ধুর কন্যা অর্থাৎ লক্ষ্মী তোমার স্ত্রী, ব্রহ্মা তোমার পুত্র, বেদ তোমার স্তাবক,

প্রণামমীশস্য শিরঃফলং বিদু-, স্তদর্চ্চনং পাণিফলং দিবৌকসঃ।
মনঃফলং তদ্গুণতত্ত্বচিন্তনং, বাচঃফলং তদ্গুণকীর্ত্তনং বুধাঃ ॥ ৪৬ ॥
শ্রীমন্নাম প্রোচ্য নারায়ণাখ্যং, কে ন প্রাপুর্বাঞ্ছিতং পাপিনোঽপি।
হা নঃ পূর্ব্বং বাক্ প্রবৃত্তা ন তস্মিং-, স্তেন প্রাপ্তং গর্ভবাসাদিদুঃখম্ ॥ ৪৭ ॥
ধ্যায়ন্তি যে বিষ্ণুমনন্তমব্যয়ং, হৃৎপদ্মমধ্যে সততং ব্যবস্থিতম্।
সমাহিতানাং সততাভয়প্রদং, তে যান্তি সিদ্ধিং পরমাং তু বৈষ্ণবীম্ ॥ ৪৮ ॥
তৎ ত্বং প্রসীদ ভগবন্ কুরু ময্যনাথে
বিষ্ণো কৃপাং পরমকারুণিকঃ খলু ত্বম্।
সংসারসাগর-নিমগ্নমনন্ত দীন-
মুদ্ধর্ত্তুমর্হসি হরে! পুরুষোত্তমোঽসি ॥ ৪৯ ॥
ক্ষীরসাগর-তরঙ্গ-শীকরাসারতারকিত-চারুমূর্ত্তয়ে।
ভোগিভোগ-শয়নীয়শায়িনে মাধবায় মধুবিদ্বিষে নমঃ ॥ ৫০ ॥

দেবগণ তোমার ভৃত্য, (সাযুজ্য) মুক্তি প্রমাদস্বরূপ, জগৎ স্বাভাবিক অর্থাৎ সত্য, মায়া তোমারই দাসী, দেবকীদেবী তোমার মাতা, ইন্দ্রপুত্র অর্জ্জুন তোমার মিত্র, হে প্রভো! আমি তোমা ভিন্ন অপর কাহাকেও জানি না ॥ ৪৫ ॥ দেবতাগণ এবং পণ্ডিতবৃন্দ ঈশ্বর-প্রতি প্রণামকে মস্তকের ফল, তৎপ্রতি অর্চ্চনকে হস্তের যথার্থতা, তাঁহার গুণরাশি ও তত্ত্বসমূহ চিন্তনকে মনের সার্থকতা এবং তাঁহার গুণকীর্ত্তনকে বাক্যের পরিণামরূপে ব্যাখ্যা করেন ॥৪৬॥ পাপী হইলেও শ্রীমন্নারায়ণ ইত্যাদি শ্রীনাম উচ্চারণ করিয়া কাহারা না তাহাদের বাঞ্ছিত বস্তু প্রাপ্ত হইয়াছেন? হায়! আমাদিগের বাক্য পূর্ব্বে কোনরূপেই শ্রীভগবানে অর্থাৎ তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলা উচ্চারণে নিযুক্ত হয় নাই, তজ্জন্য গর্ভবাসাদি-দুঃখ আমরা লাভ করিয়াছি ॥৪৭॥ সমাধিনিষ্ঠ ভক্তগণকে যিনি নিরন্তর অভয়প্রদান করেন, হৃদয়-পদ্মে সতত অবস্থিত সেই অনন্ত-অব্যয়-বিষ্ণুকে যাঁহারা ধ্যান করেন, তাঁহারা পরমা বৈষ্ণবী-সিদ্ধি অর্থাৎ বিষ্ণুপদ-প্রাপিকা গতি লাভ করেন ॥ ৪৮ ॥ অতএব, হে ভগবন্! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে বিষ্ণো! পরমকারুণিক তুমি এই অনাথ আমাকে কৃপা কর। হে হরে! হে অনন্ত! তুমি পুরুষোত্তম, অতএব সংসার-সাগরে নিমগ্ন এই দীনকে তুমি নিশ্চয়ই উদ্ধারে সমর্থ ॥ ৪৯ ॥ ক্ষীরসাগরের তরঙ্গ-উত্থিত জলকণায় তারকার ন্যায় খচিত মনোহর মূর্ত্তি যিনি শেষরূপ শয্যায়

অলমলমলমেকা প্রাণিনাং পাতকানাং
নিরসন-বিষয়ে যা কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি বাণী ।
যদি ভবতি মুকুন্দে ভক্তিরানন্দসান্দ্রা
করতলকলিতা সা মোক্ষসাম্রাজ্যলক্ষ্মীঃ ॥ ৫১ ॥
যস্য প্রিয়ৌ শ্রুতিধরৌ কবিলোকবীরৌ
মিত্রৌ দ্বিজন্মবর-পদ্মশরাবভূতাম্ ।
তেনাম্বুজাক্ষ-চরণাম্বুজ-ষট্‌পদেন
রাজ্ঞা কৃতা কৃতিরিয়ং কুলশেখরেণ ॥ ৫২ ॥
মুকুন্দমালাং পঠতাং নরাণা-, মশেষসৌখ্যং লভতে ন কঃস্বিৎ ।
সমস্তপাপ-ক্ষয়মেত্য দেহী, প্রয়াতি বিষ্ণোঃ পরমং পদং তৎ ॥ ৫৩ ॥

পাণ্ডবাদি-কৃতম্

শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্রম্

পাণ্ডু-উবাচ—

প্রহ্লাদ-নারদ-পরাশর-পুণ্ডরীক-
ব্যাসাম্বরীষ-শুক-শৌনক-ভীষ্ম-দালভ্যান্ ।
রুক্মাঙ্গদার্জ্জুন-বশিষ্ঠ-বিভীষণাদীন্
পুণ্যানিমান্ পরম-ভাগবতান্ স্মরামি ॥ ১ ॥

শায়িত, সেই মধুনাশক শ্রীমাধবকে নমস্কার ॥ ৫০ ॥ কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! এই যে বাণী অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম, তাহাই প্রাণিগণের সমূহপাপ বিনাশে সমর্থ সমর্থ সমর্থ। অতএব যদি মুকুন্দে আনন্দ-ঘনীভূতা ভক্তি হয়, তবে সেই মুক্তিরূপা সাম্রাজ্যলক্ষ্মী করতলগতা হন ॥ ৫১ ॥ যাঁহার শ্রুতিধর, কবি, লোকবীর, পদ্মসরোবাসী দ্বিজবর—এইরূপ প্রিয় দুই মিত্র ছিলেন, কমলাক্ষ শ্রীভগবানের শ্রীচরণপদ্মের ভৃঙ্গ-স্বরূপ সেই রাজা কুলশেখর এই স্তোত্রমালা রচনা করিয়াছেন ॥ ৫২ ॥ মুকুন্দ-মালা-স্তোত্রের পাঠকগণের কোন্ ব্যক্তিই না অশেষ সুখ লাভ করেন? জীবের তাহাতে সর্ব্বপাপক্ষয় হইয়া শ্রীবিষ্ণুর সেই পরমপদ প্রাপ্তি হয় ॥ ৫৩ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—পাণ্ডু বলিলেন,—প্রহ্লাদ, নারদ, পরাশর, পুণ্ডরীক, ব্যাস, অম্বরীষ, শুক, শৌনক, ভীষ্ম, দালভ্য, রুক্মাঙ্গদ, অর্জ্জুন, বশিষ্ঠ, বিভীষণ প্রমুখ

ব্রহ্মা-উবাচ—

যে মানবা বিগত-রাগপরাবরজ্ঞা
নারায়ণং সুরগুরুং সততং স্মরন্তি ।
ধ্যানেন তেন হত কিল্বিষ-বেদনাস্তে
মাতুঃ পয়োধর-রসং ন পুনঃ পিবন্তি ॥ ২ ॥

ইন্দ্র-উবাচ—

নারায়ণো নাম নরো নরাণাং, প্রসিদ্ধচৌরঃ কথিতঃ পৃথিব্যাম্ ।
অনেক জন্মার্জ্জিত-পাপসঞ্চয়ং, হরত্যশেষং স্মরতাং সদৈব ॥ ৩ ॥

যুধিষ্ঠির-উবাচ—

মেঘশ্যামং পীত-কৌষেয়-বাসং, শ্রীবৎসাঙ্কং কৌস্তুভোদ্ভাসিতাঙ্গম্ ।
পুণ্যোপেতং পুণ্ডরীকায়তাক্ষং, বিষ্ণুং বন্দে সর্ব্বলোকৈকনাথম্ ॥ ৪ ॥

ভীমসেন-উবাচ—

জলৌঘমগ্না সচরাচরা ধরা, বিষাণ-কোট্যখিল-বিশ্বমূর্ত্তিনা ।
সমুদ্ধৃতা যেন বরাহরূপিণা, স মে স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ প্রসীদতু ॥ ৫ ॥

অর্জ্জুন-উবাচ—

অচিন্ত্যমব্যক্তমনন্তমচ্যুতং, বিভুং প্রভুং কারণভূতভাবনম্ ।
ত্রৈলোক্য-নিস্তার-বিভাব-ভাবিতং, হরিং প্রপন্নোঽস্মি গতিং মহাত্মনাম্ ॥৬॥

পবিত্র পরম ভাগবতকে আমি স্মরণ করি ॥ ১ ॥ ব্রহ্মা বলিলেন,—যে-সকল মানব পরাবরবস্তুজ্ঞানী আসক্তিশূন্য হইয়া দেবগুরু নারায়ণের নাম সতত স্মরণ বা ধ্যান করেন, তাঁহারা পাপযন্ত্রণা হইতে নির্ম্মুক্ত হন এবং তাঁহাদের পুনরায় মাতৃস্তন্য পান করিতে হয় না অর্থাৎ আর পুনর্জ্জন্ম হয় না ॥ ২ ॥ ইন্দ্র বলিলেন,—পৃথিবীতে মনুষ্যদিগের মধ্যে নারায়ণ-নাম প্রসিদ্ধ চৌর বলিয়া কথিত হন, কারণ যাঁহারা সর্ব্বদাই নারায়ণের নাম স্মরণ করেন, তাঁহাদের অনেক জন্মার্জ্জিত অশেষ পাপরাশি নারায়ণ স্বয়ং হরণ করেন ॥ ৩ ॥ যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ-বিশিষ্ট, পীত-কৌষেয় বস্ত্র-পরিধানকারী, শ্রীবৎস ও কৌস্তুভ-শোভিতাঙ্গ, পুণ্যযুক্ত, পুণ্ডরীকলোচন, সর্ব্বলোকেশ্বর বিষ্ণুকে আমি বন্দনা করি ॥ ৪ ॥ ভীমসেন বলিলেন,—যিনি কোটি-অখিলবিশ্বমূর্ত্তিবিশিষ্ট বিষ্ণু বরাহ-রূপ ধারণ করিয়া দন্তদ্বারা জলমগ্না সচরাচরা পৃথিবীকে উত্তোলন করিয়াছিলেন,

নকুল-উবাচ—

যদি গমনমধস্তাৎ কর্ম্মপাশানুবদ্ধো
যদি চ কুলবিহীনে জায়তে পক্ষিকীটে ।
কৃমিশতমপি গত্বা জায়তে চান্তরাত্মা
ভবতু মম হৃদিস্থে কেশবে ভক্তিরেকা ॥ ৭ ॥

কুন্তী-উবাচ—

সকর্ম্ম-ফল-নির্দ্দিষ্টাং যাং যাং যোনিং ব্রজাম্যহম্ ।
তস্যাং তস্যাং হৃষীকেশ! ত্বয়ি ভক্তির্দ্দৃঢ়াহস্তু মে ॥ ৮ ॥

মাদ্রী-উবাচ—

কৃষ্ণে রতাঃ কৃষ্ণমনুস্মরন্তি রাত্রৌ চ কৃষ্ণং পুনরুত্থিতা যে ।
তে মৃত্যুকালে প্রবিশন্তি কৃষ্ণং হবির্যথা মন্ত্রহুতং হুতাশম্ ॥ ৯ ॥

দ্রুপদ-উবাচ—

কীটেষু পক্ষিষু মৃগেষু সরীসৃপেষু, রক্ষঃ-পিশাচ-মনুষ্বপি যত্র যত্র ।
জাতস্য মে কেশব! তে প্রসাদাৎ, ত্বয্যেব ভক্তিরচলাব্যভিচারিণী ॥ ১০ ॥

সেই স্বয়ম্ভু ভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৫ ॥ অর্জ্জুন বলিলেন,—যিনি অচিন্ত্য, অব্যক্ত, অনন্ত, অচ্যুত, বিভু, প্রভু ও সমস্ত প্রাণীর পালনের একমাত্র কারণ এবং যিনি ত্রৈলোক্যের উদ্ধারবিষয়ে বিশেষ ভাবনাযুক্ত ও মহাত্মগণের গতিস্বরূপ, সেই হরিতেই আমি শরণাগত হইতেছি ॥ ৬ ॥ নকুল বলিলেন,—যদি কর্ম্মপাশবদ্ধতাহেতু অধোগতি হয়, কুলবিহীন পক্ষী বা কীট-জন্মও হয় এবং শত শত কৃমিরূপে জন্ম হইলেও যেন হৃদয়স্থিত কেশবে আমার ঐকান্তিকী ভক্তি থাকে ॥ ৭ ॥ কুন্তীদেবী বলিলেন,—নিজ কর্ম্মফলানুসারে যে যে যোনিতে জন্ম হউক না কেন, হে হৃষীকেশ! সেই সেই জন্মে যেন তোমার প্রতি আমার দৃঢ় ভক্তি থাকে ॥৮॥ মাদ্রীদেবী বলিলেন,—যাঁহারা কৃষ্ণে রত এবং রাত্রিকালে নিদ্রোত্থিত হইয়াও সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকে স্মরণ করেন, তাঁহারা মন্ত্রপূত ঘৃতের অগ্নিপ্রবেশের ন্যায় মৃত্যু-সময়ে শ্রীকৃষ্ণে প্রবিষ্ট হইবেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-সামীপ্য-মুক্তি লাভ করিবেন ॥৯॥ দ্রুপদরাজা বলিলেন,—হে কেশব! কীট, পক্ষী, মৃগ, সর্প, রক্ষঃ, পিশাচ, মনুষ্য প্রভৃতি যে-কোন যোনিতে জন্ম হউক না কেন, তোমার প্রসাদে অর্থাৎ অনুগ্রহে তোমাতে যেন আমার অব্যভিচারিণী, অচলা ভক্তি

সুভদ্রা-উবাচ—

একোঽপি কৃষ্ণস্য কৃতঃ প্রণামো, দশাশ্বমেধাবভৃথৈর্ন তুল্যঃ ।
দশাশ্বমেধী পুনরেতি জন্ম, কৃষ্ণপ্রণামী ন পুনর্ভবায় ॥ ১১ ॥

অভিমন্যু-উবাচ—

গোবিন্দ গোবিন্দ হরে মুরারে, গোবিন্দ গোবিন্দ রথাঙ্গপাণে ।
গোবিন্দ গোবিন্দ মুকুন্দ কৃষ্ণ, গোবিন্দ গোবিন্দ নমো নমস্তে ॥ ১২ ॥

ধৃষ্টদ্যুম্ন-উবাচ—

শ্রীরাম নারায়ণ বাসুদেব, গোবিন্দ বৈকুণ্ঠ মুকুন্দ কৃষ্ণ ।
শ্রীকেশবানন্ত নৃসিংহ বিষ্ণো, মাং ত্রাহি সংসার ভুজঙ্গ-দষ্টম্ ॥ ১৩ ॥

উদ্ধব-উবাচ—

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যেঽন্যদেবমুপাসতে ।
তৃষিতা জাহ্নবীতীরে কূপং বাঞ্ছন্তি দুর্ভগাঃ ॥ ১৪ ॥

সঞ্জয়-উবাচ—

আর্ত্তা বিষণ্ণাঃ শিথিলাশ্চ ভীতা, ঘোরেষু ব্যাঘ্রাদিষু বর্ত্তমানাঃ ।
কীর্ত্ত্য নারায়ণ-শব্দমাত্রং, বিমুক্তদুঃখাঃ সুখিনো ভবন্তি ॥ ১৫ ॥

থাকে ॥ ১০ ॥ সুভদ্রাদেবী বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণকে একবার প্রণাম করিলে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, দশাশ্বমেধ-যজ্ঞস্নানের ফলও তাহার সমান নহে, কারণ দশাশ্বমেধীর পুনর্জ্জন্ম হয়, কিন্তু কৃষ্ণপ্রণামীর পুনরায় সংসার-প্রাপ্তি হয় না ॥১১॥ অভিমন্যু বলিলেন,—হে মুরারে, হে চক্রপাণে, হে গোবিন্দ, হে হরে, হে মুকুন্দ, হে কৃষ্ণ, তোমায় বার বার প্রণতি জানাই ॥১২॥ ধৃষ্টদ্যুম্ন বলিলেন,—হে শ্রীরাম, নারায়ণ, বাসুদেব! হে গোবিন্দ, বৈকুণ্ঠ, মুকুন্দ, কৃষ্ণ! হে শ্রীকেশব, অনন্ত, নৃসিংহ, বিষ্ণো! আমাকে সংসাররূপ সর্প-দংশন করিয়াছে, আমায় ইহার হাত হইতে ত্রাণ করুন ॥ ১৩ ॥ উদ্ধব বলিলেন,—যাহারা ভগবান্ বাসুদেবকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার উপাসনা করে, তাহারা দুর্ভাগ্যবন্ত, কারণ গঙ্গাতীরবাসী হইয়াও পিপাসার সময়ে কূপের জলপানের বাঞ্ছা করে ॥ ১৪ ॥ সঞ্জয় বলিলেন,—পীড়িত, দুঃখিত, অবসন্ন, ভীত বা ভীষণ দুর্গমে ব্যাঘ্রাদি-সঙ্কুলস্থানে অবস্থিত হইয়া যদি কেহ নারায়ণ-শব্দমাত্র কীর্ত্তন করেন, তবে দুঃখবিমুক্ত হইয়া সুখী হইবেন ॥১৫॥

অক্রূর-উবাচ—

অহং তু নারায়ণ-দাস-দাস, দাসস্য দাসস্য চ দাস-দাসঃ ।
অস্ত্যন্য ঈশো জগতো নরাণাং, তস্মাদহং চান্যতরোঽস্মি লোকে ॥ ১৬ ॥

বিদুর-উবাচ—

বাসুদেবস্য যে ভক্তাঃ শান্তাস্তদ্গতমানসাঃ ।
তেষাং দাসস্য দাসোঽহং ভবেয়ং জন্মজন্মনি ॥ ১৭ ॥

ভীষ্ম-উবাচ—

বিপরীতেষু কালেষু পরিক্ষীণেষু বন্ধুষু ।
ত্রাহি মাং কৃপয়া কৃষ্ণ শরণাগত-বৎসল ॥ ১৮ ॥

কৃপাচার্য্য-উবাচ—

মজ্জন্মনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে
মৎপ্রার্থনীয় মদনুগ্রহ এষ এব ।
ত্বদ্ভৃত্য-ভৃত্য-পরিচারক-ভৃত্য-ভৃত্য-
ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ ॥ ১৯ ॥

অশ্বত্থামা-উবাচ—

গোবিন্দ কেশব জনার্দ্দন বাসুদেব, বিশ্বেশ বিশ্ব মধুসূদন বিশ্বনাথ ।
শ্রীপদ্মনাভ পুরুষোত্তম পুষ্করাক্ষ, নারায়ণাচ্যুত নৃসিংহ নমো নমস্তে ॥২০॥

অক্রূর বলিলেন,—জগতে যদি মানুষের অন্য কেহ ঈশ্বর থাকেন, আমি তাঁহার দাস নহি, কিন্তু আমি নারায়ণের দাসের-দাসের এবং তাহার দাসের-দাসের-দাসানুদাস ॥ ১৬ ॥ বিদুর বলিলেন,—যাঁহারা বাসুদেবের ভক্ত, শান্ত ও তদ্গত-চিত্ত, আমি জন্মে জন্মে তাঁহাদের দাসানুদাস হইব ॥১৭॥ ভীষ্ম বলিলেন,—হে আশ্রিতবৎসল কৃষ্ণ! বন্ধুবান্ধবহীন অবস্থায় ও হরিস্মরণের বিপরীতকালে কৃপাপূর্ব্বক আমাকে ত্রাণ কর ॥ ১৮ ॥ কৃপাচার্য্য বলিলেন,—আমার এই জন্মের ফল—হে মধুকৈটভ-ভারে! আমি যে আপনার নিকট প্রার্থনা করিতে পারিতেছি—ইহাই আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ। হে লোকনাথ! আমি আপনার ভৃত্য-ভৃত্য-সেবক-ভৃত্য-ভৃত্য-ভৃত্যের ভৃত্য—ইহাই চিন্তা করিবেন ॥ ১৯ ॥ অশ্বত্থামা বলিলেন,—হে গোবিন্দ, কেশব, জনার্দ্দন, বাসুদেব! হে বিশ্বেশ্বর, বিশ্বস্বরূপ, মধুসূদন, বিশ্বনাথ! হে শ্রীপদ্মনাভ, পুরুষোত্তম, কমললোচন! হে নারায়ণ, অচ্যুত,

কর্ণ-উবাচ—

নান্যং বদামি ন শৃণোমি ন চিন্তয়ামি
নান্যং স্মরামি ন ভজামি চাশ্রয়ামি ।
ভক্ত্যা ত্বদীয়-চরণাম্বুজমন্তরেণ
শ্রীশ্রীনিবাস পুরুষোত্তম দেহি দাস্যম্ ॥ ২১ ॥

ধৃতরাষ্ট্র-উবাচ—

নমো নমঃ কারণবামনায়, নারায়ণায়ামিত-বিক্রমায় ।
শ্রীশঙ্খ-চক্রাব্জ-গদাধরায়, নমোঽস্তু তস্মৈ পুরুষোত্তমায় ॥ ২২ ॥

গান্ধারী-উবাচ—

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব ।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব, ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব ॥ ২৩ ॥

দ্রৌপদী-উবাচ—

যজ্ঞেশাচ্যুত গোবিন্দ মাধবানন্ত কেশব ।
কৃষ্ণ বিষ্ণো হৃষীকেশ বাসুদেব নমোঽস্তু তে ॥ ২৪ ॥

জয়দ্রথ-উবাচ—

নমঃ কৃষ্ণায় দেবায় ব্রহ্মণেঽনন্তমূর্ত্তয়ে ।
যোগেশ্বরায় যোগায় ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ২৫ ॥

নৃসিংহ! তোমায় প্রণাম করি ॥ ২০ ॥ কর্ণ বলিলেন,—হে শ্রীনিবাস! ভক্তিভরে তোমার পাদপদ্ম ভজন করিব, উহা ছাড়া অন্য কিছু বলিব না, শুনিব না, চিন্তা বা স্মরণও করিব না এবং অন্য কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করিব না। হে পুরুষোত্তম! তোমার পাদপদ্মের দাস্য প্রদান কর ॥ ২১ ॥ ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—হে অসীম তেজঃশালিন্ নারায়ণ! তুমি বামনদেবেরও কারণস্বরূপ, তোমায় বার বার প্রণাম জানাই। হে শঙ্খ-চক্র-পদ্ম-গদাধারিন্-পুরুষোত্তম! তোমার চরণে প্রণত হই ॥ ২২ ॥ গান্ধারী বলিলেন,—হে দেবদেব! তুমিই মাতা, তুমিই পিতা, তুমি বন্ধু, তুমিই সখা, তুমি বিদ্যা, তুমিই ধন, তুমিই আমার সর্ব্বস্ব ॥ ২৩ ॥ দ্রৌপদী বলিলেন,—হে যজ্ঞেশ্বর, অচ্যুত, গোবিন্দ, মাধব, অনন্ত, কেশব! হে কৃষ্ণ, বিষ্ণো, হৃষীকেশ, বাসুদেব! তোমায় প্রণাম করি ॥ ২৪ ॥ জয়দ্রথ বলিলেন,—হে দেব, কৃষ্ণ, অনন্তমূর্ত্তে ব্রহ্ম! তোমাকে প্রণাম করি। হে যোগস্বরূপ, যোগেশ্বর! আমি

বিকর্ণ-উবাচ—

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায় চ ।
নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ২৬ ॥

বিরাট-উবাচ—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ২৭ ॥

সূত-উবাচ—

তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ বেণী, গোদাবরী সিন্ধুঃ সরস্বতী চ ।
সর্ব্বাণি তীর্থানি বসন্তি তত্র, যত্রাচ্যুতোদার-কথা-প্রসঙ্গঃ ॥ ২৮ ॥

প্রহ্লাদ-উবাচ—

নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্ ।
তেষু তেষ্বচলা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি ॥ ২৯ ॥
যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী ।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু ॥ ৩০ ॥

বিশ্বামিত্র-উবাচ—

কিং তস্য দানৈঃ কিং তীর্থৈঃ, কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ ।
যো নিত্যং ধ্যায়তে দেবং, নরাণাং মনসি স্থিতম্ ॥ ৩১ ॥

তোমার শরণাগত হইলাম ॥২৫॥ বিকর্ণ বলিলেন,—হে কৃষ্ণ, বাসুদেব, দেবকী-নন্দন, নন্দগোপ-কুমার, গোবিন্দ! তোমায় বার বার প্রণাম জানাই ॥ ২৬ ॥ বিরাট বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণ্যদেব, গো-ব্রাহ্মণের হিতকারিন্, জগতের কল্যাণকারিন্, কৃষ্ণ, গোবিন্দ! তোমায় পুনঃ পুনঃ প্রণাম জানাই ॥২৭॥ সূত বলিলেন,—যেখানে ভগবান্ অচ্যুতের উদার-কথা-প্রসঙ্গ হয় অর্থাৎ যেখানে মহাবদান্য ভগবান্ অচ্যুতের বীর্য্যবতী কথা আলোচিত হয়, সেখানেই গঙ্গা, যমুনা, বেণী, গোদাবরী, সিন্ধু, সরস্বতী প্রভৃতি নদী এবং সমস্ত তীর্থ বাস করে ॥ ২৮ ॥ প্রহ্লাদ বলিলেন, —হে নাথ, হে অচ্যুত! যে-যে সহস্রযোনিতে ভ্রমণ করি না কেন, সেই সেই জন্মে তোমার প্রতি যেন আমার অচলা ভক্তি থাকে ॥ ২৯ ॥ অবিবেকিগণের বিষয়ে যেরূপ অবিনশ্বরা গাঢ় প্রীতি থাকে, তোমার স্মরণকারী আমার হৃদয় হইতে সেরূপ প্রীতি অপসারিত না হয় ॥ ৩০ ॥ বিশ্বামিত্র বলিলেন,—মানব-

জমদগ্নি-উবাচ—

নিত্যোৎসবো ভবেত্তেষাং নিত্যশ্রীর্নিত্যমঙ্গলম্ ।
যেষাং হৃদিস্থো ভগবান্ মঙ্গলায়তং হরিঃ ॥ ৩২ ॥

ভরদ্বাজ-উবাচ—

লাভস্তেষাং জয়স্তেষাং তেষাং নিত্যং চ মঙ্গলম্ ।
যেষাং হৃদিস্থো ভগবান্ মঙ্গলায়তনং হরিঃ ॥ ৩৩ ॥

গৌতম-উবাচ—

গো-কোটিদানং গ্রহণেষু কাশী-প্রয়াগ-গঙ্গাযুত-কল্পবাসঃ ।
যজ্ঞাযুতং মেরু-সুবর্ণদানং গোবিন্দনাম্না ন কদাপি তুল্যম্ ॥ ৩৪ ॥

অত্রি-উবাচ—

গোবিন্দেতি সদা স্নানং গোবিন্দেতি সদা জপঃ ।
গোবিন্দেতি সদা ধ্যানং সদা গোবিন্দকীর্ত্তনম্ ॥ ৩৫ ॥
অক্ষরং হি পরং ব্রহ্ম গোবিন্দেত্যক্ষরত্রয়ম্ ।
তস্মাদুচ্চরিতং যেন ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৩৬ ॥

হবি-উবাচ—

জয়তি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনোঽয়ং
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ ।

গণের হৃদয়স্থিত যে দেবতা, তাঁহাকে যে নিত্য ধ্যান করে, তাহার দান, তীর্থ, তপস্যা ও যজ্ঞের কি প্রয়োজন? ৩১ ॥ জমদগ্নি বলিলেন,—যাঁহার হৃদয়ে ভগবান্ মঙ্গলময় হরি ধৃত বা আরাধিত হন, তাঁহার গৃহে আনন্দ, শ্রী ও মঙ্গল নিত্য বিরাজমান ॥ ৩২ ॥ ভরদ্বাজ বলিলেন,—যিনি ভগবান্ মঙ্গলময় হরিকে হৃদয়ে ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহার জয়, লাভ ও মঙ্গল নিত্যই প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥ গৌতম বলিলেন,—গোবিন্দনাম উচ্চারণ করিলে যে-ফল লাভ হয়, গ্রহণের সময় কোটি গাভিদান, কাশী-প্রয়াগ-গঙ্গায় অযুত-কল্পবাস, অযুত যজ্ঞানুষ্ঠান ও মেরু-পরিমাণে সুবর্ণ দান করিলেও তাহার সহিত কখনও তুলনা হয় না ॥ ৩৪ ॥ অত্রি বলিলেন,—'গোবিন্দ'-এই নামোচ্চারণ-দ্বারা সর্ব্বদা মন্ত্রস্নান, জপ, ধ্যান ও কীর্ত্তন মানবমাত্রেরই কর্ত্তব্য। কারণ 'গোবিন্দ' —এই অক্ষর-ত্রয়বিশিষ্ট তত্ত্বই পরব্রহ্ম। অতএব যিনি গোবিন্দ-নাম উচ্চারণ করেন, তিনি

জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তি জয়তি পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ ॥ ৩৭ ॥

দুর্য্যোধন-উবাচ—

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি, র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি ॥ ৩৮ ॥
যন্ত্রস্য গুণদোষো হি ক্ষম্যতাং মধুসূদনঃ ।
অহং যন্ত্রং ভবান্ যন্ত্রী মম দোষো ন বিদ্যতে ॥ ৩৯ ॥

লোমশ-উবাচ—

নমামি নারায়ণ-পাদপঙ্কজং, করোমি নারায়ণ-পূজনং সদা ।
বদামি নারায়ণ-নাম নির্ম্মলং, স্মরামি নারায়ণতত্ত্বমব্যয়ম্ ॥ ৪০ ॥

শৌনক-উবাচ—

স্মৃতে সকল-কল্যাণ-ভাজনং যত্র জায়তে ।
পুরুষং তমজং নিত্যং ব্রজামি শরণং হরিম্ ॥ ৪১ ॥
ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং বৃথা কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ ।
যোঽসৌ বিশ্বম্ভরো দেবঃ স কিং ভক্তানুপেক্ষতে ॥ ৪২ ॥

চিদাত্মবোধে সমর্থ হন বা চিৎস্বরূপসিদ্ধি প্রাপ্তির যোগ্য হন ॥ ৩৫-৩৬ ॥ হবি বলিলেন,—দেবকীনন্দন দেব, যদুবংশোজ্জ্বলকারী কোমলাঙ্গ মেঘ-শ্যামল কৃষ্ণ ও পৃথিবীর ভারনাশন মুকুন্দ জয়যুক্ত হউন ॥ ৩৭ ॥ দুর্য্যোধন বলিলেন,—ধর্ম্ম-বিষয়ে অবগত হইয়াও উহার আচরণে প্রবৃত্ত হই না এবং অধর্ম্ম যে কি বস্তু, তাহা উপলব্ধি করিয়াও উহার আচরণ হইতে নিবৃত্ত হই না। হে হৃদিস্থিত হৃষী-কেশ! তুমি আমাকে যাহা করাইবে, আমি তাহাই করিতে বাধ্য হইব ॥ ৩৮ ॥ হে ভগবান্! আপনি মধুসূদন, আপনি যন্ত্রী ; আর আমি যন্ত্র, আমার কোন দোষ নাই। যন্ত্রের গুণ-দোষ আপনি ক্ষমা করুন ॥৩৯॥ লোমশ বলিলেন,—শ্রীনারা-য়ণের পাদপদ্ম আমি প্রণাম করি, সর্ব্বদা তাঁহার পূজা করি, তাঁহার পবিত্র নাম কীর্ত্তন করি এবং তাঁহার অব্যয় তত্ত্বের স্মরণও করিয়া থাকি ॥ ৪০ ॥ শৌনক বলিলেন,—যাঁহার স্মরণে সকল কল্যাণের অধিকারী হওয়া যায়, সেই অজ, নিত্য পুরুষ হরির আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি ॥ ৪১ ॥ কনিষ্ঠাধিকারী বৈষ্ণবগণ খাদ্য ও পরিধেয় বস্ত্রের বৃথা চিন্তা করেন। যিনি বিশ্বম্ভর দেব, বিশ্বকে ভরণ-পোষণ

এবং ব্রহ্মাদয়ো দেবা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ।
কীর্ত্তয়ন্তি সুরশ্রেষ্ঠং দেবং নারায়ণং বিভুম্ ॥ ৪৩ ॥

পুলস্ত-উবাচ—

রে জিহ্বে রসসারজ্ঞে সর্ব্বদা মধুরপ্রিয়ে ।
নারায়ণাখ্যপীযূষং পিব জিহ্বে নিরন্তরম্ ॥ ৪৪ ॥

ধন্বন্তরি-উবাচ—

অচ্যুতানন্ত-গোবিন্দ-নামোচ্চারণ-ভেষজাৎ ।
নশ্যন্তি সকলা রোগাঃ সত্যং সত্যং বদাম্যহম্ ॥ ৪৫ ॥

আবিহোত্র-উবাচ—

কৃষ্ণ! ত্বদীয় পদপঙ্কজ-পঞ্জরান্ত-
মদ্যৈব মে বিশতু মানস-রাজহংসঃ ।
প্রাণ-প্রয়াণ-সময়ে কফবাতপিত্তৈঃ
কণ্ঠাবরোধন-বিধৌ স্মরণং কুতস্তে ॥ ৪৬ ॥

বিদুর-উবাচ—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব মম জীবনম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ ৪৭ ॥

অরুন্ধতি-উবাচ—

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে ।
প্রণত-ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ৪৮ ॥

করেন, তিনি কি তাঁহার ভক্তকে উপেক্ষা করিতে পারেন? ৪২ ॥ ব্রহ্মাপ্রমুখ দেবতাগণ এবং তপোধন ঋষিবৃন্দ এইরূপভাবে বিভু, সুরশ্রেষ্ঠ নারায়ণ দেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন ॥ ৪৩ ॥ পুলস্ত বলিলেন,—ওহে রসসার-গ্রাহিনি মধুর-প্রিয়ে জিহ্বে! তুমি নিরন্তর নারায়ণ-নামামৃত পান কর ॥৪৪॥ ধন্বন্তরি বলিলেন, —অচ্যুত-অনন্ত-গোবিন্দের নামরূপ ঔষধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। নামোচ্চারণকারীর সকল রোগ বিনষ্ট হয়—ইহা সত্য, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি ॥৪৫॥ আবিহোত্র বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! তোমার পাদপদ্ম-মধ্যে আমার মানস-রাজহংস অদ্যই প্রবেশ করুক। কারণ প্রাণাবসানকালে কফ-বাত-পিত্তদ্বারা কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইলে তোমার স্মরণের সম্ভাবনা কোথায়? ৪৬ ॥ বিদুর বলিলেন,—হরিনাম-হরিনাম-

দাল্ভ্য-উবাচ—

কিং তস্য বহুভির্মন্ত্রৈর্ভক্তির্যস্য জনার্দ্দনে ।
নমো নারায়ণায়েতি মন্ত্রঃ সর্ব্বার্থসাধকঃ ॥ ৪৯ ॥

বৈশম্পায়ন-উবাচ—

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্ম্মতির্ম্মম ॥ ৫০ ॥

অঙ্গিরা উবাচ—

হরির্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপি স্মৃতঃ ।
অনিচ্ছয়াপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেব হি পাবকঃ ॥ ৫১ ॥

মহাদেব-উবাচ—

শরীরঞ্চ নবচ্ছিদ্রং ব্যাধিগ্রস্তং নিরন্তরম্ ।
ঔষধং জাহ্নবীতোয়ং বৈদ্যো নারায়ণো হরিঃ ॥ ৫২ ॥

সনৎকুমার-উবাচ—

যস্য হস্তে গদা-চক্রং গরুড়ো যস্য বাহনম্ ।
শঙ্খঃ করতলে যস্য স মে বিষ্ণুঃ প্রসীদতু ॥ ৫৩ ॥

হরিনামই আমার একমাত্র জীবনস্বরূপ। কলিকালে এই হরিনাম বিনা অন্য গতি নাই, গতি নাই, গতি নাই ॥ ৪৭ ॥ অরুন্ধতি বলিলেন,—পরমাত্মারূপী কৃষ্ণ, বাসুদেব, হরিকে প্রণাম। ক্লেশনাশকারী গোবিন্দকে বার বার প্রণতি করি ॥৪৮॥ দাল্ভ্য বলিলেন,—ভগবান্ জনার্দ্দনে যাহার ভক্তি আছে, তাহারা বহু মন্ত্রের কি প্রয়োজন? 'নমো নারায়ণায়'—এই মন্ত্র সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকে ॥৪৯॥ বৈশম্পায়ন বলিলেন,—যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ ও যেখানে ধনুর্দ্ধর পার্থ (অর্জ্জুন), সেইখানেই শ্রী (রাজ্যলক্ষ্মী), বিজয়, ভূতি (সম্পদ্বৃদ্ধি) ও নীতি (ন্যায়) প্রতিষ্ঠিত—ইহাই আমার অভিমত ॥ ৫০ ॥ অঙ্গিরা বলিলেন,—হরি দুষ্টচিত্ত ব্যক্তির হৃদয় হইতে পাপ হরণ করেন—ইহা শাস্ত্রে উক্ত আছে। যেমন অনিচ্ছাসত্ত্বেও যদি কেহ অগ্নিকে স্পর্শ করে, তবে সে অগ্নিদগ্ধ হইবেই ॥ ৫১ ॥ মহাদেব বলিলেন,—নবছিদ্রযুক্ত শরীর সর্ব্বদাই রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। এই রোগের ঔষধ একমাত্র গঙ্গাজল এবং চিকিৎসক নারায়ণ হরিই ॥ ৫২ ॥ সনৎকুমার বলিলেন,—যাঁহার হস্তে গদা ও করতলে শঙ্খ এবং গরুড় যাঁহার বাহন, সেই

শ্রীনারদ-উবাচ—

জন্মান্তর-সহস্রেষু তপোধ্যান সমাধিভিঃ ।
নরাণাং ক্ষীণপাপানাং কৃষ্ণে ভক্তিঃ প্রজায়তে ॥ ৫৪ ॥

যম-উবাচ—

নরকে পচ্যমানস্তু যমেন পরিভাষিতঃ ।
কিং ত্বয়া নার্চ্চিতো দেবঃ কেশবঃ ক্লেশনাশনঃ ॥ ৫৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ-উবাচ—

কৃষ্ণ-কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ ।
জলং ভিত্বা যথা পদ্মং নরকাদুদ্ধরাম্যহম্ ॥ ৫৬ ॥
সত্যং ব্রবীমি মনুজাঃ স্বয়মূর্দ্ধবাহু-
র্যো মাং মুকুন্দ-নরসিংহ-জনার্দ্দনেতি ।
জীবো জপত্যনুদিনং মরণে রণে বা
পাষাণকাষ্ঠসদৃশায় দদাম্যভীষ্টম্ ॥ ৫৭ ॥

ফলশ্রুতি ঃ—

যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় শৃণুয়াদপি যো নরঃ ।
তস্য পুণ্যফলং কিঞ্চিৎ বক্তুং কঃ শক্তিমান্ ভবেৎ ॥ ৫৮ ॥

বিষ্ণু আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৫৩ ॥ নারদ বলিলেন,—সহস্র সহস্র জন্মব্যাপী তপস্যা, ধ্যান ও সমাধিদ্বারা ক্ষীণপাপ হইলে মনুষ্যের কৃষ্ণের প্রতি প্রকৃষ্টরূপে ভক্তি জন্মে ॥ ৫৪ ॥ যম বলিলেন,—নরকে পচ্যমান অর্থাৎ নরক-ভোগ করিতেছে এমন ব্যক্তিকে যমদেব বলিতেছেন, "তুমি কি কখনও ক্লেশবিনাশকারী কেশবদেবকে অর্চ্চন কর নাই ? ॥ ৫৫ ॥ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—যে ব্যক্তি 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া নিত্য নিত্য আমাকে স্মরণ করে, জলকে ভেদ করিয়া যেমন পদ্মপুষ্প জলোপরি উত্থিত হয়, তদ্রূপ আমি তাহাকে নরক হইতে উদ্ধার করি ॥ ৫৬ ॥ হে মানবগণ! যে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া আমার মুকুন্দ, নরসিংহ ও জনার্দ্দন নাম প্রত্যহ জপ করে, যুদ্ধে বা মৃত্যুসময়ে পাষাণকাষ্ঠসদৃশ জীবকেও তাহার অভীষ্ট প্রদান করি ॥৫৭॥ যে-ব্যক্তি প্রাতঃকালে শয্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক এই স্তোত্র পাঠ করেন বা যিনি উহা শ্রবণ করেন, তাঁহার পুণ্যফল কিঞ্চিন্মাত্র বলিতে কেহই সমর্থ নহেন ॥ ৫৮ ॥

পরিশিষ্ট

শ্রীবেণুগীতম্

[শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একবিংশোঽধ্যায়ে—১-২০]

শ্রীশুক উবাচ ঃ—

ইত্থং শরৎস্বচ্ছজলং পদ্মাকরসুগন্ধিনা ।
ন্যবিশদ্বায়ুনাবাতং সগোগোপালকোঽচ্যুতঃ ॥ ১ ॥
কুসুমিতবনরাজিশুষ্মিভৃঙ্গদ্বিজকুলঘুষ্টসরঃ সরিন্মহীধ্রম্ ।
মধুপতিরবগাহ্য চারয়ন্ গাঃ সহপশুপালবলশ্চুকূজ বেণুম্ ॥ ২ ॥
তদ্‌ব্রজস্ত্রিয় আশ্রুত্য বেণুগীতং স্মরোদয়ম্ ।
কাশ্চিৎ পরোক্ষং কৃষ্ণস্য স্বসখীভ্যোঽন্ববর্ণয়ন্ ॥ ৩ ॥
তদ্বর্ণয়িতুমারব্ধাঃ স্মরন্ত্যঃ কৃষ্ণচেষ্টিতম্ ।
নাশকন্ স্মরবেগেন বিক্ষিপ্তমনসো নৃপ ॥ ৪ ॥
বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্ ।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্‌গীতকীর্ত্তিঃ ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, শ্রীকৃষ্ণ গো এবং গোপালগণের সহিত শরৎকালীন স্বচ্ছজলযুক্ত পদ্মবনসঞ্চারী সুগন্ধবায়ুপরিপূর্ণ বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন ॥ ১ ॥ অতঃপর বলদেব এবং গোপালগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করিতে করিতে কুসুমিত বনরাজিতে মত্ত ভ্রমর ও পক্ষিগণের নিনাদপূর্ণ সরোবর, নদী এবং পর্ব্বতময় সেই বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়া বংশীধ্বনি করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥ কোন কোন ব্রজনারীর সেই বংশীধ্বনি শ্রবণে কামের উদয় হওয়ায় নিজ নিজ সখীগণের নিকট কৃষ্ণ-চরিত বর্ণন করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥ হে রাজন্, সেই সকল ব্রজাঙ্গনা কৃষ্ণচরিত বর্ণন আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণের আচরণ স্মরণে কাম-প্রভাব বশতঃ বিক্ষিপ্ত চিত্ত হইয়া আর বর্ণন করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ৪ ॥ তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ চূড়ায় শিখিপুচ্ছভূষণ, কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকার পুষ্প, পরিধানে কনকবর্ণ পীতবসন এবং গলদেশে বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করিয়া অধরামৃতদ্বারা বংশীছিদ্র পূরণ করিতে করিতে নটবরবেশে শঙ্খচক্রাদি লক্ষণযুক্ত নিজপদচিহ্নিত বৃন্দাবনে

ইতি বেণুরবং রাজন্ সর্ব্বভূতমনোহরম্ ।
শ্রুত্বা ব্রজস্ত্রিয়ঃ সর্ব্বা বর্ণয়ন্ত্যোঽভিরেভিরে ॥ ৬ ॥

শ্রীগোপ্য ঊচু ঃ—

অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ
সখ্যঃ পশূননুবিবেশয়তোর্বয়স্যৈঃ ।
বক্ত্রং ব্রজেশসুতয়োরনুবেণু জুষ্টং
যৈর্বৈ নিপীতমনুরক্তকটাক্ষমোক্ষম্ ॥ ৭ ॥
চূতপ্রবালবর্হস্তবকোৎপলাব্জ-
মালানুপৃক্তপরিধানবিচিত্রবেশৌ ।
মধ্যে বিরেজতুরলং পশুপালগোষ্ঠ্যাং
রঙ্গে যথা নটবরৌ ক্ব গায়মানৌ ॥ ৮ ॥
গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু-
র্দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাম্ ।
ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো
হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুমুচুস্তরবো যথার্য্যাঃ ॥ ৯ ॥

প্রবেশ করিলেন । তখন গোপগণ তদীয় মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছিল ॥ ৫ ॥ হে রাজন্, সমস্ত ব্রজনারীগণ তাদৃশ সর্ব্বপ্রাণি-মনোহর বংশীধ্বনি শ্রবণানন্তর বর্ণন করিতে করিতে পরমানন্দময়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥ গোপীগণ বলিলেন,—হে সখীগণ, চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিগণের পক্ষে এতাদৃশ প্রিয় দর্শনই যথার্থ ফল বলিয়া মনে করি—ইহা ভিন্ন আর কিছুই ফল মনে করি না। যাঁহারা বয়স্যগণের সহিত বনে পশুবিচরণকারী রামকৃষ্ণের বেণুবাদনরত স্নিগ্ধ কটাক্ষ-বর্ষণযুক্ত বদনমণ্ডল দর্শন করিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই ইহা অনুভব করিতে পারিয়াছেন ॥ ৭ ॥ অন্য গোপীগণ বলিতে লাগিলেন,—হে সখীগণ, একদিন এই রামকৃষ্ণ গোপালগণের সভামধ্যে গান করিতে করিতে নটবর যুগলের ন্যায় অতিশয় শোভা পাইয়াছিলেন । তৎকালে তাহাদের পরিবসনের মধ্যে আম্রপল্লব, ময়ূরপুচ্ছ, পত্রপুষ্পগুচ্ছ এবং উৎপল ও পদ্মের মালা সংলগ্ন থাকায় তদ্দ্বারা তাহাদের বেশ অতিশয় বিচিত্র হইয়াছিল ॥ ৮ ॥ অপর গোপীগণ বলিলে,—হে সখীগণ, এই বেণু না জানি পূর্ব্বে কত পুণ্যই আচরণ করিয়াছিল, যেহেতু সে

বৃন্দাবনং সখি ভুবো বিতনোতি কীর্ত্তিং
যদ্দেবকীসুতপদাম্বুজলব্ধলক্ষ্মি ।
গোবিন্দবেণুমনুমত্তময়ূরনৃত্যং
প্রেক্ষ্যাদ্রিসান্ববরতান্যসমস্তসত্ত্বম্ ॥ ১০ ॥
ধন্যাঃ স্ম মূঢ়গতয়োহপি হরিণ্য এতা
যা নন্দনন্দনমুপাত্তবিচিত্রবেশম্ ।
আকর্ণ্য বেণুরণিতং সহকৃষ্ণসারাঃ
পূজাং দধুর্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ ॥ ১১ ॥
কৃষ্ণং নিরীক্ষ্য বনিতোৎসবরূপশীলং
শ্রুত্বা চ তৎক্বণিতবেণুবিবিক্তগীতম্ ।
দেব্যো বিমানগতয়ঃ স্মরনুন্নসারা
ভ্রশ্যৎপ্রসূনকবরা মুমুহুর্বিনীব্যঃ ॥ ১২ ॥

আজ কেবলমাত্র গোপীগণেরই উপভোগ্য শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত স্বতন্ত্রভাবে প্রচুর পরিমাণে পান করিয়া কেবলমাত্র তাহাতে রস অবশিষ্ট রাখিয়াছে। আরও দেখ—যাহাদের জলপানে পূর্ব্বে এই বেণুবৃক্ষ পুষ্ট হইয়াছিল মাতৃতুল্যা সেই নদী-সকলও আজ তাহার সৌভাগ্য দর্শনে বিকসিত কমলদলে রোমাঞ্চিত হইতেছে। আরও দেখ—কুলবৃদ্ধগণ যেরূপে স্ববংশে ভগবদ্ভক্ত সন্তান দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করেন সেইরূপ যাহাদের বংশে এই বেণু জন্মগ্রহণ করিয়াছে সেই বৃক্ষগণও আজ মধুধারা বর্ষণ-ছলে আনন্দাশ্রু মোচন করিতেছে ॥ ৯ ॥ কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন,—হে সখি, এই বৃন্দাবন সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণের পাদপযুগলদ্বারা পরম শোভা লাভ করিয়াছে, এখানে ময়ূরগণ শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব শ্রবণে মেঘগর্জ্জন মনে করিয়া মত্তভাবে নৃত্য করিতে থাকিলে তাহা দেখিয়া পর্ব্বতের সানুদেশস্থ অন্যান্য প্রাণিগণও নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিতেছে। অতএব এই বৃন্দাবন বর্ত্তমানে স্বর্গ হইতেও অধিকভাবে পৃথিবীর কীর্ত্তি বিস্তার করিতেছে ॥ ১০ ॥ অপর ব্রজনারীগণ বলিলেন,—যে-সকল হরিণী বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া নিজ পতিগণের সহিত মনোহরবেশধারী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সপ্রণয়-দৃষ্টি কল্পিত-পূজার বিধান করিতেছে তাহারা নীচ যোনি হইলেও ধন্য ॥ ১১ ॥ অন্য গোপীগণ বলিলেন,—হে সখীগণ, আকাশচারিণী সুরাঙ্গনাগণও কামিনী-

গাবশ্চ কৃষ্ণমুখনির্গতবেণুগীত-
পীযূষমুত্তভিতকর্ণপুটৈঃ পিবন্ত্যঃ ।
শাবাঃ স্নুতস্তনপয়ঃ কবলাঃ স্ম তস্থু-
র্গোবিন্দমাত্মনি দৃশাশ্রুকলাঃ স্পৃশন্ত্যঃ ॥ ১৩ ॥
প্রায়ো বতাম্ব বিহগা মুনয়ো বনেহস্মিন্
কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতম্ ।
আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্ রুচিরপ্রবালান্
শৃণ্বন্তি মীলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ ॥ ১৪ ॥
নদ্যস্তদা তদুপধার্য্য মুকুন্দগীত-, মাবর্ত্তলক্ষিতমনোভবভগ্নবেগাঃ ।
আলিঙ্গনস্থগিতমূর্ম্মিভুজৈর্মুরারে-, র্গৃহ্ণন্তি পাদযুগলং কমলোপহারাঃ ॥১৫॥

জন-মোহনরূপ ও স্বভাবসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন এবং তৎকর্ত্তৃক নিনাদিত বেণুর অসঙ্কীর্ণ সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া কাম-প্রভাবে ধৈর্য্যহীন হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইতেছে। তৎকালে তাহাদের বেণীবন্ধন হইতে কুসুমরাশি এবং কটি হইতে বস্ত্রগ্রন্থি স্খলিত হইয়া পড়িতেছে ॥ ১২ ॥ অপর ব্রজনারীগণ বলিলেন,—ঐ দেখ গাভীগণ এবং মাতৃ-স্তন-ক্ষরিত-দুগ্ধপানরত বৎসগণ উন্নমিত কর্ণপুটদ্বারা শ্রীকৃষ্ণমুখ-নির্গত বংশী-সঙ্গীত সুধা পান করিতে করিতে দৃষ্টিদ্বারা তাঁহাকে হৃদয়মধ্যে আলিঙ্গন-সহকারে অশ্রুপূর্ণলোচনে অবস্থান করিতেছে ॥ ১৩ ॥ অন্য গোপীগণ বলিলেন,—হে মাতঃ, এই বনে যে-সকল বিহঙ্গ বাস করে তাহারা সম্ভবতঃ মুনিজন হইয়া থাকিবে। কারণ মুনিগণ যেরূপ যাহাতে শ্রীকৃষ্ণদর্শন হয় সেইরূপে বেদোক্ত কর্ম্মফল ত্যাগসহকারে বেদতরুর শাখার ন্যায় আরূঢ় হইয়া সুরম্য প্রবালরূপ কর্ম্মসকল গ্রহণ করিয়া সুখের সহিত কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণগীতই শ্রবণ করেন সেইরূপ ইহারাও যেভাবে কৃষ্ণ দর্শন হয় সেইরূপে বৃক্ষশাখায় আরূঢ় হইয়া অন্যবাক্যে বিমুখভাবে নয়ন মুদ্রিত করিয়া কেবলমাত্র কৃষ্ণ-কৃত কলবেণু-সঙ্গীতই শ্রবণ করিতেছে ॥ ১৪ ॥ সচেতনের কথা আর কি বলিব—এই অচেতন নদী-সকলও শ্রীকৃষ্ণের বংশীসঙ্গীত শ্রবণ করিয়া তৎকালে তরঙ্গরূপ বাহুদ্বারা কমল-সকল উপহার গ্রহণ করিয়া তদীয় পাদযুগল ধারণ করিতেছে এবং সেই আলিঙ্গনে ভগবানের পাদযুগল আচ্ছাদিত হইতেছে। ঐ দেখ—তরঙ্গের আবর্ত্ত সকল-দ্বারা উহাদের কামবেগ লক্ষিত হইতেছে এবং ঐ কামবশতঃ তাহাদের বেগও

দৃষ্ট্বাতপে ব্রজপশূন্ সহ রামগোপৈঃ সঞ্চারয়ন্তমনুবেণুমুদীরয়ন্তম্ ।
প্রেমপ্রবৃদ্ধ উদিতঃ কুসুমাবলীভিঃ সখ্যুর্ব্যধাৎ স্ববপুষাম্বুদ আতপত্রম্ ॥ ১৬ ॥
পূর্ণাঃ পুলিন্দ্য উরুগায়পদাব্জরাগ-, শ্রীকুঙ্কুমেন দয়িতাস্তনমণ্ডিতেন ।
তদ্দর্শনস্মররুজস্তৃণরূষিতেন, লিম্পন্ত্য আননকুচেষু জহুস্তদাধিম্ ॥ ১৭ ॥
হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো, যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ ।
মানং তনোতি সহগোগণয়োস্তয়োর্যৎ, পানীয়সূযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ ॥১৮॥
গা-গোপকৈরনুবনং নয়তোরুদার-, বেণুস্বনৈঃ কলপদৈস্তনুভৃৎসু সখ্যঃ ।
অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাং, নির্যোগপাশকৃতলক্ষণয়োর্বিচিত্রম্ ॥১৯॥
এবম্বিধা ভগবতো যা বৃন্দাবনচারিণঃ ।
বর্ণয়ন্ত্যো মিথো গোপ্যঃ ক্রীড়াস্তন্ময়তাং যযুঃ ॥ ২০ ॥

ভগ্ন হইয়া যাইতেছে ॥ ১৫ ॥ ঐ দেখ—মেঘমণ্ডল বলদেব এবং গোপগণের সহিত রৌদ্রমধ্যে ব্রজপশু-চারণরত অনুক্ষণ বংশীবাদন-তৎপর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া প্রেমে পরিপূর্ণ হইয়া তদুপরি উদিত হইয়াছে এবং পুষ্পরাশি-সদৃশ হিমরাশিও নিজ শরীরদ্বারা তাঁহার ছত্র রচনা করিতেছে ॥ ১৬ ॥ এইসকল শবর-কামিনীও অদ্য কৃতার্থ হইয়াছে । কারণ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়াগণের স্তন-রঞ্জন কুঙ্কুমরাশি রতিকালে তদীয় পদযুগল স্পর্শে সমধিক সৌন্দর্য্য লাভ করিয়া পশ্চাৎ ভ্রমণকালে তৃণ সংলগ্ন হইলে তদ্দর্শনে শবরীগণের কামবেদনার উদয় হওয়ায় তাহারা ঐ কুঙ্কুমদ্বারা মুখ ও স্তনমণ্ডল লেপন করিয়া ঐ ব্যথা দূর করিতেছে ॥ ১৭ ॥ হে অবলাগণ, যেহেতু এই গোবর্দ্ধন পর্ব্বত রামকৃষ্ণের পাদ-স্পর্শে আনন্দিত হইয়া পানীয় উত্তম তৃণ, কন্দর, কন্দ, মূল প্রভৃতি দ্বারা গো এবং গোপালগণের সহিত তাহাদের পূজা করিতেছে ; অতএব এই পর্ব্বত হরি-ভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥১৮॥ হে সখীগণ, গোসকলের পাদবন্ধন-রজ্জু এবং পাশ লক্ষণযুক্ত এই রামকৃষ্ণ গোপালগণের সহিত প্রতি বনে গোচারণকালে মধুর-পদময় উদার বংশীধ্বনি করিলে শরীরিগণের মধ্যে যাহারা গতিশীল তাহারা স্পন্দনশূন্য হইয়া স্থাবর ধর্ম্ম এবং যাহারা স্থাবর তরু তাহাদের পুলকবশতঃ জঙ্গম-ধর্ম্ম উপস্থিত হয়, ইহা বড়ই বিচিত্র ॥ ১৯ ॥ গোপীগণ বৃন্দাবনবিহারী ভগবানে এবম্বিধ এবং অন্যান্য লীলা বর্ণনসহকারে তন্ময়ভাব প্রাপ্ত হইলেন ॥ ২০ ॥

শ্রীপ্রণয়গীতম্

[শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একোনত্রিংশোঽধ্যায়ে—৩১-৪১]

শ্রীগোপ্য উচুঃ—

মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃসংশং
সন্ত্যজ্য সর্ব্ববিষয়াংস্তব পাদমূলম্ ।
ভক্তা ভজস্ব দুরবগ্রহ মা ত্যজাস্মান্
দেবো যথাদিপুরুষো মুমুক্ষূন্ ॥ ১ ॥
যৎ পত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ
স্ত্রীণাং স্বধর্ম্ম ইতি ধর্ম্মবিদা ত্বয়োক্তম্ ।
অস্ত্বেবমেতদুপদেশপদে ত্বয়ীশে
প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা ॥ ২ ॥
কুর্ব্বন্তি হি ত্বয়ি রতিং কুশলাঃ স্ব আত্মন্
নিত্যপ্রিয়ে পতিসুতাদিভিরার্ত্তিদৈঃ কিম্ ।
তন্নঃ প্রসীদ পরমেশ্বর মাস্ম ছিন্দ্যা
আশাং ধৃতাং ত্বয়ি চিরাদরবিন্দনেত্র ॥ ৩ ॥
চিত্তং সুখেন ভবতাপহৃতং গৃহেষু
যন্নির্বিশত্যুত করাবপি গৃহকৃত্যে ।

বঙ্গানুবাদ ঃ—গোপীগণ বলিলেন,—হে বিভো, আপনার এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলা উচিত হয় না । আমরা সমস্ত বিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনার পাদমূল সেবা করিতেছি, অতএব আমাদিগকে গ্রহণ করুন । হে কৃপা-পরাঙ্মুখ, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না । আদিপুরুষ যেরূপ মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের প্রতি অনুগ্রহ করেন, আপনিও সেইরূপ আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করুন ॥ ১ ॥ হে প্রভো, ধর্ম্মজ্ঞ আপনি যে বলিয়াছেন—পতি, পুত্র ও বন্ধুগণের অনুবর্ত্তনই স্ত্রীলোকের স্বধর্ম্ম, তাহা উপদেষ্টা এবং ঈশ্বররূপী আপনার সেবাতেই সিদ্ধ হউক । যেহেতু আপনি প্রাণিগণের প্রিয়তম আত্মা এবং বন্ধুস্বরূপ ॥ ২ ॥ হে আত্মরূপিন্, আত্মহিতৈষী ব্যক্তিগণ আত্মরূপী সচ্চিদানন্দময় আপনাতে ভক্তি করিয়া থাকেন । পতি, পুত্র প্রভৃতি দ্বারা ফল কি? যেহেতু নিরন্তর বিবিধ পীড়া প্রদানই করিয়া থাকে । হে কমললোচন, হে বরদ, হে ঈশ্বর, অতএব আপনার প্রতি আমাদের চিরদিনের

পাদৌ পদং ন চলতস্তব পাদমূলাদ্-
যামঃ কথং ব্রজমথো করবাম কিংবা ॥ ৪ ॥
সিঞ্চাঙ্গ নস্ত্বদধরামৃতপূরকেণ
হাসাবলোক-কল-গীতজ-হৃচ্ছয়াগ্নিম্ ।
নো চেদ্বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহা
ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে ॥ ৫ ॥
যর্হ্যম্বুজাক্ষ তব পাদতলং রমায়া
দত্তক্ষণং ক্বচিদরণ্যজনপ্রিয়স্য ।
অস্প্রাক্ষ্ম তৎপ্রভৃতি নান্যসমক্ষমঞ্জঃ
স্থাতুং ত্বয়াভিরমিতা বত পারয়ামঃ ॥ ৬ ॥
শ্রীর্যৎ পদাম্বুজরজশ্চকমে তুলস্যা
লব্ধ্বাপি বক্ষসি পদং কিল ভৃত্যজুষ্টম্ ।
যস্যাঃ স্ববীক্ষণউতান্যসুরপ্রয়াস-
স্তদ্বদ্বয়ঞ্চ তব পাদরজঃ প্রপন্নাঃ ॥ ৭ ॥

বদ্ধ আশা ছিন্ন করিবেন না ॥ ৩ ॥ আমাদের যে চিত্ত এতদিন সুখে গৃহধর্ম্মে মগ্ন ছিল তাহা এবং গৃহকর্ম্মনিরত হস্তযুগল আপনি হরণ করিয়াছেন। পদদ্বয় আপনার পাদমূল হইতে পদমাত্রও চালিত হইতেছে না। আমরা কিরূপে ব্রজে যাইব এবং তথায় যাইয়াই বা কি করিব? ৪ ॥ হে শ্রীকৃষ্ণ, তোমার সহাসদৃষ্টি এবং সুমধুর সঙ্গীতে আমাদের যে কামাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে তাহা তদীয় অধরামৃত-পূরক-দ্বারা নির্ব্বাপিত করুন। হে সখে, অন্যথা বিরহানলে দগ্ধ-শরীর হইয়া যোগি-গণের ন্যায় ভবদীয় চরণযুগলের ধ্যানদ্বারা আমরা আপনার সমীপে উপস্থিত হইব ॥ ৫ ॥ হে কমললোচন, আপনার পদতল লক্ষ্মীদেবীরও উৎসব প্রদান করিয়া থাকে। আমরা যে সময় হইতে ক্ষণকালের জন্যও গোপজনের প্রতি প্রীতিপরায়ণ আপনার ঐ পদতল সাক্ষাৎ স্পর্শ করিয়াছি, সেই সময় হইতে তোমার দ্বারা আনন্দিত হইয়া পতি প্রভৃতির নিকটে অবস্থান করিতে পারিতেছি না ॥ ৬ ॥ ব্রহ্মাদি দেবগণও যাঁহার কৃপাদৃষ্টি লাভের প্রয়াসী, সেই লক্ষ্মীদেবী আপনার বক্ষোদেশে স্থানলাভ করিয়াও তুলসীদেবীর সহিত ভক্তজনসেবিত ভবদীয় যে পদযুগলের রেণুলাভের প্রার্থনা করেন, হে দেব, আমরাও লক্ষ্মীদেবীর ন্যায় আপনার সেই

তন্নঃ প্রসীদ বৃজিনার্দ্দন তেঽঙ্ঘ্রিমূলং
প্রাপ্তা বিসৃজ্য বসতীস্ত্বদুপাসনাশাঃ ।
ত্বৎসুন্দরস্মিতনিরীক্ষণতীব্রকাম-
তপ্তাত্মনাং পুরুষভূষণ দেহি দাস্যম্ ॥ ৮ ॥
বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রী-
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্ ।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ ॥ ৯ ॥
কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদায়তবেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্ ।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥ ১০ ॥
ব্যক্তং ভবান্ ব্রজভয়ার্ত্তিহরোঽভিজাতো
দেবো যথাদিপুরুষঃ সুরলোকগোপ্তা ।
তন্নো নিধেহি করপঙ্কজমার্ত্তবন্ধো
তপ্তস্তনেষু চ শিরঃসু চ কিঙ্করিণাম্ ॥ ১১ ॥

চরণ-রেণু আশ্রয় করিয়াছি ॥ ৭ ॥ হে দুঃখহারিন্, অতএব যাহারা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া তোমার পাদমূলে আগমনপূর্ব্বক তোমারাই ভজনের আশা করিতেছে সেই আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। হে পুরুষরত্ন, তোমার রমণীয় হাস্য বিমিশ্রিত কটাক্ষপাতে কামসন্তপ্ত-চিত্তা আমাদিগকে দাস্য প্রদান কর ॥ ৮ ॥ (হে প্রভো), কুণ্ডলযুগলের শ্রী-বিভূষিত অধরামৃতযুক্ত, সহাস নিরীক্ষণশালী ভবদীয় অলকাবৃত বদনমণ্ডল, ভক্তজনের অভয়প্রদ বিশাল বাহুযুগল এবং লক্ষ্মীদেবীর একমাত্র রতিজনক বক্ষোদর্শনেই আমরা আপনার দাস্য অবলম্বন করিয়াছি ॥ ৯ ॥ হে কৃষ্ণ, তোমার সুমধুর পদ ও দীর্ঘ মূর্চ্ছনাযুক্ত অমৃতময় সঙ্গীতে মোহিতা হইয়া ত্রিজগৎ মধ্যে এমন কোন্ কামিনী আছে যে, নিজ ধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হয়? তোমার ত্রিজগতের মানসাকর্ষী রূপদর্শনে গো, পশু, পক্ষী এবং বৃক্ষগণ পর্য্যন্ত পুলকিত হয় ॥ ১০ ॥ আদিপুরুষ বিষ্ণু যেরূপ সুরলোকের রক্ষক সেইরূপ আপনিও নিশ্চয়ই ব্রজের ভয় ও দুঃখ বিনাশনরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। অতএব

শ্রীগোপীগীতম্

[শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একোত্রিংশোঽধ্যায়ে—১-১৯, ৩২/১-২]

শ্রীগোপ্য ঊচুঃ—

জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ, শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি ।
দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকা-, স্ত্বয়ি ধৃতাসবস্ত্বাং বিচিন্বতে ॥ ১ ॥
শরদুদাশয়ে সাধুজাতসৎ-, সরসিজোদর শ্রীমুষা দৃশা ।
সুরতনাথ তেঽশুল্কদাসিকা, বরদ নিঘ্নতো নেহ কিং বধঃ ॥ ২ ॥
বিষজলাপ্যয়াদ্ব্যালরাক্ষসাদ্-, বর্ষমারুতাদ্বৈদ্যুতানলাৎ ।
বৃষময়াত্মজাদ্বিশ্বতো ভয়াদ্-, ঋষভ তে বয়ং রক্ষিতা মুহুঃ ॥ ৩ ॥
ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান্, অখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্ ।
বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে, সখ উদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে ॥ ৪ ॥
বিরচিতাভয়ং বৃষ্ণিধূর্য্য তে, চরণমীয়ুষাং সংসৃতের্ভয়াৎ ।
করসরোরুহং কান্ত কামদং, শিরসি ধেহি নঃ শ্রীকরগ্রহম্ ॥ ৫ ॥

হে আর্ত্তজনশরণ, এই দাসীগণের কামসন্তপ্ত কুচমণ্ডলে এবং মস্তকে করকমল স্থাপন করুন ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—গোপীগণ বলিলেন,—হে দয়িত, তোমার আবির্ভাবে এই ব্রজমণ্ডল বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও অধিক জয়যুক্ত হইয়াছে৷ যেহেতু মহালক্ষ্মী এইস্থানে নিরন্তর অলঙ্কৃত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। মহা আনন্দে পরিপূর্ণ এই ব্রজ-ধামে তোমার প্রেয়সী গোপীবৃন্দ তোমার নিমিত্তই প্রাণধারণ করিয়া আছে ও তোমাকে চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিয়া কাতর হইয়া পড়িয়াছে, অতএব এবার দর্শন দাও ॥ ১ ॥ হে সম্ভোগ-রসাধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, হে অভীষ্টপ্রদ, আমরা তোমার বিনা-মূল্যের দাসী। তুমি যে শরৎকালীন-সরোবর-সুজাত বিকশিত কমলগর্ভের সৌন্দর্য্য-গর্ব্বহারী নেত্রদ্বারা বধ করিতেছ, ইহা কি ইহলোকে বধ বলিয়া গণ্য নহে? ২ ॥ হে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ, কালিয়-হ্রদের বিষময় জলপান করিয়া প্রাণীসকল বিনষ্ট হইতেছিল ; তুমি ব্রজবাসিনী আমাদিগকে তাহা হইতে এবং অঘাসুর, ইন্দ্রের কোপ, তৃণাবর্ত্ত, ইন্দ্রকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত বজ্র, অরিষ্ট ব্যোমাসুর ও বিশ্বগত অন্যান্য ভীতি হইতে পুনঃ পুনঃ ত্রাণ করিয়াছ ॥ ৩ ॥ হে সখে, তুমি কেবল গোপীকানন্দন নহ পরন্তু নিখিল প্রাণীর অন্তর্য্যামী, ব্রহ্মার প্রার্থনায় বিশ্বপালনার্থ সাত্বত কুলে

ব্রজজনার্ত্তিহন্ বীর যোষিতাং, নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত ।
ভজ সখে ভবৎকিঙ্করীঃ স্ম নো, জলরুহাননং চারু দর্শয় ॥ ৬ ॥
প্রণতদেহিনাং পাপকর্ষণং, তৃণচরানুগং শ্রীনিকেতনম্ ।
ফণিফণার্পিতং তে পদাম্বুজং, কৃণু কুচেষু নঃ কৃন্ধি হৃচ্ছয়ম্ ॥ ৭ ॥
মধুরয়া গিরা বল্গুবাক্যয়া, বুধমনোজ্ঞয়া পুষ্করেক্ষণ ।
বিধিকরীরিমা বীর মুহ্যতি-, রধরসীধুনাপ্যায়য়স্ব নঃ ॥ ৮ ॥
তব কথামৃতং তপ্তজীবনং, কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্ ।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং, ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ ॥ ৯ ॥
প্রহসিতং প্রিয় প্রেমবীক্ষণং, বিহরণঞ্চ তে ধ্যানমঙ্গলম্ ।
রহসি সংবিদো যা হৃদি স্পৃশঃ, কুহক নো মনঃ ক্ষোভয়ন্তি হি ॥১০॥

অবতীর্ণ হইয়াছ ॥ ৪ ॥ হে যদুকুল শিরোমণি, হে প্রিয়, সংসার-ভয়ে ভীত হইয়া প্রাণীসকল তোমার চরণকমলে শরণাগত হইলে তুমি যে হস্তদ্বারা তাঁহাদিগকে অভয় প্রদান কর, যদ্দ্বারা তুমি লক্ষ্মীর করদ্বয় গ্রহণ করিয়াছ, হে অভীষ্টপ্রদ, সেই করদ্বয় আমাদিগের মস্তকে অর্পণ কর ॥ ৫ ॥ হে বীর, তুমি ব্রজজনের বিরহজনিত আর্ত্তির বিনাশকারী। তদীয় নিজ জনে সৌভাগ্যোত্থ গর্ব্ব এবং তজ্জনিত বাম্য লক্ষণযুক্ত মান তোমার হাস্য মাত্রেই বিনষ্ট হয়, সখে, আমরা তোমার কিঙ্করী, তোমার সুখ-বাস একবার আমাদিগকে দর্শন করাও ॥ ৬ ॥ প্রণত-জনগণের পাপনাশন, তৃণচর পশুগণের অনুগমনশীল, শ্রীদেবীর নিকেতন, কালীয় সর্পের ফণায় অর্পিত তোমার পাদপদ্ম আমাদের স্তনদেশে অর্পণ কর, আমাদের কামপীড়া প্রশমিত হউক ॥ ৭ ॥ হে পদ্মলোচন, তোমার মনোহর-পদাবলীদ্বারা বিদগ্ধ (রসিক) পণ্ডিতগণের চিত্তাকর্ষক সুমধুর বাণীদ্বারা আমাদের মোহ জন্মিতেছে। হে বীর, আমরা তোমার কিঙ্করী, আমাদিগকে তোমার অধরামৃত দিয়া সঞ্জীবিত কর ॥ ৮ ॥ তোমার কথামৃত ত্বদীয় বিরহকাতর জনগণের জীবনস্বরূপ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব প্রভৃতি ভক্তগণও তাহার স্তব করিয়া থাকেন। উহা প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ পাপ-বিনাশক, শ্রবণমাত্রে মঙ্গলপ্রদ, প্রেমসম্পত্তিদায়ক এবং কীর্ত্তনকারিগণ-কর্ত্তৃক বিস্তৃত৷ সুতরাং যে ব্যক্তি উহা কীর্ত্তন করেন তিনিই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ দাতা ॥ ৯ ॥ হে কপট, তোমার হাস্য প্রীতির সহিত দৃষ্টি, সখীগণসহ ক্রীড়া এবং যে-সকল হৃদয়স্পর্শি নির্জ্জন আলাপ তাহা পরম সুখপ্রদ। হে প্রিয়, ঐ

চলসি যদ্ব্রজাচ্চারয়ন্ পশূন্, নলিনসুন্দরং নাথ তে পদম্ ।
শিলতৃণাঙ্কুরৈঃ সীদতীতি নঃ, কলিলতাং মনঃ কান্ত গচ্ছতি ॥ ১১ ॥
দিনপরিক্ষয়ে নীলকুন্তলৈ-, র্ব্বনরুহাননং বিভ্রদাবৃতম্ ।
ধনরজস্বলং দর্শয়ন্ মুহু-, র্ম্মনসি নঃ স্মরং বীর যচ্ছসি ॥ ১২ ॥
প্রণতকামদং পদ্মজার্চ্চিতং, ধরণিমণ্ডনং ধ্যেয়মাপদি ।
চরণপঙ্কজং শন্তমঞ্চ তে, রমণ নঃ স্তনেষ্বর্পয়াধিহন্ ॥ ১৩ ॥
সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং, স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠুচুম্বিতম্ ।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং, বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্ ॥ ১৪ ॥
অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং, ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্ ।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে, জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্ দৃশাম্ ॥ ১৫ ॥
পতি-সুতান্বয়-ভ্রাতৃ-বান্ধবান্, অতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ ।
গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ, কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি ॥ ১৬ ॥

সকল আমাদের চিত্তকে ক্ষুব্ধ করিতেছে ॥ ১০ ॥ হে নাথ, হে কান্ত, তুমি যখন পশুচারণ করিতে করিতে ব্রজ হইতে গমন কর, তখন তোমার কমলের ন্যায় সুকোমল চরণ পাছে ধান্য কণিশ (শস্যের সূক্ষ্ম অগ্রভাগ) তৃণ ও অঙ্কুরে ক্লেশ পায় এই ভাবিয়া আমাদের চিত্ত অত্যন্ত ব্যথিত হয় ॥ ১১ ॥ হে বীর, তুমি সন্ধ্যা-কালে গোধূলি ধূসরিত নীলকুন্তলাবৃত বদনকমল ধারণপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ আমা-দিগকে প্রদর্শন করিয়া আমাদের মনে মদন পীড়া জাগরিত করিয়া থাক ॥১২॥ হে মনোদুঃখবিনাশন, হে রমণ, পদ্মযোনি ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক অর্চ্চিত, ধ্যানমাত্রে আপদনিবারক, সেবনকালে পরম সুখদায়ক ও সেবকদিগের বাঞ্ছাপ্রদ, পৃথিবীর ভূষণস্বরূপ আপনার পাদপদ্ম আমাদের স্তনপ্রদেশে অর্পণ করুন ॥ ১৩ ॥ হে বীর, তোমার সম্ভোগরসবর্দ্ধন, বিরহ-দুঃখনাশন, নাদিত বেণুকর্ত্তৃক সুষ্ঠুভাবে চুম্বিত, মনুষ্যমাত্রেরই ইতরাসক্তি বিস্মারণ অধরামৃত আমাদিগকে বিতরণ কর ॥১৪॥ হে প্রিয়, দিবাভাগে যখন তুমি ব্রজে ভ্রমণ কর তখন তোমাকে না দেখিয়া ক্ষণকালও আমাদের নিকট একযুগ বলিয়া মনে হয়, আবার দিনান্তে যখন তোমার কুটিল কুন্তলযুক্ত শ্রীবদনমণ্ডল দর্শন করি তখন (নিমেষমাত্র ব্যবধান সহ্য না হওয়ায়) আমাদিগের নিকট পক্ষ্মনির্ম্মাতা, বিধাতা বিবেকহীন বলিয়া প্রতীত হয় ॥ ১৫ ॥ হে অচ্যুত, আমরা পতি, আত্মীয়স্বজন, পুত্র, ভ্রাতা ও বন্ধু-জন

রহসি সংবিদং হৃচ্ছয়োদয়ং, প্রহসিতাননং প্রেমবীক্ষণম্ ।
বৃহদুরঃশ্রিয়ো বীক্ষ্য ধাম তে, মুহুরতিস্পৃহা মুহ্যতে মনঃ ॥ ১৭ ॥
ব্রজবনৌকসাং ব্যক্তিরঙ্গ তে, বৃজিনহন্ত্র্যলং বিশ্বমঙ্গলম্ ।
ত্যজ মনাক্ চ নস্ত্বৎস্পৃহাত্মনাং, স্বজনহৃদ্রুজাং যন্নিষূদনম্ ॥ ১৮ ॥
যৎ তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু,
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু ।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ,
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রীশুক-উবাচ—

ইতি গোপ্যঃ প্রগায়ন্ত্যঃ প্রলপন্ত্যশ্চ চিত্রধা ।
রুরুদুঃ সুস্বরং রাজন্ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ ॥ ক ॥
তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথঃ ॥ খ ॥

সমুদয় অতিক্রম করিয়া তোমার নিকট আগমন করিয়াছি, হে কপট তুমি আমাদের আসিবার কারণ জান, আমরা তোমার উচ্চ গীতে মোহিত হইয়াই আসিয়াছি । (এইসকল বিষয় জানিয়াও) এই রাত্রিকালে স্ত্রীদিগকে কেইবা পরিত্যাগ করে ॥ ১৬ ॥ (হে নাথ) তোমার নির্জ্জন আলাপ, কামভাবোদ্দীপক হাস্যবদন, সপ্রেম-দৃষ্টি ও লক্ষ্মীর নিকেতন বিশাল বক্ষঃস্থল বারম্বার নিরীক্ষণ করিয়া উহাতে আমাদের অতিশয় স্পৃহা জন্মিতেছে এবং তদ্দ্বারা আমাদের চিত্ত মুগ্ধ হইতেছে ॥ ১৭ ॥ হে কৃষ্ণ, তোমার প্রাকট্য ব্রজবাসিগণের দুঃখনাশক, বিশ্বের মঙ্গল-বিধায়ক ; (হে বন্ধো) আমরা তোমাতে অত্যন্ত স্পৃহাযুক্ত হইয়াছি, তোমার নিজজন আমাদিগের হৃদ্‌রোগ (কাম) বিনাশক ঔষধ কিঞ্চিৎ পরিত্যাগ কর ॥ ১৮ ॥ হে প্রিয়, আমরা তোমার সুকুমার পাদপদ্ম ভীতা হইয়া ধীরে ধীরে আমাদের কর্কশ-স্তনপ্রদেশে ধারণ করিয়া থাকি, সেই চরণে তুমি বনে ভ্রমণ করিতেছ, অতএব সেই চরণকমল তীক্ষ্ণ ও সূচ্যগ্র শিলাদিদ্বারা ব্যথিত হয় না কি? তুমি আমাদের জীবনস্বরূপ, তোমার সম্বন্ধে আমাদের চিত্ত ব্যথিত হইতেছে ॥ ১৯ ॥ শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্! কৃষ্ণদর্শনে লালসান্বিতা হইয়া গোপিকাকুল এইরূপ নানাপ্রকার গান ও বিলাপ করিতে করিতে সুমধুর-

শ্রীযুগলগীতম্

[শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চস্ত্রিংশোঽধ্যায়ে—২-২৫]

শ্রীগোপ্য ঊচুঃ—

বামবাহু-কৃত-বামকপোলো বল্গিতভ্রূরধরার্পিতবেণুম্ ।
কোমলাঙ্গুলিভিরাশ্রিতমার্গং গোপ্য ঈরয়তি যত্র মুকুন্দঃ ॥ ২ ॥
ব্যোমযান-বনিতাঃ সহ সিদ্ধৈ-বিস্মিতাস্তদুপধার্য্য সলজ্জাঃ ।
কাম-মার্গণ-সমর্পিতচিত্তাঃ কশ্মলং যযুরপস্মৃতনীব্যঃ ॥ ৩ ॥
হন্ত চিত্রমবলাঃ শৃণুতেদং হারহাস উরসি স্থিরবিদ্যুৎ ।
নন্দসূনুরয়মার্ত্তজনানাং নর্ম্মদো যর্হি কূজিতবেণুঃ ॥ ৪ ॥
বৃন্দশো ব্রজবৃষা মৃগগাবো বেণুবাদ্যহৃতচেতস আরাৎ ।
দন্তদষ্টকবলা ধৃতকর্ণা নিদ্রিতা লিখিতচিত্রমিবাসন্ ॥ ৫ ॥
বর্হিণস্তবক-ধাতু-পলাশৈ-র্বদ্ধমল্ল পরিবর্হবিড়ম্বঃ ।
কর্হিচিৎ সবল আলি স গোপৈ-র্গাঃ সমাহ্বয়তি যত্র মুকুন্দঃ ॥ ৬ ॥

স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ক॥ সেই রোদনকারিণী গোপীদিগের মধ্যে হাস্য-বদন, পীতবসন বনমালী সাক্ষাৎ মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইলেন ॥ খ ॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—গোপীগণ অপর গোপীগণকে বলিতে লাগিলেন,—হে গোপীগণ, শ্রীকৃষ্ণ যেকালে বামবাহুমূলে বামকপোল বিন্যস্ত করিয়া ভ্রূযুগলের সঞ্চালন সহকারে কোমল অঙ্গুলিসকল দ্বারা ছিদ্রসকল ধারণপূর্ব্বক অধরস্পৃষ্ট বেণুবাদন করিতে থাকেন ; তৎকালে গগনবিহারিণী সিদ্ধ বনিতাগণ নিজ-নিজ পতিসহ বর্ত্তমান থাকিয়াও সেই বংশীধ্বনি শ্রবণে প্রথমতঃ বিস্মিত ও পশ্চাৎ তদ্বশীভূতচিত্ত হইয়া স্ব-স্ব বস্ত্রগ্রন্থি স্খলিত হইলেও তাহা অবগত হইতে পারেন নাই । এইরূপে পতিসমীপে লজ্জিত হইয়া তাঁহারা মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন, আমরা সেই কৃষ্ণের বিরহ কিরূপে সহ্য করিব ॥ ২-৩ ॥ হে অবলাগণ, তোমরা অপর এক আশ্চর্য্য বিষয় শ্রবণ কর । মুক্তাহারতুল্য শুভ্রহাস্যশীল এবং বক্ষঃদেশে স্থির বিদ্যুৎ তুল্য শ্রীবিশিষ্ট এই নন্দসুত যৎকালে বিরহিগণের সুখ প্রদানের জন্য বংশীবাদন করিতে থাকেন তৎকালে ব্রজস্থিত বৃষ, ধেনু এবং অন্যান্য পশুগণ দূর হইতেই বংশীরবে হৃতচিত্ত হইয়া দন্তদ্বারা কেবলমাত্র তৃণগ্রাস ধারণপূর্ব্বক সকলে ঐদিকে কর্ণ উত্তোলিত করিয়া নিদ্রিত এবং চিত্রাঙ্কিতের ন্যায় অবস্থান

তর্হি ভগ্নগতয়ঃ সরিতো বৈ তৎপদাম্বুজরজোঽর্নিলনীতম্য ।
স্পৃহয়তীর্বয়মিবাবহুপুণ্যাঃ প্রেমবেপিতভুজাঃ স্তিমিতাপঃ ॥ ৭ ॥
অনুচরৈঃ সমনুবর্ণিত-বীর্য্য আদিপুরুষ ইবাচলভূতিঃ ।
বনচরো গিরিতটেষু চরন্তী-র্বেণুনাহ্বয়তি গাঃ স যদা হি ॥ ৮ ॥
বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ ।
প্রণতভার-বিটপা মধুধারাঃ প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম ॥ ৯ ॥
দর্শনীয়-তিলকো বনমালা দিব্যগন্ধ-তুলসীমধুমত্তৈঃ ।
অলিকুলৈরলঘু গীতমভীষ্ট-মাদ্রিয়ন্ যর্হি সন্ধিতবেণুঃ ॥ ১০ ॥
সরসি সারস-হংস-বিহঙ্গা-শ্চারুগীতহৃত চেতস এত্য ।
হরিমুপাসত তে যতচিত্তা হন্ত মীলিতদৃশো ধৃতমৌনাঃ ॥ ১১ ॥

করিতে থাকে ॥ ৪-৫ ॥ হে সখীগণ, শ্রীকৃষ্ণ কোন সময় ময়ূরপুচ্ছ, গৈরিকাদি ধাতুরাগ এবং পল্লবদ্বারা মল্লবেশের অনুকরণ করিয়া বলদেব এবং গোপালগণের সহিত যে স্থানে বংশীরবে ধেনুগণকে আহ্বান করিতে থাকেন তখন ঐ বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া অচেতন নদীসকলও যেন পবনোদ্ধৃত তদীয় শ্রীচরণকমলরজঃ লাভের আকাঙ্ক্ষায় নিবৃত্তগতি হইয়া অবস্থান করে৷ কিন্তু বোধ হইতেছে যে, তাহারাও আমাদেরই ন্যায় অল্পপুণ্য বিশিষ্টা, যেহেতু তাহারা আকাঙ্ক্ষিত তদীয় পদপরাগ লাভ করিতে পারে নাই৷ কেবলমাত্র প্রেমভরে তাহাদের তরঙ্গরূপ বাহু কম্পিত হয় এবং জলরাশি নিশ্চল হইয়া থাকে ॥ ৬-৭ ॥ হে সখীগণ, অনুচরগণ (আদি পুরুষপক্ষে দেবগণ, কৃষ্ণপক্ষে অনুচর অর্থ গোপগণ) নিরন্তর যাঁহার বীর্য্য বর্ণন করেন সেই আদিপুরুষ নারায়ণের ন্যায় অচল শ্রীসম্পন্ন হইয়াও বনচরবেশে এই শ্রীকৃষ্ণ যখন গিরিতটে ভ্রমণশীল ধেনুগণকে বংশীস্বর যোগে পৃথক্ পৃথক্ নাম উচ্চারণ পরিপূর্ণ অবনতশাখাবিশিষ্ট বনলতা এবং তরুগণ যেন আত্মস্থিত অর্থাৎ আপনাদের মধ্যে বিরাজমান বিষ্ণুতত্ত্বের সূচনা করিয়াই প্রেম পুলকিত গাত্রে অশ্রুধারার ন্যায় মধুধারা বর্ষণ করিতে থাকে ॥ ৮-৯ ॥ হে সখীগণ, সুরম্য পুরুষগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এই শ্রীকৃষ্ণ যখন বনমালাস্থিত দিব্যগন্ধ তুলসীর মধুপানে মত্ত ভ্রমরসমূহের অনুকূল উচ্চসঙ্গীত সাদরে গ্রহণ করিয়া স্বীয় অধরে বংশী সংযোগ করেন তখন সরোবরস্থিত সারস, হংস প্রভৃতি পক্ষিগণ ঐ সুমধুর বংশীসঙ্গীতে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া আগমনপূর্ব্বক চিত্ত সংযত, লোচনযুগল নিমীলিত

সহবলঃ স্রগবতংস-বিলাসঃ সানুষু ক্ষিতিভৃতো ব্রজদেব্যঃ ।
হর্ষয়ন্ যর্হি বেণুরবেণ জাতহর্ষ উপরম্ভতি বিশ্বম্ ॥ ১২ ॥
মহদতিক্রমণ-শঙ্কিতচেতা মন্দমন্দমনুগর্জ্জতি মেঘঃ ।
সুহৃদমভ্যবর্ষৎ সুমনোভি-শ্ছায়য়া চ বিদধৎ প্রতপত্রম্ ॥ ১৩ ॥
বিবিধগোপচরণেষু বিদগ্ধো বেণুবাদ্য উরুধা নিজশিক্ষাঃ ।
তব সুতঃ সতি যদাধরবিম্বে দত্তবেণুরনয়ৎ স্বরজাতীঃ ॥ ১৪ ॥
সবনশস্তদুপধার্য্য সুরেশাঃ শক্র-শর্ব্ব-পরমেষ্ঠি-পুরোগাঃ ।
কবয় আনতকন্ধরচিত্তাঃ কশ্মলং যযুরনিশ্চিততত্ত্বাঃ ॥ ১৫ ॥
নিজ-পদাব্জদলৈর্ধ্বজ-বজ্র-নীরজাঙ্কুশ-বিচিত্রললামৈঃ ।
ব্রজ-ভুবঃ শময়ন্ খুরতোদং বর্ষ্মধুর্য্য-গতিরীড়িতবেণুঃ ॥ ১৬ ॥
ব্রজতি তেন বয়ং সবিলাস-বীক্ষণার্পিত-মনোভববেগাঃ ।
কুজগতিং গমিতা ন বিদামঃ কশ্মলেন কবরং বসনং বা ॥ ১৭ ॥

ও মৌনভাব অবলম্বন করিয়া তাঁহার নিকটে উপবেশন করে ॥ ১০-১১ ॥ হে ব্রজললনাগণ, শ্রীকৃষ্ণ যখন মাল্য বিনির্ম্মিত কর্ণভূষণে বিভূষিত হইয়া বলদেবের সহিত পর্ব্বতের তটভাগে অবস্থানপূর্ব্বক স্বয়ং হৃষ্টচিত্তে জগতের হর্ষ উৎপাদন করিতে করিতে বেণুরবে বিশ্ব পরিপূরিত করেন তখন মেঘমালা শ্রীকৃষ্ণকে অতিক্রম করিতে শঙ্কিতচিত্ত হইয়া আর অগ্রসর হয় না । কিম্বা উচ্চ গর্জ্জনও করে না, পরন্তু তথায় অবস্থিত হইয়াই বেণুরবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মন্দ মন্দ গর্জ্জন করিতে থাকে এবং এই জগতের তাপহরণ করেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সুহৃদ্‌জ্ঞানে ছায়াদ্বারা তাঁহার উপর ছত্র রচনা ও পুষ্পবর্ষণ করিতে থাকে । (এ স্থলে দেবতাগণকৃত পুষ্পবর্ষণকেই গোপী মেঘকৃত বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন) ॥ ১২-১৩ ॥ হে যশোদে, নানাবিধ গোপজনোচিত ক্রীড়ানিপুণ তোমার তনয় যখন অধরবিম্বে বংশী সংযোগ করিয়া বেণুবাদ্য বিষয়ে নিজ হইতেই অভ্যস্ত বিবিধ স্বরালাপ উন্নয়ন করিতে থাকেন তখন ইন্দ্র, শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবশ্রেষ্ঠগণ মন্দ্র-মধ্যমবতার-সমন্বিত ঐ স্বরালাপ শ্রবণ করিয়া স্বয়ং পণ্ডিত হইয়াও তাহার তত্ত্ব নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া থাকেন । পরন্তু তাহাদের গ্রীবা ও চিত্ত অবনত হইয়া থাকে এবং আপনার মোহপ্রাপ্ত হ'ন ॥ ১৪-১৫ ॥ হে সখি, শ্রীকৃষ্ণ ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ ও পদচিহ্নযুক্ত স্বকীয় রমণীয় পদকমলদ্বারা ব্রজভূমির খুরাক্রমণ-জনিত বেদনার শান্তি করিয়া

মণিধরঃ ক্বচিদাগণয়ন্ গা মালয়া দয়িতগন্ধতুলস্যাঃ ।
প্রণয়িণোঽনুচরস্য কদাংসে প্রক্ষিপন্ ভুজমগায়ত যত্র ॥ ১৮ ॥
ক্বণিত-বেণুরব-বঞ্চিত-চিত্তাঃ কৃষ্ণমন্বসত কৃষ্ণগৃহিণ্যঃ ।
গুণগণার্ণমনুগত্য হরিণ্যো গোপিকা ইব বিমুক্তগৃহাশাঃ ॥ ১৯ ॥
কুন্দ-দাম-কৃতকৌতুক-বেষো গোপ-গোধন-বৃতো যমুনায়াম্ ।
নন্দসূনুরনঘে তব বৎসো নর্ম্মদঃ প্রণয়িনাং বিজহার ॥ ২০ ॥
মন্দবায়ুরুপবাত্যনুকূলং মানয়ন্ মলয়জ-স্পর্শেন ।
বন্দিনস্তমুপদেবগণা যে বাদ্যগীতবলিভিঃ পরিবব্রুঃ ॥ ২১ ॥
বৎসলো ব্রজ-গবাং যদগধ্রো বন্দ্যমানচরণঃ পথি বৃদ্ধৈঃ ।
কৃৎস্নগোধনমুপোহ্য দিনান্তে গীতবেণুরণুগেড়িতকীর্ত্তিঃ ॥ ২২ ॥

বেণুধ্বনি সহকারে গজেন্দ্র মন্থরগতিতে যে চলিতে থাকেন, তজ্জন্য তাঁহার সবিলাস দৃষ্টিপাতে আমাদের চিত্তে কামবেগ অর্পিত হওয়ায় আমরা বৃক্ষের ন্যায় জড়দশা প্রাপ্ত হইয়া থাকি, পরন্তু তৎকালে কেশবন্ধন বা পরিধেয় বসন স্খলিত হইয়া পড়িলেও মোহবশতঃ অবগত হইতে পারি না ॥ ১৬-১৭ ॥ হে সখি, গোসকলের গণনার্থ গ্রথিত মণিমালাধারী শ্রীকৃষ্ণ যখন কোন স্থানে সেই মণিসমূহদ্বারা চতুর্দ্দিকস্থ গোসকল গণনা করিতে করিতে অতিশয় প্রিয় গন্ধযুক্ত তুলসীর মালায় বিভূষিত হইয়া প্রণয়ী সহচরের স্কন্ধদেশে ভুজভার অর্পণপূর্ব্বক কোন সময়ে গান করেন তখন ঐ নিনাদিত বেণুরবে অপহৃতচিত্তা কৃষ্ণসাররমণী হরিণী গুণসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণের সমীপগত হইয়া গোপীগণের ন্যায় নিজ নিজ গৃহের আশা পরিত্যাগ করত তাঁহারই অনুবর্ত্তিনী হইয়া থাকে, তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে না ॥ ১৮-১৯ ॥ হে শুদ্ধশীলে, যশোদে, তোমার বৎস নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যখন কৌতুকসহকারে কুন্দকুসুমমাল্যে বিভূষিত এবং গোপ ও গোধন-সমূহ-কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া প্রণয়িগণের হর্ষ উৎপাদন করিতে করিতে যমুনায় বিহার করেন তখন মন্দসমীরণ স্বকীয় চন্দনতুল্য সুরভি ও শীতল স্পর্শদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সম্মান করিয়া অনুকূলভাবে বীজন করিতে থাকে এবং গন্ধর্ব্বাদি উপদেবগণ স্তুতি-সহকারে বাদ্যগীত প্রভৃতি উপচারদ্বারা তাঁহার আরাধনা করেন ॥২০-২১॥ অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের আগমন দেখিয়া আনন্দে বলিতে লাগিলেন,—যেহেতু তিনি গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন সেইজন্য এই ব্রজস্থিত গোগণের (অর্থাৎ অনুকম্পা

উৎসবং শ্রমরুচাপি দৃশীনা-মুন্নয়ন্ খুররজশ্ছুরিতস্রক্ ।
দিৎসয়ৈতি সুহৃদাশিষ এষ দেবকীজঠরভূরুড়ুরাজঃ ॥ ২৩ ॥
মদবিঘূর্ণিতলোচন ঈষৎ মানদঃ স্বসুহৃদাং বনমালী ।
বদরপাণ্ডুবদনো মৃদুগণ্ডং মণ্ডয়ন্ কনককুণ্ডললক্ষ্ম্যা ॥ ২৪ ॥
যদুপতির্দ্বিরদরাজবিহারো যামিনীপতিরিবৈষ দিনান্তে ।
মুদিতবক্ত্র উপযাতি দুরন্তং মোচয়ন্ ব্রজগবাং দিনতাপম্ ॥ ২৫ ॥

শ্রীভ্রমরগীতম্

[শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ে—১২-২১]

শ্রীগোপ্যুবাচ—

মধুপ কিতব-বন্ধো মা স্পৃশাঙ্ঘ্রিং সপত্ন্যাঃ
কুচ-বিলুলিতমালা-কুঙ্কুমশ্মশ্রুভির্নঃ ।
বহতু মধুপতিস্তন্মানিনীনাং প্রসাদং
যদু সদসি বিড়ম্ব্যং যস্য দূতস্ত্বমীদৃক্ ॥ ১২ ॥

যোগ্য আমাদের) হিতকারী শ্রীকৃষ্ণ সায়ংকালে সমস্ত গোধন একত্রিত করিয়া বংশী সঙ্গীত করিতে করিতে ঐ দেখ সুহৃদ্গণের মনোরথ প্রদানের জন্য ব্রজে আগমন করিতেছেন। পথে ব্রহ্মাদি বৃদ্ধগণ তাঁহার পাদবন্দন এবং অনুচরগণ গুণকীর্ত্তন করিতেছেন। গোসকলের খুরসমুত্থিত ধূলিপটলে তাঁহার গণ্ডদেশ-স্থিত মাল্য রঞ্জিত হইয়াছে। যশোদা-জঠরজাত গোকুলচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ যদিও সম্প্রতি পরিশ্রান্ত তথাপি এই শ্রমযুক্ত কান্তিদ্বারাই সকলের নয়নানন্দ বৃদ্ধি করিতেছেন ॥২২-২৩॥ অনন্তর শ্রীকৃষ্ণকে সমীপাগত দেখিয়া কোন কোন গোপী সসম্ভ্রমে বলিতে লাগিলেন,—হে সখীগণ, ঈষৎ মদবিঘূর্ণিত লোচন, বদরফলতুল্য পাণ্ডুবর্ণ বদন শোভাবিশিষ্ট, গজেন্দ্রমন্থরগামী বনমালী প্রসন্নবদন এই যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ সুবর্ণ-কুণ্ডল-শোভায় সুকোমল গণ্ডদেশ বিভূষিত করিয়া সুহৃদ্গণের সম্মান প্রদানপূর্ব্বক সায়ংকালে চন্দ্রদেবের ন্যায় ব্রজনিবদ্ধ ধেনুতুল্য আমাদের দিবসজনিত দুরন্ত সন্তাপ হরণ করিতে করিতে উপাগত হইয়াছেন ॥২৪-২৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—গোপীগণ বলিলেন,—হে ধূর্ত্তবন্ধো, মধুকর, তুমি আমাদের চরণ স্পর্শ করিও না। আমাদের সপত্নীগণের কুচে শ্রীকৃষ্ণের বনমালা বিমর্দ্দিত

সকৃদধর-সুধাং স্বাং মোহিনীং পায়য়িত্বা
সুমনস ইব সদ্যস্তত্যজেঽস্মান্ ভবাদৃক্ ।
পরিচরতি কথং তৎ-পাদপদ্মং নু পদ্মা
হ্যপি বত হৃতচেতা হ্যুত্তমঃশ্লোকজল্পৈঃ ॥ ১৩ ॥
কিমিহ বহু ষড়ঙ্ঘ্রে গায়সি ত্বং যদূনা-
মধিপতিমগৃহাণামগ্রতো নঃ পুরাণম্ ।
বিজয়সখ-সখীনাং গীয়তাং তৎপ্রসঙ্গঃ
ক্ষপিতকুচরুজস্তে কল্পয়ন্তীষ্টমিষ্টাঃ ॥ ১৪ ॥
দিবি ভুবি চ রসায়াং কাঃ স্ত্রিয়স্তদ্দুরাপাঃ
কপটরুচির-হাস-ভ্রূবিজৃম্ভস্য যাঃ স্যুঃ ।
চরণ-রজ উপাস্তে যস্য ভূতির্বয়ং কা
অপিচ কৃপণ-পক্ষে হ্যুত্তমঃশ্লোকশব্দঃ ॥ ১৫ ॥

হইয়াছে, তোমার শ্মশ্রুতে তাহার চিহ্ন দেখা যাইতেছে। মধুপতি সেইসকল মানিনীর সন্তোষ বিধান করুন, তুমি যাহার দূত হইয়াও ঈদৃশ সুরত-চিহ্ন ধারণ করিয়াছ, সেই কৃষ্ণের এতাদৃশ আচরণ নিশ্চয়ই যাদব সভায় উপহাস্যাস্পদ হইবে ॥ ১২ ॥ তুমি যেরূপ পুষ্পসকলকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র চলিয়া যাও, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও আমাদিগকে একবার মাত্র লালসাবর্দ্ধক স্বকীয় অধরামৃত পান করাইয়া সদ্যই পরিত্যাগ করিয়াছেন। লক্ষ্মীদেবী কি হেতু তাদৃশ ব্যক্তির পাদপদ্ম সেবা করিতেছেন? আমাদের মনে হয়, নিশ্চয়ই তিনি শ্রীকৃষ্ণের মিথ্যাবচনে আকৃষ্টচিত্তা হইয়াছেন, পরন্তু আমরা লক্ষ্মীর ন্যায় অবিচক্ষণা নহি ॥ ১৩ ॥ হে ভ্রমর, তুমি এই বনবাসিনীগণের সম্মুখে কি জন্য সেই পুরাতন কৃষ্ণের কথা বহুধা গান করিতেছ? শ্রীকৃষ্ণের নূতন সখীগণের নিকট যাইয়া কৃষ্ণপ্রসঙ্গ কীর্ত্তন কর, তাঁহার আলিঙ্গনদ্বারা যাঁহাদের স্তনপীড়ার শান্তি হইয়াছে, তাদৃশ কৃষ্ণপ্রিয়া কামিনীগণ তোমার অভীষ্ট পূরণ করিবেন ॥ ১৪ ॥ (হে কৃষ্ণপ্রেয়সী শিরোমণে, এরূপ বলিও না ; পরন্তু তোমাকে স্মরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের কামবিড়ম্বনা উপস্থিত হওয়াতেই তিনি তোমার প্রসন্নতা উৎপাদনের জন্য আমাকে আদেশ করিয়াছেন এইরূপ ভ্রমরের ধ্বনি কল্পনাপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন)—স্বর্গ, মর্ত্ত্য বা রসাতলস্থ কামিনীগণের মধ্যে তাঁহার দুর্ল্লভ কে? স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী কপটরুচিরহাস্য সহকৃত ভ্রূবিজৃম্ভনশীল শ্রীকৃষ্ণের চরণধূলির সেবা করিয়া থাকেন, এ অবস্থায় আমরা

বিসৃজ শিরসি পাদং বেদ্ম্যহং চাটুকারৈ-
রনুনয়বিদুষস্তেঽভ্যেত্য দৌত্যৈর্মুকুন্দাৎ ।
স্বকৃত ইহ বিসৃষ্টাপত্যন্যলোকা
ব্যসৃজদকৃতচেতাঃ কিং নু সন্ধেয়মস্মিন্ ॥ ১৬ ॥
মৃগয়ুরিব কপীন্দ্রং বিব্যধে লুব্ধধর্ম্মা
স্ত্রিয়মকৃত বিরূপাং স্ত্রীজিতঃ কামযানাম্ ।
বলিমপি বলিমত্ত্বাবেষ্টয়দ্ধ্বাঙ্ক্ষবদ্য-
স্তদলমসিতসখ্যৈর্দুস্ত্যজস্তৎকথার্থঃ ॥ ১৭ ॥
যদনুচরিতলীলা-কর্ণপীযূষ-বিপ্রুট্-
সকৃদদন-বিধূত-দ্বন্দ্বধর্ম্মা বিনষ্টাঃ ।
সপদি গৃহকুটুম্বং দীনমুৎসৃজ্যদীনা
বহব ইহ বিহঙ্গা ভিক্ষুচর্য্যাং চরন্তি ॥ ১৮ ॥

কিরূপে তাঁহার যোগ্য হইতে পারি? কৃপণগণই অনুকম্পাশীল তাদৃশ পুরুষকে উত্তমঃশ্লোকশব্দে কীর্ত্তন করিতে পারে, মাদৃশ গোপীগণ তাহা পারে না ॥১৫॥ অনন্তর ভ্রমর তাঁহার পদস্পর্শ করিলে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে মনে করিয়া বলিতে লাগিলেন,—হে ভ্রমর, তুমি স্বীয় মস্তকধৃত মদীয় চরণ ত্যাগ কর, (তথাপিও পরিত্যাগ না করায় বলিতে লাগিলেন) তুমি শ্রীকৃষ্ণের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া দূতোচিত প্রিয়বাক্য রচনাদ্বারা অনুনয়-বিষয়ে পণ্ডিত হইয়াছ, তোমার সকল বিষয়ই আমি জানিয়াছি, আমরা তাঁহার জন্য পতি, পুত্র, পরলোক সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, এ অবস্থায় সেই অসংযতচিত্ত পুরুষ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, এরূপ লোকের সঙ্গে কিরূপে সন্ধি হইতে পারে? ১৬ ॥ যে নৃশংস-প্রকৃতি শ্রীকৃষ্ণ রামাবতারে ব্যাধের ন্যায় বানররাজ বালিকে বধ করিয়াছিলেন এবং স্ত্রীবশীভূত হইয়া কামপীড়ায় সমাগতা শূর্পনখার নাসা-কর্ণ ছেদন করিয়াছিলেন, বামন-অবতারে বলিরাজ-প্রদত্ত পূজোপহার ভক্ষণ করিয়া কাকের ন্যায় বলিকে বন্ধন করিয়াছিলেন, তাদৃশ কৃষ্ণের সহিত বন্ধুত্বে আমাদিগের কোন প্রয়োজন নাই, কিন্তু তাঁহার কথারূপ অর্থ ত্যাগ করা আমাদের পক্ষে দুষ্কর ॥ ১৭ ॥ হংসবৎ সারাসারজ্ঞগণ যাঁহার চরিত্র লীলাকথামৃতের কণিকামাত্র কর্ণপুটে আস্বাদন করিয়া রাগাদিদ্বন্দ্ব রহিত ও ভোগনিস্পৃহ হইয়া দুঃখপূর্ণ গৃহ পরিজন পরিত্যাগ করিয়া

বয়মৃতমিব জিহ্ম-ব্যাহৃতং শ্রদ্দধানাঃ
কুলিক-রুতমিবাজ্ঞাঃ কৃষ্ণ বধ্বো হরিণ্যঃ ।
দদৃশুরসকৃদেতৎ তন্নখস্পর্শতীব্র-
স্মররুজ উপমন্ত্রিন্ ভণ্যতামন্যবার্ত্তা ॥ ১৯ ॥
প্রিয়সখ পুনরাগাঃ প্রেয়সা প্রেষিতঃ কিং
বরয় কিমননুরুন্ধে মাননীয়োঽসি মেঽঙ্গ ।
নয়সি কথমিহাস্মান্ দুস্ত্যজদ্বন্দ্বপার্শ্বং
সততমুরসি সৌম্য শ্রীর্বধূঃ সাকমাস্তে ॥ ২০ ॥
অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে
স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্য বন্ধূংশ্চ গোপান্ ।
ক্বচিদপি স কথা নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে
ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্দ্ধ্ন্যধাস্যৎ কদা নু ॥ ২১ ॥

প্রাণধারণ নিমিত্ত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন, তাদৃশ কৃষ্ণের কথা আমরা ত্যাগ করিতে পারিতেছি না ॥ ১৮ ॥ হে দূত, মুগ্ধ কৃষ্ণসারবধূ হরিণীগণ যেরূপ ব্যাধের গীতে আসক্ত হইয়া পশ্চাৎ শরপ্রহারজনিত ব্যথা অনুভব করিয়া থাকে, সেইরূপ আমরাও কুটিল শ্রীকৃষ্ণের বাক্য সত্য মনে করিয়া বহুবার তদীয় নখস্পর্শজনিত তীব্র কামবেদনার অনুভব করিয়াছি, অতএব তুমি অন্যপ্রসঙ্গ কীর্ত্তন কর ॥১৯॥ ভ্রমর প্রস্থান করিয়া পুনরায় আগমন করিলে বলিতে লাগিলেন,—হে প্রিয় কৃষ্ণ-বন্ধো, তুমি কি পুনরায় প্রিয়তমের প্রেরণাবশতঃই আসিয়াছ? হে দূত, তুমি আমার মাননীয় অতএব তোমার প্রার্থনীয় বিষয় বর্ণন কর, যদি আমাদের মধুপুরী গমনই তোমার প্রার্থনীয়, তাহা হইলে বল-দেখি, লক্ষ্মীদেবী সর্ব্বদা যাঁহার সহচরীরূপে বক্ষোদেশে বিরাজমানা রহিয়াছেন, তাদৃশ দুষ্পরিহার্য্য যুগ্মভাবপ্রাপ্ত পুরুষের নিকট আমাদিগকে কি জন্য লইয়া যাইবে? ২০ ॥ হে সৌম্য, আর্য্যপুত্র শ্রীকৃষ্ণ গুরুকুল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বর্ত্তমানে মধুপুরীতে আছেন কি? তিনি এখন নন্দালয় এবং গোপগণের স্মরণ করেন কি? কখনও এই দাসীগণের কথা উচ্চারণ করেন কি? কোন্ কালে পুনরায় তিনি অগুরুতুল্য সুগন্ধ নিজ বাহু আমাদের মস্তকে ধারণ করিবেন? ২১ ॥

—ঃ সমাপ্ত ঃ—